দর্শন/সমাজ বিজ্ঞান

মিশেল ফুকো

ভূমিকাপর্ব

যৌনতার ইতিহাস ১

অনুবাদ শামসুদ্দিন চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনতার ইতিহাস ১: ভূমিকাপর্ব-এর শুরুতে মিশেল ফুকো এই ধারণাকে খারিজ করে দেন যে পশ্চিমা বিশ্ব যৌনতার অবদমনের শিকার হয়েছিল। বরং দীর্ঘ কয়েক শতাব্দি জুড়েই যৌনতার ধারণা উন্মুক্ত সন্দর্ভের বিষয় ছিল। তার মতে যৌনতার বিষয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন সমাহারে আধুনিক সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে যৌনতা নিয়ে প্রাধান্যকারী এক আখ্যান রয়েছে। এই সন্দর্ভ আমাদেরকে চিন্তা করায় যৌনতা হলো স্বাভাবিক, আমাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সহজাত, এমন কিছু যাকে ক্ষতিকর পরিণাম ছাড়া অবদমন করা যায় না। ফুকোর মতে, বরং, যৌনতার ক্ষেত্রে জরুরী বলে কিছু নেই। এমনকি যে ক্রিয়াকে যৌন বলে গণ্য করি (কিছু আবশ্যিক ব্যতিক্রমসহ), এর যে নিয়ম ও নিষেধ তাদের জন্য স্থাপন করেছি, আমাদের জীবনে যে প্রাধিকার দিয়েছি তাও নয়। তাই যৌন ও যৌনতার মধ্যে প্রভেদ করা দরকার। আমাদের সংস্কৃতি কীভাবে যৌনতার ধারণাকে গড়ে নিয়েছে। এ হলো এক সামাজিক নির্মিতি। আমরাই এ সমস্ত যৌনাবেগ সৃষ্টি করেছি, যাকে এখন বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন মনে হবে, এ হলো ক্ষমতার অনুশীলনের জন্য এক নির্মিতি। একে সত্য জ্ঞান করি। ক্ষমতার মতই একে সর্বব্যাপ্ত মনে করি। প্রকৃত মুক্তি চাইলে শরীর ও শরীরের সুখকে যৌনতার অংশ করা থেকে বিরত হতে হবে। তাতেই যৌনতার সেনাবতরণের নিগড় ভাঙ্গা সম্ভব হবে।

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুদ্দিন চৌধুরী
জন্ম ১৩৭৩ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ

মননশীল প্রবন্ধ, নাটক ও অনুবাদের চর্চায় যুক্ত। ত্রিশালস্থ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন।

প্রবন্ধ ও গবেষণা
সমর সেন: জীবন ও কাব্য ১৩৯৭, অন্য নিরীক্ষা ১৪০৪, উপন্যাসের উপচার ১৪০৪, হোমর–একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১৪১২, আলব্যের ক্যামুর লড়াই–এক মনীষা সম্পন্ন শৈল্পিক জীবনী ১৪১২, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ১৪১২, গ্রিসের মিথ ১৪১৭, রোমের মিথ ১৪১৭, আফ্রিকার মিথ ১৪১৮ এবং ধ্রুপদী মিথলজি ১৪১৯।

অনুবাদ
অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিব ১৩৯৯, মাইকেল চেকভের অভিনয় পদ্ধতি ১৪০৯, ইলিয়াদ ১৪১২, চিলিতে অজ্ঞাতবাসে ১৪১৩, নব উপন্যাসের পক্ষে ১৪১৭, ক্লোদ লেভি স্ত্রাউস: নির্বাচিত রচনা ১৪১৭, নন্দনতত্ত্ব ১৪১৭, মিথলজি ১৪১৮, অদেসি ১৪১৮, ঈনিড ১৪১৯ দেখার যত উপায় ১৪২০, যৌনতার তত্ত্বের তিন পাঠ ১৪২০, মিথের মাঝে বসবাস ১৪২০, যৌনতার ইতিহাস ১ : ভূমিকাপর্ব ১৪২০, যৌনতার ইতিহাস ২ : সুখের ব্যবহার ১৪২০, যৌনতার ইতিহাস ৩ : নিজের প্রতি যত্ন ১৪২০, চারটে আর্কেটাইপ ১৪২০।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ২৯টি

ই মেইল : sckniu@gmail.com

আলোকচিত্র : আরিফুর রহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনতার ইতিহাস ১

ভূমিকাপর্ব

মিশেল ফুকো

অনুবাদ
শামসুদ্দিন চৌধুরী

GRONTHO.COM

বর্ণায়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বত্ব
অনুবাদক

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
কে এম লিয়াকত
বর্ণায়ন
৬৯ প্যারীদাস রোড
ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র
তুষার শাহীদুর রাহমান

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৭৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70092-0065-6

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com, বই 24.com, www.porua.com.bd

Jounatar Itihas 1 : Bhumikaparva : History of Sexuality 1 : An Introduction By Michel Foucault Translated by Shamsuddin Chowdhury. Published by K M Liaquat Bornayan
69 Pyaridas Road, Banglabazar Dhaka 1100.
Cover design : Arifur Rahman.

Price Tk. 275.00 Only.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের উৎসর্গ

ধানমন্ডি লেকের ধারের আড্ডার প্রবীণ সদস্য
ম. ফজলে লোহানীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের কথা

কিছু পাঠকের অনুরোধে মিশেল ফুকোর এই বিখ্যাত অভিলাষী পরিকল্পনাকে বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস পাই। ব্যক্তিগতভাবে এর অনেক বক্তব্য অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বিশেষত অনেক সময়োপযোগী চিন্তার পরিচয় এতে ছড়িয়ে রয়েছে; যার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা অনস্বীকার্য। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হবার কথা ছিল মিশেল ফুকোর এই ইতিহাসমালার; ১৯৮৪ সালে ফুকোর মৃত্যুতে অসমাপ্ত থেকে যায়। তার জীবদ্দশায় তিনটি খণ্ড প্রকাশ পায়; তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বেলায় মূল পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটেছে; মৃত্যুশয্যায় চতুর্থ খণ্ডটি প্রস্তুত করে যান কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা না করতে পারায় মরণোত্তর সময়ে প্রকাশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যান। এর প্রথম খণ্ডটিকে মিশেল ফুকো উপক্রমণিকা হিসেবেই রচনা করেছিলেন, এর শিরোনামের অংশ 'জানবার অভিলাষে' তা স্পষ্ট ইংরেজি অনুবাদে যে শিরোনামটি রক্ষিত হয় নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে যথাক্রমে গ্রিক ও রোমের ধ্রুপদী সময়ের যৌনতার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশেও ধ্রুপদী গ্রিস এবং রোমের গ্রন্থ ও বিষয়ে ফুকোর জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। বাগবিধির ব্যবহারেও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের গদ্যের সফিস্টিকেশন যাতে না হারায় তার চেষ্টা করা হয়েছে। ফুকোর রচনা পাঠে মুখোমুখি হতে হয় বহু মাইক্রো ইন্টারপ্রিটেশনের, পাঠকদের সম্মুখীন হওয়া এই সমস্যাকে অনুবাদকের সামলাতে হয়। এমন উত্তর আধুনিক পর্বের রচনার অনুবাদে ঐ সমাধানও কম শক্ত নয়। অনুবাদকের টিপ্পনি অংশে তার কিছু সহায় নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদের জন্য ফরাসি থেকে করা রবার্ট হার্লের ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে।

পাঠকের সুবিধার্থে গ্রন্থশেষে অধ্যায়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ প্রাসঙ্গিক আলোচনা সহ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাকভাষ হিসেবে 'ফুকো সম্বন্ধে দু'চার ছত্র' নামে উপক্রমণিকা রয়েছে। শেষে উত্তরভাষ হিসেবে উপসংহার রয়েছে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে অনুবাদের প্রয়োজনে প্রচলিত পরিভাষার বাইরেও কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর উপভোগের জন্য ফুকোর তত্ত্ববিশ্বের আলোকপাত করার ইচ্ছা ছিল। 'ফুকোর প্রয়োজনীয় ভাবনারাশি' শিরোনামে কয়েকটি প্রসঙ্গ সীমিত পরিসরে উল্লেখ করা হয়েছে। আগামীতে এ সমস্ত নিয়ে কোষগ্রন্থ প্রস্তুত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পাঠকের কাজে আসলে শ্রম সার্থক হবে।

১ ফাল্গুন ১৪২০ শামসুদ্দিন চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

GRONTHO.COM

সূচি

ফুকো সম্পর্কে দু' চার ছত্র ১১

প্রথম অংশ : আমরা 'আরেক ভিক্টোরীয়' ১৫

দ্বিতীয় অংশ : অবদমনমূলক অনুমিতি ২৭
- অধ্যায় : এক ॥ সন্দর্ভের দিকে সক্রিয়তা ২৯
- অধ্যায় : দুই ॥ বিকৃতির রোপণ ৪৪

তৃতীয় অংশ : সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস: যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান ৫৫

চতুর্থ অংশ: যৌনতার সেনাবতরণ ৭৩
- অধ্যায় : এক ॥ লক্ষ্যবস্তু ৭৮
- অধ্যায় : দুই ॥ পদ্ধতি ৮৭
- অধ্যায় : তিন ॥ শাসনক্ষেত্র ৯৬
- অধ্যায় : চার ॥ পর্বায়ন ১০৬

পঞ্চম অংশ : মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপর ক্ষমতা ১১৯
- তথ্যসূত্র ১৪১
  - ফুকোর প্রয়োজনীয় ভাবনারাশি ১৪৪
  - সারসংক্ষেপ ১৪৬
  - উপসংহার ১৬৭
  - পরিভাষা ১৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

GRONTHO.COM

ফুকো সম্পর্কে দু' চার ছত্র

রচনাটির নাম থেকে কারো ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যৌনতার সরল ইতিহাসের সন্ধান এতে পাওয়া যাবে। বরং উল্টো, মিশেল ফুকো আদৌ এমনতরো আগ্রহ পোষণ করেননি। তবে রচনাটি কী। এক কথায় বলা চলে কীভাবে যৌনতার অভিধায় মানব জাতি নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করে থাকে। মানুষের ইতিহাসে যৌনতাকে বিশ্লেষণের যে বহু মত বহু পথ সেই যৌনতার সেনাবতরণকে মিশেল ফুকো বিশেষভাবে বিবেচনা করতে চেয়েছেন; অর্থাৎ যৌন বিষয় নিয়ে যত সন্দর্ভ তার তত বহুবৈচিত্র্য। যৌনতার সম্পর্কে ফুকোর রচনা তাঁর জ্ঞানের অনুসন্ধানের সমান্তরাল।

তার জন্য ফুকোর তত্ত্ববিশ্বের একটু পরিচয় পেতে হবে। তাতে চারটে বিষয় চিহ্নিত: উন্মাদনা, রুগ্নতা, অপরাধ, ও যৌনতা। এই ধারাতে ফুকোর রচিত যৌনতার ইতিহাস মূলত তাঁর 'শৃংখলা ও শাস্তি'র বংশগতিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি প্রসারণ যৌনতার বিষয় নিয়ে। ফুকোর ধারণা হলো তা যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞানের অনেক আধুনিক শরীরে যার মধ্যে যৌনতা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, হালের মনোবিশ্লেষণ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যার সঙ্গে আধুনিক সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ রয়েছে এবং তাই বংশগতিনির্ভর বিশ্লেষণের প্রধান দাবিদার। প্রথম খণ্ডটিকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশ করা হয় এই প্রকল্পের মুখবন্ধ হিসেবে যেখানে আধুনিক যৌনতার বিভিন্ন দিক শিশু, নারী, 'বিকারপূর্ণ', জনসংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন থাকার অভিপ্রায় পোষণ করা হয়। এখানে সার্বিক ইতিহাসের প্রকল্পের রেখা টানা হয়; কোন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।

ছয় খণ্ডে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পায় 'ইসতোয়ার দ্য লা সেক্সুয়ালিতে ১: লা ভলতেঁ দ্য সাভোয়া'; যার ইংরেজি অনুবাদে দ্য উইল টু নলেজ উপশিরোনামে; 'জানার অভিলাষ' নামের খণ্ডে উপজীব্য বিগত দুই শতাব্দির প্রেক্ষাপটে যৌনতার কার্যকে ক্ষমতার এক বিশ্লেষক রূপে যা যৌনতার বিশেষ জ্ঞানের উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পাশ্চাত্যে জৈবশক্তির উদ্ভবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সম্ভাব্য খণ্ডগুলোর নাম ছিল: লা শের এ ল কর (রক্তমাংস ও শরীর), লা ক্রোয়াজাদ দেজঁফঁ (শিশুদের ধর্মযুদ্ধ), লা ফাম, লা মের এ ইস্তোরিক (স্ত্রী, জননী ও মৃগীরোগী), লে পের্ভের (বিকারগ্রস্ত গণ), পপুলাসিয়োঁ এ রাস (জনগোষ্ঠী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতি)। পরবর্তী সময়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি। ভিন্ন প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ পেয়েছিল।

ফুকোর মতে, যৌনতার উপর আধুনিক নিয়ন্ত্রণ অপরাধীত্বের আধুনিক নিয়ন্ত্রণের সমান্তরাল যৌন বিষয়কে (অপরাধের মত) অভিযুক্ত বৈজ্ঞানিক শৃংখলার এক অবজেক্টে পরিণত করে। তবুও, স্পষ্টতর হয় যে যৌনতার বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্ষমতার আরো এক মাত্রা রয়েছে। তাতে কেবল ইন্ডিভিজুয়ালদের সম্পর্কে অপরের জ্ঞানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় না, সেখানে ইন্ডিভিজুয়ালের নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞানের মাধ্যমেও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় যৌনতার বিশেষ জ্ঞান হিসেবে রচিত বিজ্ঞান সমূহ যে আদর্শ স্থাপন করে ইন্ডিভিজুয়াল তাকে আন্তরীকৃত করে এবং ঐ সমস্ত আদর্শ অনুসারে নিজেদেরকে নিশ্চিত করার উদ্যোগ হিসেবে রচিত করে। এর দ্বারা তারা কেবল শৃংখলার বিষয় রূপেই নিয়ন্ত্রিত হয় না বরং আত্মবীক্ষণ কৃত এবং আত্মগঠনরত বিষয়ী হিসেবে।

মিশেল ফুকোর বিস্তার পরিচয় দিতে গিয়ে এই পরিসরে স্থান সংকুলান হবার নয়। প্রধানত 'ক্ষমতা', ক্ষমতার দার্শনিক তিনি, জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব রচনা করেছিলেন। বলা হয় কান্টের 'ক্রিটিক অফ পিওর রিজন' দ্বারা প্রাণিত হন। মিশেল ফুকোর রচনা, তার ক্রিটিক্যাল প্রকল্প পণ্ডিত, শিল্পী, ও রাজনৈতিক কর্মীদেরকে নতুন চিন্তার পদ্ধতি গঠনের ক্ষেত্রে পূর্বদৃষ্টান্তহীন উপায়ে অনুপ্রাণিত করে একইভাবে পুরো নিশ্চিতিকে গুঁড়িয়ে দিতে, অথবা প্রায়শ যা হতো বিভ্রমের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হত।

তার রচনা নিয়ে বিতর্ক হবার কারণ তা বহু ভাবে ব্যবহার করা যেত; তার ব্যক্ত রয়েছে বহুমুখ বৈশিষ্ট্যে মৌলিকত্ব বা আবেদন নিহিত থাকত। একক চিন্তা বা মতবাদের প্রবক্তা নন তিনি; বরং বিচিত্র চিন্তার সমষ্টি যার বিভিন্ন বিশ্লেষণী রয়েছে। তার রচনাকে পাঠের সময় কল্পনা ও নতুন ব্যবহার করা থাকে আবশ্যিক লক্ষ্য। স্বাধীনতা, মুক্তি হলো তাঁর রচনার দিশারী; তার কাজের ক্ষেত্র হলো সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য হলো ইতিহাস তত্ত্বের দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে। তিনি একজন দার্শনিক যিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করেন সমকালীন সমাজকে উপলব্ধি করতে যাতে বিরাট মুক্তির দিকে একে পরিবর্তন করতে পারেন। ইতিহাস ও দর্শনকে এক নতুন উপায়ে মিশ্রণ করেন। তার কথায় তার রচনাগুলো হলো 'বর্তমানের ইতিহাস'; তিনি চেয়েছেন ঐতিহাসিক বিকাশকে রেখাচিত্র করতে একই ভাবে আধুনিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের ধারণাগত ঠেকনো সমূহের; এভাবেই শাস্তিদান ও যাদেরকে উন্মাদ বলে গণ্য করা হয় বিষয় হয়ে ওঠে। অন্য স্তরে তার রচনার পঠন ঝড় তুললেও সাংস্কৃতিক স্তরে সাধারণভাবে বিতর্ক তুলেছে। উৎপাদনমূলক ক্ষমতার ধারণা—যে ক্ষমতা উৎপাদন করে ও সক্রিয় করে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আকারকে অবদমন ও সেন্সর করার পরিবর্তে; এর দ্বারাই যৌনতার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সমর্থ করে। কারাগারের ইতিহাস লেখার সময় তার অভীষ্ট ছিল ক্ষমতার চেহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মোচন করা; কী করে সমাজে ক্ষমতা বিস্তার করে, কেউ কারো উপরে ক্ষমতা বিস্তার করলে সামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কগুলো কোন দিকে মোড় নেয়। এভাবেই তিনি অনুধাবন করেন সমস্ত সমাজেই মানুষের যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রিত আকারে অনুশীলিত হয়। ক্ষমতার শেকড়-বাকড় খুঁজতে গিয়ে নিষেধ-বারণের গভীরেও প্রবেশ করেন। ক্ষমতা মানেই চাপ প্রয়োগ করা, নিপীড়ন নয়; কখনও কখনও ক্ষমতা মেনে নেবার নীতিও অবলম্বন করে।

যৌনতার ইতিহাসে এই ক্ষমতার হদিশ করতে গিয়ে ক্ষমতা সম্পর্কের বাইরেও চলে যান। কী করে রাজনৈতিক অর্থে নয় মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিগত অর্থে বিষয়ীর গঠন হয় তার ইতিহাস হয়ে ওঠে। বলা যায় এ হয়ে উঠেছে আধুনিক যৌনতার ইতিহাস; যা কিনা আত্মজ্ঞানের সেক্যুলার অভিযোজন ও প্রসারণে বড় অংশ গঠন করে। পুরোহিত, যাজক নয় এখন চিকিৎসক, মনস্তত্ত্ববিদ, সেরা বন্ধু, অথবা নিজের কাছে পাপস্বীকার করা হয়। এসবের বর্গকে যৌনতার আধুনিক বিশেষজ্ঞরা গৃহীত করে নিয়েছে। এরা মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এমন আবিষ্কার হাজির করেন যা এখন আচরণের সামাজিক আদর্শ।

যৌনতাকে সামাজিক নির্মিতি ও জীববিদ্যাগত বাস্তবতার মাঝে প্রভেদকে ফুকো স্বীকার করেন; কিন্তু নতুন বিজ্ঞানের আদর্শে স্থানান্তর হলে এই পার্থক্য ঘুচে যায়। অবদমনমূলক অনুমিতির ক্রিটিক দ্বারা ফুকো যৌনতার ইতিহাসকে কারাগারের ইতিহাসের সমান্তরালে তৈরি করেন। আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞান যেমন সামাজিক অকার্যকরের (কিশোর অপরাধী, ছিঁচকে চোর, নেশার আসক্ত, সিরিয়ল কিলার) বর্গ নির্ধারণ করে; যারা একাধারে জ্ঞানের উৎস ও তাদের বিষয়ীদের নিয়ন্ত্রণেরও। একইভাবে ফুকো যৌনতার আধুনিক বিজ্ঞান যৌন অকার্যকরের (সমকামী, নপুংসক) বর্গ নির্ধারণ করে ক্ষমতা/জ্ঞানের সমান্তরাল সম্পর্ক গড়েন।

উপসংহারে ফুকো যৌনতাকে ছাড়িয়ে যান ও জৈবশক্তির ধারণা তৈরি করেন; যাতে আমাদের জীবনকে ঘিরে সব রকম আধুনিক ক্ষমতা এসে মিলেছে, অর্থাৎ যৌন বিষয় হিসেবে নয় জীববিদ্যাগত স্বাভাবিকতার বিষয় রূপে। জৈব শক্তির কাজ হলো জীবনকে চালনা করা, যে প্রক্রিয়া দুই স্তরে কাজ করে; একটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল স্তরে, সেখানে মানব শরীরের অ্যানাটমো-পলিটিকস রয়েছে; আরেকটা স্তর সামাজিক গোষ্ঠীর, সেখানে জনসংখ্যার জৈব রাজনীতি রয়েছে। তার প্রকল্প আধুনিক যৌনতা থেকে শুরু হয়ে আধুনিক জৈব ক্ষমতার ধারণাতে উপসংহার হয়েছে।

জৈব ক্ষমতা অবদমনমূলক ক্ষমতার মতো উৎপাদনমূলক বা ধ্বংসমূলক নয়, বরং আবশ্যিকভাবে জীবনের সুরক্ষামূলক হিসেবে আবির্ভূত হয়: এ ইন্ডিভিজুয়ালের শরীরের স্বাস্থ্য নিয়ে যেমন একইভাবে জনসংখ্যাকেও বিবেচ্য করে: তাতে প্রজনন, জন্ম, ও নৈতিকতার বিধিবদ্ধ গত নিয়ন্ত্রণে যেমন রয়েছে একইভাবে স্বাস্থ্য ও মৃত্যুর প্রত্যাশায় তেমন। স্বাস্থ্য ও কল্যাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হওয়ায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও অতিমাত্রায় প্রভাবশীল; ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরেও ইন্ডিভিজুয়ালের জীবনের ব্যবস্থাপনার উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে। এর উদাহরণ হবে এক মাতৃসদন; যেখানে মাতৃসদনের লক্ষ্য মা ও শিশুর কল্যাণ করা; তাদের সমস্যাপূর্ণ লক্ষ্য ও প্রভাবও রয়েছে। এভাবে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা জীবনের এমন অভিজ্ঞতা ও অংশে প্রবেশ করছেন যা পূর্বে ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত। প্রসূতি কীভাবে জন্ম দেবে তার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এখন গর্ভবতীর নিকট থেকে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের নিকটে চলে গিয়েছে। এ হলো আজকের সমাজে চিকিৎসাগত অনুপ্রবেশের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী। জৈব ক্ষমতার ধারণা স্পষ্ট করে কোন পথে জৈব-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাজ করে, এবং আধুনিক সমাজের মানুষের সমাজ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে।

ফুকো তার গ্রন্থগুলোকে মনে করতেন যন্ত্রপাতির বাক্স বা টুলবক্স; পাঠক যা হাঁটকে দেখতে পারে যখন চিন্তা করতে ও কাজ করতে একটা হাতিয়ার প্রয়োজন হয়। যদিও এসব বইই ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার দূরূহ প্রশ্ন জাগে, কারণ কোনো যন্ত্র-উপকরণ কোন প্রেক্ষিতে ব্যবহার হচ্ছে তার উপরেই নির্ভর করে। একটা পাথরের টুকরো হাতুড়ির কাজও করতে পারে ও আবার জানলার কাচও গুড়িয়ে দিতে পারে। ফুকোর অভিপ্রায় হলো প্রোথিত সামাজিক শৃংখলা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সমস্ত সত্য প্রস্তরীভূত রূপে, যেখানে মুক্তির প্রতি ভঙ্গুর দায়বদ্ধতাকে ধারণ করে রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অংশ

আমরা ‘আরেক ভিক্টোরীয়’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন বলা হয়, আমরা দীর্ঘকাল ধরেই ভিক্টোরীয় শাসনপ্রণালিকে সমর্থন করে আসছি, এবং এখনও তার শাসনের অধীনেই বাস করছি। এভাবেই সাম্রাজ্যের শালীনতার ভানে ভরা ভাবচ্ছবি আমাদের সংবৃত, অনুচ্চারিত, ও ছলাকুশল যৌনতার শোভাবর্ধন করছে।

সতেরো শতকের গোড়াতে তখনও সাধারণভাবে অন্তত কিছুটা পরিমাণে খোলামেলা অবস্থা ছিল, তেমনই মনে হত। যৌন কর্মকাণ্ডকে গোপন করবার প্রয়োজন ছিল না, কথাবার্তাও অহেতুক সংযম ছাড়াই হত, এবং সমস্ত বিষয়ই বাড়াবাড়ি রকম রাখঢাক না করেই সম্পন্ন হত; অবৈধ কোনো কিছুর সঙ্গে এক রকম সহনশীল পরিচিতি ছিল। যা কিছু স্থূল, অশ্লীল, এবং অভব্য তাকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধিবদ্ধ আইনসমূহ ছিল উনিশ শতকের তুলনায় সম্পূর্ণ শিথিল। সময়টা ছিল প্রত্যক্ষ শরীরীভঙ্গি, লজ্জাহীন আলাপচারিতা, এবং খোলাখুলি সীমালঙ্ঘনের তথা পাপের, যখন নিজ নিজ অঙ্গের প্রদর্শন ও মিশে যাওয়াটা ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়েছিল, এবং এ-ও জেনে যে শিশুরা বয়স্কদের হাসিঠাট্টার আশেপাশে রয়েছে: এ ছিল এমনই একটা যুগ যখন শরীরের 'নিজেদের প্রদর্শনী চলত।'

তবে উজ্জ্বল দিনের উপর গোধূলি নেমে এল, ভিক্টোরীয় বুর্জোয়াতন্ত্রের একঘেয়ে রাত তাকে অনুসরণ করল। খুবই সতর্কতার সঙ্গে যৌনতাকে বন্দি করা হলো: তা বাড়ির মধ্যে সরে এল। দাম্পত্য পরিবার যৌনতার দায়ভার নিয়ে নিল এবং প্রজননের সিরিয়স কাজে তাকে নিঃশেষিত করল। যৌন বিষয়ে, নীরবতাই হয়ে উঠল নিয়ম। বৈধ এবং প্রজননশীল দম্পতি আইনটির বিধি নিয়ম রচনা করল। মডেল হিসেবে ঐ দম্পতি নিজেদেরকেই চাপিয়ে দিল, রীতিটিকে শক্তিশালী করল, সত্যকে নিরাপদ করল, এবং কথা বলার অধিকার সংরক্ষণ করল আর যেখানে গোপনীয়তার অধিকারকে বহাল রাখল। সামাজিক পরিসরে যেমন প্রত্যেক গার্হস্থ্যের প্রাণকেন্দ্রেও যৌনতার একটাই সঞ্চার পথ স্বীকৃত হলো, যদিও তা ছিল উপযোগিতার বিচারে এবং উর্বর ধরনের একটি: পিতামাতার শয়ন কক্ষ। এর বাইরে বাকি যা কিছু কেবল তুচ্ছ; প্রকৃত হাবভাব অন্য যত শরীরের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত, এবং বাচিক ভব্যতার দ্বারা কারো কথাবার্তাকে বিচক্ষণ হয়ে উঠল। এবং এমন বন্ধ্যাত্বের আচরণের ফলে অস্বাভাবিকতার কলঙ্ক দাগ যুক্ত হলো; কেউ যদি একে অতিমাত্রায় দৃশ্যমান করতে জোর দিত, তবে তাকে সে অনুসারে গুরুত্ব দান করা হত এবং তার জন্য তাকে অর্থ দণ্ড দিতে হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজনন করা বা আকার পরিবর্তনের অভিধা অনুসারে কোনো কিছুই শৃংখলাপূর্ণ ছিল না যা থেকে তা বরাদ্দ বা রক্ষা পাওয়ার আশা করতে পারে। এমনকি তা কোনো শুনানিরও যোগ্য ছিল না। একে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, অস্বীকার করা হয়েছিল, এবং নীরবতায় নামিয়ে আনা হয়েছিল। এ কেবল অস্তিত্বহীন ছিল তাই নয়, অস্তিত্বধারণের তার কোনো অধিকারও রইল না এবং এর ন্যূনতম প্রকাশ পর্যন্ত অদৃশ্য করে দেওয়া হলো—হোক তা কাজেকর্মে বা কথাবার্তায়। যেমন, সবাই জানতেন, শিশুদের বেলায় কোনো রকমের যৌন ব্যাপার ছিল না, এজন্য তাদেরকে এ বিষয়ে কথা বলাও ছিল নিষিদ্ধ, কেউ যখন এর বিপরীত প্রমাণের মুখোমুখি হয় কেন চোখ বুজে ফেলত ও কানে শোনা থেকে বিরত থাকত, এবং কেনইবা এক সাধারণ ও পর্যবেক্ষণকৃত নৈঃশব্দ্য চাপিয়ে দেওয়া হত। অবদমনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে আরোপ করা হয়েছিল, যা একে দণ্ডবিধির পালনীয় নিষেধাজ্ঞার থেকে পৃথক করতে কাজ করে: অবদমন অদৃশ্য হবার দণ্ড হিসেবেই কাজ করে, কিন্তু নিরবতার প্রতি স্থগিতাদেশ রূপেও, অনস্তিত্বের প্রতি ইতিবাচকও, এবং, ইশারার দ্বারা, এক স্বীকারোক্তি করে যে এই সব বিষয়ে বলার কিছু নেই, দেখার কিছু নেই, এবং জানার কিছু নেই। এই ছিল আমাদের বুর্জোয়া সমাজের হিপোক্রেসি তার খোঁড়া যুক্তি সহ। তবে, তা কিছু পরিমাণে ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছিল। যদি অবৈধ যৌনতার কর্মকাণ্ডের জন্য সত্যি সত্যিই জায়গা করে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার যুক্তি ছিল, তারা তাদের ঘৃণ্য দুর্ভাগ্য অন্য কোথাও নিয়ে যাক: এমন এক স্থানে যেখানে তারা পুনরায় সম মর্যাদা লাভ করতে পারবে, যদি উৎপাদনের পরিমণ্ডলে না হয়, অন্তত সেসব লাভের জায়গায়। পতিতালয় ও মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র তেমন সহনশীল স্থান হয়ে উঠতে পারে: একদিকে বেশ্যা, খদ্দের, এবং দালাল, সাথে রয়েছে মনোবিশ্লেষক ও তার হিস্টিরিয়াগ্রস্থ—স্টিভেন মার্কাস যেভাবে বলতেন ঐ সমস্ত 'অপর ভিক্টোরীয়গণ'—যেন চুপেচাপে সুখের (আশ্লেষ অর্থে) স্থানান্তর করল গণনাযোগ্য বস্তুর বর্গের মধ্যে যে সব অনুচ্চারিত ছিল। সম্পূর্ণ কর্তৃত্বপরায়ণকৃত কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি, সেখানে অবাধে বিনিময় হতে পারে। একমাত্র ঐ সমস্ত স্থানে বাস্তবতার আকারে বন্ধনমুক্ত কামের (নিরাপদে জীবানুমুক্ত) অধিকার থাকবে, এবং কেবল ছদ্মবেশে, গণ্ডিবদ্ধ, ও বিধিবদ্ধ ধরনের সন্দর্ভে তা হবে। অন্য সকল খানে, আধুনিক রক্ষণশীলতা এর ত্রয়ী অনুশাসন—ট্যাবু, অনস্তিত্ব, ও নীরবতা—চাপিয়ে দেয়।

কিন্তু আমরা কি দুই শতক ধরে এসব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করিনি যাতে যৌনতার ইতিহাসকে সবার আগে অবশ্যই ক্রমবর্ধমান অবদমনের কালপঞ্জি হিসেবে দেখা হয়নি? কেবল সামান্য একটু বিস্তারে, আমরা অবহিত হয়েছি। সম্ভবত ফ্রয়েডের দ্বারা কিছুটা অগ্রগতি সম্পন্ন হয়; কিন্তু এমন সবদিকে সতর্কতার সঙ্গে, এমন চিকিৎসা শাস্ত্রের বিনয়ে, ক্ষতিকারক নয় এমন বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা সহ, এবং এত বেশি সাবধানীভাবে, যাতে সব কিছুকে ধারণ করা চলে, 'উপচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়া'র কোনো ভয় ছাড়াই, যৌন মিলন ও সন্দর্ভের মাঝের নিরাপদতম ও সবচেয়ে ভদ্র পরিসর টুকুতে: তবুও শয্যার উপরে আরেক দফা কানকথা যুক্ত করা হয়। আর এই বিষয়গুলো কি অন্যভাবে হতে পারত? আমরা জানি যে ধ্রুপদী যুগ থেকেই অবদমন যদি ক্ষমতা, জ্ঞান ও যৌনতার মধ্যে মূল যোগসূত্র হয়, তবে এমন হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত যে একটা কিছু যথেষ্ট মূল্য না দিয়ে আমরা তার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারব না: আইন লঙ্ঘনের চেয়ে কম নয়, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, কথার বিস্ফার, বাস্তবতার মধ্যে সুখের পুনরায় প্রতিষ্ঠা, এবং ক্ষমতার ক্রিয়াবিধিতে এক নতুন অর্থনীতির প্রয়োজন হবে। কারণ সত্যের শেষ ছটাটুকু রাজনীতির দ্বারা শর্তে আবদ্ধ। তবুও, নিছক চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন থেকেই কেউ কাঙ্ক্ষিত ফললাভের আশা করতে পারে না, অথবা কোনো তাত্ত্বিক সন্দর্ভ থেকে, যত তীব্রভাবে তা চালনা করা হোক। এভাবে, কেউ বর্জন করতে পারে ফ্রয়েডের প্রথানুবর্তিতাকে, মনোবিশ্লেষণের স্বাভাবিকীকৃত ভূমিকা, রাইখের প্রবলতার মধ্যে নিহিত ভীরুতা, এবং সমমর্যাদা লাভের সকল প্রভাব যা 'যৌন' বিষয়ে 'বিজ্ঞানে'র দ্বারা এবং যৌনবিদ্যার সমস্বরের ক্রিয়াকলাপর দ্বারা নিশ্চিত হয়।

আধুনিক যৌন অবদমন সম্পর্কে এই সন্দর্ভ ভালভাবেই ধারণ করে, নিঃসন্দেহে কত সহজে তাকে সমর্থন করতে হয়। এক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা একে রক্ষা করে। অবদমনের যুগের প্রবর্তনকে সরিয়ে নিয়ে সতেরো শতকে স্থাপন করে, মুক্ত পরিসর ও স্বাধীন প্রকাশের শত বছর পরে, কেউ একে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সমাপতন হিসেবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তা বুর্জোয়া শৃংখলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। উৎপাদনের পদ্ধতির স্বীকৃত ইতিহাসের উপর প্রতিস্থাপিত হয় যৌন বিষয় এবং তার বিচারের গৌণ কালপঞ্জি; এর অকিঞ্চিৎকর প্রভাব দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে যায়। এই তথ্য থেকে এক ব্যাখ্যানীতির উদ্ভব ঘটে: যদি যৌন বিষয় এমন প্রবলভাবে অবদমিত হয়, তার কারণ তা এক সাধারণ ও নিবিড় কাজের অনুজ্ঞার সঙ্গে বেমানান। একটা সময়ে যখন শ্রমের সামর্থ্যকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শোষণ করা হচ্ছিল, এই সামর্থ্যকে সুখকর উদ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অপচয় করতে কী করে অনুমোদন করবে, একমাত্র—যা ন্যূনতমে হ্রাসকৃত—যা তাকে পুনরুৎপাদনে সমর্থ করে তাকে ছাড়া? যৌন বিষয় ও তার প্রভাবকে সম্ভবত এত সহজে পাঠোদ্ধার করা যাবে না; আরেক দিকে, তার অবদমন, এমনভাবে পুনর্গঠিত যে সহজেই বিশ্লেষিত হয়েছে। আর যৌন কারণ—যৌন স্বাধীনতার চাহিদা, কিন্তু যৌন বিষয়ে পাওয়া জ্ঞান ও তার সম্পর্কে কথা বলার অধিকার—বৈধভাবেই এক রাজনৈতিক হেতুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়: যৌন বিষয়কে ভবিষ্যতের কার্যতালিকায় স্থান দেওয়া হয়। কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি হয়তো অবাক হবেন যৌন বিষয়ের ইতিহাস ব্যক্ত করতে এত বেশি সতর্কতা গ্রহণ এমন একটা মুগ্ধকর অপত্য-সম্ভবতা যে তাতে প্রাচীন শোভনতাপ্রিয় একই দাগ বহন করছে কিনা: যেন এমন ধরনের সন্দর্ভের সূত্রবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা গৃহীত হবার আগে ঐ সমস্ত পরাক্রমকারী পারস্পারিক সম্পর্ক থাকাটা প্রয়োজন।

কিন্তু তার পূর্বে আরো একটা কারণ রয়েছে যে অবদমনের অভিধাতে যৌন বিষয় ও ক্ষমতার মধ্যের সম্পর্ককে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য আনন্দিত হবার কারণ হবে: এমন একটা কিছু যাকে কেউ বক্তার অবস্থানগত সুবিধা হিসেবে দেখতে পারে। যদি যৌন বিষয়কে অবদমন করা হয়, অর্থাৎ, নিষিদ্ধ, অস্তিত্বহীন, ও নিরব রূপে দণ্ডিত হয়, ব্যক্তির এই নিয়ে বাগবিস্তার করছে নিজেকে ক্ষমতার ধরাছোঁয়ার কতকটা বাইরে রাখে; সে প্রতিষ্ঠিত আইনকে উল্টে দেয়; আসন্ন স্বাধীনতাকে সে কোনোভাবে আন্দাজ করে নেয়। এর থেকে ব্যাখ্যা মেলে এখনকার দিনে কতটা আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে কেউ যৌনতার সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। যখন তাদেরকে এর সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ করতে হয়, উনিশ শতকের প্রথম জনতত্ত্ববিদ ও মনস্তত্ত্ববিদগণ তাদের পাঠকের নিকট ক্ষমা চাওয়াকে উপদেশযোগ্য মনে করেছিলেন এমন তুচ্ছ ও হীন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বলার জন্য। কিন্তু এখনকার দশকেও এসেও, একই বিষয়ে বলতে গিয়ে ভিন্ন পোজ না নিয়ে বলাটা শক্ত বলে লক্ষ্য করছি: প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকে অস্বীকারের বিষয়ে আমরা সচেতন, আমাদের বলার টোন বোঝায় যে নাশকতামূলক কাজে যুক্ত রয়েছি, এবং বর্তমানের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি আমরা এবং ভবিষ্যতের নিকটও আবেদন রাখছি, যা আমরা তৈরি করছি বলে বিশ্বাস করি যার দিনগুলো সেই অবদানের দ্বারা ত্বরিত হবে। এমন যা কিছু বিদ্রোহের আভাস দেয়, প্রতিশ্রুত মুক্তির, ভিন্ন নিয়মের আগামী দিন, এই যৌন শোষণের সন্দর্ভে তা সহজেই গলে যায়। ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু প্রাচীন ভূমিকা এর মধ্যে পুনঃসক্রিয় হয়। আগামীতে যৌন বিষয় আবারো মুক্ত হবে। যেহেতু এই অবদমনকে নিশ্চিত করা হয়েছে, যে কেউ বিচক্ষণতার সঙ্গেই সহঅস্তিত্বমূলক ধারণা সমূহকে হাজির করতে পারে যা হাস্যকর হবার ভয় বা ইতিহাসের তিক্ততার জন্য আমাদের অনেকেই পাশাপাশি উপস্থাপন থেকে বিরত থাকে: বিপ্লব ও সুখত্ব, বা বিপ্লব ও এক ভিন্ন শরীর, যা নতুনতর ও আরো বেশি সুন্দর হবে; অথবা অবশ্য, বিপ্লব ও সুখ। যা এ সমস্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে অবদমনের অভিধায় যৌন প্রসঙ্গে কথা বলতে আমাদের আগ্রহকে ধরে রাখে, সত্য উচ্চারণ এবং পরম সুখের প্রতিশ্রুতি রূপে, আলোকপর্ব, স্বাধীনতা লাভ, ও বহুবঙ্কিম আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য; এমন এক সন্দর্ভকে উচ্চারণ করা যা জ্ঞানের ঐকান্তিকতা, নিয়মকে পরিবর্তন করার প্রতিজ্ঞা, এবং পার্থিব আনন্দের উদ্যানের জন্য আকাঙ্ক্ষাকে সমন্বিত করে এ সম্ভবত বাজার দরকে ব্যাখ্যা করে যা আরোপিত হয় যৌন অবদমন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল কেবল তাই নয়, বরং তাদের বক্তব্যের প্রতিও মনোযোগ প্রদানেও যারা অবদমনের প্রভাবকে নির্মূল করবে। সর্বোপরি, আমাদের সভ্যতাই একমাত্র যাতে দাপ্তরিক কর্মকর্তারা বেতনভূক হিসেবে সমস্তটা নিবিড় হয়ে শুনতে ও তাদের যৌন বিষয়ের বিচিত্র অংশ জ্ঞাপনের জন্য রয়েছেন: এবং এই করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে কেউ যে আগ্রহ জাগানোর আশা করে, যেন এর সম্পর্কে কথা বলার ক্ষুধা, তা শ্রুত হবার সম্ভাবনাকে ছাপিয়ে বহু দূর গিয়েছে, যাতে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল এমনকি তাদের শ্রবণশক্তিকে ভাড়ার প্রস্তাব দিতে পারে।

তবে এই অর্থনৈতিক শর্ত আবশ্যিক বিষয় নয় বলেই আমার নিকট প্রতীয়মান, বরং আমাদের যুগে এক সন্দর্ভের অস্তিত্ব রয়েছে যাতে যৌন বিষয়, সত্যের উন্মোচন, বৈশ্বিক নিয়মকে উল্টে দেওয়া, নতুন দিনের আগমনের বার্তা ঘোষণা, এবং নির্দিষ্ট কিছু পরম সুখের প্রতিশ্রুতি যা সব মিলিয়ে একত্রে যোগসূত্রবদ্ধ হয়েছে। আজকের দিনে যৌন বিষয় বা কাম হলো তাই যা প্রচারের প্রাচীন আকারের— প্রতীচ্যে এত পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ—সমর্থন রূপে কাজ করে থাকে। বিগত দশকগুলোতে আমাদের সমাজে এক বিরাট যৌন উপদেশ—যার সূক্ষ্ম ধর্মতাত্ত্বিক ও জনপ্রিয় স্বর রয়েছে—ভেসে এসেছে; এ পুরোনো শৃংখলাকে দণ্ড দিয়েছে, হিপোক্রেসিকে নিন্দা করেছে, এবং তাৎক্ষণিক ও বাস্তবের অধিকারকে প্রশংসা করেছে; এর ফলে মানুষ নতুন দেশের স্বপ্ন দেখেছে। ফ্রান্সিসকানদের কথা স্মরণ করেছে। এবং আমরা হয়তো অবাক হয়ে ভাবতে পারি কী করে তা সম্ভব দীর্ঘকাল ধরে, পাশ্চাত্যের শিল্পনির্ভর সমাজগুলোতে, যে আবেগ ও বিশ্বাস বিপ্লবী প্রকল্পের সঙ্গী হয়ে থেকেছে তা এখন প্রধানত যৌন বিষয়ের ভিত্তিতে বাহিত হচ্ছে।

অতএব, অবদমিত যৌন বিষয়ের ধারণা তাই কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়। যৌনতার অনুমোদন কখনই এর চেয়ে বেশি তীব্রভাবে অধীনস্থ হয়নি যতটা এই হিপক্রেসিময়, ব্যস্তসমস্ত, এবং দায়িত্বশীল বুর্জোয়াতন্ত্র যখন এমন এক সন্দর্ভের দৃষ্টিমনোহরতার সঙ্গে সহগামী হয় যার উদ্দেশ্য হলো যৌন বিষয়ের সত্যকে উন্মোচন করা, বাস্তবতার মধ্যে তার অর্থনীতিকে মার্জিত করা, যে আইন একে শাসন করে তাকে ধ্বংস করা, এবং তার ভবিষ্যতকে পরিবর্তন করা। অবদমনের ভাষ্য এবং ধর্মোপদেশের আকার একে অপরকে ফিরে উল্লেখ করে; তারা পরস্পরকে শক্তিশালী করে। বলা চলে, যৌন ক্ষেত্রে অবদমন হয়নি, অথবা বরং যৌন বিষয় ও ক্ষমতার মধ্যের সম্পর্ক অবদমন দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত নয়, তাতে বন্ধ্যা কূটাভাসে পতিত হবার ঝুঁকি নিতে হয়। এ কেবল এক সর্বজনস্বীকৃত যুক্তিকেই পাল্টা হিসেবে দাঁড় করাবে না, বরং এই যুক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে এমন সমস্ত অর্থনীতি এবং সমস্ত সান্দর্ভিক আগ্রহের বিপক্ষে যাবে।

এই প্রসঙ্গেই আমি ধারাবাহিকভাবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে হাজির করতে চাই যা এর অনুসরণ করবে, এই খণ্ডটি হবে একাধারে এর ভূমিকা ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ হিসেবে প্রথম উদ্যোগ: এ কয়েকটি ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে সমীক্ষা এবং কয়েকটি তাত্ত্বিক সমস্যার সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। সংক্ষেপে, আমার লক্ষ্য হলো একটা সমাজের ক্ষেত্রে এর পরীক্ষা করা এক শতাব্দির বেশি সময়ের জন্য যা নিজেকে তার হিপোক্রেসির জন্য কঠোর সমালোচনা করছে, এর নীরবতার জন্য বাচিকভাবে সোচ্চার হয়েছে, অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্টস্বীকার করে ডিটেলে বর্ণনা করছে এসব বিষয় যা বলত না, এর দ্বারা অনুশীলিত ক্ষমতার নিন্দা করেছে, এবং এর ক্ষেত্রে কার্যকর থাকা আইন থেকে স্বাধীন করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কেবল এসব সন্দর্ভকেই উদঘাটনেই সীমাবদ্ধ থাকব না বরং যে অভিলাষ তাদেরকে ধারণ করে এবং যে কৌশলগত অভিপ্রায় তাদেরকে সমর্থন করে তাকেও। যে প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চাই তা এই নয়, কেন আমরা অবদমিত? বরং তা হলো, কেন আমরা, এত বেশি প্যাশন ও এত বেশি ক্রোধের সঙ্গে আমাদের সদ্য অতীতের বিরুদ্ধে সোচ্চার, আমাদের বর্তমানের বিরুদ্ধে, এবং আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, যে আমরা অবদমিত? কোন সর্পিলতার দ্বারা আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে যৌন বিষয়কে নেতিকৃত করা হয়েছে? কী থেকে এত আড়ম্বরময় করে আমাদেরকে দেখালো যে, যৌন বিষয় এমন একটা কিছু যাকে আমরা লুকিয়ে রাখি, বলতে গেলে যার সম্পর্কে আমরা মৌন থাকি? আর আমরা এসবই করে থাকি সবচেয়ে পরোক্ষ অভিধায় বিষয়টিকে সূত্রবদ্ধ করে, তাকে সবচেয়ে নগ্ন বাস্তবতায় উন্মোচন করে, এর ক্ষমতা ও তার প্রভাবকে ইতিবাচকতায় নিশ্চিত করে। নিঃসন্দেহে এমন প্রশ্ন তোলা বৈধ যে কেন দীর্ঘকাল ধরে যৌন কোনো কিছুকে পাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখা হয়েছে—যদিও কীভাবে এই অনুষঙ্গ গড়ে উঠছে তা আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে, এবং কাউকে সতর্ক হতে হবে যেন সংক্ষেপে এবং চকিত ফ্যাশনে বক্তব্য না দিতে যে 'যৌন' বিষয়টি নিন্দিত হয়েছিল—কিন্তু আমরা নিজেদেরকে এও জিজ্ঞাসা করব যে কেন একদা যৌন বিষয়কে পাপ বলে সাব্যস্ত করায় আজকে আমরা নিজেদেরকে দায়ী করছি। কোন পথ আমাদেরকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে যে আমাদের নিজের যৌন বিষয়ে নিজেদেরকে 'ভ্রান্তি'র মধ্যে বিবেচনা করছি? আর এমন অদ্ভুত ধরনের সভ্যতাকে কী করে অর্জন করেছি যা নিজে বলে যে, ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা সমাপ্ত হয়নি, এ দীর্ঘকাল ধরেই 'যৌন বিষয়ে'র বিরুদ্ধে পাপ করে এসেছে? কী করে কেউ হিসেব করতে পারে স্থানচ্যুতির জন্য যা, যখন যৌন বিষয়ের পাপময় প্রকৃতি থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার দাবি করছে, আমাদেরকে বিরাট ঐতিহাসিক অন্যায়ের মাশুল গুণতে হয় যা সঠিকভাবে এমন কল্পনায় নিহিত রয়েছে যে প্রকৃতিই দোষের ভাগীদার এবং ঐ বিশ্বাস থেকে ধ্বংসময় পরিণতি আহরণে?

এ বলা হবে যে আজকে যদি এত মানুষ এই অবদমনকে নিশ্চিত করে, এর কারণ হলো তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আর তারা যদি এর সম্পর্কে এত অফুরন্তভাবে বলে থাকে, যেভাবে তারা এখন দীর্ঘসময় ধরে করছে, তার কারণ হলো অবদমন এমন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, তার শক্ত শেকড় ও যুক্তি রয়েছে, এবং এমন প্রচণ্ডভাবে যৌন বিষয়কে গুরুত্ব দেয় যে এর থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে সর্ব সাধারণে একাধিক অভিযোগ দায়ের করতে হবে; ঐ কাজটি দীর্ঘলয়ের হবে। সন্দেহ নেই, আরো বেশি দীর্ঘ হলো যেভাবে ক্ষমতার প্রকৃতির মধ্যেই—বিশেষ করে যে ধরনের ক্ষমতা আমাদের সমাজে কার্যকর হয়—অবদমনমূলকতা ছিল, এবং বিশেষ করে সতর্কতার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় শক্তিকে অবদমন করতে, সুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঢ়তাকে, এবং আচরণের অনিয়মিত মর্জিকেও। তখন, যদি স্বাধীনতা বনাম এই অবদমন ক্ষমতার প্রভাব তাদের প্রকাশে এত ধীরলয়ের হয় আমরা বিস্মিত হব না; যৌন বিষয়ে সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে কথা বলার উদ্যোগ এবং তাকে এর বাস্তবতায় গ্রহণ করা এক ঐতিহাসিক পরম্পরায় এমন ভিনদেশী যা প্রায় হাজার বছর ধরেই এখন চলে এসেছে, এবং ক্ষমতার অন্তর্জাত ক্রিয়াবিধির সঙ্গে এমন বৈরীভাবাপন্ন, যে এর নিজের কার্যসাধনে সফল হবার পূর্বে দীর্ঘসময় ধরে অগ্রগতি না হতে বাধ্য।

আমি যাকে 'অবদমনমূলক অনুমিতি' বলছি কেউ এর সম্পর্কে তিন ধরনের অভিযোগ তুলতে পারে। প্রথম সন্দেহ হলো: যৌন অবদমন কি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য? প্রথমেই কি তা দৃষ্টিতে পরে—এবং তার পরিণামে কাউকে প্রারম্ভিক অনুমিতিকে অগ্রসর করে—প্রকৃতই কি সতেরো শতকে যৌন অবদমনের এক যুগের ত্বরান্বিতকরণ ঘটে বা প্রতিষ্ঠা হয়? এ সম্ভবত ঐতিহাসিক প্রশ্ন। দ্বিতীয় সন্দেহ: ক্ষমতার যত কার্যকলাপ, এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত ক্রিয়াবিধি আমাদের সমাজের মত ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়, প্রকৃতই কি প্রাথমিকভাবে অবদমনের বর্গের অন্তর্ভুক্ত? নিষেধাজ্ঞা, সেন্সরশীপ, এবং প্রত্যাখ্যান প্রকৃতই কি সেসব আকার যার মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে ক্ষমতা নির্বাহ হয়, যদি প্রতিটি সমাজে নাও হয়, আমাদের নিজেরটিতে কি সবচেয়ে বেশি নিশ্চিতভাবে হয়? এও ঐতিহাসিক-তাত্ত্বিক প্রশ্ন। তৃতীয় ও চূড়ান্ত সন্দেহ: বিচারমূলক সন্দর্ভটি যা নিজে অবদমনকে উদ্দেশ্য করে তা কি ক্ষমতার ক্রিয়াবিধির নিকট অবরোধ হিসেবে কাজ করে এই পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে যা কার্যকর ছিল, অথবা কি তা কার্যত অংশত সেই ঐতিহাসিক নেটওয়ার্ক যেভাবে বিষয়টিকে অবদমন নাম দিয়ে তাকে নিন্দা করে (এবং সন্দেহ নেই যে ভুল রেপ্রিজেন্ট করে)? প্রকৃতই কি তা অবদমনের যুগ এবং অবদমনের বিচারমূলক বিশ্লেষণের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ নয়? এ হলো ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রশ্ন। এই তিন সন্দেহকে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে নিছক পাল্টা যুক্তি হাজির করা আমার উদ্দেশ্য নয় যা উপরের সীমারেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিরুদ্ধ হবে; এমন কথা বলতে যাচ্ছি না যে যৌনতা, পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়া সমাজে অবদমন হবার পরিবর্তে, উল্টো বরং অপরিবর্তনীয় স্বাধীনতার শাসনপ্রণালি দ্বারা উপকৃত হয়েছে; অথবা এমন কথাও বলার নয় যে আমাদের নিজের সমাজের মত ক্ষেত্রে ক্ষমতা অবদমনমূলক হওয়ার চেয়ে অধিকতর সহনশীল, এবং অবদমনের সমালোচনা, যেখানে তা অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদের আবহাওয়া আমদানি করতে পারে, প্রকৃতই এক অধিকতর পুরোনো পদ্ধতির অংশ হয় এবং, তা নির্ভর করে কীভাবে কেউ এই পদ্ধতিকে অনুধাবন করতে পছন্দ করে, হয় তা নিষেধাজ্ঞার লঘুকরণের এক পর্ব রূপে উপস্থিত হবে, অথবা ক্ষমতার আরো কুটিল ও সতর্ক আকারে দেখা দেবে।

অবদমনমূলক অনুমিতির প্রতি উত্থাপিত সন্দেহগুলোর বিরুদ্ধে আমি অবস্থান নেব যা এর ভুল মনে করাকে প্রদর্শনের চেয়ে সতেরো শতক থেকে আধুনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের যৌন বিষয়ের সন্দর্ভের সাধারণ মিতব্যয়িতার মধ্যে পুনরায় রেখে দেওয়াতে বেশি লক্ষ্যস্থির করে। কেন এমন ব্যাপকভাবে যৌনতার প্রসঙ্গে আলোচনা হত, এবং এর সম্পর্কে কী বলা হত? যা বলা হত তার থেকে সৃষ্ট ক্ষমতার কী প্রভাব ছিল? এই সমস্ত সন্দর্ভসমূহের মধ্যে, এসব ক্ষমতার প্রভাবের মধ্যে, এবং যে সুখ তাদের দ্বারা বিনিয়োগ করা হত কী যোগসূত্র রয়েছে? এই যোগসূত্রতার ফলে কোন জ্ঞান (সাভোয়া) গঠিত হয়েছে? সংক্ষেপে, এই অভীষ্ট ক্ষমতা-জ্ঞান-আনন্দের শাসনকে নির্ধারণ করে যার দ্বারা এই পৃথিবীতে মানব যৌনতার সন্দর্ভ টিকে রয়েছে। তখন (অন্তত প্রথম দৃষ্টান্তে), কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হলোতা নির্ধারণ করা নয় যে কেউ যৌন বিষয়কে হ্যা বলল বা না বলল, কেউ নিষেধাজ্ঞা বা অনুমতি তৈরি করল, হয় কেউ এর গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করল বা তার প্রভাবকে অস্বীকার করল, অথবা কেউ একে মর্যাদাবান করতে শব্দকে মার্জিত করে তুলল; বরং এ যা বলতে যাচ্ছে তার জন্য বিবেচনা করা, এই আবিষ্কার করা যে কে কথাগুলো বলছে, যে অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা বলছে, যে প্রতিষ্ঠান সমূহ মানুষকে এর সম্পর্কে বলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং যা বলা হয় সেসবকে যারা সংরক্ষণ ও বন্টন করে। অল্প কথায়, সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'সান্দর্ভিক তথ্য,' যে উপায়ে যৌন বিষয়কে 'সন্দর্ভের মধ্যে রাখা' হয়। এখানেও, আমার প্রধান বিবেচ্য হলো ক্ষমতার আকারসমূহকে চিহ্নিত করা, যে পথ ধরে যায়, এবং যে সন্দর্ভকে এ আচরণের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত মর্জিতে পৌঁছুতে সঞ্চালিত করে, যে পথকে এ আকাঙ্ক্ষার দুর্লভ বা কম প্রত্যক্ষণযোগ্য আকারকে অধিগম্যতা দেয়, কীভাবে তা নিত্যদিনের আনন্দে প্রবিষ্ট হয় ও নিয়ন্ত্রণ করে—এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রভাবসমূহ হয়ত অস্বীকারের, রুদ্ধ করার, ও অকার্যকরের, কিন্তু তা সক্রিয়তা ও তীব্রতারও: সংক্ষেপে বলা যাবে 'ক্ষমতার বহুরূপী প্রযুক্তিসমূহ'। আর চূড়ান্তভাবে, আবশ্যিক লক্ষ্য এই নির্ধারণ করা নয় যে সান্দর্ভিক উৎপাদন এবং এ সমস্ত ক্ষমতার প্রভাব কাউকে যৌনতা সম্পর্কে সত্যকে সূত্রবদ্ধ করতে চালিত করে, বা উল্টোভাবে সত্যকে লুকোতে অসত্য বিবৃতির পরিকল্পনা করা হয়, বরং 'জানবার অভিলাষ'কে স্পষ্ট করে দেখানো যা তাদের সমর্থন ও তাদের উপকরণ উভয় রূপেই কাজ করে।

এখানে যেন কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়: আমি দাবি করছি না যে ধ্রুপদী যুগ থেকে যৌন বিষয় কোনোভাবে নিষিদ্ধ বা বাধাগ্রস্ত বা মুখোশের আড়ালে বা ভুলভাবে উপলব্ধ হয়নি; অথবা এমনও প্রতিষ্ঠা করতে চাইনি যে এতে এসব বিষয় ঐ পর্ব থেকে পূর্বে তার চেয়েও কম ভুগেছে। যৌন বিষয়ের প্রতি নিষেধ আরোপ কোনো ছলচাতুরিমাত্র আমি তা মনে করি না; কিন্তু নিষিদ্ধ করাকে মূলগত ও গঠনগত উপাদানে পরিণত করা এক ধরনের ফন্দিফিকির যার থেকে কেউ এই ইতিহাস রচনা করতে পারবে যে আধুনিক যুগের সূচনা থেকে যৌন বিষয় সম্পর্কে কী বলা হয়েছে। এ সকল নেতিবাচক মন্তব্য—প্রতিবাদ, সেন্সরশীপ, প্রত্যাখ্যান—যে সবকে এক বিরাট কেন্দ্রীয় ক্রিয়াবিধির মাধ্যমে অবদমনমূলক অনুমিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একত্রিত করে যা 'না' বলার জন্যই নিয়তিপ্রাপ্ত, সন্দেহ নেই যে সন্দর্ভের মাঝে রূপান্তর ঘটার ক্ষেত্রে এর অংশরূপী পার্টগুলোরই পালন করার স্থানিক ও কৌশলগত ভূমিকা রয়েছে, ক্ষমতার এক প্রযুক্তিতে, এবং এক জানবার অভিলাষ তার পূর্বেরটিতে হ্রাসকৃত হবার চেয়ে যার অবস্থান অনেক খানি দূরে।

অল্প কথায়, দুষ্প্রাপ্যতার অর্থনীতি এবং লঘুভবনের নীতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে সুবিধা বরাদ্দ হয় তা থেকে আমি আমার বিশ্লেষণকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, সান্দর্ভিক উৎপাদনের (যা অবশ্য নৈঃশব্দ্যকে পরিচালনা করে, নিশ্চিত হতে), ক্ষমতার উৎপাদনের (যা কখনও কখনও নিষিদ্ধকরণের ভূমিকা নেয়), জ্ঞানের বিস্তারের (যা অনেক সময় ভূলভাবে নেওয়া বিশ্বাসকে বা নিয়মতান্ত্রিক ভুলধারণাকে ছড়িয়ে দেবার কারণ হয়) দৃষ্টান্তের সন্ধানের স্থলে; বরং আমি এ সকল দৃষ্টান্তের ও তাদের রূপান্তরের ইতিহাস রচনা করতে চাই। এই দৃষ্টিকোণে করা প্রথম এক সমীক্ষা যেন ইশারা করে যে ষোলো শতকের শেষভাগ থেকেই, 'যৌন বিষয়ের সন্দর্ভে আনয়ন করা'র ক্ষেত্রে, বিধিনিষেধের প্রক্রিয়ার থেকে অনেক দূরে ছিল, বরং উল্টো সক্রিয়তার বৃদ্ধির এক ক্রিয়াবিধির অধীন ছিল; ক্ষমতার যে প্রযুক্তি যৌন বিষয়ের উপরে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা তীব্র নির্বাচনের নীতিকে অনুসরণ করেনি, বরং তা বহুরূপী যৌনতাকে ছড়িয়ে দেওয়া ও প্রোথিত করার একটি প্রযুক্তি ছিল; আর একটা ট্যাবুর মুখোমুখি হয়ে যে জানবার অভিলাষ স্তব্ধ হয়ে যায়নি যা অবশ্যই সরিয়ে নেওয়া উচিত নয়, বরং—বহু ভ্রান্তি সত্ত্বেও অবশ্য—যৌনতার এক বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে টিকে থেকেছে। এই সমস্ত চলাচলকে আমি এখন এক ছকগত উপায়ে লক্ষ্যস্থির করার প্রয়াস পাব, যেভাবে তা ছিল অবদমনমূলক অনুমিতি এবং নিষেধাজ্ঞার বা বহিষ্কারের সত্য যা সে জাগাত তাকে অতিক্রম করে, এবং নির্দিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের থেকে যাত্রা করে যা গবেষণার জন্য নির্দেশনা রূপে কাজ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ORONTHO.COM

দ্বিতীয় অংশ

অবদমনমূলক অনুমিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

GRONTHO.COM

অধ্যায় : এক
সন্দর্ভের দিকে সক্রিয়তা

তখন, সতেরো শতকে, অবদমনের প্রতীকখচিত এক যুগের সূচনা হয় যাকে আমরা বুর্জোয়া সমাজ বলি, এমন এক যুগ যাকে সম্ভবত পুরোপুরি পেছনে ফেলে আসিনি। এরপরে যৌন কোনো কিছুকে নাম ধরে ডাকা অধিক শক্ত হয়ে দাঁড়াল ও অধিক মূল্য আদায় করত। যেন বাস্তবে এর উপরে দক্ষতা অর্জনের জন্য, প্রথমে একে ভাষার স্তরের অধীনস্থ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল, এর মুক্ত সঞ্চারকে বাচনের মাঝে নিয়ন্ত্রণ করা, যা কিছু বলা হয়েছিল তা থেকে একে ছেঁটে ফেলা, এবং যে সমস্ত শব্দ একে অতি দৃশ্যমান করে তোলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। আর মনে হয় যেন, এ সমস্ত নিষেধে এর নাম নিতেও ভীত ছিল। নিছক নিষেধের আন্তঃক্রীড়ার দ্বারা যা একে অন্যকে পশ্চাদদৃষ্টান্ত দেয়, আধুনিক রুচি শোভনতা এই পর্যন্ত নিশ্চিত করতে সমর্থ হয় যে যৌন বিষয় নিয়ে কেউই আলাপ করবে না, এমনকি একে উচ্চারণ পর্যন্ত না করে: নৈঃশব্দ্যের দৃষ্টান্ত যা, কোনো কিছু না বলে, নিরবতা চাপিয়ে দেয়। সেন্সরশীপ।

এমনকি কেউ যখন এই গত তিন শতাব্দি পাড়ি দিয়ে তাদের ক্রমাগত রূপান্তর সহ পেছনে ফিরে দেখে, সমস্ত বিষয় ভিন্ন আলোয় উপস্থাপিত হয়: যৌন বিষয়কে ঘিরে ও উদ্দেশ্য করে, এক সত্যিকারের সান্দর্ভিক বিস্ফোরণ কেউ দেখতে পায়। যদিও, এই প্রসঙ্গে আমাদেরকে স্পষ্ট হতে হবে। এ সম্পূর্ণই সম্ভব যে অনুমোদিত শব্দ ভাণ্ডারে একটা পরিশুদ্ধি চলেছিল—এবং তা যথেষ্ট তীব্র ধরনের হবে। এও অবশ্য সত্য হতে পারে উল্লিখন ও উৎপ্রেক্ষার গোটা রেটরিককে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই, পরিমিতিবোধের নতুন নিয়মে কিছু শব্দকে বাছাই করল: মন্তব্যসমূহকে শাসন করা হয়েছিল। একইভাবে ব্যক্তকরণের উপরেও নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছিল: কখন ও কোথায় এসব বিষয়ে কথা বলা যাবে না তাও অনেক বেশি করে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল; কোন পরিস্থিতিতে, কোন বক্তাদের মাঝে, এবং কোন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে। এভাবে, চরম নৈঃশব্দ্য না হলেও, অন্তত সূক্ষ্ম কাণ্ডজ্ঞান ও সতর্কতার এলাকার গণ্ডি টানা হলো: পিতামাতা ও সন্তানদের মাঝে, যেমন, বা শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে, অথবা মনিব ও গার্হস্থ্য ভৃত্যের। এ প্রায় নিশ্চিতভাবে একটা পুরো অবদমনমূলক অর্থনীতিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঠন করে, যা ভাষার ও বাচনের রাজনীতিতে মূর্ত রূপ নেয়—একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত, আরেকদিকে ঐকতান ঘটে—যার সঙ্গী হয় ধ্রুপদী যুগের সামাজিক পুনর্বন্টন।

যদিও, সন্দর্ভসমূহ ও তাদের এলাকার স্তরে ব্যবহারিকভাবে বিপরীত প্রপঞ্চটিই সংঘটিত হয়। যৌন বিষয় সম্পর্কে সন্দর্ভের সুস্থিরভাবে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল—বিশেষ সন্দর্ভের ক্ষেত্রে, তাদের আকার ও লক্ষ্যবস্তুর অনুসারে একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়: এক সান্দর্ভিক জারক যা আঠারো শতক থেকে সামনে গতিসঞ্চার করল। এখানে আমি 'অবৈধ' সন্দর্ভে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বৃদ্ধির কথা ভাবছি না, অর্থাৎ, যেখানে আইন লঙ্ঘনের সন্দর্ভ ভব্যতার নতুন বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে অপমান বা ব্যঙ্গের পথ ধরে আঁকাড়াভাবে যৌন নাম নেয়; পরিমিতিবোধের নিয়মকে শক্তকরণের ফলে এক পাল্টা প্রভাব রূপে যা উৎপন্ন হতে পারে, অভব্য বাচনের পরাক্রান্ত হওয়া ও গাঢ়ত্বকরণ রূপে। কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্ষমতার নিজের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে যৌন বিষয়ে সন্দর্ভের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়া: এর সম্পর্কে বলতে হয় এক প্রাতিষ্ঠানিক সক্রিয়করণ, এবং তা করতে আরো ও আরো বেশি; তাকে এই সম্পর্কে বলতে শোনা, এবং তাকে পরোক্ষভাবে ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে এবং অন্তহীন সঞ্চিত ডিটেল সহ বলতে বাধ্য করা ক্ষমতার এজেন্সিগুলোর অংশে তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

ক্যাথলিক ধর্মাধ্যক্ষগত ও ট্রেন্টের কাউন্সিলের পরে অনুতাপের পুণ্যসংস্কারের উদ্ভবকে বিবেচনা করুন। ধীরে ধীরে, মধ্যযুগের স্বীকারোক্তির ম্যানুয়ালের দ্বারা গঠিত প্রশ্নসমূহের নগ্নত্ব, আর এখনও সতেরো শতকেও যে সবের একটা বড় সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়, তা আচ্ছাদিত হলো। ডিটেলের মাত্রায় প্রবেশকে কেউ কেউ এড়িয়ে যান যা কোনো কোনো লেখক, যেমন সঁশেস অথবা তাঁবুরিনি, দীর্ঘকাল ধরেই পাপস্বীকার পূর্ণ হবার জন্য অনিবার্য মনে করেছেন: সুখের শরীকদের বিশেষ আসনের বর্ণনা, যে পোশ্চারকে আন্দাজ করা হয়, জেস্‌চার, স্পর্শ করা স্থান, আদর করা, সুখের যথার্থ মুহূর্তটি—যৌন ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গের কষ্টসাধ্য বিচার এর পুরোটা উন্মোচন করে। ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সহকারে সতর্কতার পরামর্শ দেওয়া হয়। শুদ্ধতার বিপরীতে পাপের বিচার করতে গিয়ে সর্বোচ্চ রক্ষণমূলকভাবে পরামর্শ দেওয়া হত। 'বিষয়টি অনেকটা থুথু ফেলার মত, কারণ তবুও কেউ একে ব্যবহার করতে পারে, এমনকি নিজের থেকে দূরে ছুঁড়তে পারে, যদি তা বিদ্ধও না করে, এবং সবসময় নোংরা দাগ লাগায়।'[১] এবং পরে, আলফন্সো দ্য লিগুইরি এমন ঘোরানো প্যাঁচানো এবং অস্পষ্ট প্রশ্নসহ শুরুর সুপারিশ করেন—এবং সম্ভবত আর অগ্রসর হননি, বিশেষ করে যখন শিশুদের নিয়ে কাজ করেন।'[২]

কিন্তু যখন ভাষা হয়তো মার্জিত হয়েছিল, পাপস্বীকারের পরিসর—ইন্দ্রিয়ভোগের পাপস্বীকার—ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। অংশত তা এ জন্য যে ক্যাথলিক দেশগুলোতে বার্ষিক পাপস্বীকারের হার বৃদ্ধিতে কাউন্টার রিফর্মেশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে ব্যস্ত করে তোলে, এবং কারণ তা আত্মযাচাইয়ের খুঁটিনাটি নিয়ম চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করল; তবে সর্বোপরি, কারণ তা আরো ও আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ করে—এবং সম্ভবত অন্য কিছু পাপের বিনিময়ে—ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আভাসে ইঙ্গিতে পাপের শাস্তির উপরে: চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, কামোদ্দীপক কল্পনাবিলাসিতা, উপভোগ, দেহ ও আত্মার সমন্বিত চলাচল; যাতে করে এ সমস্তই ডিটেলে, স্বীকারোক্তি ও পথনির্দেশের পদ্ধতিতে প্রবেশ করে। নতুন ধর্মাধ্যক্ষগত বিধান অনুসারে, যৌন বিষয়কে অবশ্যই হঠকারী আখ্যা দিতেই হবে না, এমনকি এর প্রসঙ্গ, এর সহ-সম্পর্ক, এবং তার প্রভাবকে অবশ্যই তাদের ক্ষীণতম শাখা প্রশাখা অবধি অনুসরণ করবে: দিবাস্বপ্নে কোনো ছায়া, একটা ইমেজ যা ধীরে অদৃশ্য হচ্ছে, দেহের ক্রিয়াবিধি ও মনের আত্মতুষ্টির মাঝে এক বাজে ভূতুড়ে যোগসাজশ রূপে: সমস্ত কিছু বলতে হত। একটা দুই ভাজের বিবর্তন মানুষের ইন্দ্রিয়কে সমস্ত মন্দের গোড়া হিসেবে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হলো, ক্রিয়াটির নিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লঙ্ঘনের মুহূর্তকে—প্রত্যক্ষণ ও সূত্রবদ্ধ করতে যা এতটাই দুরূহ—আকাঙ্ক্ষার উত্তেজক হিসেবে স্থানান্তর করে। কারণ এ হলো একটা অশুভ যা পুরো মানুষটিকে কাতর করে তুলেছিল, এবং আকারের সবচেয়ে গোপন গুলোতে: 'অতএব, অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরীক্ষা করো, তোমার আত্মার সমস্ত দিককে; স্মৃতি, উপলব্ধি, এবং অভিলাষ। পরিমিতি সহ তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে পরীক্ষা করো...এছাড়াও তোমার সমস্ত চিন্তাকে, যা যা বলছ সমস্ত কথাকে, এবং তোমার সমস্ত কাজকে। এমনকি তোমার স্বপ্নের মাঝেও পরীক্ষা করো, যদি জানতে, একবার জেগে উঠলে, তাদেরকে তুমি সম্মতি দিতে না। আর এমন একটা স্পর্শকাতর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ভেবো না যে, এতে কোনো কিছু তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন।'[৩] ফলে সন্দর্ভকে শরীর ও মনের সাক্ষাতের রেখাকে চিহ্নিত করতে হয়, এর সমস্ত পাকচক্রকে অনুসরণ করে: পাপের উপরিতলের নিচে, তাতে ইন্দ্রিয়ের অবিচ্ছিন্ন স্নায়ুতন্ত্র ফাঁকা পড়ে থাকে। একটা ভাষার কর্তৃত্বের নিচে নেমে যা সতর্কভাবে পরিশোধন করা হয়েছিল যাতে কোনোভাবে সরাসরি এর নাম না নেওয়া হয়, যেভাবে ঘটেছিল তাকে অনুসরণ করে, এক সন্দর্ভের দ্বারা যৌন দায়িত্ব নিয়েছে, যা একে কোনো গহীনতা দিতে সম্মত নয়, কোনো ধরনের রেহাই নয়।

সম্ভবত, এখানে পশ্চিমের বেলায় এমন অদ্ভুত কোনো নিষেধাজ্ঞা প্রথম বারের মত স্থাপিত হলো, এক সাধারণ প্রতিবন্ধক হিসেবে। আমি যৌন ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনের স্বীকারের বাধ্যবাধকতার কথা বলছি না, প্রথাগত শাস্তিতে যেমন চাওয়া হয়, কিন্তু বর্ণনার প্রায় অফুরন্ত কার্য—প্রায়শ যতখানি সম্ভব নিজেকে ও অপরকে বর্ণনা করা, সমস্ত কিছু যা অশুদ্ধি সুখের আন্তঃক্রীড়াকে বিবেচনায় রাখে, অনুভবের, এবং চিন্তার যা, দেহ ও আত্মার মাধ্যমে, যৌন ক্রিয়ার সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য বহন করে। যৌন বিষয়কে সন্দর্ভে রূপান্তরকরণের এই ছক উদ্ভাবিত হয়েছিল সন্ন্যাসী ও মঠের পরিবেশের অনেক আগে। সতেরো শতকে এসে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলের জন্য নিয়মে পরিণত করা হয়। প্রকৃত যে তথ্য দেখায় তা হলো মুষ্টিমেয় অভিজাত ছাড়া তা খুব কমই প্রযোজ্য হত; বিশ্বাসীদের বড় অংশ যারা কেবল দুর্লভ উপলক্ষে বছরের ধারায় পাপস্বীকার করতে যেত এমন জটিল প্রস্তাব থেকে রেহাই লাভ করত। কিন্তু নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো যে এই বাধ্যবাধকতাকে, অন্তত আদর্শ হিসেবে, প্রত্যেক সৎ খ্রিস্টানের জন্যই জারি করা হয়। এক অনুজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হলো। আপনি কেবল আইনের বিরুদ্ধাচারণ করে ক্রিয়ার পাপস্বীকার করেন নি, বরং আপনি নিজের আকাঙ্ক্ষাকে রূপান্তর করতে চেয়েছেন, আপনার প্রত্যেকটি আকাঙ্ক্ষা, সন্দর্ভের মাঝে। যতদূর সম্ভব, এই আদেশকে কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলে না, এমনকি এ যে শব্দগুলোকে ব্যবহার করে যদি তাকে সতর্কভাবে নিরপেক্ষকৃত করা হয়। যৌন বিষয়ে যা কিছু সবই বাচনের অফুরন্ত অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হবে বলে খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষীয় মৌলিক কর্তব্য রূপে বিধান দেন।[৪] নির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দকে নিষেধ করা, প্রকাশের ভব্যতা, শব্দভাণ্ডারের সমস্ত সেন্সর করা, তুলনা করলে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রযুক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় বলে তুলে ধারার বিরাট অধীনস্থতার উপায়ে হয়তো একমাত্র গৌণ পরিকল্পনা হতে পারে।

কেউ সতেরো শতকের ধর্মাধ্যক্ষীয় মণ্ডলী থেকে সোজা একটা রেখায় প্লট সাজাতে পারে যা সাহিত্যে প্রক্ষেপ হয়েছে, 'স্ক্যান্ডালপূর্ণ' সাহিত্য হিসেবে। 'বলো সবকিছু,' নির্দেশকরা বারে বারে বলেন: 'শুধু যৌনমিলন নয়, বরং সমস্ত ইন্দ্রিয়জ স্পর্শ, যত দূষিত গেইজ, সকল অশ্লীল মন্তব্য...যাবতীয় সম্মতিদায়ক চিন্তা।' সাদ এই নিষেধাজ্ঞাকে কথায় ধারণ করেছেন যা মনে হয় আধ্যাত্মিক নির্দেশনার গবেষণানিবন্ধ থেকে পুনঃরচিত হয়েছে: 'তোমার বর্ণনা অবশ্যই অজস্র ও অনুসন্ধানী ডিটেলে ভরা থাকবে; সঠিকভাবে ও সবিস্তারে যাতে আমরা যেন বিচার করতে পারি মানবীয় আচরণের সঙ্গে এবং পুরুষের চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তুমি যে প্রবৃত্তির বর্ণনা করছ তোমার ইচ্ছামূলকতার দ্বারা নির্ধারিত হবে এর কোনো পরিস্থিতিকে ছদ্মবেশ না দেওয়া; এবং এছাড়াও, ঐ ধরনের ইন্দ্রিয়জ উত্যক্তের ন্যূনতম পরিস্থিতি অফুরন্ত প্রভাব রাখতে দক্ষ আমরা তোমার কাহিনি থেকে তা প্রত্যাশা করি।'[৫] এবং আবারো উনিশ শতকের শেষে, 'মাই সেকরেট লাইফ' এর অনামা লেখক একই প্রস্তাব পেশ করেন; বাইরের দিক থেকে, অন্তত, এই লোকটি নিঃসন্দেহে এক প্রথাগত লিবেরটাইন বা মুক্তপুরুষ; কিন্তু তিনি নিজের জীবনকে পূর্ণ করার আইডিয়াকে—যা পুরোপুরি তিনি যৌন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করেন—এর প্রতিটি এপিসোডের খুটিয়ে খুটিয়ে বর্ণনা সহ গড়ে তোলেন। মাঝে মাঝে সে নিজেকে দোহাই দিচ্ছে তরুণ যুবকদেরকে শিক্ষিত করার বিষয়ে তার আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে, এই লোকটির রচনার এগারো খণ্ড বয়ান প্রকাশিত হয়, সামান্য কয়েক কপি করে মুদ্রিত হয়, যেসব তার যৌন কর্মকাণ্ডের অভিযান, সুখ ও সংবেদনশীলতা নিয়ে ন্যূনতম নিয়োজিত ছিল। সবচেয়ে ভাল হয় তার কথাটাই শোনা যখন তার পাঠ এক শুদ্ধ অনুজ্ঞার স্বরকে শোনায়: 'আমি সত্যিটাকেই বর্ণনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছি, ঠিক যেভাবে ঘটেছিল, যতদূর আমি স্মরণ করতে পারি; কেবল এটুকুই আমি পারি'; 'একটা গোপন জীবন অবশ্যই কোনো কিছু ছেড়ে যাবে না; এতে লজ্জার কিছু নেই...কেউই মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তত বেশি জানতে পারে না।'[৭] 'মাই সিক্রেট লাইফে'র নিঃসঙ্গ লেখক, সেসবকে বর্ণনার জন্য নিজেকে যথার্থতা দেয়, যে তার আশ্চর্যতম ক্রিয়াকলাপ সন্দেহ নেই যে পৃথিবীর সহস্র সহস্র মানুষের দ্বারা অংশগ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই আজব ধরনের ক্রিয়াকলাপের পথ প্রদর্শক নীতি, যা ছিল তাদের সমস্তকে বর্ণনা করা, এবং ডিটেল হিসেবে, দিনে দিনে গত দুই শতাব্দি ধরে আধুনিক মানুষের হৃদয়ে বাসা করেছে। এই একক মানুষটিকে 'ভিক্টোরীয়বাদ' এর থেকে এক সাহসী আগুনের পলতে হিসেবে দেখার পরিবর্তে যা তাকে নিরব হতে বাধ্য করবে, আমি বরং ভাবতে চাই যে, এমন এক যুগে সতর্কতা ও বিনয়ের যুগল নির্দেশনা (উচ্চ মাত্রায়) যা শাসন করে, সে ছিল যৌনতা নিয়ে কথোপকথনের প্লুরিসেক্যুলার নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে সরাসরি এবং সবচেয়ে সরল ধরনের প্রতিনিধি। 'ভিক্টোরীয় রক্ষণশীলতা'র স্বল্পভাষিতায় ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা নিহিত থাকত, যে কোনো মাত্রায়, সেসব ছিল বিচ্যুতি, এক পরিশুদ্ধি, যৌনতাকে সন্দর্ভে রূপান্তরের বিরাট প্রক্রিয়ায় এক কৌশলগতভাবে মনোযোগ সরিয়ে দেওয়া।

এই অনামা ইংরেজসন্তান যৌনতার কেন্দ্রীয় ফিগর হিসেবে তার রানির চেয়েও বেশি সার্ভিস দেবেন ইতিমধ্যে খ্রিস্টীয় ধর্মাধ্যক্ষীয় সংসদে যার প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ আকার নিচ্ছে। পরেরটির তুলনায়, নিঃসন্দেহে তার জন্য এ ছিল যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে যা বলেছেন এর ক্ষুদ্র অংশের বর্ণনা করে তার সংবেদনকে বাড়িয়ে তোলা, সাদের মত, তিনিও লেখেন, 'কেবল এই সুখের জন্য' অভিব্যক্তিটির সবচেয়ে তীব্র অর্থে; তিনি অত্যন্ত যত্নে তার টেক্সটের সম্পাদন ও পুনঃপঠনকে ঐ সমস্ত কামজ দৃশ্যের দ্বারা মিশ্রিত করেন যা এসব লেখকদের কর্মকাণ্ডকে পুনরাবৃত্ত, দীর্ঘায়িত, এবং উত্তেজিত করেছে। কিন্তু এর পরেও, খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষগত নির্দেশ বিশেষ করে আকাঙ্ক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছে, একে নিছক সন্দর্ভ রূপে রূপান্তরের মাধ্যমে—পুরোপুরি ও পরিকল্পিতভাবে: নিশ্চিত হিসেবেই দক্ষতা ও নিরাসক্তির প্রভাবসমূহ বরং আধ্যাত্মিক পুনঃরূপান্তর সাধন, ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্তন, কারো দেহের এই অনুভব থেকে প্রলুব্ধ হবার বেদনা ও প্রেমের আনন্দময় কষ্টভোগের এক শারীরিক প্রভাব যাকে সে প্রতিরোধ করে। এই হলো আবশ্যিক বিষয়: পাশ্চাত্যের মানুষ তিন শতাব্দি ধরে তার যৌনতা নিয়ে সব কিছু বলার কাজে মনের আগল খুলে দিতে রাজি হয়েছিল; ধ্রুপদী যুগ থেকে ক্রমাগত যৌনতার সন্দর্ভের ক্ষেত্রে যা কার্যকর করে তোলা হয়েছিল ও ক্রমবর্ধমান শৌর্যকরণ হয়েছিল; আর এই সযত্ন বিশ্লেষণমূলক সন্দর্ভকে স্থানচ্যুতি, তীব্রকরণ, পুনঃপ্রশিক্ষণের ও আকাঙ্ক্ষার নিজের হ্রাসকরণের বহুতর প্রভাবের কাছে সমর্পণের জন্যই করা হয়েছে। কেবল যৌনতার সীমানাই নয় যার সম্পর্কে কেউ বলতে পারে যে প্রসারিত হয়েছে, এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যা বলেছে তা শুনতে মানুষ বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ, যৌন বিষয়ের সঙ্গে সন্দর্ভ যুক্ত ছিল বিচিত্র প্রভাবের এক জটিল সংগঠন দ্বারা, এক সেনাবতরণ করে নিছক নিষিদ্ধতার আইনের উল্লেখ করে যাকে পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যৌন বিষয়ে সেন্সর আরোপ করা? বরং সেখানে আরো বেশি পরিমাণে যৌনতার সন্দর্ভ উৎপাদনের জন্য, কার্যকর হতে সমর্থ হতে এবং এর অর্থনীতিতে প্রভাব রাখতে আরেক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল।

এই প্রযুক্তি হয়তো খ্রিস্টান আধ্যাত্মিকতার নিয়তির সঙ্গে বাধা থাকত যদি না অন্য ক্রিয়াবিধির দ্বারা সমর্থিত ও ধারা বিবরণী পেত। প্রথমত, এক 'জনস্বার্থে'র দ্বারা। কোনো সমষ্টিগত কৌতূহল বা সংবেদনশীলতা নয়, নতুন এক মানসিকতাও নয়; বরং ক্ষমতার ক্রিয়াবিধি এমনভাবে ভূমিকা রাখে যে যৌন বিষয়ের সম্পর্কে সন্দর্ভ—যে কারণে তাকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন—আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। আঠারো শতকের গোড়ায় এসে যৌন বিষয় নিয়ে কথাবার্তার ক্ষেত্রে এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও কৌশলগত সক্রিয়তার উদ্ভব হয়েছিল। আর যৌনতার সাধারণ তত্ত্বের আকারে তত বেশি নয় বরং বেশিরভাগই বিশ্লেষণ, যোগ মেলানো, বর্গীকরণ, এবং বিশেষীকরণ, গুণগত বা ঘরোয়া অধ্যয়নের। যৌনতাকে 'বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত' করার এই প্রয়োজন কেবল নৈতিকতা থেকে উদ্ভূত হয়নি বরং একইভাবে যৌক্তিকতা থেকেও, তা অপেক্ষাকৃত নতুন এ কারণে প্রথমে তা নিজের প্রতি তাকিয়েছে এবং তার নিজের অস্তিত্বের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। যুক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সন্দর্ভ কী করে তা করে? 'দার্শনিকেরা কমই এই সব বিষয় সম্পর্কে স্থির গেইজ নির্দেশ করেছেন যা ঘৃণা ও হাস্যকরের মাঝে অবস্থান করে, যেখানে কেউ অবশ্যই হিপোক্রেসি ও দুর্নামকে এড়িয়ে চলে।'[৮] এবং প্রায় এক শতাব্দি পরে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকতা, কাউকে কম তা বিস্মিত করবে বলে প্রত্যাশিত ছিল যাকে সূত্রবদ্ধ করতে চেয়েছে, তখনও বলার মুহূর্তে দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায়: 'এসব তথ্যকে ঘিরে যে অন্ধকার রয়েছে, লজ্জা ও ঘৃণাকে তারা অনুপ্রাণিত করে, তা পর্যবেক্ষকের গেইজকে বিকর্ষণ করেছে...দীর্ঘকাল ধরে আমি এই অধ্যয়নের এই বিতৃষ্ণাকর চিত্রকে উপস্থাপনে দ্বিধান্বিত ছিলাম।'[৯] এই সমস্ত বিবেকের পীড়নে যা প্রয়োজন, যে 'নৈতিকতা'তে সে বিরুদ্ধাচরণ করেছে, অথবা হিপোক্রেসিতে যাকে কেউ সন্দেহ করতে পারে, তা হলো বরং এই দ্বিধাকে অতিক্রমের জন্য স্বীকৃত প্রয়োজনীয়তা। যৌন বিষয় নিয়েই কাউকে আলোচনা করতে হবে; কাউকে সর্ব সাধারণ্যে বলতে হবে এবং এমন ভঙ্গিতে যা বৈধ ও অবৈধের বিভাজন দ্বারা নির্ধারিত হবে না, এমনকি বক্তা নিজের জন্য এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন (যা হলো এসমস্ত আনুষ্ঠানিক ও প্রারম্ভিক ঘোষণা প্রদর্শনের অভিলাষী); এর সম্পর্কে কাউকে এমনভাবে আলোচনা করতে হবে যেন তা নিছক নিন্দিত ছিল না কিন্তু সহ্য করা ও সামাল দেওয়া গিয়েছিল, উপযোগিতার সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সকলের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল, যেন সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখে। যৌন বিষয় এমন কিছু নয় সরলভাবে যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচার করা চলে; এ এমন কিছু যাকে পরিচালিত করা হয়েছে। সর্ব সাধারণের সমর্থ প্রকৃতির মধ্যে তা ছিল; এর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য আহবান করা হয়েছিল; বিশ্লেষণী সন্দর্ভের দ্বারা তার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল। আঠারো শতকে, যৌন বিষয় হয়ে উঠছিল 'পুলিশী' ব্যাপার—অভিধাটি ঐ সময়ে পূর্ণ ও দৃঢ় অর্থে যা বোঝায়: বিশৃংখলার অবদমন নয়, বরং সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত শক্তির সুশৃংখল সর্বোচ্চকরণ: 'আমাদেরকে অবশ্যই রাষ্ট্রের আভ্যন্তর শক্তিকে, এর বিধিনিষেধের প্রজ্ঞার মাধ্যমে, সংহতি সাধন ও বাড়িয়ে তুলতে হবে; এবং এই শক্তি যেহেতু কেবল সাধারণভাবে প্রজাতন্ত্রে নিহিত নেই, এবং প্রতিটি সদস্যের মাঝেও যারা একে গঠন করে, বরং যারা এর অন্তর্ভুক্ত তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যেও রয়েছে, এর অনুসারে দাঁড়ায় পুলিশ বাহিনী অবশ্যই নিজেদেরকে এসব উপায় বিবেচনায় গ্রহণ করবে ও জনকল্যাণে সেসবকে ব্যবহার করবে। এবং এসব বিভিন্ন সম্পদের সম্পর্কে জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল তারা এই ফল অর্জন করতে পারবে।'[১০] যৌন বিষয়ের প্রতি এই খবরদারি হলো: তা, কোনো ট্যাবুর কড়াকড়ি নয়, বরং দরকারি ও সর্বসাধারণের সন্দর্ভের মাধ্যমে যৌন বিষয়কে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা।

এর জন্য গুটিকয় দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। আঠারো শতকে ক্ষমতার কৌশলের অন্যতম বড় উদ্ভাবন ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে 'জনসংখ্যা'র উদ্ভব: জনসংখ্যা সম্পদ হিসেবে, জনসংখ্যা জনশক্তি হিসেবে, বা শ্রম সামর্থ্য রূপে, এর বিকাশ এবং যে সম্পদকে সে শাসন করে তার মধ্যে জনসংখ্যা ভারসাম্য লাভ করে। সরকারসমূহ ধারণা করেন তারা নিছক প্রজা নিয়ে কাজ করেন না, বা এমনকি 'জনতা'কে নিয়েও নয়, বরং এক 'জনগোষ্ঠী'র সঙ্গে, তার বিশেষ প্রপঞ্চ ও অদ্ভুত পরিবর্তনশীল রাশি সহকারে: জন্ম ও মৃত্যুর হার, জীবনের প্রত্যাশা, উর্বরতা, স্বাস্থ্যের হার, অসুস্থতার ফ্রিকোয়েন্সি, খ্যাদাভ্যাসের ধরন ও বাসস্থান। এ সমস্ত পরিবর্তনীয় এমন বিন্দুতে অবস্থিত যেখানে জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চলাচল ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রভাব পরস্পরছেদক হয়: 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রগতি অনুসারে রাষ্ট্রসমূহে জনবসতি স্থাপিত হয়নি, বরং তাদের শ্রম, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য, এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুসারে।...ভূমি থেকে উৎপাদনের মত মানুষ বহু গুণিতক হলো এবং তাদের শ্রমের ফলে যে সুবিধা ও সম্পদ লাভ করল তার সঙ্গে আনুপাতিক হারে তা ঘটল।'[১১] যৌন বিষয় রয়েছে জনসংখ্যার এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কেন্দ্রে: এ জন্য জন্মহার, বিয়ের বয়স, বৈধ ও অবৈধ জন্ম, যৌন সম্পর্কের অকালপক্বতা ও ফ্রিকোয়েন্সি, যে উপায়ে তাদেরকে উর্বর বা বন্ধ্যা করা হয়, অবিবাহিত জীবনের প্রভাব বা নিষেধাজ্ঞা, জন্মনিরোধের ব্যবহারের অভিঘাত সমস্তই বিশ্লেষণ করা জরুরী—এ সমস্ত কুখ্যাত 'ভয়ংকর গোপন তথ্য' জনসংখ্যা তত্ত্ববিদগণ বিপ্লবের প্রাক্কালে যা জানতেন ইতিমধ্যেই দেশগাঁয়ের দিকের অধিবাসীদের নিকট পরিচিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য, দীর্ঘকাল ধরেই দাবি করা হচ্ছে কোনো দেশকে ধনী ও ক্ষমতাশালী হতে হলে জনবসতিপূর্ণ হতে হবে, কিন্তু এই প্রথম বারের মত যে একটা সমাজ নিশ্চিত হবে, এক ক্রমাগত পথে, যে এর ভবিষ্যত এবং এর সম্পদ কেবল এর নাগরিকদের সংখ্যা ও সততার সঙ্গে বাঁধা নয়, বরং এর বিবাহরীতি ও পরিবারের সংগঠনের কাছে, যে ধাঁচে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল তার যৌন বিষয়কে ব্যবহার করেন। বিষয়গুলো কৃত্যগত বিলাপ করা থেকে ধনবান, অবিবাহিত, এবং মুক্তমনা লিবেরটাইনদের নিষ্ফল লাম্পট্যময় জীবনযাত্রার উপর দিয়ে এক সন্দর্ভের দিকে গেল যাতে জনসংখ্যার যৌন আচরণ একাধারে বিশ্লেষণের লক্ষ্যবস্তু ও অনুপ্রবেশের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়; বণিক যুগের নিছক জনসংখ্যাবাদী যুক্তির থেকে বিধিনিষেধের প্রতি আরো বেশি সূক্ষ্ম ও পরিমিত উদ্যোগের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল যা এক বর্ধমান জন্ম হারকে—ঐ মুহূর্তের লক্ষ্য ও জরুরী প্রয়োজন অনুসারে—পৃষ্ঠপোষকতা বা নিরুৎসাহ করতে চায়। জনসংখ্যার রাজনৈতিক অর্থনীতির মাধ্যমে যৌন বিষয়কে ঘিরে পর্যবেক্ষণের এক পুরো জাফরি গঠিত হয়। তখন জীববিদ্যাগত ও অর্থনৈতিক রাজ্যের সীমানা রেখা ধরে যৌন ব্যবহারের মর্জির বিশ্লেষণ উদ্ভূত হয়, তাদের নিশ্চিতকরণ ও তাদের প্রভাব। সেখানে এসব নিয়মতান্ত্রিক প্রচারাভিযান চলে যা, প্রথাগত উপায়ের বাইরে গিয়ে—নৈতিক ও ধর্মীয় পরামর্শ, অর্থনৈতিক পদক্ষেপ—দম্পতির যৌন আচরণকে এক ঘণীভূত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আচরণে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা চালায়। সময়ে এসব নতুন পদক্ষেপ উনিশ ও বিশ শতকের বর্ণবাদের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ভিত্তিভূমি হয়ে ওঠে। এ অপরিহার্য ছিল যে রাষ্ট্র জানত তার নাগরিকদের যৌন ক্ষেত্রে কী ঘটছে, এবং তারা এর যে ব্যবহার করে, বরং প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালই তার যে ব্যবহার করছে তা নিয়ন্ত্রণে সমর্থ। রাষ্ট্র ও ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে, যৌন বিষয় এক বিদ্যমান প্রসঙ্গে পরিণত হলো, এবং তা এক সর্বসাধারণের প্রসঙ্গের চেয়ে কম নয়; এর উপরে সন্দর্ভের সমস্ত জাল, বিশেষ জ্ঞান, বিশ্লেষণ, এবং নিষেধাজ্ঞার মীমাংসা হলো।

শিশুদের যৌন বিষয়ের বেলাতেও একই পরিস্থিতি ছিল। প্রায়শ এমন বলা হয় যে ধ্রুপদী যুগ এর প্রতি কিছু অস্পষ্টতা ন্যস্ত করল যার থেকে (ফ্রয়েডের রচিত) 'থ্রি এসেজ' বা ছোট্ট হানস এর হিতকারী উদ্বেগের পূর্বে এ কমই উদ্ভব হয়েছিল। এ কথা সত্য যে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে ভাষার দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা, অথবা ছাত্র ও শিক্ষকদের, হয়তো অপসৃত হয়েছে। সতেরো শতকের কোনো পণ্ডিতই তার ছাত্রকে সর্বসাধারণে ভাল কোনো পতিতাকে নির্বাচনের জন্য উপদেশ দেননি, যেভাবে ইরাসমুস তার সংলাপে দিয়েছিলেন। এবং যে প্রচণ্ড অট্টহাসি দীর্ঘকাল ধরে শিশুদের অকালপক্ব যৌনতার সঙ্গী ছিল—এবং সকল সামাজিক শ্রেণীতে, মনে হয় যেন—ক্রমে রুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এ কেবল নীরবতার সরল ও সাদামাটা আরোপ নয়। বরং, এ হলো সন্দর্ভের নতুন শাসনপ্রণালি। এর সম্পর্কে কম কিছু বলা হয়নি; বরং উল্টোটাই ঘটেছে : তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়গুলো ভিন্নভাবে বলা হয়েছে; যারা এসব বলত তারা ভিন্ন লোক ছিল, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নিরবতা নিজে হলো সন্দর্ভের পরম সীমার চেয়ে ন্যূন—যে সব বিষয়ে কেউ বলতে অস্বীকার করে, বা যার নাম নেওয়া নিষিদ্ধ, যে সতর্কতা বিভিন্ন বক্তার মাঝে কাম্য—ছিল, অপর দিক থেকে যা এক দৃঢ় সীমানা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, এক উপাদানের চেয়ে বরং যা কথিত বিষয়ের পাশে, তাদের সঙ্গে ও তাদের সম্পর্কে সার্বিক কৌশলের মাঝে কার্যকর হয়। কেউ যা বলবে এবং যা বলবে না তার মাঝে এমন কোনো বাইনারী বিভাজন নেই, আমরা অবশ্যই এমন বিষয় না বলার বিভিন্ন উপায়কে নির্ধারণের চেষ্টা করব, কীভাবে সেসবকে যারা বলতে পারে ও যারা পারে না তা বন্টিত হয়, কোন ধরনের সন্দর্ভকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, বা প্রত্যেক কেসে কোন ধরনের সতর্কতা চাওয়া হয়। এতে একটি নয় বরং একাধিক নিরবতা রয়েছে, এবং তাতে কৌশলগত এক অবিচ্ছেদ্য অংশ রয়েছে সন্দর্ভসমূহে যা নিহিত থাকে ও সঞ্চালিত হয়।

যেমন, আঠারো শতকের মাধ্যমিক স্কুল গুলোর কথাই বিবেচনা করুন। সামগ্রিকভাবে, কারও এমন ধারণা হবে যে যৌন প্রসঙ্গ আদৌ এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চারিত বিষয় ছিল না। কিন্তু কাউকে কেবল স্থাপত্যগত লে আউটে লক্ষ্য করতে হবে, শৃংখলার নীতি, এবং সমগ্র আভ্যন্তর সংগঠনকে: যৌন বিষয়ের প্রশ্নটি এক ধ্রুব পূর্বসংস্কার, আগে থেকেই তা মনকে দখল করে ছিল। নির্মাতারা পরোক্ষভাবে একে বিবেচনা করেছেন। সংগঠকরা তাকে স্থায়ীভাবে গণ্য করলেন। যারা সকলে কর্তৃপক্ষীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন তারা চিরস্থায়ী সতর্ক অবস্থায় স্থাপিত হয়ে সাবধানাতা অবলম্বন করলেন, ফলে ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচি, শাস্তিপ্রদান ও দায়িত্বের মিথস্ক্রিয়া, কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটা থেকে বিরত ছিল না। শ্রেণিকক্ষের পরিসর, টেবিলের আকৃতি, বিনোদন পাঠের পরিকল্পনা, ডরমিটরির বন্টন (মাঝখানের বেড়া সহ অথবা বাদে, পর্দা সহ অথবা বাদে), ঘুমোনোর ও নিদ্রার কালের পর্যবেক্ষণের নিয়ম—এ সমস্তই সবচেয়ে বাকবহুল একঘেয়েমি সহ, শিশুদের যৌনতার ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়েছিল।[১২] যাকে কেউ হয়ত প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তর সন্দর্ভ বলবে—যেটিকে সে নিজেকে সম্বোধনের কাজে ব্যবহার করে, এবং যা তাদের মধ্যে প্রচারিত হয় যারা একে কার্যে পরিণত করে—তা প্রধানত এই অনুমানের ভিত্তিতে যে এই যৌনতার অস্তিত্ব ছিল, আর তা হলো অকালপক্ব, সক্রিয়, এবং সদা উপস্থিত। কিন্তু তাই সব নয়: আঠারো শতকের গতিপথে এসে স্কুলবালকের যৌন বিষয়—এবং তা সাধারণভাবে বয়ঃসন্ধি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—এক সর্ব সাধারণের সমস্যা হয়ে উঠল। ডাক্তাররা শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও প্রফেসরদেরকে পরামর্শ দিতে থাকল, কিন্তু তারা পরিবারকেও মত পাঠাল, শিক্ষাবিদেরা প্রকল্প তৈরি করল যারা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করল; স্কুলশিক্ষকেরা ছাত্রদের দিকে মনোযোগী হলো, তাদেরকে সুপারিশ করল, এবং তাদের পরামর্শদানের লাভজনক পুস্তকের জন্য খসড়া করল, নৈতিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত উদাহরণে পূর্ণ। স্কুলছাত্র ও তার যৌন বিষয়কে ঘিরে যত ধারণা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতামত, পর্যবেক্ষণ, চিকিৎসা উপদেশ, রুগ্নতার কেস, সংস্কারের বহির্রেখা—এসব নিয়ে গোটা সাহিত্য এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অজস্র পরিমাণে বংশবিস্তার করল। 'বেসডো' এবং জর্মন 'ফিলানথ্রপিক' আন্দোলন সহ, বয়ঃসন্ধি যৌন বিষয়ের এই সন্দর্ভে রূপান্তর লাভ বিবেচনাযোগ্য মাত্রায় বিকশিত হলো। সালজমান এমনকি এক নিরীক্ষামূলক স্কুল সংগঠিত করল যা যৌন ক্ষেত্রে পরিদর্শন ও শিক্ষার বিষয়ে তার ব্যতিক্রমি চরিত্র ধারণ করল এমনভাবে চিন্তা করা হয়েছিল যে যুবকের সর্বজনীন পাপের ক্রিয়াকলাপ এখানে কখনো প্রয়োজন হবে না। আর এসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে, শিশুটি কেবল বয়স্কদের মাঝে প্রাকবিন্যস্ত মূক ও অচেতন অভীষ্ট হিসেবেই ছিল না; যৌন বিষয়ে তার জন্য কিছুটা পরিমাণে এক যুক্তিগ্রাহ্য, সীমিত, অনুশাসনকৃত, এবং সত্যময় সন্দর্ভের বিধান দেওয়া হত—এক ধরনের সান্দর্ভিক অস্থিচিকিৎসা। ফিলানথ্রপিনামে ১৭৭৬ সালের মে মাসে যে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয় এই সূত্রে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা চরিত্রচিত্রণ হতে পারে। এক পরীক্ষার আকারে গ্রহণ করা হয়, পুষ্প ক্রীড়ার সঙ্গে মিশে, পুরস্কার প্রদান, এবং রিভিউ বোর্ড, এ ছিল বয়ঃসন্ধি যৌন ক্ষেত্রে ও যুক্তিনির্ভর সন্দর্ভে প্রথম আনুষ্ঠানিক দীক্ষাউৎসব। 'বেসডো' ছাত্রদেরকে দেওয়া যৌন শিক্ষার সাফল্য প্রদর্শন করতে সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেন জর্মনি যার সেনাবতরণ ঘটাতে পারে (গ্যেটে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানকারী মুষ্টিমেয়দের মধ্যে ছিলেন)। একজন অধ্যাপক, জনৈক হ্বোলকে, সমবেত সর্ব সাধারণের সামনে যৌনতা, জন্ম, প্রজননের রহস্য সম্পর্কে ছাত্রদেরকে বাছা বাছা প্রশ্ন করেন। সামনের খোদাইকাজ সম্পর্কে তিনি তাদেরকে মন্তব্য করতে বলেন যেখানে গর্ভবতী নারী, দম্পতি, এবং একটা দোলনা রাখা ছিল। কোনো রকম লজ্জা বা বিব্রত না হয়েই উত্তরগুলো আলোকময় ছিল। তাদের কথার মাঝে কোনো ধরনের বেমানান হাস্য অনুপ্রবেশ করেনি—একমাত্র বয়স্ক শ্রোতাদের এক সারি থেকে তারা শিশুদের চেয়েও শিশুতোষ আচরণ করেন, যাদেরকে হ্বোলকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেন। সব শেষে, তারা সবাই দেবশিশুর মত দেখতে বালকদেরকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেন বয়স্কদের উপস্থিতিতে যারা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সন্দর্ভ ও যৌন বিষয়ের মালা গেঁথেছিলেন।

এমন বলাটা যথার্থতার চেয়ে কম হবে যে পাণ্ডিত্যময় প্রতিষ্ঠান শিশু ও বয়ঃসন্ধির যৌন বিষয়ে দুর্বহ নিরবতা চাপিয়ে দিয়েছে। উল্টো বরং, আঠারো শতক থেকে একই বিষয়ের সন্দর্ভকে বহু গুণিতক করা হয়েছে; তাতে যৌন বিষয়ের জন্য কয়েকটি পয়েন্ট প্রোথিত করা প্রতিষ্ঠা করেছে; এর দ্বারা বিষয়বস্তু ও মানসম্পন্ন বক্তাকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। শিশুদের যৌন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে, শিক্ষাবিদদেরকে সক্রিয় করে, চিকিৎসক, প্রশাসককে, এবং পিতামাতাকে এর সম্পর্কে বলতে দিয়ে, বা তাদের নিকটে এর সম্পর্কে বলা, যার ফলে শিশুরা নিজেরাও এর সম্পর্কে বলতে শুরু করে, এবং তাদেরকে একটা সন্দর্ভের জালে আবদ্ধ করে যা কখনো তাদেরকে উদ্দেশ্য করে, কখনো তাদের উদ্দেশ্যে বলে, বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুশাসনগত জ্ঞানের কণা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, বা তাদেরকে ভিত্তি রূপে ব্যবহার করে এমন এক বিজ্ঞানের গঠন করে যা তাদের আয়ত্তের বাইরে—এই সমস্ত একত্র হয়ে সন্দর্ভের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতার অনুপ্রবেশের গাঢ়ত্বকরণের যোগসূত্র স্থাপন করতে আমাদেরকে সমর্থ করে। আঠারো শতক থেকে, শিশু ও বয়ঃসন্ধির যৌন প্রসঙ্গ কলহের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে যাকে ঘিরে অসংখ্য প্রাতিষ্ঠানিক উপকরণ এবং সান্দর্ভিক ক্রিয়াবিধি খাটানো হয়েছে। এও সত্য হতে পারে যে শিশু ও বয়স্করা নিজেরা যৌন বিষয় সম্পর্কে বলার ক্ষেত্রে এক উপায় থেকে বঞ্চিত ছিল, এক ভঙ্গি যা অতি প্রত্যক্ষ, অমার্জিত, বা স্থূল বলে অননুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু তা কেবল অন্য সন্দর্ভের অপর অংশের কথা, এবং সম্ভবত তাদের নিকট প্রয়োজনীয় শর্ত হলো কার্যকর হওয়া, সে সমস্ত সন্দর্ভ ছিল ইন্টারলকিং, হায়ারার্কিকৃত, এবং সবই অতিমাত্রায় প্রশিক্ষিত এক গুচ্ছ ক্ষমতার সম্পর্কের চারপাশে ঘিরে বিন্যস্ত।

কেউ অন্যান্য বহু কেন্দ্রগুলোর কথাও উল্লেখ করতে পারে আঠারো ও উনিশ শতকে এসে যৌন বিষয়ে সন্দর্ভ উৎপাদন শুরু করে। প্রথমে সেখানে ছিল ঔষধ, 'স্নায়বিক বিশৃংখলা' হয়ে; পরবর্তীতে ছিল মনোবিদ্যা, যখন তা মানসিক রুগ্নতার উদ্দেশ্যমূলকতাকে আবিষ্কার করতে শুরু করে, শুরুতে এর গেইজকে 'অতিরেকে'র উপর স্থির করে, পরে হস্তমৈথুন, তারপরে হতাশা, তারপরে 'প্রজননের বিরুদ্ধে প্রতারণা', তবে বিশেষ করে যখন তা সকল যৌন বিকৃতিকে এর নিজের এলাকা বলে সংযোজন করে; অপরাধের ন্যায়বিচারও দীর্ঘকাল যৌনতাকে বিবেচনায় রেখেছে, বিশেষত জঘন্য অপরাধসমূহ এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ, তবে যা উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে তার চৌহদ্দি বাড়িয়ে ছোটখাট ত্রুটিকেও অন্তর্ভুক্ত করল, গৌণ অভব্যতাকে, গুরুত্বহীন বিকৃতিকে, এবং শেষ পর্যন্ত, গত শতকের শেষে সকল সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে কাটছাট করে, দম্পতি, পিতামাতা ও শিশুদের, বিপদজ্জনক ও বিপদগামী বয়ঃসন্ধির কিশোরদের যৌনতাকে ঝাড়াইবাছাই করল—রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে, পৃথক করতে, এবং আগেভাগে সতর্ক করতে, সর্বত্র ধ্বংসের সংকেত দিয়ে, মানুষের মনোযোগ জাগিয়ে তুলে, রোগনির্ণয়কে আহবান করে, রিপোর্ট জড়ো করে, প্রতিকার সংগঠিত করে। এই সমস্ত সাইট গুলো যৌন বিষয়কে লক্ষ্য করে সন্দর্ভ ছড়াল, ক্রমাগত বিপদ হিসেবে এর প্রতি মানুষের সচেতনতাকে তীব্রতর করে, এবং পালাক্রমে এর সম্পর্কে কথোপকথনের জন্য তা বাড়তি প্রণোদক হলো।

১৮৬৭ সালের কোনো এক দিন, লাপকোর্ট গ্রামের এক খামার শ্রমিক, যে কতকটা সোজাসাপ্টা ধরনের ছিল, এখানে ওখানে ঋতুর উপর নির্ভর করে কাজে যুক্ত থাকত, কোনোভাবে দয়াদাক্ষিণ্যের উপর বা শস্তা শ্রমের বিনিময়ে দিন আনি দিন খাই অবস্থায় চলত, গোলাঘর বা আস্তাবলে ঘুমোত, কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে সোপর্দ করা হলো। একটা ক্ষেতের কিনারে, এক ছোট্ট বালিকার তরফে তার কয়েক দফা আদর জোটে, যেভাবে সে আগেও তাকে সোহাগ করেছে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের রাস্তার দুরন্ত বালকেরা তাকে প্রণয়রত দেখে ফেলে; কারণ, ঐ বনের প্রান্তে, অথবা সেন্ট নিকোলাসে চলে যাওয়া রাস্তার কিনারের ডোবাতে, তারা 'দুধের ছানা কাটানো' নামে পরিচিত খেলাটি খেলত। অতএব মেয়েটির পিতামাতা গ্রামের মেয়রের নিকট তাকে শনাক্ত করে অভিযোগ করে, মেয়র জানাল ফৌজি পুলিশকে, পুলিশ নিয়ে গেল জজের কাছে, যে তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করল এবং তাকে প্রথমে হস্তান্তর করল এক চিকিৎসকের নিকট, পরে আরো দুই বিশেষজ্ঞের নিকট যারা কেবল এর রিপোর্টই লিখল না তা প্রকাশও করল।[১৪] এই কাহিনীতে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ কী? এর পুরোটাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়; গ্রামের যৌনতার বেলায় নিত্যদিনের জীবনে এই ঘটনা ঘটে থাকে, এসব পরিণামহীন বুকোলীয় সুখ, একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে, কেবল সমষ্টিগত অসহনীয়তার লক্ষ্যবস্তুই নয় বরং বিচার বিভাগীয় পদক্ষেপের বিষয় হয়ে উঠল, এক মেডিকেল অনুপ্রবেশ, এক শক্তিশালী রোগনির্ণয়গত পরীক্ষা, এবং এক পুরোপুরি তাত্ত্বিক বিস্তার। লক্ষ্য করবার মত বিষয় হলো তারা এতটাই অগ্রসর হয়েছে যে ব্রেনপ্যানকে পরিমাপ করা, মুখমণ্ডলের হাড়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত, এবং অধঃপতনের সম্ভাব্য চিহ্ন পরিদর্শন করতে এই ব্যক্তিত্বের অ্যানাটমিও যে ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল; তারা একে আলোচনার বিষয় করেছে; যে তারা তার চিন্তা নিয়ে, প্রবণতা নিয়ে, অভ্যাস, সংবেদনশীলতা, এবং মতামত নিয়েও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এবং তখন তাকে যে কোনো অপরাধ থেকে দায়মোচন করে, চূড়ান্তভাবে চিকিৎসা করাতে ও জ্ঞানের শুদ্ধ বিষয় করতে স্থির করল—এক অভীষ্ট যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মারেভিল এর হাসপাতালে আটকে ছিলেন, যদিও বিশ্বের জ্ঞানের জগতে এক খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচিত হয়েছিলেন। কারো নিশ্চিত হবার উপায় নেই লাপকোর্টের স্কুলের শিক্ষক ছোট্ট গ্রামটির অধিবাসীকে তাদের ভাষার বিষয়ে সচেতন হতে এবং এসব বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কথা না বলতে শিক্ষা দিয়েছে কিনা। কিন্তু এ হলো নিঃসন্দেহে অন্যতম শর্ত যাতে এই প্রতিদিনের নাটকের টুকরোকে তাদের আনুষ্ঠানিক সন্দর্ভের সাথে প্রলেপ দিতে জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমর্থ করে। তাই এ হলো আমাদের সমাজ—এবং নিঃসন্দেহে তা ইতিহাসে প্রথম এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে—এসব নিছক চোরা সুখের সরল মনের প্রাপ্তবয়স্ক ও সতর্ক শিশুদের, বাচিকীকরণ, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের জন্য এই অন্তহীন জেশ্চারের চারপাশে জড়ো হয়েছে।

অসচ্চরিত্র ইংরেজ যুবক, যিনি আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য গোপন জীবনের একক এপিসোডগুলোকে রেকর্ড করেছেন, এবং তার এই সমকালীনের মধ্যে, এই গ্রামের নির্বোধটি বালিকাটিকে যে কয়েক পেনি হয়তো দেবে সেই কৃপার জন্য বয়স্করা তাকে যা প্রত্যাখ্যান করল, সেখানে নিঃসন্দেহে এক গভীর সংযোগ রয়েছে: যেভাবে হোক, এক চরম অবস্থা থেকে অন্যটিতে, যৌন বিষয় একটা কিছু বলার মত হয়ে উঠলো, এবং সর্বব্যাপ্তভাবে বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেসবের সেনাবতরণ করা হয়েছিল তার অনুসারে যে সবে ভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু সবই, তাদের নিজেদের ধরনে, বাধ্যকর ছিল। হোক তা আস্থার জন্য পুঙ্খাতিপুঙ্খ স্বীকারোক্তি বা এক কর্তৃপক্ষীয় জিজ্ঞাসাবাদ, যৌন বিষয়—তা মার্জিত বা গ্রামীণ হোক—একে কথায় প্রকাশ করতে হবে। এক বহুরূপী নিষেধাজ্ঞা ইংরেজটিকে এবং দরিদ্র লোরানিজ কৃষককে এক গোত্রভুক্ত করেছে। ইতিহাস তাকে যেভাবে দেখেছে, তাতে পরেরটি নাম হয়েছিল 'সুখের পুলক'।

আঠারো শতক থেকে, যৌন বিষয় এক ধরনের সাধারণ সান্দর্ভিক উত্তেজনা জাগানো থেকে বিরত থাকেনি। এবং যৌন বিষয় নিয়ে এ সমস্ত সন্দর্ভ ক্ষমতা থেকে বিছিন্ন বা বিপক্ষে গিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি, বরং তার নিজের পরিসরে ও তার ক্রিয়াকলাপর উপায় রূপেই থেকেছে। এ নিয়ে বলার সক্রিয়তা সমস্ত ক্ষেত্রে থেকেই একতা সমস্ত ক্ষেত্রে থেকে গঠন করেছে, সর্বত্র এর শোনা ও রেকর্ড করা, পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি, প্রশ্ন করা, এবং সূত্রবদ্ধ করার যন্ত্র রয়েছে। লুকোনো স্থান থেকে যৌন বিষয়কে বের করে আনা হয়েছিল এবং এক সান্দর্ভিক অস্তিত্বের জন্য। তাকে অস্বাভাবিক করে তোলা হয়েছিল। একক সাম্রাজ্যবাদ থেকে প্রত্যেককে যা বাধ্য করেছে তাদের যৌনতাকে এক চিরন্তন সন্দর্ভ রূপে রূপান্তর করতে, এক বহুবঙ্কিম ক্রিয়াবিধি যা যৌন সন্দর্ভকে, অর্থনীতির এলাকাতে, পান্ডিত্যে, চিকিৎসা, ও ন্যায়বিচারে, সক্রিয় করে তোলে, উদ্ধৃত করে, বন্টন, এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করে, এক অফুরন্ত বাগবহুলতাকে আমাদের সভ্যতা যার চাহিদা জানিয়েছে ও সংগঠিত করেছে। নিশ্চয় অন্য কোনো ধরনের সমাজই এ যাবত—এবং এমন স্বল্প সময় পরিসরে—যৌন বিষয়কে ঘিরে একই পরিমাণ সন্দর্ভকে পুঞ্জীভূত করতে পারেনি। এমন হতে পারে যে আমরা অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে যৌন বিষয় নিয়েই বেশি কথা বলি; আমরা এ কাজে মনস্থির করি, নিজেদেরকে আস্থাশীল করি যে এই বিষয়ে কখনোই যথেষ্ট বলা হয়নি, যে, জার্ত্যতা বা অধীনস্থতার বশে, আমরা নিজেদের থেকে দৃষ্টি-আচ্ছন্ন কারী প্রমাণ গোপন করি, আর যা প্রয়োজনীয় সব সময় আমাদের হাত ফসকে যায়, যাতে আবারো এর সন্ধানে যাত্রা করতে পারি। এ সম্ভব যে যেখানে যৌন বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে, সবচেয়ে দীর্ঘ পক্ষযুক্তভাবে, সবচেয়ে বেশি অসহনশীল সমাজ হলো আমাদেরটিই।

কিন্তু এই প্রথম সার্বিক দৃষ্টি দেখায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ক্রিয়াবিধির গোটা সিরিজের দ্বারা উৎপন্ন সন্দর্ভের বহু গুণিতকের চেয়ে যৌন বিষয়ে একক সন্দর্ভকে আমরা কমই বিবেচনা করছি। মধ্যযুগ এই শরীরের থিম এবং শাস্তির একটা সন্দর্ভের ক্রিয়াকলাপ ঘিরে সংগঠিত হয়েছিল যা চিহ্নিতভাবে একক স্থানে ছিল। অধুনা শতকগুলো জুড়ে, আপেক্ষিক একরূপতা টুটে গেছে, বিশৃংখল হয়ে পড়েছে, এবং স্বতন্ত্র সান্দর্ভিকতার বিস্ফোরণে বহু গুণিতক হয়েছিল যা জনতত্ত্বে, জীববিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ববিদ্যা, মনোবিশ্লেষণ, নীতিবিদ্যা, পাণ্ডিত্যশাস্ত্র, এবং রাজনৈতিক সমালোচনায় আকার লাভ করল। আরও সঠিকভাবে, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপদ বন্ধন যৌনকামনা এবং স্বীকারোক্তির বাধ্যবাধকতার নৈতিক ধর্মতত্ত্বকে (যৌন বিষয়ে তাত্ত্বিক সন্দর্ভ এবং এর প্রথম পুরুষে সূত্রবদ্ধ করার সমতুল্য) একত্রে ধারণ করল, যদি ছিন্ন নাও হয়, তবে শিথিল হয়েছিল এবং বিচিত্র পথে পরিচালিত হয়েছিল: যৌন বিষয়ের যৌক্তিক সন্দর্ভের মাঝে অভীষ্টকরণে, এবং যে আন্দোলনের দ্বারা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালকে তার নিজের যৌন বিষয়কে বর্ণনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, আঠারো শতক থেকে সেখানে যা ঘটেছিল, টেনশন, দ্বন্দ্ব, খাপ খাওয়ানো, এবং পুনঃপ্রতিবর্ণীকরণের উদ্যোগের পুরো সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়। অতএব কেবল সরলভাবে ক্রমাগত বিস্তারের অভিধায় আমরা এই সান্দর্ভিক বিকাশের সম্পর্কে বলব না; একে বরং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরণ হিসেবে দেখা উচিৎ যার থেকে সন্দর্ভসমূহ সূচিত হয়, তাদের আকারের বিচিত্রকরণকে, এবং তাদেরকে যুক্তকারী নেটওয়র্কের জটিল কাজে খাটানোকে। বরং ঐক্যবদ্ধভাবে যৌন বিষয়কে লুকোনোর বিবেচনার চেয়ে, এক সাধারণ মার্জিত শোভন ভাষার পরিবর্তে, এই তিন শতককে স্বতন্ত্র করে এর বৈচিত্র্য, উপকরণ সমূহের বিস্তারিত বিচ্ছুরণ যাকে এর সম্পর্কে বলার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে, একে প্ররোচিত করা যাতে এর সম্পর্কে বলে, শোনে, রেকর্ড করে, প্রতিবর্ণীকরণ করে, এবং তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তার প্রতিবন্টন করে: যৌন বিষয়কে ঘিরে, বৈচিত্র্যকরণ, বিশেষীকরণ, এবং শাস্তিমূলক প্রতিস্থাপনের সন্দর্ভের মাঝে এক সমগ্র নেটওয়র্ক। প্রচন্ড সেন্সরশীপের পরিবর্তে, যুক্তির যুগের চাপানো বাচিক গুণাবলী দ্বারা সূচনা করা হয়েছিল, সন্দর্ভের প্রতি এক নিয়ন্ত্রিত ও বহুরূপী সক্রিয়তায় যা জড়িত ছিল।

নিঃসন্দেহে এই আপত্তি উঠবে যে যৌন বিষয় সম্পর্কে বলার ক্ষেত্রে এত বেশি উত্তেজক ও সংকোচনকারী ক্রিয়াবিধির প্রয়োজন ছিল কিনা, কারণ সেখানে এর প্রত্যেকটির উপর নির্দিষ্ট মৌলিক নিষেধাজ্ঞা ছিল; কেবল নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাই—অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক চাহিদা—এই নিষেধাজ্ঞাকে তুলতে সমর্থ ছিল এবং যৌন বিষয়ে সন্দর্ভের প্রতি একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্মুক্ত করতে পারত, কিন্তু তা সীমিত ও সতর্কভাবে বিধিবদ্ধ যা জড়িত ছিল; যৌন বিষয় নিয়ে এত বেশি বলা, এর সম্পর্কে বলার জন্য এত বেশি জরুরী উপকরণ পরিকল্পিত হয়েছিল — কিন্তু কঠোর শর্তের নিচে: এ থেকে প্রমাণ হয় না যে তা গোপনীয়তার এক অভীষ্ট, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ, যে এখনও তাকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্যোগ রয়েছে? কিন্তু এই প্রায়শ উচ্চারিত থিমটি, যে যৌন সন্দর্ভের বাইরে রয়েছে এবং কেবল এক প্রতিবন্ধককে সরানো হলে, গোপনীয়তা উন্মোচন করলে, এর দিকে অগ্রসর হবার পথ পরিষ্কার হতে পারে, সঠিকভাবে তাকেই পরীক্ষা করা প্রয়োজন। একি ঐ নিষেধাজ্ঞায় অংশ গ্রহণ করেনি এই সন্দর্ভ যার দ্বারা প্ররোচিত হয়েছে? মানুষকে যৌন বিষয়ে বলতে সক্রিয় করার লক্ষ্য এমন নয় যে তা দর্পণে পরিণত হবে, প্রত্যেক প্রকৃত সন্দর্ভের বাহ্যিক সীমায়, গোপনতার মত কোনো কিছু যার আবিষ্কার অনুজ্ঞামূলক, এমন কিছু যা অশোভন নিরবতায় হ্রাসকৃত করা হয়েছিল, এবং একই সঙ্গে তা দূরূহ ও প্রয়োজনীয়, বিপজ্জনক ও উদঘাটন করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত মহার্ঘ্য? আমাদের ভোলা উচিত নয় সর্বোপরি যৌন বিষয়কে এমন করে তুলে যা স্বীকারোক্তি প্রদত্ত হবে, খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষগত সংসদ সব সময়ই একে উদ্বেগজনক এনিগমাতে পরিণত করেছে: এমন একটাও ক্ষেত্র নেই যে একগুঁয়েভাবে নিজেকে প্রদর্শন করেছে, বরং বিষয়টি সবসময়ই লুকিয়ে থেকেছে, কপট উপস্থিতিতে এমন নির্বাক স্বরে কথা বলে এবং প্রায়শ ছদ্মবেশ পূর্ণ হয় যে কারো এর প্রতি মূক থাকার ঝুঁকি রয়েছে। সন্দেহ নেই গোপন রহস্যটি ঐ মৌলিক বাস্তবতায় আশ্রয় নেয়নি যার সম্পর্ক অনুসারে যৌন বিষয়ে বলার সক্রিয়তা সমস্তই স্থিত থাকে—হোক তারা গোপন বিষয়ে বল প্রয়োগ করে, অথবা হোক যেভাবে তারা এর সম্পর্কে কথা বলে তার দ্বারা কোন গহীন উপায়ে তারা একে পুনরায় শক্তিশালী করে। এ বরং এক থিমের প্রশ্ন যা এই সক্রিয়তার ক্রিয়াবিধির অংশকেই গড়ে তোলে: ঐ বিষয় সম্পর্কে বলার চাহিদাকে আকার দেবার এক উপায়, এক কেবল যৌন বিষয়ের সন্দর্ভের অন্তহীন দ্রুত বৃদ্ধির অর্থনীতিতে যা অনিবার্য। বস্তুত, আধুনিক সমাজের জন্য যা বৈশিষ্ট্যসূচক, তারা কি যৌন বিষয়কে এক ছায়া অস্তিত্বে পরিণত করেনি, তবে যখন একে গোপন হিসেবে ব্যবহার করেছে, তারা এর সম্পর্কে অনন্তকাল ধরে বলার জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দুই
বিকৃতির রোপণ

এক সম্ভাব্য আপত্তি: সন্দর্ভের এই দ্রুত গতিতে বেড়ে যাওয়াকে নিতান্ত পরিমাণগত প্রপঞ্চ হিসেবে বিচার করা এ নিতান্ত ভুল হবে, বিশুদ্ধ বৃদ্ধির মত কোনো কিছু, যেন তাদেরর মাঝে যা বলা হয়েছিল তা গুরুত্বহীন, যেন বা যৌন বিষয় সম্পর্কে বলার তথ্যটা এর সম্পর্কে বলে যে অনুজ্ঞার আকার এর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ যৌন বিষয়ের এই সন্দর্ভে রূপান্তর লাভ করা এই আগ্রহের দ্বারা চালিত ছিল না যে পুনরুৎপাদনের দৃঢ় অর্থনীতির প্রতি অনুকূল নয় এমন যৌনতার আকারকে বাস্তবতা থেকে বহিষ্কার করা হবে: অনুৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের প্রতি না বলা, তুচ্ছ সুখকে নির্বাসন দেওয়া, যার অভীষ্ট প্রজনন ছিল না এমন ক্রিয়াকলাপকে হ্রাস করা বা বহির্ভুক্ত করা? বিভিন্ন সন্দর্ভের মাধ্যমে, গৌণ ধরনের বিকৃতির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ সংখ্যাবৃদ্ধি হয়; যৌন বিষয়ে অনিয়মকে মানসিক অসুস্থতা রূপে সংযোজন করা হয়েছিল; শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, যৌন বিকাশের এক আদর্শকে নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং সকল সম্ভাব্য বিচ্যুতিকে সতর্কভাবে বর্ণিত হয়েছিল; পাণ্ডিত্যগত নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসার বন্দোবস্তকে সংগঠিত করা হয়েছিল; নৈতিকতাবাদীরা, কিন্তু ন্যূনতম ফ্যান্টাসির মধ্যে, বিশেষ করে ডাক্তারগণ, ঘৃণ্য কাজের জোরালো শব্দভান্ডারকে জাহির করেছিলেন। এসবই কি জননেন্দ্রিয়কেন্দ্রিক যৌনতার হিতসাধনের জন্য, সমস্ত নিষ্ফল সুখকে অঙ্গীভূত করতে নিযুক্ত উপায়ে চেয়ে বেশি কিছু? এই সমস্ত প্রগলভ মনোনিবেশ যা যৌনতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন আমাদের মধ্যে রয়েছে তা কি এক মৌলিক বিবেচনা দ্বারা প্রণোদিত নয়: জনসংখ্যাকে নিশ্চিত করা, শ্রম সামর্থ্যকে পুনরুৎপাদন করা, সামাজিক সম্পর্কের আকারকে স্থায়ী করা: সংক্ষেপে, অর্থনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় এবং রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল এমন এক যৌনতাকে নির্মাণ করা ?

আমি এখনও জানি না এসবই কি চূড়ান্ত অভীষ্ট কিনা। কিন্তু এই পর্যন্ত নিশ্চিত: একে পাওয়ার জন্য প্রযোজ্য উপায় রূপে হ্রাসকরণ ব্যবহৃত হয়নি : বরং উনিশ শতক ও আমাদের নিজেদের শতক এক সংখ্যাবৃদ্ধি হবার যুগ হয়েছে: যৌনতাসমূহের বিচ্ছুরণ, তাদের পৃথক আকারকে শক্তিশালী করা, 'বিকৃতি'র এক বহুতর প্রোথিতকরণ। আমাদের কালপর্বে যৌনগত বহু শ্রেণীর সূচনা করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত, তিনটি প্রধান পরোক্ষ বিধি—প্রথাগত নিয়মসিদ্ধতা এবং মতামতের প্রতিবন্ধক থেকে দূরের—যৌন ক্রিয়াকলাপকে শাসন করেছে: অনুশাসনগত আইন, খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষগত আইন, এবং সিভিল আইন। তারা প্রত্যেকের নিজের উপায়ে, বৈধ ও অবৈধের মধ্যে পার্থক্যকে নির্ধারণ করল। যার সবই ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক কেন্দ্রিক: বৈবাহিক বাধ্যবাধকতা, তাকে পূর্ণ করার সামর্থ্য, যে উপায়ে কেউ এর সঙ্গে মানিয়ে নেয়,যে চাহিদা ও সহিংসতা এর সঙ্গী হয়, যে অপ্রয়োজনীয় বা অসতর্ক আদরের জন্য এ হলো পূর্বাভাস, এর নিষ্ফলতা বা যে উপায়ে কেউ একে বন্ধ্যা করতে যায়, যে মুহূর্তে কেউ একে দাবি করে যখন (গর্ভাবস্থার বা স্তন্যদানের বিপজ্জনক পর্ব, খ্রিস্টান পর্ব বা ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে সংযমের নিষিদ্ধ সময়), এর প্রতুলতা বা অপ্রতুলতা, এবং আরো কিছু। এই এলাকা বিশেষ নির্দেশপত্র দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। স্বামী ও স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক চারদিক থেকে নিয়ম ও সুপারিশ দ্বারা ঘেরা থাকে। বিবাহ সম্পর্ক প্রতিবন্ধকের সবচেয়ে তীব্র লক্ষ্যস্থির করা; এর সম্পর্কে অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি বলা হয়েছিল; এর থেকে খুঁটিনাটি বর্ণনা চাওয়া হয়েছিল। এ ক্রমাগত নজরদারি ভিতরে ছিল। যদি তাতে ত্রুটি পাওয়া যেত, একে সামনে অগ্রসর হতে হত এবং এক সাক্ষীর সামনে অভিযোগ জানাতে হত। 'বাকিটুকু' ছিল অনেক বেশি দ্বিধান্বিত: কাউকে কেবল 'পায়ুকামিতা'র অনির্দিষ্ট মর্যাদার কথা, বা শিশুদের যৌনতা নিয়ে উদাসীনতাকে ভাবতে হত।

তবুও, এ সমস্ত ভিন্ন বিধি বিয়ের আইন লঙ্ঘন ও জননেন্দ্রিয়গত বিচ্যুতির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করতে পারেনি। বিয়ের আইন ভাঙ্গা হোক বা আশ্চর্য সুখের সন্ধান করা হোক এক সমান মাপের শাস্তি বয়ে আনত। গভীর পাপের তালিকার মধ্যে, এবং কেবল তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বারা পৃথক ছিল, তাতে লাম্পট্যময়তা (বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক), ব্যাভিচার, ধর্ষণ, আধ্যাত্মিক বা রক্তমাংসের অজাচার দেখা দিয়েছিল, তবুও পায়ুকামিতা, বা পারস্পারিক 'সোহাগ'ও। বিচারালয়ের ক্ষেত্রে, তারা যেমন সমকামিতাকে দণ্ড দিতে পারত, পিতামাতার অসম্মতিতে বিয়েকেও, অথবা পশ্বাচার, পশুগমনকে। সিভিল ও ধর্মীয় বিচারালয়ের এখতিয়ারে যাকে বিবেচনায় আনা হত তা ছিল সাধারণ বেআইনি আচরণের ন্যায়। সন্দেহজনক কাজ 'প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ' বিশেষ করে ঘৃণ্য বলে চিহ্নিত করা হত, কিন্তু সেসবকে সরলভাবে 'আইনের বিরুদ্ধে' করা আচরণের চরম আকার বলে ধারণা করা হত; তারা হলো রায়দানের নিয়ম লঙ্ঘন তা যেন এমন পবিত্র ছিল যেন ঐ সমস্ত বিয়ের মত, এবং যাকে বিষয় সমূহের শৃংখলাকে শাসন করার জন্যই এবং হয়ে ওঠার পরিকল্পনার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। যৌন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল আবশ্যিকভাবেই বিচারমূলক বৈশিষ্ট্যের। তারা যে 'প্রকৃতি'র উপর ভিত্তি করল তা এখনও এক ধরনের আইন। দীর্ঘকাল ধরেই উভলিঙ্গ বা হিজড়েরা অপরাধী বলে গণ্য ছিল, বা অপরাধের সম্ভূত হিসেবে, যেহেতু তাদের অ্যানাটামি গত নিয়তি, তাদের সত্তাটি, লিঙ্গ সমূহের পৃথককারী আইনকে পণ্ড করে দেয় এবং তাদের মিলনকে নির্দেশ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো ও উনিশ শতকের সান্দর্ভিক বিস্ফোরণ বৈধ বিবাহবন্ধন কেন্দ্রিক এই সিস্টেমকে দুটি পরিমার্জনার অধীনে যাবার কারণ ঘটিয়েছিল। প্রথমে, স্বাভাবিক যৌনতার একগামিতার বিচারে এক কেন্দ্রাতিগ আন্দোলন। অবশ্যই তার ক্রিয়াকলাপ ও সুখের অক্ষটি এর আভ্যন্তরীণ মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখিত হতে থাকল; কিন্তু তা কম থেকে কম বলা হত, বা যে কোনোভাবে বিকাশমান পরিমার্জনা সহ। এর গোপনকে খুঁজে বের করার উদ্যম পরিত্যক্ত হলো; কেবল দিন থেকে দিনে তাকে নির্ধারণ করা ছাড়া এর থেকে আর কিছু দাবি করা হলো না। বৈধ দম্পতি, তাদের নিয়মিত যৌনতা সহ, আরো বেশি সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পেল। এ একটা আদর্শ রূপে গড়ে ওঠতে ছিল, যা আরো বেশি কঠোরতর, সম্ভবত, বরং সম্পূর্ণতরও। অন্য দিকে, যাচাইয়ের অধীনে যা আসে তা হলো শিশুদের, উন্মাদ পুরুষ ও নারীর, এবং অপরাধীদেরও যৌনতা; সে সমস্ত মানুষের ইন্দ্রিয়বেদ্যতা যারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট নয়; স্বপ্নরাশি, অবসেসন, তুচ্ছ ম্যানিয়া, বা ক্রোধের বিরাট উত্তরণ সবই। এই সময় ছিল এসব প্রতিমূর্তির জন্যই, যা অতীতে কমই লক্ষ্য করা গেছে, সামনে এগিয়ে যাওয়া ও কথা বলা, তারা যা তার সম্পর্কে কঠিন স্বীকারোক্তি করা। সন্দেহ নেই তারা একইভাবে দণ্ডিত হয়েছিল; কিন্তু তাদের কথা শোনা হয়েছিল; এবং যদি নিয়মিত যৌনতাকে আবারো একবার প্রশ্নের সম্মুখীন করা হত, এ ছিল এক বিপরীত মুখের আন্দোলনের মাধ্যমে, যা থেকে এ সমস্ত প্রান্তিক যৌনতার থেকে উদ্ভব ঘটেছিল।

যেখান থেকে যৌনতার ক্ষেত্রে 'অস্বাভাবিক'কে এক বিশেষ মাত্রা হিসেবে সূচিত করা হয়। এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে অন্যান্য দণ্ডিত আকারের প্রেক্ষিতে এক ধরনের স্বয়ংক্রিয়তা ধরে নেওয়া থাকে, যেমন ব্যাভিচার বা ধর্ষণ (এবং শেষোক্তটি কম থেকে কম দণ্ডিত হয়); ঘনিষ্ঠ কোনো আত্মীয় সম্পর্কের কাউকে বিয়ে করা বা পায়ুকামিতায় যুক্ত থাকা, কোনো সন্ন্যাসিনীকে ফুঁসলানো বা ধর্ষকামে যুক্ত করা, কারো স্ত্রীকে প্রতারণা করা বা শবদেহকে লঙ্ঘন করা, তা আবশ্যিকভাবে ভিন্ন বিষয় হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ অনুজ্ঞার এলাকা টুকরো হতে শুরু করে। একইভাবে, সিভিল আইনে, 'লাম্পট্যময়তা'র দ্বিধান্বিত বর্গ স্বতন্ত্র হয়েছে, যা এক শতকের বেশি সময় ধরে প্রশাসনিক বন্দিত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রতুল কারণ হয়েছে। এই ভগ্নাবশেষ থেকে, একদিকে বিবাহ ও পরিবারকে ধারণ করা আইন (নৈতিকতা) এর বিরুদ্ধে বিচ্ছুরণ উপস্থিত হয়েছিল, এবং আরেক দিকে, এক স্বাভাবিক কাজের নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে করা অন্যায় (এও যুক্ত করতে হবে, যে সমস্ত অন্যায় আইন শাস্তি দিতে দক্ষ)। এখানে অন্যদের মধ্যে, ডন জুয়ানের মর্যাদার জন্য, আমাদের এক সদৃশ যুক্তি রয়েছে, যা তিন শতক ধরে মুছে ফেলা যায়নি। বিবাহের বিরাট লঙ্ঘনকারীর উপরিতলের নিচে—স্ত্রীতস্কর, কুমারীদেরকে প্রলুব্ধকারী, পরিবারের লজ্জা, এবং পিতা ও স্বামীদর প্রতি এক অপমান—এক ঝলকের জন্য আরেক ব্যক্তিত্বকে দেখা যায়: তার নিজের সত্ত্বেও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনতার তমসাচ্ছন্ন উন্মত্ততার দ্বারা চালিত এক ইন্ডিভিজুয়াল। লিবেরটাইনের উপরিতলের নিচে, বিকৃত সে। সে পরিকল্পিতভাবে আইন ভাঙ্গে, একই সঙ্গে, প্রকৃতির মত কিছু একটা তীর্যক হয়ে তাকে সমস্ত প্রকৃতি থেকে স্থানান্তর করে; যখন অপরাধের অতিলৌকিক প্রত্যাবর্তন এবং তার ক্ষতিপূরণ পাল্টা প্রকৃতিতে পলায়নকে ব্যাহত করে সেই মুহূর্তে তার মরণ ঘটে। যৌন বিষয়কে শাসন করার জন্য পশ্চিমের দ্বারা দুটি বড় সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছিল: বিয়ের আইন এবং আকাঙ্ক্ষার শৃংখলা— এবং ডন জুয়ানের জীবন এর উভয়টিকেই উল্টে দেয়। সে কি সমকামী, আত্মপ্রেমিক, অথবা নপুংসক ছিল এর অনুমানের ভার মনোবিশ্লেষণের উপর ছেড়ে দেব।

যদিও বিলম্ব ও দু'মুখো কথা ছাড়া নয়, বিবাহসংক্রান্ত প্রাকৃতিক আইন এবং যৌনতার অন্তর্নিহিত নিয়ম দুটি স্বতন্ত্র রেজিস্টারে নথিবদ্ধ হতে শুরু করে। সেখানে এক বিকৃতির জগতের উদ্ভব হয় যা আইনগত বা নৈতিক বিচ্ছুরণকে নিয়ে নেয়, যদিও তা শেষোক্তটির বৈচিত্র্য নয়। অতীতের লিবেরটাইন থেকে ভিন্ন প্রজাতির এক গোটা উপ-প্রজাতি জন্ম নিল—কয়েকটি আত্মীয়বন্ধান থাকা সত্ত্বেও। আঠারো শতকের শেষে থেকে আমাদের শতক পর্যন্ত, তারা সমাজের রন্ধ্রপথে বিস্তৃত হয়েছে; তাদেরকে সব সময় অনুসন্ধান করা হয়েছিল, কিন্তু সব সময় আইন মেনে নয়; প্রায়শ কারাগারে পোরা হয়েছিল; সম্ভবত অসুস্থ ছিল, কিন্তু দুর্নামপূর্ণ, বিপজ্জনক শিকার, অদ্ভুত অশুভের শিকার যা পাপের নামও ধারণ করে এবং কখনও অপরাধেরও। তাদের বছর ছাড়িয়ে তারা ছিল শিশুদের মত, অপরিণত ছোট্ট বালিকা, দ্ব্যর্থক স্কুলবালক, সন্দেহমূলক ভৃত্য ও শিক্ষাবিদ নিষ্ঠুর ও ম্যানিয়াপূর্ণ স্বামী, নিঃসঙ্গ সংগ্রাহক, কিম্ভূত তাড়না সহ ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো ব্যক্তি; সংশোধনাগার, শাস্তির উপনিবেশসমূহ, ট্রাইবুনাল, এবং উন্মাদাশ্রমে তন্ন তন্ন করে হানা দিয়েছিল তারা; তারা নিজেদের কুখ্যাতি ডাক্তারদের নিকটে নিয়ে গেল এবং তাদের রুগ্নতাকে বিচারকদের নিকটে। এই ছিল অসংখ্য বিকৃতের পরিবার যারা দুষ্কৃতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ছিল এবং উন্মাদের প্রতি আত্মীয় রূপে। শতাব্দির পরিসরে তারা 'নৈতিক ভ্রান্তি'র মার্কা বহন করে, 'সাধারণ স্নায়ুরোগ,' 'বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তির অস্বাভাবিকতা,' 'অধোগতি,' বা 'শারীরিক ভারসাম্যহীনতা'।

এ সমস্ত প্রান্তস্থ যৌনতার আবির্ভাব কী বোঝায়? তা কি এই যে তারা দিবালোকে উপস্থিত হতে পারায় এমন চিহ্ন যে সংকেতটি আরো শিথিল হয়েছে? অথবা তা কি এই যে এক দৃঢ় শাসনপ্রণালিকে প্রত্যয়ন করতে এবং তার বিবেচনাকে কঠোর তত্ত্বাবধানের অধীনে আনতে তাতে এত বেশি মনোনিবেশ করা হয়েছিল? অবদমনের অভিধায়, বিষয়সমূহ অস্পষ্ট ছিল; সেখানে অবাধ বৈশিষ্ট্যময় ছিল, যদি কেউ মনে রাখে যৌন অন্যায় বিচারের এই বিধিবদ্ধ আইনের কঠোরতা উনিশ শতকে খর্ব হয়েছিল এবং আইন নিজে প্রায়শ মেডিসিনের নিকট নতি স্বীকার করল। কিন্তু অতিরিক্ত কঠোরতার এক ছলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেছিল, যদি কেউ সমস্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার এবং নজরদারির যত ক্রিয়াবিধির কথা ভাবে যা শিক্ষণপ্রণালির দ্বারা বা রোগনিরাময়ের মাধ্যমে কার্যক্রম চালায়। হয়তো এমন হতে পারে দাম্পত্য যৌনতার মধ্যে গির্জার অনুপ্রবেশ এবং প্রজননের বিরোধী 'প্রতারক'দেরকে প্রত্যাখান গত দুই শত বছরে তার গুরুত্বপ্রদান হারিয়েছে। বরং মেডিসিন দম্পতির সুখের মাঝে শক্তিশালী প্রবেশ ঘটিয়েছে। এর ফলে 'অসম্পূর্ণ যৌন ক্রিয়াকলাপ' জাত পূর্ণাঙ্গ জৈব, কার্যসংক্রান্ত, বা মানসিক রোগতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে; সুখের সম্পৃক্ত সমস্ত আকারকে এ সতর্কতার সঙ্গে শ্রেণীকরণ করেছে; 'বিকাশে'র ধারণা ও প্রাতিষ্ঠানিক 'ব্যাঘাতে'র মাঝে তাদেরকে মূর্ত করেছে; এবং তা এদেরকে সামাল দেবার ব্যবস্থা নিয়েছে।

সম্ভবত বিবেচনার প্রসঙ্গটি হলো প্রবৃত্তির চরিতার্থতার স্তরে নয় বা অবদমনের পরিমাণ নয় বরং ক্ষমতার আকার যাকে প্রয়োগ করা হয়। যখন এই পৃথক যৌনতাসমূহের পুরো ঝাড়কে সমান করা হয়, যেন তাদেরকে একে অপরের থেকে ছাড়ানো হয়, তাই কি বাস্তবতা থেকে বহির্গত করার সেই অভীষ্ট পোষণ করে? বস্তুত, তা আবির্ভূত হয়, এই দৃষ্টান্তে ক্ষমতার যে ভূমিকা খাটানো হয় তা নিষেধাজ্ঞার নয়, এবং তাতে সাধারণ নিষেধের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চারটে কার্যক্রম নিহিত থাকে।

১. প্রাচীন সগোত্র বিয়ের নিষেধাজ্ঞাকে লক্ষ্য করুন (তারা যতটা অসংখ্য ও জটিল ছিল) অথবা ব্যাভিচারের শাস্তি, এর সংঘটনের অনিবার্য পুনরাবৃত্তির সঙ্গে; অথবা অন্য দিকে, অধুনা যে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উনিশ শতক থেকে, শিশুদের যৌনতাকে অধীনস্থ করা হয়েছিল এবং তাদের 'নিঃসঙ্গ অভ্যাসসমূহ'কে অনুপ্রবেশ করা হয়েছে। এ স্পষ্ট যে আমরা একই এবং অবিকল ক্ষমতার ক্রিয়াবিধি নিয়ে বিচার করছি না। এই জন্য নয় যে কেবল একটা ঘটনায় তা আইন ও শাস্তির প্রশ্ন, এবং অপরদিকে, ঔষধ ও বিধিনিষেধ আরোপ; তবে যদিও যে কৌশল আরোপ করা হয়েছিল তা একই নয়। উপরিতলে, উভয় কেসে যা আবির্ভূত হয় তা হলো নির্মূলের এক উদ্যোগ যা সব সময় ব্যর্থ হবার জন্য নিয়তিগ্রস্ত এবং সর্বদাই পুনরায় শুরু হবার জন্য অস্বাভাবিক। কিন্তু 'অজাচারে'র জন্য নিষেধাজ্ঞা তার অভীষ্টে পৌঁছার উদ্যোগ নেয় যে বস্তুকে তারা শাস্তি দেয় তাকে অসীম পরিমাণে হ্রাস করার মাধ্যমে, যেখানে শৈশব যৌনতার নিয়ন্ত্রণ আশা করা হয় এর নিজের ক্ষমতা ও অভীষ্টের যুগপৎ প্রচারের মাধ্যমে এতে পৌছবে যার উপরে তাকে বহন করতে আনা হয়। অনির্দিষ্টভাবে প্রসারিত এক দুই ধারী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা অগ্রসর হয়। শিক্ষাবিদ ও ডাক্তারগণ শিশুদের বহির্যোনি বীর্যস্খলনকে এক মহামারীর মত লড়াই করেছেন যাকে নির্মূল করা প্রয়োজন। এ প্রকৃত যা আবশ্যক করে তুলেছে, শিশুদের যৌনতাকে ঘিরে এই পুরো সেকুলার প্রচারাভিযানের মাধ্যমে যা এই তুচ্ছ সুখকে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে প্রাপ্তবয়স্ক জগতকে সংগঠিত করেছে, তাকে গোপন হিসেবে গঠন করে (অর্থাৎ, তাদেরকে লুকিয়ে পড়তে বাধ্য করে যাতে তাদের আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়), তাদেরকে উৎস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত শনাক্ত করে, তাদেরকে উদ্ভব থেকে প্রভাব পর্যন্ত অনুসরণ করে, যা এসবের কারণ হয় বা নিছক তাদেরকে অস্তিত্বশীল করে সমস্ত কিছুকে সন্ধান করে। যেখানেই সুযোগ ছিল তারা আবির্ভূত হতে পারে, প্রহরার উপকরণকে স্থাপন করা হয়েছিল; বাধ্যতামূলক স্বীকারোক্তির জন্য ফাঁদ পাতা ছিল; অনিঃশেষ ও সংশোধনমূলক সন্দর্ভ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল; শিক্ষক ও পিতামাতারা সতর্ক হয়েছিল, এবং এমন সন্দেহের শিকার হয়েছিল যে সমস্ত শিশুরাই অপরাধী, এবং নিজেদেরকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হওয়ার এই ভয় সহ যে যদি তাদের সন্দেহ যথেষ্ট শক্ত না হয়েছিল; তারা এই পুরাবৃত্ত বিপদের মুখে প্রস্তুত হয়েছিল: তাদের আচরণকে নির্দেশ করা হয়েছিল এবং তাদের জ্ঞানশাস্ত্র পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল; এক পুরো চিকিৎসাগত-যৌন শাসনাপ্রণালি পারিবারিক পরিবেশের দখল নেয়। এক সমর্থন হিসেবে শিশুটির 'পাপ' ততটা শত্রু ছিল না; তারা হয়তো অশুভ রূপে নির্মূল করার জন্য মর্যাদাবান হবে, কিন্তু যে অসাধারণ উদ্যোগ এই কাজে নিহিত ছিল তা ব্যর্থ হতে বাধ্য তাতে কারো সন্দেহ জাগে যে চিরকালের জন্য অপসৃত হবার পরিবর্তে এর থেকে যা দাবি করা হয়েছিল তা ছিল সংরক্ষণ করা, দৃশ্যযোগ্য ও অদৃশ্যের সীমার মধ্যে দ্রুত বিস্তার করা। সব সময় এই সমর্থনের উপর নির্ভর করে, ক্ষমতা অগ্রসর হত, এর বয়ে নেওয়া বার্তা ও তার প্রভাবের সংখ্যাবৃদ্ধি হত, যেখানে এর লক্ষ্য প্রসারিত হত, উপ বিভাজিত হত, এবং শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হত, একই গতিতে বাস্তবতায় আরো দূর সঞ্চালিত হত। বাস্তবে, আমরা একটি প্রতিবন্ধক সিস্টেমকে বিচার করছি; কিন্তু বস্তুত, শিশুটিকে ঘিরে সমস্ত, সঞ্চালিত হবার অনির্দিষ্ট পথ সন্নিবেশিত ছিল।

২. প্রান্তস্থ যৌনতার এই নতুন হয়রানি বিকৃতির একত্রীকরণ করতে এবং ইন্ডিভিজুয়ালের নতুন বিশেষীকরণ করাকে প্রয়োজনীয় করে। প্রাচীন সিভিল বা অনুশাসনভিত্তিক বিধির নির্ধারণ অনুসারে, পায়ুকামিতা নিষিদ্ধ কর্মের বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এর সংঘটনকারী সেসবের বিচারগত বিষয়ের অধিক কিছু ছিল না; উনিশ শতকের সমকামী হয়ে ওঠে এক ব্যক্তিত্ব, এক অতীত, এক কেস হিস্ট্রি, এবং এক শৈশব, এক ধরনের জীবনের অতিরিক্ত হিসেবে, এক জীবনের আকার, এবং এক রূপতত্ত্ব, এক অভিন্ন অ্যানাটমি সহ এবং সম্ভবত এক রহস্যময় শারীরতত্ত্ব। তার পুরো কম্পোজিশনে কোনো কিছু তার যৌনতার প্রভাবমুক্ত থাকল না; তা সর্বত্র তার মধ্যে উপস্থিত থাকে: কারণ তার সমস্ত ক্রিয়ার মূলে তা ছিল তাদের গোপনচারী ও অনির্দিষ্টভাবে সক্রিয় নীতিমালা, তার চেহারায় ও দেহে অভব্যভাবে লেখা ছিল যেহেতু তা ছিল এক গোপন রহস্য যে সবসময় তাকে অর্পণ করল। এ ছিল তার সঙ্গে কনসাবস্টেনশিয়াল, এক অভ্যাসগত পাপের চেয়ে কম বরং এক একক স্বভাব হিসেবে যতটা। আমরা অবশ্য বিস্মৃত হব না ঐ মুহূর্ত থেকে সমকামিতার মনস্তত্ত্বগত, মনোবিশ্লেষণগত, চিকিৎসাগত বর্গ গঠিত হয়ে যখন তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হলো—১৮৭০-এ ওয়েস্টফালের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বিপ্রতীপ যৌন সংবেদনশীলতা' যা এর জন্মতারিখ[১] বলে গণ্য হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে—এক যৌন সম্পর্কের চেয়ে কম যতটা যৌন সংবেদনশীলতার নির্দিষ্ট গুণ হিসেবে, তার নিজের মধ্যে পুরুষবাচক ও নারীবাচককে আবর্তনের নির্দিষ্ট উপায়। সমকামিতা যৌনতার অন্যতম আকার বলে দেখা দেয় যখন তাকে পায়ূকামিতা ক্রিয়াকলাপ থেকে এক ধরনের অভ্যন্তরে উভলিঙ্গতা, আত্মার উভলিঙ্গবাচকতা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। পায়ূকামীর ক্ষেত্রে সাময়িক অস্বাভাবিকতা ছিল, সমকামী এবার এক প্রজাতি হয়ে উঠেছিল।

সমস্ত গৌণ বিকৃতও তাই উনিশ শতকের মনোবিশ্লেষক গণ যাদেরকে অদ্ভুত দীক্ষাকৃত নাম দিয়ে কীটবিদ্যাগত করে, তারা হলো ক্রাফট-এবিং এর চিড়িয়াখানাপ্রেমী ও চিড়িয়াখানা বাদীও, রোয়েন্ডারের স্বয়ংক্রিয়-একক যৌনতাবাদী, এবং পরে মিক্সেসোফিল, গাইনোকোমাস্টস, প্রেসবাইয়োফাইলস, সেক্সেথেটিক ইনভার্ট, এবং ডিসপারেনিউস্ট উইমেন। শোনা কথা হিসেবে এসব সুন্দর নাম এক প্রকৃতিকে নির্দেশ করে যা আইন দ্বারা উপেক্ষিত ছিল, কিন্তু এর নিজের বেলায় তত অবহেলার নয় যে তা আরো প্রজাতিকে সৃষ্টিতে যায় না, এমনকি কোনো শৃংখলা ছিল না যাতে তাদেরকে মানানসই হয়। ক্ষমতার ক্রিয়াবিধিগুলো যা এই ভিন্ন স্রোতে লক্ষ্যস্থির করল তার লক্ষ্য অবদমন করা নয়, বরং একে বিশ্লেষণমূলক, দৃশ্যমান, ও স্থায়ী বাস্তবতা প্রদান করা: এ দেহের মধ্যে রোপিত হয়, ব্যবহারের মর্জির নিচের তলে পিছলে যায়, শ্রেণীকরণ ও বোধগম্যতার নীতি খাড়া করে, কার্যকারণ রূপে এবং বিশৃংখলার এক স্বাভাবিক ক্রম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত সহস্র অস্বাভাবিক যৌনতার বহিষ্কার নয়, বরং তার খুঁটিনাটি বর্ণনা, এদের প্রত্যেকটির আঞ্চলিক দৃঢ়তাকরণ। এই ছড়িয়ে দেবার পেছনের কর্মপরিকল্পনা হলো তাদের দ্বারা বাস্তবতাকে ছেয়ে ফেলা এবং ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে তাদেরকে বিমূর্ত করা।

৩. ক্ষমতার এই আকার পুরনো ট্যাবুর চেয়ে বেশি করে তার অনুশীলনের জন্য ধ্রুব, মনোযোগী, ও কৌতূহল উপস্থিতি দাবি করল; এতে সান্নিধ্যলাভকে প্রাকশর্ত রূপে ধরে নেওয়া হয়েছিল; তা অগ্রসর হয়েছিল পরীক্ষা ও ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে; এতে সন্দর্ভের বিনিময় চাওয়া হয়েছিল, প্রশ্নের দ্বারা যা স্বীকৃতিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, এবং আস্থাকে যা যে সব প্রশ্ন করা হয় তাকে ছাড়িয়ে যায়। এতে শারীরিক নৈকট্য ও গাঢ় সংবেদনের এক আন্তঃক্রীড়া নিহিত থাকে। যৌনতার চিকিৎসাকৃতকরণ এর প্রভাব ও উপকরণ উভয়ই ছিল বিশিষ্ট। দেহের মধ্যে প্রোথিত অবস্থায়, ইন্ডিভিজুয়ালের গভীর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, যৌন বিষয়ের বেখাপ অবস্থাসমূহ স্বাস্থ্য ও রোগনির্ণয়ের প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল। আর উল্টোভাবে, যৌনতা যেহেতু চিকিৎসাশাস্ত্রগত এবং চিকিৎসাযোগ্য অভীষ্ট, কারো পক্ষে—একটা আঘাত, একটা অকার্যকর, অথবা একটা লক্ষণ হিসেবে—জৈব দেহের গভীরে, বা ত্বকের উপরিতলে, অথবা আচরণের সমস্ত চিহ্নের মাঝে চেষ্টা করা ও একে শনাক্ত করা উচিত। যে ক্ষমতাটি এভাবে যৌনতার দায়িত্ব নেয় তা দেহের সংস্পর্শে আসার সূচনা করে, তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টির সাহায্যে সোহাগ করে, অঞ্চলকে গাঢ়তর করে, উপরিতলে বিদ্যুৎসঞ্চার করে, বিব্রত মুহূর্তসমূহকে নাটকীয় করে তোলে। এ যৌন দেহকে তার আলিঙ্গনে মুড়ে রাখে। নিঃসন্দেহে সেখানে কার্যকরতার মধ্যে বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকার প্রসার ঘটেছিল; তবে ক্ষমতার এক সংবেদনশীলতাকরণ এবং সুখের এক অর্জনও। এতে করে দুই ভাজে প্রভাব সৃষ্টি হয়: এর অনুশীলনের দ্বারা ক্ষমতাকে এক চালিকা শক্তি যোগান দেয়; এক আবেগ তদারককারী নিয়ন্ত্রণকে পুরস্কৃত করে ও তাকে আরো এগিয়ে নেয়; পাপস্বীকারের তীব্রতা প্রশ্নকারীর কৌতূহল কে নবায়ন করে; আবিষ্কৃত সুখ ক্ষমতাকে পুষ্ট করে যা একে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু এত বেশি চাপসহা প্রশ্ন সুখকে একক করে তোলে উত্তরদানকারী যার অনুভব করে। তারা এক গেইজ দ্বারা স্থিত ছিল, তাদের গ্রহণ করা মনোযোগের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন ও প্রাণবন্ত ছিল। আকর্ষণের ক্রিয়াকলাপ হিসেবে ক্ষমতা কার্যক্রম চালনা করে; তা ঐ সমস্ত বিশিষ্টতাকে আহরণ করে যার উপর তারা নজর রেখেছিল। যে ক্ষমতা একে তছনছ করে সুখ তাতে ছড়িয়ে পড়ে; ক্ষমতা এর উন্মোচন করা সুখে নোঙর করে।

চিকিৎসাগত পরীক্ষা, মনো বিশ্লেষণগত অনুসন্ধান, পাণ্ডিত্যশাস্ত্র গত রিপোর্ট, এবং পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে হয়তো সমস্ত দিকের প্রতি বা, অনুৎপাদনজনিত যৌনতার না বলার সার্বিক ও আপাত অভীষ্ট থাকত, কিন্তু সত্য হলো তারা দ্বৈত প্রেরণাশক্তি সহ ক্রিয়াবিধি রূপে ভূমিকা রাখে: সুখ ও ক্ষমতা। যে ক্ষমতা প্রশ্ন করে, পরিমাপ করে, পাহারা দিয়ে, গোয়েন্দাগিরি করে, সন্ধান করে, স্পর্শ করে, আলোয় আনে তার অনুশীলনে সুখ আসে; অন্যদিকে, যে সুখ এই ক্ষমতাকে এড়িয়ে যেতে উত্তেজিত করে, এর থেকে পালাতে, একে বোকা বানাতে, অথবা একে হাস্যকর করে তুলতে। যে ক্ষমতা একে সুখের দ্বারা এড়িয়ে যেতে দেয় এ যাকে পশ্চাদ্ধাবন করে; এবং তার বিপরীতে, একে প্রদর্শনের সুখে, দুর্নামকরণ, বা প্রতিরোধ করে ক্ষমতা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। দখল করা ও প্রলুব্ধকরণ, সংঘাত ও পারস্পারিক পুনরায় শক্তিশালীকরণ: পিতামাতা ও শিশু, বয়স্ক ও কিশোর, মনোবিশ্লেষক তার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ও বিকৃতদের সহ, উনিশ শতক থেকে সকলেই অবিরত এই খেলা খেলে আসছেন। শরীরসমূহ ও বিভিন্ন লিঙ্গের চারপাশ ঘিরে এই আকর্ষণ, এই পলায়ন, এই বৃত্তাকার সক্রিয়তা শনাক্ত হয়েছে, সীমানাকে নয় যাকে লঙ্ঘন করা যাবে না, বরং তা সুখ ও ক্ষমতার চিরন্তন কুণ্ডলী।

৪. যেখান থেকে এই সমস্ত যৌন পরিপূর্ণতার উপকরণসমূহ উনিশ শতকের পরিসর ও সামাজিক কৃত্যের এতই বৈশিষ্টমণ্ডিত। মানুষ প্রায়ই বলে আধুনিক সমাজ যৌনতাকে হ্রাস করে দম্পতিতে নামিয়ে এনেছে—স্বাভাবিক যৌনতার এবং, যতদূর সম্ভব, বৈধ দম্পতি। এ রকম বলার সমান ভিত্তি রয়েছে যে তার, যদি সৃষ্ট না হয়, অন্তত পোষাক পরানো ও অজস্র সংখ্যায় বিস্তারের জন্য, বহু উপাদান সহ গোষ্ঠী এবং এক সঞ্চারমান যৌনতা রয়েছে: ক্ষমতার বিন্দুর বন্টন, একে অপরের বিরুদ্ধে হায়ারার্কিকৃত ও উপস্থাপিত হয়; 'ধাবমান' সুখ, যা, কামনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা ও সন্ধান উভয়ই করা হয়; বিভক্তকৃত যৌনতা যাকে সহ্য করা বা উৎসাহিত করা হয়; যে সান্নিধ্য সতর্ক থাকার পদ্ধতি রূপে কাজ করে, এবং গাঢ়ত্বকরণের ক্রিয়াবিধি রূপে কাজ করে; সংযোগ সমূহ পরিবাহক হিসেবে কার্যকর হয়। এভাবে করে বিষয়গুলো পরিবারের ক্ষেত্রে কাজ করে, অথবা বরং গার্হস্থ্যে, পিতামাতা, শিশু, এবং কখনো বা চাকরদের সহকারে। উনিশ শতকের পরিবার কি প্রকৃতই একগামী ও দাম্পত্য কারাকোষ্ঠ ছিল? সম্ভবত কিছুটা পরিমাণে। কিন্তু তা বহু স্থানে একত্রে যুক্ত সুখ ও ক্ষমতার এক নেটওয়র্কও ছিল এবং রূপান্তরযোগ্য সম্পর্কের অনুসারে। বয়স্কদের ও শিশুদের মধ্যে বিচ্ছেদ, পিতামাতা ও শিশুদের শয়নকক্ষের মাঝে যে মেরুপ্রতিম দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত (এই শতাব্দির ক্রমে যখন শ্রমজীবী শ্রেণী বাড়ির নির্মাণ করে এ রুটিন হয়ে দাঁড়ায়), বালক ও বালিকাদের আপেক্ষিকভাবে পৃথকীভবন, শিশুদের পালনের ক্ষেত্রে কঠোর নির্দেশ (মায়ের স্তন্যদান, পরিচ্ছন্নতা), শৈশবকালীন যৌনতার উপরে মনোযোগ নির্দেশ, হস্তমৈথুনের কল্পিত বিপদ, বয়ঃসন্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ, পিতামাতার প্রতি সতর্ক থাকার পদ্ধতির পরামর্শ, ভয় দেখানো, গোপন রহস্য, এবং ভীতি, ভৃত্যদের উপস্থিতি— মূল্যদান ও ভীতি উভয়তই; এই সকল মিলে পরিবার গড়ে তোলে, যখন এর ক্ষুদ্রতম মাত্রায়ও এমনকি আনা হয়, এক জটিল নেটওয়র্ক, বহুতর, খণ্ডিত, এবং চলনশীল যৌনতার দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে। তাদেরকে দাম্পত্য সম্পর্কে হ্রাস করতে, এবং পরে শেষোক্তটিকে, শিশুদের উপরে এক নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার আকারে প্রক্ষেপ করতে, তাতে এই যন্ত্রের জন্য বর্ণনা করতে পারে না যা, ঐ সমস্ত যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে, কমই নিষেধাজ্ঞার নীতি বরং অধিকতর এক সক্রিয় ও বহু সংখ্যক করা ক্রিয়াবিধি। শিক্ষাগত বা মনোবিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাদের বৃহৎ জনসংখ্যা সহ, তাদের হায়ারার্কি সমূহকে, তাদের দৈশিক বিন্যাস সমূহকে, তাদের সতর্কতার সিস্টেমগুলোকে, পরিবারের পাশে পাশে গড়ে তোলে, আরেকভাবে ক্ষমতা ও সুখের অন্তঃক্রীড়াকে বন্টন হিসেবে; কিন্তু তারাও চরম যৌন পরিপূর্ণতার এলাকাকে চিত্রিত করেন, সুবিধাপ্রাপ্ত পরিসর বা কৃত্য সহ যেমন শ্রেণীকক্ষ, ডরমিটরি, পরিদর্শন, এবং পরামর্শদান। সেখানে অদাম্পত্য, একগামী নয় এমন যৌনতার আকার সমূহকে আহরণ করা ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

উনিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজ—নিঃসন্দেহে তা এখনও আমাদের মাঝে রয়েছে—ছিল এক অশোভন ও খণ্ডিত বিকৃতির সমাজ। এবং তা হিপোক্রেসির পথে ছিল না, কারণ কোনো কিছুই অধিক ব্যক্ত এবং অধিক বাকবিস্তারে পূর্ণ ছিল না, বা সন্দর্ভ ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা আরো ব্যক্তভাবে গ্রহণ করা ছিল না। এ কারণে নয়, যৌনতার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত দৃঢ় বা অতি সাধারণ প্রতিবন্ধক খাড়া করার চেষ্টা করল, পুরোপুরি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির উত্থানে এবং যৌন প্রবৃত্তির এক দীর্ঘ রোগনির্ণয়ে সমাজ একমাত্র সফল হয়েছিল। বরং, বিবেচ্য হলো ক্ষমতার যে ধরণকে শরীর ও যৌন বিষয়ের উপরে বহন করতে আনয়ন করে। প্রকৃত তথ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে, ক্ষমতার না আছে আইনের আকার, বা কোনো ট্যাবুর প্রভাব। উল্টো বরং, একক যৌনতার সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা তা ক্রিয়া করে। এ যৌনতার জন্য সীমা টানে না; এ যৌনতার বিভিন্ন আকারকে প্রসারিত করে, তাদের অনির্দিষ্ট সঞ্চালনের পথ অনুসারে পশ্চাদ্ধাবন করে। এ যৌনতাকে বহির্ভুক্ত করে না, বরং ইণ্ডিভিজুয়ালের বিশেষীকরণের মর্জি হিসেবে দেহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। এ তাকে এড়িয়ে যেতে চায় না; এ তার বৈচিত্র্যকে কুণ্ডলীর দ্বারা আকৃষ্ট করে যার মধ্যে সুখ ও ক্ষমতা একে অন্যকে শক্তিশালী করে। এ কোনো প্রতিবন্ধক স্থাপন করে না; এ সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতার স্থান সরবরাহ করে। এ যৌনগত মোজাইককে উৎপাদন ও নির্ধারণ করে। আধুনিক সমাজ বিকৃত, এর রক্ষণশীলতার সত্ত্বেও নয় বা যেন তা এর হিপোক্রেসির দ্বারা উদ্বুদ্ধ পশ্চাদগতি; এ প্রকৃত অর্থে, এবং প্রত্যক্ষভাবে, বিকৃত।

প্রকৃত অর্থে। বহুভাজের যৌনতা—যা বিভিন্ন বয়সে আবির্ভূত হয় (শিশু বা বালকের যৌনতা), যে সব বিশেষ রুচি বা ক্রিয়াকলাপের উপর সংস্থিত হয় (আবর্তিত, বৃদ্ধকাম, বস্তুকাম এর যৌনতা), যে সব এক ব্যাপ্ত হবার ধরনে সম্পর্ককে লগ্নি করে (ডাক্তার ও রুগীর যৌনতা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর, মনোবিশ্লেষক ও মানসিক রুগীর), তাদের যারা স্পেসের সন্ধানে তাড়িয়ে বেড়ায় (বাড়ির যৌনতা,স্কুল, কারাগার)—এ সকল সম্পর্ক ক্ষমতার যথার্থ পদ্ধতির সঙ্গে পরস্পর সম্পর্ক গঠন করে। আমরা নিশ্চয় কল্পনা করব না যে এ সমস্ত বিষয় পূর্বে সহ্য করা হত যা দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং নিন্দামূলক পদমর্যাদা লাভ করল যখন এমন সময় আসবে যে যৌনতার এক ধরনকে নিয়ন্ত্রক ভূমিকা দেওয়া হবে যা শ্রম ক্ষমতা ও পরিবারের আকারকে পুনরুৎপাদনে সমর্থ। এই সমস্ত বহুরূপী আচরণ প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেহ থেকে এবং তাদের সুখ থেকে আহরণ করা ছিল; অথবা বরং, তারা এতে বলিষ্ঠ হত; বহু বিচিত্র ক্ষমতার আয়ুধের দ্বারা তাদেরকে টেনে আনা হত, উন্মোচিত, বিচ্ছিন্নকৃত, তীব্রকৃত, ধারণকৃত হত। বিকৃতির বিকাশ কোনো নৈতিকতার থিম নয় যা ভিক্টোরীয়দের কুটিল মনকে অবসেসড করে রাখবে। এ হলো শরীর ও তার সুখের উপর এক ধরনের ক্ষমতার সীমালঙ্ঘনের প্রকৃত ফসল। এ সম্ভব যে পাশ্চাত্য কোনো নতুন ধরনের সুখ উদ্ভাবনে সমর্থ নয়, এবং নিঃসন্দেহে তা কোনো প্রকৃত পাপকে আবিষ্কার করেনি। কিন্তু তা ক্ষমতা ও সুখের খেলার জন্য নতুন নিয়ম নির্ধারণ করল। বিকৃতির হিমায়িত চেহারা হলো এই খেলার অনুষ্ঠানসূচি।

প্রত্যক্ষভাবে। বহু বিকৃতিকে এই রোপণ করা যৌনতার ব্যঙ্গকৃতি নয় কোনো এক ক্ষমতার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে যা এর উপরে এক অতিরিক্ত অবদমনমূলক আইন চাপিয়ে দিয়েছে। না আমরা সুখের কূটাভাসপূর্ণ আকারকে বিবেচনা করছি যা ক্ষমতার দিক থেকে ফিরে গেছে এবং 'টেকসই এক সুখরূপে' আকারে তাকে লগ্নি করল। বিকৃতির প্রতিরোপন হলো উপকরণ-প্রভাব: এ হলো প্রান্তিক যৌনতার নিঃসঙ্গতা, গাঢ়করণের, এবং সুপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে যৌন বিষয় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, শরীরের পরিমাপ করে, এবং আচরণের মর্জিতে সঞ্চালিত হয়। এবং এই ক্ষমতার সীমালঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গে, ছত্রখান যৌনতাসমূহ দৃঢ়করণ হয়, একটা বয়সে, একটা স্থানে, এক ধরনের অনুশীলনের সঙ্গে জুড়ে থাকে। ক্ষমতার প্রসারণের মাধ্যমে যৌনতার অতিদ্রুত বিস্তার; ক্ষমতার সর্বোচ্চ নিখুঁতকরণ যাতে এ সমস্ত স্থানিক যৌনতার সকলেই অনুপ্রবেশের উপরিতল প্রদান করল: বিশেষ করে উনিশ শতক থেকে এই একত্রে গ্রন্থনা অগণন অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা নিশ্চিত হয়েছিল ও ধারা বিবরণী লাভ করল যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, মনোবিশ্লেষণ, পতিতাবৃত্তি, এবং পর্নোগ্রাফির সাহায্যে, সুখের এই বিশ্লেষণমূলক সংখ্যাবৃদ্ধি এবং একে যা নিয়ন্ত্রণ করে তার এই সর্বোচ্চ নিখুঁতকরণে উভয়েই অনুপ্রবেশ করল। সুখ ও ক্ষমতা একে অপরকে খারিজ করে না বা তার বিরুদ্ধে যায় না; তারা সন্ধান করে, ছাপিয়ে যায়, এবং একে অন্যকে শক্তিশালী করে। জটিল ক্রিয়াবিধির দ্বারা এবং উদ্দীপনা ও সক্রিয়তার উপকরণে দ্বারা তারা একত্রে যুক্ত।

অতএব আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজ ক্রমবর্ধমান যৌন অবদমনকে পথ দেখিয়েছে এই অনুমিতিকে আমরা বর্জন করব। কেবল গোঁড়ামিটীন যৌনতার দৃশ্যমান বিস্ফোরণই দেখিনি, বরং—এবং তাই এ হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আইন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এক সেনাবতরণ করে, এমনকি যদি তা স্থানিকভাবে নিষেধাজ্ঞার পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল হয়, আন্তর যোগাযোগ সম্পন্ন ক্রিয়াবিধির এক নেট ওয়র্কের মাধ্যমে, বিশেষ সুখের অতি দ্রুত বিস্তার এবং গুণ বিচারে ভিন্ন ধরনের যৌনতার সংখ্যাবৃদ্ধিকে নিশ্চিত করেছে। বলা হয় অন্য কোনো সমাজ এতটা বাড়াবাড়ি রকমের ভদ্র ছিল না; কখনোই ক্ষমতার এজেন্সিগুলো যে বিষয়কে নিষিদ্ধ করল তার আবছা অজ্ঞতা সম্পর্কে এতটা যত্ন নেয়নি, যেন তারা এর সঙ্গে কোনো কিছু না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর বিপরীতটাই প্রতীয়মান হয়, অন্তত তথ্যের এক সাধারণ পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট: সেখানে কখনোই আরো অস্তিত্বশীল ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল না; কখনোই আরো মনোযোগ ব্যক্তকৃত ও বাচিকীকৃত হয়নি; কখনোই আরো বৃত্তাকার সংযোগ এবং আরো সংযোগ নয়, কখনোই আরো সাইট নয় যেখানে সুখের গাঢ়তা এবং ক্ষমতার টিকে থাকার লাগাম ধারণ করেছে, কেবল অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

GRONTHO.COM

তৃতীয় অংশ

সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস : যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে এই দুটি বিষয় আমাকে মঞ্জুর করবে মনে হয়; কল্পনা করি, লোকেরা আমার কথাকে মেনে নেবে, দুই শতাব্দি ধরে এখন, যৌনতার বিষয়ে সন্দর্ভের দুষ্প্রাপ্যতম হবার পরিবর্তে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল; এবং যে যদি তা ট্যাবু ও নিষেধাজ্ঞা সহ বাহিত হত, তা যদিও, আরো মৌলিক উপায়ে, শক্তকরণকে ও গোটা যৌন মোজাইককে প্রতিরোপনকে নিশ্চিত করত। তবুও এমন ইম্প্রেশন রয়ে গেছে এসব কম বেশি কেবল প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকায় থেকেছে। এর সম্পর্কে এত বেশি কিছু বলে, এর সংখ্যাবৃদ্ধিকে হয়েছিল আবিষ্কার করে, বিভাজিত হয়েছিল, এবং সঠিকভাবে বিশেষীকৃত যেখানে কেউ একে স্থাপিত করেছে, যে কেউ একজন কেবল আবশ্যিকভাবেই নিছক যৌন বিষয়কে গোপন করতে চেয়েছে: এক পর্দা-সন্দর্ভ, এক ছত্রখান হওয়া এড়ানো। শেষ পর্যন্ত যতদিন না ফ্রয়েড ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যৌন বিষয়ের উপর সন্দর্ভ—পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকদের সন্দর্ভ—কখনই তারা যার সম্পর্কে বলছে তাকে লুকোতে বিরত হয়নি। যে সমস্ত বলা হয়েছিল সেসব, কষ্টসাধ্য সতর্কতা ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, অবর্ণনীয়কে এড়াতে যাকে এত বেশি পদ্ধতি বোঝায়, যৌন বিষয়ের অতি ঝামেলাপূর্ণ সত্য রূপে আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু কেউ এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিজ্ঞানের দুর্লভকৃত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে যে তথ্যটি দাবি করতে পারে তা নিজেই তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছিল বস্তুত এমন এক বিজ্ঞান যা পরিহারের সমন্বয়ে গঠিত যেহেতু, যৌনতার নিজের বিষয়ে তার অসামর্থ্য জানিয়েছে বা বলতে অস্বীকৃতি, এ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিকতা, বিকৃতি, ব্যতিক্রমি বেখাপ অবস্থা, রোগনির্ণয়গত উপশম, এবং মর্বিড প্রকোপ বৃদ্ধিকে উপজীব্য করে। একই চিহ্নের দ্বারা এক বিজ্ঞান প্রধানত এক নৈতিকতার অনুজ্ঞাজনকতার অধীনস্থ হয় এক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদর্শের ছদ্মবেশে যার বিভাজনে তা পুনরাবৃত্ত হয়। সত্য বলার দাবি করে, এ লোকের ভয়কে বাড়িয়ে তোলে; যৌনতার ন্যূনতম দোলাচলে, এ এক অশুভের কাল্পনিক বংশকে আরোপ করে যা প্রজন্ম ধরে অতিক্রম করার জন্য নির্ধারিত; এ ঘোষণা করে ভীরুর চুপিচুপি লোকাচারকে, এবং তুচ্ছ ম্যানিয়ার সবচেয়ে নিঃসঙ্গটিকে, সমগ্র সমাজের জন্য বিপজ্জনক বলে। এ সতর্ক করে অদ্ভূত সুখের সম্পর্কে, কার্যত মৃত্যুর চেয়ে কম ফল বয়ে আনে না: তা হলো ব্যক্তির, প্রজন্মের, প্রজাতির নিজের।

এইভাবে তা নাছোড়বান্দা ও হঠকারী চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ল, এর আবর্তনকে বেফাঁস দাবি করে, দ্রুত আইন ও জনমতের উদ্ধারে ধাবিত হয়ে, যতখানি সত্যের চাহিদার প্রতি দায়বদ্ধ তার চেয়ে ক্ষমতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমের বিচারে অধিকতর নতজানু হয়ে। অনিচ্ছাকৃতভাবে বেশির ভাগ সরল কেসে, প্রায়শ ইচ্ছাকৃত অনৃতভাষী হত, যাকে সে নিন্দা করে তার সঙ্গে যোগসাজশে, উদ্ধত ও ছেনালিপূর্ণ, এ মর্বিডের পূর্ণ পর্নোগ্রাফি প্রতিষ্ঠা করত, যা ছিল শতাব্দি শেষের সমাজের বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সে, গার্নিয়ের, পুইয়ে, লাদুসেৎ এর মত চিকিৎসকরা ছিলেন এর গৌরবহীন লিপিকর এবং রোলিয়াঁ ছিলেন এর কবি। কিন্তু এ সমস্ত উপদ্রুত সুখের বাইরেও, এ অপর ক্ষমতাকে আন্দাজ করে; এ নিজেকে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে স্থাপিত করে, পুরনো যৌন সংক্রমণের ভীতিকে ভিত্তি করে এবং তাদেরকে জীবানুমুক্ত করার সঙ্গে সমন্বিত করে, এবং অধুনা জনস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠান সমূহকে সাথে নিয়ে বিরাট বিবর্তনবাদী মিথসমূহকে; এ শারীরিক তেজকে নিশ্চিত করার দাবি রাখে এবং সামাজিক দেহের নৈতিক শূচিতাকে; অকার্যকর ইভিভিজুয়ালকে, অধঃপতিত ও জারজকৃত জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দেয় তা। জীববিদ্যাগত ও ঐতিহাসিক জরুরীদশার নাম করে, এ রাষ্ট্রের বর্ণপ্রথাকে যথার্থতা দেয়, যা ঐ সময়ের দিগন্তে ছিল। এ তাদেরকে 'সত্যে' প্রতিষ্ঠিত করে।

আমরা যখন মানব যৌনতার উপরে এ সমস্ত সন্দর্ভকে তুলনা করব যা সে সময় প্রাণী ও বৃক্ষের পুনরুৎপাদনের শারীরতত্ত্ব নামে পরিচিত ছিল, এর অসঙ্গতিতে আঁতকে উঠি। মৌলিক যুক্তিনির্ভরতার দৃষ্টিকোণে রচিত তাদের তুচ্ছ বিষয়বস্তু, বিজ্ঞানসম্মতভাবে উল্লেখ না করে, তাদেরকে জ্ঞানের ইতিহাসে স্বতন্ত্র স্থান অর্জন করে দেয়। তারা অদ্ভূত রকমে গোলমাল পাকানো অঞ্চলে পরিণত করে। উনিশ শতক ধরেই, যৌন বিষয়কে দুটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শৃংখলায় ধারণ করা হয়েছে: প্রজননের জীববিদ্যা, যা সাধারণ বৈজ্ঞানিক মান নির্ধারকতা অনুসারে ক্রমাগতভাবে বিকশিত হয়েছে, এবং যৌন বিষয়ের ঔষধি যা গঠনের সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মকে নিশ্চিত করে। একটি থেকে অপরটিতে, কোনো প্রকৃত বিনিময় নেই, কোনো উভয়পাক্ষিক গঠনক্রম নেই। দ্বিতীয়ের অনুসারে প্রথমটির ভূমিকা হলো আবছাভাবে কমই দূরস্থিত ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক নিশ্চয়তা: এক আড়াল করা নিশ্চয়তা যার নিচে নৈতিক প্রতিবন্ধক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সুযোগ, এবং প্রথাগত ভীতি বৈজ্ঞানিকমনস্ক শব্দভাণ্ডারে পুনঃসজ্জিত হতে পেরেছে। এ যেন যদি কোনো মৌলিক প্রতিরোধ যুক্তিনির্ভরতাকে রুদ্ধ করে তা মানব যৌনতা, এর পরস্পর সম্বন্ধ, এবং এর প্রভাবকে নিয়ে সন্দর্ভ গঠন করেছে। এই ধরনের এক অসমতা এমন সন্দর্ভের যে লক্ষ্যকে নির্দেশ করে তা সত্যকে ঘোষণা করা না বরং তা হলো এর উদ্ভবকেই প্রতিরোধ করা। প্রজননের শারীরতত্ত্ব এবং যৌন বিষয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত তত্ত্ব এর মাঝে নিহিত প্রভেদে, আমরা অন্য কিছু দেখতে পাই এবং এমন কিছু যা অসম এক বৈজ্ঞানিক বিকাশের চেয়ে বেশি কিছু বা কোনো অসমতা যুক্তিনির্ভরতার আকারে রয়েছে; জ্ঞানের এই অফুরন্ত ইচ্ছাতে কেউ অংশ নিতে পারে যা পশ্চিমে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের প্রতিষ্ঠাকে ধারণ করেছে, যেখানে অপরটি উদ্ভব হবে অ-জ্ঞানের প্রতি একগুঁয়ে অভিলাষ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটি অনেক বেশি অনস্বীকার্য: উনিশ শতকে যৌন বিষয়ে যে অধীত সন্দর্ভ ঘোষিত হয়েছিল তা বহুবর্ষ প্রাচীন বিভ্রমের দ্বারা সিক্ত ছিল, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক অন্ধত্বের দ্বারাও: দেখার ও অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এক অস্বীকৃতি; কিন্তু এ ছাড়াও—এবং এই হলো সংকটময় প্রসঙ্গ—সেই বিষয় সম্পর্কে অস্বীকৃতি যাকে আলোয় আনা হয়েছিল এবং জরুরীভাবে যার গঠনকে স্বাগত করা হয়েছে। কারণ সত্যের সঙ্গে এক মৌলিক সম্পর্কের উপরে ভিত্তি না করে এমন কোনো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে না। এই সত্যকে এড়িয়ে, এতে অধিগম্যতাকে রুদ্ধ করে, একে মুখোশপূর্ণ করে: এ হলো এমন স্থানিক কৌশল, যেন অতিআরোপকরণের দ্বারা এবং শেষ মুহূর্তের পরিভ্রমণে, জানার জন্য মৌলিক আবেদনে কূটাভাসপূর্ণ আকার দেয়। শনাক্ত না করার নির্বাচন ছিল সত্যের প্রতি অভিলাষের ক্ষেত্রে আরেক অস্পষ্টতা। শার্কোর সালপেত্রিয়ের এই সুবাদে দৃষ্টান্ত হতে পারে: তা ছিল পর্যবেক্ষণের জন্য এক প্রকাণ্ড যন্ত্র, এর পরীক্ষা, জেরা, ও নিরীক্ষা সহকারে, কিন্তু তা সক্রিয়তার জন্য ক্রিয়াবিধিও ছিল, সর্বসাধারণে এর উপস্থাপন সহ, এর কৃত্যগত সংকটের নাটক সহ, ইথার বা অ্যামিল নাইট্রেটের সাহায্যে সতর্কভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল, সংলাপ, প্যালপেশন, হাতের উপর স্থাপন, পোশ্চারসমূহের সঙ্গে এর মিথস্ক্রিয়া, যা ডাক্তাররা একটা শব্দ বা একটা দেহভঙ্গির দ্বারা জাগিয়ে তুলতে বা মুছে ফেলতে পারে, এর ব্যক্তিবর্গের হায়ারার্কি যারা সতর্ক প্রহরায় ছিল, একে সংগঠিত করল, প্ররোচিত করল, মনিটর করল, এবং রিপোর্ট করল, এবং যারা পর্যবেক্ষণ ও ডোসিয়ের এর অসীম পিরামিডকে পুঞ্জীভূত করল। সন্দর্ভের প্রতি এবং সত্যের প্রতি এই ক্রমাগত সক্রিয়তার প্রেক্ষিতে ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত ক্রিয়াবিধি কার্যকর হয়: এভাবে সর্বসাধারণের পরামর্শ সভায় শার্কোর জেসচার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল যেখানে এক 'যে' সূচক প্রশ্ন খুবই ব্যক্তভাবে হয়ে ওঠেছিল; এবং রুগীরা যৌন বিষয়ে যা বলেছিল ও আরো ঘনঘন ডেমোনস্ট্রেট করল ডোসিয়ের এর ক্রম পরম্পরা থেকে তা মুছে ফেলার ক্রিয়াকলাপকে, বরং যা দেখাও গেছে, প্ররোচিত হয়েছে, ডাক্তারদের নিজেদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছে, যে সব বিষয় পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত পর্যবেক্ষণ থেকে পুরোপুরিভাবে বাদ পড়েছিল।[১] এই ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে না এই সব মানুষ তাদের চোখ বন্ধ করল বা কানে শোনা থামিয়েছিল, বা তারা ভুল করল; এ হলো যৌন বিষয়কে ঘিরে ও প্রস্তাবনা অনুসারে সত্য উৎপাদনের এক অসীম যন্ত্র গঠন করল, এমনকি শেষ মুহূর্তে এই সত্য যদি মুখোশাবৃতও ছিল। আবশ্যিক প্রসঙ্গ হলো যৌন বিষয় কেবল সংবেদনশীলতা ও সুখের, আইন ও ট্যাবুর বিষয়ই নয়, তা সত্য ও মিথ্যাত্বেরও, বরং যৌন বিষয়ের সত্য মৌলিক কিছু একটাও হয়েছে, প্রয়োজনীয়, বা বিপজ্জনক, সতর্ক বা নিষিদ্ধ: সংক্ষেপে, যৌন বিষয়টি সত্যের সমস্যা হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। অতএব যা স্থাপন করতে হবে, নতুন যৌক্তিকতার দোরকাঠে নয় যার আবিষ্কার ফ্রয়েড চিহ্নিত করেছেন—বা অন্য কেউ—বরং 'সত্য ও যৌন বিষয়ের আন্তঃক্রীড়া'র ক্রমাগত গঠন (এবং রূপান্তরও) উনিশ শতক যা আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকট সমর্পণ করল, এবং যাকে আমরা হয়তো পরিমার্জনা করেছি, কিন্তু, উল্টোদিকে প্রমাণের অভাবে, আমাদের নিজেদেরকে ভুল বোঝা, এড়িয়ে যাওয়া, এবং একমাত্র সম্ভাব্য ফাঁকি দেওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারিনি, এবং এই অদ্ভূত উদ্যোগের পটভূমির বিরুদ্ধে একমাত্র তাদের প্রভাব ছিলঃ যৌনতার সত্যকে বলার জন্য। এই প্রচেষ্টাটি যা উনিশ শতকের তারিখচিহ্নিত নয়, এমনকি যদি এর জায়মান এক বিজ্ঞান একে একক আকার ধার দেয়। এ ছিল সমস্ত অস্বাভাবিক, সরল, এবং চতুর সন্দর্ভগুলোর ভিত্তি যৌন বিষয়ের জ্ঞান যেখানে এমন একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করছে।

ঐতিহাসিকভাবে, যৌন বিষয়ের সত্য উৎপন্নের জন্য দুটি বিরাট পদ্ধতি রয়েছে।

একদিকে, সমাজসমূহ—এবং তারা সংখ্যায় বহুঃ চিন, জাপান, ভারত, রোম, আরব-মুসলিম সমাজ— নিজেরা এক কামশাস্ত্রের অধিকারী ছিল। এই কাম কলাতে, সুখ থেকে সত্য আহরণ করা হয়েছে, ক্রিয়াকলাপ রূপে অনুধাবন করা হয়েছিল এবং অভিজ্ঞতা হিসেবে পুঞ্জীভূত হয়েছিল; সুখকে অনুমোদিত ও নিষিদ্ধের এক পরম আইনের সম্পর্ক ধরে, অথবা উপযোগিতার মানদণ্ড রূপে এক উল্লেখ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, বরং প্রথম ও প্রধানত এর নিজের সঙ্গে সম্পর্কের অনুসারে; এ সুখ রূপেই অভিজ্ঞতালব্ধ হয়েছিল, এর তীব্রতার অভিধায়, এর বিশেষ গুণ, এর স্থিতি, শরীরে ও আত্মায় এর প্রতিধ্বনি বিচারে মূল্যায়িত হয়েছিল। এছাড়াও, এই জ্ঞান অবশ্যই বিচ্যুত হয়ে যৌন ক্রিয়াকলাপের নিজের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করবে, যাতে তাতে আকার দিতে পারে যেন ভেতর থেকে এবং তার প্রভাবকে বর্ধিত করতে পারে। এই উপায়ে, সেখানে এক জ্ঞান গঠিত হয়েছিল তা অবশ্যই গোপন থাকে, দুর্নামের উপকরণের জন্য নয় যা এর অভীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, বরং এই প্রয়োজনে যে বিরাট ভাণ্ডারে একে সংরক্ষণ করা চলে, কারণ ট্রাডিশন অনুসারে, প্রকাশ করার মাধ্যমে এ তার প্রভাব এবং সদগুণ হারাবে। পরিণাম রূপে, শিক্ষকের প্রতি সম্পর্কের অনুসারে যে পরম গুরুত্বের গোপনকে ধারণ করেছে; একমাত্র সেই, একা কাজ করে, স্বল্পজনবোধ্য ধরনে এবং এক দীক্ষার উত্তুঙ্গ অবস্থা হিসেবে এই কলাকে সঞ্চালন করতে পারে যাতে সে শিষ্যের উন্নতিকে অব্যর্থ দক্ষতা ও কঠোরতা সহ নির্দেশ করতে পারে। বিবেচনাযোগ্যভাবেই এই দক্ষতাপূর্ণ কলার প্রভাব, যা কেউ যতখানি এর নির্দেশনা সমূহের রেয়াত থেকে কল্পনা করতে পারে তার চেয়ে অধিক দানশীল, বলা হয় এর সুবিধাকে দেহের পরম দক্ষতা রূপে গ্রহণ করার দ্বারা যথেষ্ট সৌভাগ্যবান কাউকে পরিবর্তিত করতে পারেঃ এক একক আশীর্বাদ, সময় ও সীমার প্রতি বিস্মৃতিপ্রবণ, জীবনের সর্বরোগহর, মৃত্যুর নির্বাসন ও এর ভীতি।

অন্তত এর সামনে উপস্থিত করার মত, আমাদের সভ্যতার এমন কোনো কামশাস্ত্র নেই। পরিবর্তে, নিঃসন্দেহে এই হলো একমাত্র সভ্যতা যে যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞানের ক্রিয়াকলাপ করে; অথবা বরং, একমাত্র সভ্যতা যে শতাব্দি জুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌন বিষয়ের বলার উপায়কে বিকশিত করল যা জ্ঞান-ক্ষমতার এক আকারে আরোহণ করল যা দীক্ষার কলা ও দক্ষতাময় গোপন রহস্যের তীব্র বিরোধী: পাপস্বীকারের কথা আমার মনে রয়েছে।

মধ্যযুগ থেকে অন্তত, পাশ্চাত্যের সমাজগুলো পাপস্বীকার করাকে প্রধান কৃত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল যাকে আমরা সত্য উৎপাদনের জন্য নির্ভর করি: ১২১৫ সালে লাতেরান মহাসভার দ্বারা শান্তিদানের পুণ্যসংস্কার এর বিধি তৈরিকরণ, ফল হিসেব পাপস্বীকারের কৌশলের বিকাশ, ক্রিমিনাল জাস্টিসে অভিযোগকারী পদ্ধতির গুরুত্ব হ্রাস, অপরাধের পরীক্ষা পরিহার (শপথ করা মন্তব্য, দ্বৈরথ, ঈশ্বরের বিচার) এবং জেরা ও জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতির বিকাশ, নিয়মলঙ্ঘনের প্রসিকিউশনে রাজকীয় প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ, কার্যবিবরণীর বিনিময়ে যা ব্যক্তিগত বন্দোবস্তের দিকে চালিত, ধর্মীয় তদন্তের ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা: এই সব কিছু মিলে পাপস্বীকার সিভিল ও ধর্মীয় ক্ষমতার শৃংখলায় কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 'অ্যাভোয়াল' বা দোষস্বীকার শব্দটির বিবর্তন এবং এর দ্বারা যে আইনগত কার্য বোঝায় তা নিজে এই বিকাশের চিহ্নবাহী: একজন ব্যক্তির প্রতি অপরের দ্বারা স্বীকৃত মর্যাদা, আত্মপরিচয়, ও মূল্যের নিশ্চয়তা হবার পরিবর্তে, এ একজনের নিজের কাজ ও চিন্তার স্বীকার করাকে তাৎপর্যায়িত করতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে, ইন্ডিভিজুয়াল ছিল অপরের বরাতের প্রমাণ হিসেবে এবং সাধারণ বিষয়গুলোর (পরিবার, আনুগত্য, রক্ষা) প্রতি তার বন্ধনের প্রদর্শন রূপে; পরে তাকে প্রামাণিক করা হলো সত্যের সন্দর্ভের দ্বারা যা সে নিজের সম্পর্কে উচ্চারণ করতে সমর্থ বা বাধ্য ছিল। সত্যপূর্ণ পাপস্বীকার ছিল ক্ষমতার ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশনের পদ্ধতির কেন্দ্রে খোদাই করা রূপে।

যদিও, কৃত্যকে পরীক্ষার পরের ধাপে, সাক্ষীর সত্যতার পরে, এবং পর্যবেক্ষণ ও ডেমোনেস্ট্রশনের শেখা পদ্ধতিতে, পাপস্বীকার হয়ে উঠল পশ্চিমের সমাজে সত্য উৎপাদনের অতি উচ্চমূল্য সম্পন্ন প্রযুক্তি। তখন থেকে আমরা একক পাপস্বীকারকারী সমাজে পরিণত হয়েছি। এই পাপস্বীকার কাছে ও দূরে তার প্রভাব ছড়িয়েছে। এ ন্যায়বিচারে, ঔষধিতে, শিক্ষায়, পারিবারিক সম্পর্কে, এবং প্রেমের সম্পর্কে, প্রতিদিনের সামান্য বিষয়সমূহে, এবং অতি পবিত্র কৃত্য সমূহে এক ভূমিকা পালন করে; একজন তার নিজের অপরাধ স্বীকার করে, কারো পাপ, কারো চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা, কারো রোগ ও উদ্বেগ, কেউ বলতে থাকে অনর্গল, অত্যন্ত সংহতি সহকারে, যা বলাটা সবচেয়ে শক্ত। কেউ সর্বসাধারণ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে স্বীকারোক্তি দেয়, কারো পিতামাতার নিকটে, কারো শিক্ষাবিদের নিকটে, কারো ডাক্তারের কাছে, যাকে সে ভালবাসে তার কাছে; একজন নিজের কাছে স্বীকার করে, সুখে ও বেদনায়, যে সব বিষয় অপর কাউকে বলাটা অসম্ভব, যে বিষয়ে লোকে বই লেখে। কেউ স্বীকারোক্তি করে—বা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়। তবে যখন তা স্বতঃস্ফূর্ত হয় না অথবা অভ্যন্তর অনুজ্ঞার দ্বারা নির্দেশিত হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, এক ব্যক্তির থেকে ভয় বা সহিংসতার দ্বারা স্বীকারোক্তি নিংড়ে আদায় করা হত। এ তার লুকোনো স্থান থেকে আত্মার দিকে তাড়িত হয়, বা দেহ থেকে বলপূর্বক আদায় করা হয়। মধ্যযুগ থেকে, নির্যাতন ছায়ার মত এর সঙ্গী হয়েছে, এবং তা যখন আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি তাকে সমর্থন করেছে: কৃষ্ণবর্ণ জমজের।[২] সবচেয়ে অসহায় কোমলতা এবং রক্তক্ষয়ী ক্ষমতার একই ধরনের পাপস্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে। পাশ্চাত্যের মানুষ এক স্বীকারোক্তি দানকারী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

যেখানে সাহিত্যে রূপান্তর: আমরা এমন এক সুখকে হারিয়ে ফেলেছি এসেছি যা সাহসিকতার বা সন্তত্বের ট্রায়ালের বীরত্বপূর্ণ বা চমৎকার বর্ণনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত ও শোনা হত, এক সাহিত্যে যা কারো একজনের গভীর থেকে সত্যকে উদ্ধার করার অনির্দিষ্ট কাজ অনুসারে বিন্যস্ত ছিল, কথার মাঝখানে, এক সত্য যা কম্পমান মরীচিকার মত পাপস্বীকারের আকারটি ধারণ করে থাকে। যেখানে এই দার্শনিকীকরণের নতুন উপায়: সত্যের সঙ্গে মৌলিক সম্পর্ক সন্ধান করে, নিছক তার নিজের মধ্যে নয়—কোনো বিস্মৃত ভাষায়, বা কোনো প্রাথমিক দাগে—কিন্তু আত্মপরীক্ষায় যা, এক পলায়মান ইম্প্রেশনের বিস্তারের মধ্য দিয়ে, চৈতন্যের সবচেয়ে মৌলিক নিশ্চয়তায় সমর্পণ করে। পাপস্বীকারের বাধ্যবাধকতা এখন এত বেশি বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়, এত গভীরভাবে আমাদের মধ্যে প্রোথিত যে আমরা একে আর ক্ষমতার প্রভাব রূপে প্রত্যক্ষণ করি না; উল্টো বরং আমাদের নিকট তা সত্য বলে মনে হয়েছিল, আমাদের গোপন প্রকৃতিতে বাস করে, কেবল উপরিতলে ওঠার 'দাবি করে'; যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তার কারণ এক প্রতিরোধক তার স্থানে ধরে রাখে, ক্ষমতার সহিংসতা একে খর্ব করে, এবং কেবল এক ধরনের স্বাধীনতার মূল্যে তা চূড়ান্তভাবে প্রশিক্ষিত হয়। পাপস্বীকার মুক্ত করে, তবে ক্ষমতা কাউকে নীরবতায় হ্রাস করে, সত্য ক্ষমতার শৃংখলার অন্তর্গত নয়, বরং মুক্তি সহ এক মূল সাদৃশ্যের শরীক হয়: দর্শনে প্রথাগত থিম, 'সত্যের এক রাজনৈতিক ইতিহাস' হয়তো যাকে এই প্রদর্শন করে উল্টে দেবে যে সত্য প্রকৃতিগতভাবে মুক্ত নয়—অথবা ভুল পরমুখাপেক্ষী নয়—বরং যে এর উৎপাদন আগাগোড়া ক্ষমতার সম্পর্কের দ্বারা রঞ্জিত। পাপস্বীকার এরই দৃষ্টান্ত।

কাউকে পাপস্বীকারের এই অভ্যন্তর ফাঁকির দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হতে হয় যাতে সেন্সরশীপকে, কথা বলা ও চিন্তা করা ট্যাবুকে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা আরোপ করতে পারে; কারো ক্ষমতার এক আবর্তিত ইমেজ থাকতে হয় যাতে বিশ্বাস করতে পারে যে আমাদের সভ্যতায় এ সমস্ত কণ্ঠস্বর দীর্ঘকাল ধরে উচ্চারিত হয়েছে—এই প্রবল নিষেধাজ্ঞা এই বলতে একজন কী এবং একজন কী করে, একজন কী স্মৃতিচারণ করে এবং একজন কী বিস্মৃত হয়, একজন কীভাবে এবং একজন কীভাবে যে সে ভাবছে না—এসব আমাদের নিকট মুক্তির কথা বলছে। এক অপরিসীম শ্রম যার নিকট পাশ্চাত্য—যা কাজের অন্য আকার পুঁজির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঞ্জীভূতকরণকে নিশ্চিত করে—পুরুষের অধীনতা উৎপাদনের জন্য প্রজন্ম সমূহকে সমর্পণ করল: 'বিষয়ী' হিসেবে তাদের গঠন শব্দটির উভয় অর্থে। কল্পনা করুন কেমন মাত্রাছাড়া মনে হবে তেরো শতকের শুরুতে যদি সমস্ত খ্রিস্টানকে এই আদেশ দেওয়া হত, বছরে একবার নতজানু হতে এবং তাদের সমস্ত লজ্ঘনকে স্বীকার করতে, একটাকেও বাদ না দিয়ে। এবং সাত শতক পরে, সেই রহস্যময় পার্টিজানের কথা ভাবুন, যিনি পাহাড়ের মাঝে সার্বীয় প্রতিরোধ দলে যোগ দিতে এসেছিলেন; তার উর্ধ্বতন যারা তাকে তার জীবনের কাহিনী লিখতে বলেছিলেন; এবং তিনি যখন কয়েকটি কষ্টে লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠা এনে দেন, রাত ভরে যা লিখেছেন, তারা সে সবের দিকে ফিরেও তাকায় না কেবল তাকে বলে, 'শুরু করো, আর সব সত্য কথা বলবে'। এই অতি বিশ্লেষিত ভাষাগত ট্যাবু কি জোয়ালকে এই সহস্রাব্দের স্বীকারোক্তির আমাদেরকে বিস্মৃত হতে দেবে?

খ্রিস্টান পাপস্বীকারের প্রায়শ্চিত্ত করা থেকে আজকের দিন পর্যন্ত, যৌন বিষয় ছিল পাপস্বীকারের সুবিধাপ্রাপ্ত থিম। যে বিষয় লুকোনো ছিল, আমাদেরকে তা বলা হয়েছে। উল্টো দিকে, যদি তা তাই হত, এক বিশেষ উপায়ে, যা কেউ স্বীকার করেছে? ধরুন একে স্বীকার করার জন্য একে গোপন করার বাধ্যবাধকতা ছিল দায়িত্বের আরেক দিক (আরো বেশি ও বড় যত্নে একে গোপন করে যে এর পাপস্বীকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এক কঠোর কৃত্য দাবি করে এবং অধিকতর নির্ধারক কর্মের প্রতিশ্রুতি দেয়)? যদি আমাদের সমাজে, কয়েক শতকের মাত্রায় যৌন বিষয়, এমন কিছু ছিল যা স্বীকারোক্তির নাছোড় সিস্টেমে স্থান পেয়েছে? যৌন বিষয়ের সন্দর্ভে রূপান্তর লাভ করা, যার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি, বিষম যৌনতার বিস্তার ও শক্তিশালীকরণ, তা সম্ভবত একই পার্শ্ব বিস্তারের দুটি উপকরণ: পাপস্বীকারের কেন্দ্রীয় উপাদানের সাহায্যে তারা একত্রে সংযুক্ত যা ইন্ডিভিজুয়ালকে তাদের যৌনগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণে বাধ্য করে—যত চরম হোক না কেন। গ্রিসে, সত্য ও যৌনতা পাণ্ডিত্যশাস্ত্রের আকারে পরস্পর সংযুক্ত ছিল, এক শরীর থেকে অপর শরীরে এই মূল্যবান জ্ঞান সঞ্চালনের মাধ্যমে; যৌন বিষয় শিক্ষণের ক্ষেত্রে দীক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। আমাদের জন্য, পাপস্বীকারের ক্ষেত্রে যৌন বিষয় ও সত্য যুক্ত, ইন্ডিভিজুয়াল গোপনের বাধ্যতামূলক ও ব্যাপক প্রকাশের মাধ্যমে। কিন্তু এইবার এ হলো সত্য যা যৌন বিষয় ও তার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

পাপস্বীকার হলো সন্দর্ভের এক কৃত্য যাতে বলার বিষয়ী ঐ বক্তব্যেরও বিষয়; এ এক কৃত্যও যা ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে উন্মোচিত হয়, কারণ একজন অংশীদারের উপস্থিতি (বা ভার্চুয়াল উপস্থিতি) ছাড়া কেউ স্বীকারোক্তি দেয় না যে কেবল প্রশ্নকর্তাই নয় বরং কর্তৃপক্ষও যিনি স্বীকারোক্তি দাবি করেন, নির্দেশ করেন ও মূল্যায়ন করেন, এবং বিচার, শাস্তি, ক্ষমা, সান্ত্বনা ও সমঝোতার জন্য অনুপ্রবেশ করে থাকেন; এক কৃত্য যেখানে সত্যটি প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধের দ্বারা যুক্তি প্রমাণে সমর্থিত হয় যাতে সূত্রবদ্ধ হবার জন্য একে কাটিয়ে উঠতে হয়, এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চূড়ান্তভাবে, এক কৃত্য যেখানে প্রকাশই একাকী, এর বাইরেকার পরিণতির ছাড়াই, ব্যক্তির মাঝে সহজাত পরিবর্তন ঘটায় যে তা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করছে: এ তাকে রেহাই দেয়, মুক্ত করে, এবং শুদ্ধ করে; এ তার করা ভ্রান্তির থেকে ভারমুক্ত করে, স্বাধীন করে, ও তাকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। বহু শতাব্দি ধরেই, যৌন বিষয়ের সত্য, অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, এই সান্দর্ভিক আকারে ধরা পড়ে ছিল। এছাড়া এই আকার শিক্ষার অবিকল ছিল না (যৌন শিক্ষা নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল সাধারণ নীতিতে এবং বিচক্ষণতা); না এ ছিল সেই দীক্ষা (যা আবশ্যিকভাবে এক নীরব ক্রিয়াকলাপ ছিল, যাতে যৌন আলোকপ্রাপ্তির কর্ম বা সম্ভ্রমহানিকে নিছক হাস্যকর বা হিংস্র বলে উল্লেখ করা হয়)। আমরা যেমন দেখেছি, তা এমনই এক আকার যা 'কাম কলা'কে শাসন করে এমন কিছুর চেয়ে অনেকখানি দূরে রয়েছে। এতে সহজাত যে ক্ষমতা কাঠামো থাকে তার গুণে, পাপস্বীকারগত সন্দর্ভ এর উপরে আসতে পারে না, যেমন কাম শাস্ত্রে, এক শিক্ষকের সার্বভৌম ইচ্ছায়, বরং নিচ থেকে, উক্তির এক বাধ্যতামূলক কর্ম রূপে, কিছু সাম্রাজ্যবাদী বাধ্যতার জন্য, প্রভেদ বা বিস্মৃতির বন্ধনকে ভঙ্গ করে। যে গোপনীয়তাকে তা পূর্বশর্ত করে তা একে যা বলতে হবে তার উচ্চমূল্যের জন্য নয় এবং মুষ্টিমেয় যারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন, বরং এর গোপন পরিচিতি এবং সাধারণ ভিত্তির উপরে। তার ম্যাজিস্টারির সুলভ কর্তৃপক্ষের দ্বারা এর যথার্থতা নিশ্চিত করা নয়, অথবা যে ট্রাডিশনকে সে সঞ্চালন করছে তাও নয়, বরং যে এক জন বলছে এবং যা সে বলছে তার মধ্যে বন্ধনের দ্বারা, সন্দর্ভের মাঝে যে মূল ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। আরেক দিকে, যে বলছে প্রাধান্য বিস্তারের এজেন্সি তার মাঝে বাস করে না (কারণ সেই হলো অপ্রস্তুত), বরং যে শোনে ও কোনো কিছু বলে না তার মাঝে থাকে; এমন কারো মধ্যে নয় যে জানে ও উত্তর দেয়, বরং যে প্রশ্ন করে এবং জানে বলে ধরা হয় না। এবং সত্যের সন্দর্ভ শেষ পর্যন্ত প্রভাব রাখে, যে একে গ্রহণ করে তার মধ্যে নয়, বরং তার মধ্যে যার থেকে তা আদায় করা হয়েছে। এই স্বীকারোক্তিকৃত সত্যের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের প্রযুক্তিসমূহ এবং তাদের রহস্য সহকারে, আমরা সুখের মাঝে শিক্ষণকৃত দীক্ষার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করি। আরেক দিকে, আমরা এমন সমাজের অন্তর্ভুক্ত যা যৌন বিষয়ের দূরূহ জ্ঞানকে বিন্যস্ত করেছে, গোপন কিছুর সঞ্চালন অনুসারে নয়, বরং একান্ত গোপন মন্তব্য সমূহের ধীর ধীরে উপরিতলে আনার ভিত্তিতে।

পাপস্বীকার ছিল, এবং এখনও আছে, সত্যের প্রকৃত সন্দর্ভকে উৎপাদন কারী সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে। যদিও তা এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে, এ দৃঢ়ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করার ক্রিয়াকলাপের চারপাশে পরিখা কেটে ঘিরে থেকেছে। কিন্তু প্রটেস্টান্টবাদের উত্থান হতে, কাউন্টার রিফর্মেশন, আঠারো শতকের পাণ্ডিত্যশাস্ত্র, এবং উনিশ শতকের ঔষধ, এ ধীরে ধীরে তার কৃত্যগত ও একচেটিয়া স্থানিককরণ হারিয়ে বসে; এ ছড়িয়ে পড়ে; এ এক গোটা সম্পর্কের সিরিজে ব্যবহৃত হলো: শিশু ও পিতামাতা, শিক্ষার্থী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাবিদ, রোগী ও মনস্তত্ত্ববিদ, দুষ্কৃতী ও বিশেষজ্ঞ। এ যে প্রণোদনা ও প্রভাব উৎপন্ন করবে বলে প্রত্যাশিত ছিল তা ভিন্ন হলো, যেভাবে তা আকার গ্রহণ করে: জিজ্ঞাসাবাদ, পরামর্শদান, আত্মজীবনীমূলক আখ্যান, পত্ররাশি; ওগুলো ছিল রেকর্ডকৃত, প্রতিলিপিকৃত, ডোসিয়েরে জড়োকৃত, প্রকাশিত, এবং তাতে মন্তব্যকৃত। কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, পাপস্বীকার নিজেকে ধার দেয়, যদি অন্য কোনো রাজ্যে না হয়, অন্তত টিকে থাকা একটিকে উদঘাটনের নতুন উপায় রূপে। ঠিক কী করা হয়েছে এ আর নিছক এমন প্রশ্ন নয়—যৌন ক্রিয়া—এবং কীভাবে তা সম্পন্ন হয়েছে: বরং ক্রিয়াটির মাঝে ও তাকে ঘিরে পুনর্গঠনের, যে চিন্তা একে পুনঃস্মরণ করায়, যে অবসেসন, যে ইমেজ, আকাঙ্ক্ষা, স্বরের ওঠানামা এর সঙ্গী হয়েছিল, এবং সুখের যে গুণ একে জীবন্ত করে তুলেছিল। নিঃসন্দেহে প্রথমবারের মত, এক সমাজ নিজেকে সাক্ষী করে এবং ইন্ডিভিজুয়াল সুখের জ্ঞাপন করা শোনে।

তখন, পাপস্বীকারের পদ্ধতিসমূহের বিস্তার, তাদের সংকোচনের বহুতর স্থানিকতা, তাদের এলাকার প্রসারণ: ক্রমশ যৌন সুখের আনন্দের এক বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠছিল। দীর্ঘসময় ধরে এই ভাণ্ডার বিমূর্তকৃত হয় যেভাবে তা গঠিত হয়েছিল। কোনো দাগ না রেখে যা নিয়মিতভাবে অদৃশ্য হয় (এভাবে খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষগত সংসদের উদ্দেশ্যপূরণ করে) যতদিন না ঔষধ, মনোবিশ্লেষণ, এবং পাণ্ডিত্যশাস্ত্র একে ঘনীভূত করল: কাম্পে, সালজমান, এবং বিশেষ করে কাআন, ক্রাফট-এবিং, টার্দিউ, মোল, এবং হ্যাভলক এলিস সতর্কভাবে যৌন মোজাইক থেকে এই করুণাগণ, গীতিময় নিঃসরণকে জড়ো করেন। পশ্চিমের সমাজ এভাবে এ সমস্ত সুখের অনির্দিষ্ট রেকর্ড রাখতে শুরু করে। তারা এর ঔষধি সম্বন্ধীয় পুস্তক তৈরি করে ও তার বর্গীকরণের সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করল। তারা প্রতিদিনকার ঘাটতিকে একইভাবে তার উদ্ভট দিক ও হয়রানি সহ বর্ণনা করল। এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সমস্ত উনিশ শতকের মনোবিশ্লেষকদের সম্পর্কে আলোকপাত করা সহজ, যারা ক্ষমা প্রার্থনা করল যে বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছে তা আতংক সম্পর্কে, 'অনৈতিক আচরণ' বা 'বংশগত ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিকতা' জাগিয়ে, কিন্তু তাদের সিরিয়সনেসের প্রতি বাহবা দিতে আমি অনেক বেশি আগ্রহী: অতীব গুরুতর ঘটনা সম্পর্কে তাদের এক রকম অনুভূতি ছিল। এ ছিল সেই সময় যখন তাদেরকে বেশির ভাগ একক সুখকেই সত্যের সন্দর্ভে উচ্চারণ করতে বলা হত, এক সন্দর্ভ যার সম্পর্কে বলছে তা নিয়ে যা নিজেকে মডেল করে, পাপ ও মুক্তির নয়, বরং দেহ ও জীবন পদ্ধতির—বিজ্ঞানের সন্দর্ভের। কারো কণ্ঠস্বরকে কাঁপিয়ে দেবার জন্য এ যথেষ্ট, কারণ তখন এক অসম্ভাব্য বিষয় আকার নিচ্ছিল: এক স্বীকারোক্তিগত বিজ্ঞান, এক বিজ্ঞান যা বহুমুখী বলপূর্বক আদায়ের উপর নির্ভর করত, এবং তার অভীষ্ট হিসেবে যা উল্লেখসম্ভব ছিল না তবুও কিন্তু স্বীকার করা হত। বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভটি দুর্নামপূর্ণ হলো, বা কোনোভাবে অনুতপ্ত হলো, যখন তা নিচে থেকে এর দায়িত্ব নিত। এ আরও তাত্ত্বিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্ধতিগত কূটাভাসের মুখোমুখি হলো:বিষয়ীর এক বিজ্ঞান গড়ার সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা, অন্তরবীক্ষণের বৈধতা, প্রমাণ হিসেবে জীবন্ত অভিজ্ঞতা, বা নিজের কাছে চৈতন্যের উপস্থিতি এই সমস্যার প্রতি সাড়া প্রদান যা আমাদের সমাজে সত্যের কার্যকর হবার মাঝে সহজাত: পাপস্বীকারের পুরনো বিচারিক-ধর্মীয় মডেল অনুসারে কেউ একজন কি সত্যকে উচ্চারণ করতে পারে, এবং বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের নিয়ম অনুসারে গোপনীয় প্রমাণের বলপূর্বক আদায় করতে? যারা বিশ্বাস করে উনিশ শতকে যৌন বিষয় আগেকার চেয়ে আরো প্রবলভাবে বাদ পড়েছিল, প্রতিরোধের এক প্রধান ক্রিয়াবিধি এবং সন্দর্ভের ঘাটতির মাধ্যমে, তারা যা ইচ্ছা বলতে পারে। সেখানে কোনো ঘাটতি নেই, বরং আতিশয্য রয়েছে, এক দ্বিগুণ পরিমাণে, যথেষ্ট সন্দর্ভ না হলেও অনেক বেশি, সত্য উৎপাদনের দুই ভঙ্গির মাঝে অনুপ্রবেশের দ্বারা যেভাবে হোক: পাপস্বীকারের পদ্ধতি, এবং বৈজ্ঞানিক সান্দর্ভিকতা।

আর ভ্রান্তি, সারল্য, ও নীতিকথা যোগ করার পরিবর্তে যা যৌন বিষয় নিয়ে উনিশ শতকের সত্যের সন্দর্ভকে মড়কগ্রস্থ করল, আমরা বরং যৌন বিষয় নিয়ে জ্ঞানের অভিলাষের পদ্ধতিকে চিহ্নিত করতে পারব যার দ্বারা, আধুনিক প্রতীচ্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে, পাপস্বীকারের কৃত্যকে ঘটায় যাতে বৈজ্ঞানিক নিয়মতান্ত্রিকতার মাঝে কার্যকর হয়: কীভাবে যৌন পাপস্বীকারের বিপুল ও প্রথাগত বলপূর্বক আদায় বৈজ্ঞানিক অভিধায় গঠিত হতে পারে?

১. *বলার সক্রিয়তার এক নিদানিক বিধিবদ্ধকরণের মাধ্যমে।* পাপস্বীকারকে পরীক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করে, ব্যক্তিগত ইতিহাসের সাথে এক সেট পাঠোদ্ধারযোগ্য চিহ্ন ও লক্ষণের সেনাবতরণ করে; জিজ্ঞাসাবাদ, কঠোর প্রশ্নমালা, এবং সম্মোহন, সাথে স্মৃতি ও মুক্ত অনুষঙ্গের স্মৃতিচারণ: এ সমস্তই ছিল বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যবেক্ষণের এক ক্ষেত্রে পাপস্বীকারের পুনঃখোদাই করার পদ্ধতি।

২. *এক সাধারণ ও বিকীর্ণ কার্যকারণের পরতোসিদ্ধের মাধ্যমে।* সমস্ত কিছু বলার মাধ্যমে, যা কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করায় সমর্থ হয়ে, এই নীতিতে নিজেদের যাথার্থ্য খুঁজে পেয়েছে যা যৌন বিষয়কে একক অফুরন্ত ও বহুরূপী কার্যকারণের ক্ষমতা অর্পণ করে। একজন কারো যৌন আচরণে সবচেয়ে অসংলগ্ন ঘটনা—হোক তা দুর্ঘটনা বা এক বিচ্যুতি, এক ঘাটতি বা আতিশয্য—সবচেয়ে ভিন্ন পরিণামে একজনের অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হয়; সেখানে কমই এক অসুখ বা দৈহিক ব্যাঘাত রয়েছে উনিশ শতক যার প্রতি কিছু মাত্রার যৌনগত উদ্দেশ্যমূলকতা সম্পকে অভিযুক্ত করতে পারেনি। শিশুদের বদ অভ্যাস থেকে বড়দের যক্ষ্মা পর্যন্ত, বুড়োদের সন্ন্যাসরোগ, স্নায়বিক রোগ, এবং প্রজাতির ক্ষয়, তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে ঐ যুগের ঔষধশাস্ত্র যৌন কার্যকারণের সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়ন করে। এ আমাদের কাছে বিস্ময়কর চমকপ্রদ মনে হতে পারে, কিন্তু 'যে কোনো কিছু এবং সব কিছুর কারণ' হিসেকে যৌন বিষয় এর নীতি ছিল এক পাপস্বীকারের তাত্ত্বিক আন্ডারসাইড যাকে সরাসরি, খুঁটিনাটিপূর্ণ, ও ধ্রুব, হতে হবে, এবং একই সঙ্গে এক বৈজ্ঞানিক ধরনের ক্রিয়াকলাপর মধ্যে কার্যকর। যৌন বিষয় যে সীমাহীন বিপদ বহন করে তার সঙ্গে তা ধর্মীয় বিচার সভার বহুব্যাপ্ত বৈশিষ্ট্যকে যথার্থতা দেয় সে যার অধীনস্থ ছিল।

৩. *যৌনতার সহজাত এক সুপ্ততার নীতিমালার মাধ্যমে।* পাপস্বীকারের কৌশলের মাধ্যমে যদি সত্যকে নিংড়ে আদায় করা প্রয়োজনীয় হয়, এ কেবল এই জন্য নয় যে তা বলা শক্ত, বা ভদ্রতার ট্যাবুর দ্বারা তাড়িত হয়ে, বরং যৌন বিষয়ের উপায়গুলো ছিল তমসাচ্ছন্ন; এ স্বভাবগতভাবে ফসকে যায়; এর শক্তি ও তার ক্রিয়াবিধি পর্যবেক্ষণকে এড়িয়ে যায়, এবং এর কার্যগত শক্তিও অংশত ছদ্মবেশে থাকে। একে কোনো বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের সূচনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করে দিয়ে, উনিশ শতক পাপস্বীকারের পরিসরকে পাল্টে দিল; বিষয়ী যা লুকোতে ইচ্ছা করে তা আর কোনোক্রমেই একমাত্র বিবেচ্য থাকল না, বরং যা তার নিকট লুকায়িত ছিল, প্রকাশ্যে আসতে অসমর্থ হয়ে কেবল ক্রমশ ও পাপস্বীকারের শ্রমের মাধ্যমে যাতে প্রশ্নকর্তা ও প্রশ্নের উভয়ের একটা ভূমিকা পালন করার থাকে। যৌনতার জন্য আবশ্যিক সুপ্ততার নীতিমালা বলপূর্বক এক দুরূহ স্বীকারোক্তিকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সম্ভব করল। একে শক্তি প্রয়োগে জরুরী করে তুলতে হয়, যেহেতু এতে এমন একটা কিছু নিহিত রয়েছে যা লুকিয়ে থাকতে চায়।

৪. *ব্যাখ্যার পদ্ধতির মাধ্যমে।* যদি কাউকে পাপস্বীকার করতে হয়, এ কেবল নিছক এ জন্য নয় যার সামনে পাপস্বীকার করা হচ্ছে তার ক্ষমা, সান্ত্বনা, এবং নির্দেশ করার ক্ষমতা রয়েছে, বরং সত্য উৎপাদনের কাজটি এই সম্পর্কের মাধ্যমে অতিক্রম করতে বাধ্য যদি তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বৈধতা দিতে হয়। সত্য একমাত্র বিষয়ী মধ্যে বাস করে না যিনি, স্বীকারোক্তির মাধ্যমে, পুরোপুরি গঠিত রূপে একে প্রকাশ করবেন। এ দুই স্তরে নির্মিত হয়: উপস্থিত কিন্তু অসম্পূর্ণ, নিজের প্রতি অন্ধ, এমন একজন যে কথা বলে, তা কেবল যে একে আত্মীকৃত ও রেকর্ড করে তাতেই সমাপ্তিতে পৌঁছে। এ হলো অপর জনের কাজ এই তমসামণ্ডিত সত্যকে যাচাই করা: স্বীকারোক্তির প্রকাশকে এ যা বলেছে তার সংকেতোদ্ধারের সঙ্গে যুগলবন্দী হতে হয়। যে জন শোনেন তিনি কেবল ক্ষমাকারী প্রভু নন, বিচারক যিনি দণ্ড দেন বা ক্ষতিপূরণ করেন; তিনিই ছিলেন সত্যের প্রভু। তার কাজটি ছিল তাৎপর্যনির্ণয় বিজ্ঞানের ভূমিকার। পাপস্বীকারের প্রেক্ষিতে, তার ক্ষমতা কেবল তা তৈরি হবার পূর্বে দাবি করা ছিল না, বা সিদ্ধান্ত করা যা এরপরে ঘটবে, বরং এর পাঠোদ্ধারের ভিত্তিতে এক সত্যের সন্দর্ভ গঠন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাও। পাপস্বীকারকে আর পরীক্ষায় পরিণত না করে, বরং তা এক চিহ্ন, এবং যৌনতাকে ব্যাখ্যাযোগ্য কিছুতে পরিণত করে, উনিশ শতক একে পাপস্বীকারের পদ্ধতিসমূহের হেতুর সম্ভাবনা প্রদান করল যাতে এক বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের নিয়মিত গঠনের মাঝে কার্যকর হয়।

৫. *পাপস্বীকারের প্রভাবের চিকিৎসাবিদ্যা।* পাপের স্বীকারোক্তি লাভ ও তার প্রভাব রোগমুক্তিগত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনঃবিধিবদ্ধ হয়েছিল। এ থেকে বোঝায় সর্ব প্রথমে যৌন এলাকা তখন নিছক ভুলের বা পাপের ধারণা হিসেবে গণ্য ছিল না, অতিরেক বা লঙ্ঘন রূপে, বরং স্বাভাবিক ও রোগনির্ণয়গত শাসনের অধীনে (এই কারণে, যা পুরনো বর্গগুলোর প্রতিস্থাপন) তা স্থাপিত হয়; এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যৌন মর্বিডিটি প্রথমবারের মত সংজ্ঞায়িত হলো; অতিমাত্রায় উগ্র অস্থিতিশীল রোগনির্ণয়গত ক্ষেত্র হিসেবে যৌন বিষয় দেখা দিল: অন্যান্য অসুস্থতার সুদূর প্রতিধ্বনির উপরিতল হিসেবে, বরং এক বিশেষ রোগবিদ্যার লক্ষ্যস্থির হিসেবে, যার প্রবৃত্তির, প্রবণতার, ইমেজের, সুখের, এবং আচরণের। এছাড়াও তাতে নিহিত রয়েছে যে যৌন বিষয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভাবন থেকে তার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তাকে আহরণ করবেন: এ হবে ডাক্তারের দ্বারা চাহিদাপ্রাপ্ত, রোগনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয়, এবং আরোগ্যের বেলায় বৈশিষ্ট্যগতভাবে কার্যকর। সময়ে যথার্থ পক্ষের নিকট বলা হলে, এবং সেই ব্যক্তির দ্বারা যে এর বাহক এবং এর জন্য দায়ী উভয়েই, সত্য উপশম হবে।

বিষয়গুলোকে বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যাক: কামশাস্ত্রের ট্রাডিশন থেকে বেরিয়ে গিয়ে। আমাদের সমাজ নিজে যৌন বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ। আরো সঠিকভাবে বললে, যৌন বিষয় নিয়ে সত্য সন্দর্ভ উৎপাদনের পেছনে এ লেগে থেকেছে, এবং তা— প্রতিকূলতা ছাড়া নয়— বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের নিয়মের সঙ্গে পাপস্বীকারে প্রাচীন পদ্ধতিকে অভিযোজন করে। কূটাভাসগতভাবে, উনিশ শতকে যৌন বিষয়ে যে জ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে তা বাধ্যতামূলক ও ব্যাপ্ত পাপস্বীকারের একক কৃত্যকে এর নিউক্লিয়াস হিসেবে রাখল, যা খ্রিস্টান পশ্চিমে ছিল যৌন বিষয়ে সত্য উৎপাদনের প্রথম কৌশল। ষোড়শ শতকে শুরু করে, এই কৃত্য ক্রমে প্রায়শ্চিত্তের পুণ্য সংস্কারের থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলে, এবং আত্মার পথনির্দেশ এবং বিবেকের নির্দেশের মাধ্যমে—দ্য আর্স আর্টিয়াম— পাণ্ডিত্যশাস্ত্রের দিকে, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর মাঝে সম্পর্কে, পারিবারিক সম্পর্কে, ঔষধ, এবং মনোচিকিৎসাতে অভিবাসন করল। যেভাবেই হোক, যৌন বিষয়ে সত্য সন্দর্ভ উৎপাদনের জটিল ক্রিয়াবিধি তৈরিতে একশত পঞ্চাশ বছর সময় লাগল: এক সেনাবতরণ যা ইতিহাসের বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে আসে যা পাপস্বীকারের প্রাচীন নিষেধাজ্ঞাকে ক্লিনিক্যাল শ্রবণকারী পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে। এই সৈন্যবিস্তার 'যৌনতা' বলে কথিত কোনো কিছুকে যৌন বিষয় এবং এর সুখের সত্যকে ধারণ করতে সমর্থ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যৌনতা': যার সহসম্বন্ধীয় থেকে ধীরে ধীরে এই সান্দর্ভিক ক্রিয়াকলাপ বিকশিত হলো যা যৌন বিষয়ের জ্ঞানকে গঠন করে। এই যৌনতার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হলো তা রেপ্রিজেন্টেশনের প্রকাশ নয় কমবেশি ভাবাদর্শ দ্বারা যা বিকৃতি অর্জন করে, অথবা ট্যাবুর কারণে সৃষ্ট এক ভুল বোঝাবুঝি থেকেও নয়; তারা এক সন্দর্ভের কার্যগত চাহিদার আরেক দিক গঠন করে যা অবশ্যই সত্যকে উৎপাদন করে। পাপস্বীকারের প্রযুক্তির এবং এক বৈজ্ঞানিক সান্দর্ভিকতার আন্তঃছেদকের বিন্দুতে অবস্থান করে যেখানে তাদেরকে একে অপরের নিকট অভিযোজন করতে (শ্রবণের কৌশল, কারণের পরতোসিদ্ধ, সুপ্ততার নীতিমালা, ব্যাখ্যার নীতি, চিকিৎসাকরণের অনুজ্ঞা) কতক প্রধান ক্রিয়াবিধি পাওয়া যাবে, 'প্রকৃতিগত' হিসেবে যৌনতা নির্ধারিত হয়: এক এলাকা যা রোগনির্ণয়গত পদ্ধতির সন্দেহভাজন, এবং যেখানে কেউ রোগমুক্তি বা স্বাভাবিকীকরণের অনুপ্রবেশের জন্য আহবান করছে: পাঠোদ্ধারের জন্য অর্থের এক ক্ষেত্র: পদ্ধতির সাইট বিশেষ ক্রিয়াবিধির দ্বারা লুকোনো থাকে: অনির্ধারিত কারণগত সম্পর্কের লক্ষ্যস্থির হয়; এবং এক অস্বচ্ছ বাচন (পারোল) যাকে গর্ত থেকে খুঁজে বের করতে ও শ্রবণ করতে হয়। সন্দর্ভের অর্থনীতি—তাদের সহজাত প্রযুক্তিবিদ্যা, তাদের কার্যপরিচালনার প্রয়োজনীয়তা, যে কৌশল তারা কাজে খাটান, ক্ষমতার প্রভাব যা তাদের নিচে নিহিত থাকে এবং যা তারা সঞ্চালন করে—এই, এবং এক রেপ্রিজেন্টেশনের সিস্টেম নয়, হলো তাদেরকে যা বলতে হয় তার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করে। যৌনতার ইতিহাস—তা হলো, উনিশ শতকে যা সত্যের বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে তার ইতিহাস—অবশ্যই প্রথমে লিখিত হবে সন্দর্ভের ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে।

কাজ চলার মত একটা অনুমিতি দাঁড় করানো যাক। যে সমাজ উনিশ শতকে উদ্ভব হয়েছে—বুর্জোয়া, পুঁজিবাদী, বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সমাজ, যা ইচ্ছা বলুন—স্বীকৃতির মৌলিক প্রত্যাখ্যান সহ যৌন বিষয়ের মুখোমুখি হয়নি। উল্টোভাবে, একে ঘিরে সত্য সন্দর্ভ উৎপাদনের জন্য এ গোটা যন্ত্রপাতিকে সক্রিয় করে। এ কেবল সত্য সম্পর্কেই বলে না এবং প্রত্যেককে তা করতে বাধ্য করে; এ আরো যৌন বিষয়ে অভিন্ন সত্য সূত্রবদ্ধ করার সূচনা করে। যেন তা সন্দেহ করে যৌন বিষয় এক মৌলিক গোপন বিষয়কে লালন করছে। যেন তাতে এই সত্যের পদ্ধতিকে প্রয়োজন হয়। যেন তা আবশ্যিক যে কেবল সুখের অর্থনীতিতেই যৌন বিষয় খোদাই করা নয় বরং জ্ঞানের এক শৃংখলাপূর্ণ সিস্টেমও রয়েছে। এভাবে যৌন বিষয় ক্রমে সন্দেহের এক অভীষ্ট হয়ে দাঁড়াল; সাধারণ ও উদ্বেগজনক অর্থ যা আমাদের আচরণে ও আমাদের অস্তিত্বে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের নিজেদের সত্ত্বেও; দুর্বলতার স্থানটুকু যেখানে অশুভ লক্ষণ আমাদের নিকট পৌঁছে যায়; আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে যে টুকরো অন্ধকার বহন করি এক সাধারণ তাৎপর্যায়ন, এক সর্বজনীন গোপন বিষয়, এক অন্তর্যামী কারণ, এক ভীতি যা কখনও সমাপ্ত হয় না : এবং তাই, যৌন বিষয়ের এই 'প্রশ্নে' (উভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থেই জিজ্ঞাসাবাদ ও সমস্যাকরণ, এবং এক আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি ও ঐক্যবোধের প্রয়োজন রূপে) দুটি প্রক্রিয়া একত্রিত হয়, একটি সব সময় অপরটিকে শর্তযুক্ত করে। আমরা দাবি করি যৌন বিষয় সত্য বলবে (কিন্তু, যেহেতু তা গোপন এবং এ তার নিজের প্রকৃতিতে অনবহিত, আমরা নিজেদের জন্য এর সত্য সম্পর্কে এই সত্যকথনের ভূমিকা সংরক্ষণ করি, প্রকাশিত ও পাঠোদ্ধার হয় শেষ পর্যন্ত), এবং আমরা দাবি করি যে তা আমাদেরকে আমাদের সত্যটা বলবে, অথবা বরং, আমাদের সম্পর্কে ঐ সত্যের গভীরে প্রোথিত সত্যকে যা আমরা ভাবি আমাদের তাৎক্ষণিক চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা একে বলি এর সত্যটি পাঠোদ্ধার করে যা সে আমাদেরকে বলে ঐ সত্য সম্পর্কে, এ আমাদেরকে আমাদেরটি বলে এর যে অংশ আমাদেরকে পালিয়ে গিয়েছিল ঐ অংশটি সরবরাহ করে। এই আন্তর ক্রীড়ার মাধ্যমে সেখানে কয়েক শতক ধরে উদ্ভূত হয়, ঐ বিষয়ের এক জ্ঞান, এক জ্ঞান ততটা এর আকারের নয়, বরং যা তাকে বিভাজিত করত, সম্ভবত তাকে নির্ধারণ করত, তবে সবার উপরে তাকে নিজের সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণ ঘটাত। এই বিষয় যতটা অস্বাভাবিক মনে হবে, এর দ্বারা আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যখন খ্রিস্টান ও বিচারবিভাগীয় পাপস্বীকারের দীর্ঘ ইতিহাসের কথা ভাবি, এই জ্ঞান-ক্ষমতার আকারের স্থানান্তর ও রূপান্তর অতিক্রম করেছে, পশ্চিমে এতটাই গুরুত্ববহ: বিষয়ীর এক বিজ্ঞানের প্রকল্প যা আকর্ষণে, চিরন্তন সংকীর্ণ হয়ে আসা বৃত্তে, যৌন বিষয়কে ঘিরে প্রশ্নে জড়ো হয়েছে। বিষয়ীর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক, বিষয়ীর অচেতন, বিষয়ীর সত্য অপরের মধ্যে যে জানে, সে যে জ্ঞান ধারণ করে তার নিকট অজানা, এ সমস্তই যৌন বিষয়ের সন্দর্ভের মধ্যে একে সেনাবতরণ করার এক সুযোগ পায়। তবুও, যৌন বিষয়ের মধ্যে সহজাত স্বাভাবিক গুণাগুণের যুক্তি দ্বারা নয়, বরং ক্ষমতার কৌশলের গুণে এই সন্দর্ভের মাঝে অন্তরনিহিত থাকে।

যৌন বিষয়ে জ্ঞান বনাম কাম শাস্ত্র, নিঃসন্দেহে। তবে এ কথাও লক্ষ্য রাখা দরকার পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে কাম শাস্ত্র পুরোপুরি উবে যায়নি; অথবা তা সব সময় চলাচল থেকে অনুপস্থিত ছিল না যার দ্বারা কেউ যৌনতার এক বিজ্ঞান উৎপাদন করতে চেয়েছে। খ্রিস্টান পাপস্বীকারে, কিন্তু বিশেষ করে বিবেকের নির্দেশনা ও পরীক্ষাতে, আত্মিক মিলন ও ঈশ্বরের প্রেমের খোঁজে, সেখানে পদ্ধতির গোটা সিরিজ ছিল যার সঙ্গে কাম কলার অনেক কিছু সাধারণ ছিল: দীক্ষার পথ ধরে এক শিক্ষকের নির্দেশনায়, তাদের শারীরিক উপাদানে প্রসার ঘটিয়ে অভিজ্ঞতার গাঢ়করণ তার সঙ্গে যে সন্দর্ভ রয়েছে তার দ্বারা সর্বোচ্চ প্রভাব। অধিগত ও উত্তেজনার প্রপঞ্চ, যা কাউন্টার রিফর্মেশনের ক্যাথলিকবাদে ঘনঘন, তা নিঃসন্দেহে সেই প্রভাব তাদের কামজ কৌশলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যা লাভ করল দেহের এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের মাঝে অন্তরনিহিত রয়েছে। আর আমরা অবশ্য জানতে চাইব যে, উনিশ শতক থেকে, যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান—এর অধুনা ভদ্রসম্মত পজিটিভিজমের ছদ্মবেশে—কার্যকর হয়নি, অন্তত কতকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণে, যেমন কাম শাস্ত্রের মত। সম্ভবত এই সত্যের উৎপাদন, ভীতি প্রদর্শন করে যদিও তা বৈজ্ঞানিক মডেলের দ্বারা ছিল, সংখ্যাবৃদ্ধি করে, গাঢ়করণ ঘটায়, এবং এমনকি নিজের আন্তর সুখকে সৃষ্টি করে। প্রায়শ বলা হয় আমরা নতুন সুখের কল্পনা করতে অসমর্থ। আমরা অন্তত ভিন্ন ধরনের সুখকে উদ্ভাবন করেছি: সুখের সত্যের মাঝে সুখ, ঐ সত্য জানার সুখ, নির্দেশ করার ও প্রকাশ করার, একে দেখার ও বলার মুগ্ধতা, এর দ্বারা অপরকে দখল ও বন্দি করার, একে গোপনীয়তার মধ্যে জমা রাখা, একে হাতছানি নিয়ে উন্মুক্ত করা— সুখের ভিত্তিতে সত্য সন্দর্ভের বিশেষ আনন্দ।

এক কামকলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদানটি আমাদের যৌনতার সম্পর্কে জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত তা আদর্শ হিসেবে সন্ধান করা নয়, আমাদের নিকট ঔষধের দ্বারা এক স্বাস্থ্যকর যৌনতায় প্রতিশ্রুত, বা এক পূর্ণ ও বিকশিত যৌনতার মানবতাবাদী স্বপ্নে নয়, এবং নিশ্চিতই চরম পুলকের গীতলতা এবং জৈবশক্তির সৎ অনুভবে নয় (এ সমস্ত হলো তবু এর স্বাভাবিকীকৃত উপযোগিতার দিক), বরং সুখের এই সংখ্যাবৃদ্ধি ও তীব্রকরণ যৌন বিষয়ে সত্যের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। লিখিত ও পঠিত বিদগ্ধ খণ্ডগুলো; পরামর্শ ও পরীক্ষাসমূহ: প্রশ্নের জবাব দেবার উৎকণ্ঠা এবং কারো কথা ব্যাখ্যাত হবার আনন্দ: একজনকে ও অপরকে বলা সকল কাহিনী, দুর্নামের সামনে এত অধিক আস্থা অর্পণ করতে চাওয়া হয়, এত বেশি কৌতূহল টিকে থাকে—কিন্তু কিছুটা না ঘাবড়ে নয়—সত্যের বাধ্যবাধকতা দ্বারা নয়; গোপন ফ্যান্টাসির প্রতুলতা এবং তাদেরকে নিবিড়ভাবে দেওয়া কানাকানির অধিকার যেই তাদেরকে শুনতে সমর্থ; সংক্ষেপে ভীতিকর 'বিশ্লেষণের সুখ' (বিশ্লেষণের বিস্তৃত অর্থে) বহু শতাব্দি ধরে পাশ্চাত্য যাকে চতুরভাবে ধাত্রীত্ব দান করছে: এ সমস্ত মিলে এক কাম কলার ভ্রান্তিপূর্ণ টুকরোর মত কিছু একটা গঠন করতে চায় যা পাপস্বীকার ও যৌন বিষয়ের বিজ্ঞানের দ্বারা গোপনে সঞ্চালিত হয়। অবশ্যই আমরা অনুসিদ্ধান্ত নেব যে আমাদের যৌন বিষয়ে জ্ঞান আর কিছুই না কাম শাস্ত্রের অতি-অসাধারণ সূক্ষ্ম আকার, এবং তা হলো প্রতীচ্য, হারিয়ে ফেলা ট্রাডিশনের যেন উদবর্তনকৃত সংস্করণ? অথবা আমরা অবশ্যই ধরে নেব যে এ সমস্ত সুখ কেবল এক যৌন বিজ্ঞানের উপজাত মাত্রও, এক বাড়তি পাওনা যা বহু পীড়ন ও চাপের ক্ষতিপূরণ করে?

যেভাবে হোক, আমাদের সমাজের উপর কার্যকর যৌন বিষয়ের উপর অবদমনের ক্ষমতার অনুমিতি অর্থনৈতিক কারণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে আবির্ভূত হয় যদি আমরা এই পুনরায় শক্তিশালীকরণ ও তীব্র করণের পুরো সিরিজকে ব্যাখ্যা করি যা আমাদের প্রারম্ভিক অনুসন্ধান আবিষ্কার করল: সন্দর্ভের এক দ্রুত বৃদ্ধিলাভ, ক্ষমতার চাহিদা অনুসারে সতর্ক ফরমায়েশ অনুযায়ী তৈরি হওয়া; যৌন মোজাইকের ঘনীভূত হওয়া এবং উপকরণের নির্মাণ যা কেবল একে বিচ্ছিন্ন করাতেই সমর্থ নয় বরং তাকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করাও, একে মনোযোগের, সন্দর্ভের, এবং সুখের লক্ষ্যস্থির রূপে গঠন করাতে; পাপস্বীকারের বাধ্যতামূলক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপাদন এবং পরিণামে বৈধ জ্ঞানের এক সিস্টেমের প্রতিষ্ঠা এবং বহুভাজ পূর্ণ এক সুখের অর্থনীতি। আমরা কেবল এতটাই কাছাকাছি নির্গত হবার নেতিবাচক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিবেচনা করছি না বরং যতখানি সন্দর্ভের সূক্ষ্ম নেটওয়ার্কের পরিচালনার সঙ্গে, বিশেষ জ্ঞান, সুখ, এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে। বিবেচ্য হিসেবে এমন একটা আন্দোলন নয় যা রুক্ষ যৌন বিষয়কে কোনো অন্ধকার ও অনধিগম্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দিতে চায়, বরং উল্টোভাবে, এক প্রক্রিয়া যা একে বিষয় ও শরীরের উপরিতলের উপর দিয়ে ছড়িয়ে দেয়, একে জাগায়, বের করে আনে এবং কথা বলতে আদেশ করে, বাস্তবতায় প্রোথিত করে এবং সত্য বলার ক্ষেত্রে তাকে যোগ দেওয়ায়: যৌন অক্ষের পুরো ঝলমলে দৃশ্য, ক্ষমতার অদম্যতা, এবং জ্ঞান ও সুখের আন্তঃক্রীড়া যা অজস্র সন্দর্ভে প্রতিফলিত হয়।

বলা হবে, এ সমস্তই এক বিভ্রম, এক চটজলদি সিদ্ধান্তে যার পেছনে আরো দূরদৃষ্টিপূর্ণ গেইজ নিশ্চিতভাবেই অবদমনের কতক বিরাট যন্ত্রপাতিকে আবিষ্কার করবে। এই দীপ্তির বাইরে, আমরা নিশ্চিত নই যে আরো একবার নিরানন্দ আইন খুঁজে পাব যা সব সময়ই না বলে? এর উত্তর হবে এক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পক্ষে। এই বিষয় নিয়ে এমন এক অনুসন্ধান যেখানে গত তিন শতক ধরে যৌন বিষয়ের এক জ্ঞান গঠিত হচ্ছে; যেভাবে সন্দর্ভগুলো যা একে তাদের অভীষ্ট বলে গ্রহণ করে তার সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, এবং যে জন্য আমরা সত্যের প্রতি প্রায় অবিশ্বাস্য এক মূল্য যুক্ত করি যা তারা উৎপন্ন করে বলে দাবি করে। সম্ভবত এই ঐতিহাসিক দাবি সমাপ্ত হবে এই চকিত সমীক্ষা যে পরামর্শ দেয় তাকে দ্রবীভূত করে। কিন্তু আমি যে পরতোসিদ্ধ সহ শুরু করেছি, এবং যতদূর সম্ভব ধারণ করতে পারি বলে চাই, যে সত্য ও সুখের, এই ক্ষমতা ও জ্ঞানের সেনাবতরণ, ঐ সব অবদমনের চেয়ে এতই ভিন্ন, তা আবশ্যিকভাবে গৌণ এবং উদ্ভবমূলক নয়; আর এছাড়াও, এই অবদমন কোনোভাবেই মৌলিক ও ছাপিয়ে যাওয়া নয়। তাই এই সমস্ত ক্রিয়াবিধিকে আমাদের সিরিয়সভাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং আমাদের বিশ্লেষণের অভিমুখ উল্টে দিতে হবে: তার চেয়ে বরং সাধারণভাবে স্বীকৃত এক অবদমনকে ধরে নিয়ে, এবং যা আমরা জানি বলে মনে করি তার বিরুদ্ধে এক অজ্ঞতাকে পরিমাপ করে, আমাদেরকে অবশ্যই এসব ইতিবাচক ক্রিয়াবিধি সহ শুরু করতে হবে, যতদূর তারা জ্ঞান উৎপাদন করে, সন্দর্ভের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, এবং ক্ষমতার উৎপন্ন করে; আমরা অবশ্যই তাদের উদ্ভব ও কার্যক্রমের শর্তসমূহকে অনুসন্ধান করব, এবং আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব নিষিদ্ধ বা গোপন করার সম্পৃক্ত তথ্য সমূহ কীভাবে তাদের সুবাদে বন্টিত হয়। সংক্ষেপে আমরা অবশ্যই ক্ষমতার কর্মপরিল্পনাকে নির্ধারণ করব যা এই জানবার অভিলাষে সহজাত। যতদূর যৌনতা হলো আলোচ্য বিষয়, আমরা এক জানবার অভিলাষের 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' গঠনের চেষ্টা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অংশ

যৌনতার সেনাবতরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

GRONTHO.COM

এই অধ্যয়নের সিরিজের লক্ষ্য কী? লে বিজ্যু অ্যাঁদিসক্রিৎ (অসমীচীন গহনাগুলো)-এর ফেবলটিকে ইতিহাসে প্রতিলিপি করা।

এর বহু লক্ষণের মধ্যে, আমাদের সমাজ যৌন বিষয় সম্পর্কে বলাকে সয়ে নিয়েছে। যে যৌন বিষয়কে কেউ অজান্তেই ধরে ফেলে ও প্রশ্ন করে, এবং যা একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত এবং বাচাল, যা অনন্ত জবাব জুগিয়ে চলে। একদিন এক নির্দিষ্ট ক্রিয়াবিধি, যা এমনই যে পরীর মত সহজেই নিজেকে অদৃশ্য করতে পারে, এই যৌন বিষয়কে দখল করে এবং, এক ক্রীড়ায় যাতে বাধ্যতামূলকভাবেই সুখ সমন্বিত ছিল, এবং ধর্মীয় বিচারসভার সঙ্গে সম্মতি দেয়, একে তার নিজের সম্পর্কে এবং একইভাবে অপরের সম্পর্কেও সত্য বলার। বহু বছর ধরে, আমরা সকলে রাজপুত্র মাঙ্গোগুলের রাজ্যে বাস করছি: যৌন বিষয় সম্পর্কে অপরিসীম কৌতূহলের ঘোরের অধীনে, একে নিয়ে প্রশ্ন করে নত হয়ে পড়ে, একে বলতে এবং এর সম্পর্কে বলতে শোনার এক অনিবারণীয় আকাঙ্ক্ষা সহ, সকল ধরনের জাদুর আংটি উদ্ভাবনের যা এর প্রতি তার বিচক্ষণতা ত্যাগ করতে জোর খাটাতে পারে। যেন তা আমাদের জন্য আবশ্যিক যে আমাদের নিজেদের এই ছোট্ট অংশ থেকে কেবল সুখই নয় জ্ঞানও আহরণ করতে সমর্থ করবে, এবং এক থেকে অপরে এক গোটা সূক্ষ্ম পরিবর্তনও: এক সুখের সম্পর্কে জ্ঞান, এক সুখ যা জানার সুখ থেকে আসে, এক জ্ঞান-সুখ; এবং যেন ঐ চমৎকার প্রাণীকে আমরা ধারণ করেছি যার নিজে এমন সূক্ষ্ম প্রশিক্ষিত কান, এমন অনুসন্ধানী চোখ, প্রতিভাধর জিহবা ও মন রয়েছে, যেন অধিক জানে ও তাকে বলার জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছাপূর্ণ, শর্ত থাকে যে আমরা একে বলার জন্য চাপ দিতে সামান্য দক্ষতাই খাটাই। আমাদের প্রত্যেকে এবং আমাদের যৌন বিষয়ের মাঝে, পাশ্চাত্য এক অন্তহীন সত্যের চাহিদা স্থাপন করে রেখেছে; এ আমাদের উপরে নির্ভর করে যৌন বিষয়ের সত্যকে নিংড়ে বের করা পর্যন্ত, যেহেতু এই সত্য তার আয়ত্তের বাইরে; এ হলো যৌন বিষয়ের উপর যতক্ষণ আমাদেরকে এর সত্য বলবে, যেহেতু যৌন বিষয় একে অন্ধকারে ধরে রাখে। কিন্তু যৌন বিষয় আমাদের থেকে লুকিয়ে থাকে, এক ভব্যতার নতুন বোধ দ্বারা গোপন করা থাকে, বুর্জোয়া সমাজের নির্মম প্রয়োজনীয়তার দ্বারা কি বিনম্র অবস্থায় থাকে? উল্টো বরং, এ জ্বলজ্বল করে: এ হলো ভাস্বর। কয়েক শতাব্দি আগে, ভীতিকর জানবার আবেদনের কেন্দ্রে তা স্থান পেত। এখন এক দ্বিগুণ আবেদন, যাতে আমরা জানতে বাধ্য হই বিষয়গুলো কীভাবে এর সঙ্গে ঘটেছে, যেখানে সন্দেহ করা হত বিষয়গুলো কীভাবে আমাদের সঙ্গে রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক শতকের পরিসরে, যৌন বিষয়ের নিকটে আমরা কী, প্রশ্নটিকে নির্দেশ করতে এক নির্দিষ্ট প্রবণতা আমাদের চালিত করল। যৌন বিষয়ের প্রতি তত বেশি প্রকৃতিকে রেপ্রিজেন্ট করা হিসেবে নয়, বরং এক ইতিহাস রূপে, তাৎপর্যায়ন ও সন্দর্ভ হিসেবে যৌন বিষয়। যৌন বিষয়ের চিহ্নের নিচে আমরা নিজেদেরকে স্থাপন করেছি, কিন্তু যৌন বিষয়ের যুক্তিতর্কের আকারে, এর পদার্থবিদ্যার পরিবর্তে। অবশ্যই আমরা এখানে কোনো ভুল করিনি: বিপরীত যুগ্মকের বিরাট সিরিজ (শরীর/ আত্মা, শরীর/ চেতনা, প্রবৃত্তি/ যুক্তি, ড্রাইভ/ চৈতন্য) সহ যৌন বিষয়কে উল্লেখ করে যেন যুক্তিবর্জিত শুদ্ধ বলবিজ্ঞান হিসেবে যৌন বিষয়, পাশ্চাত্য কেবল তাই করতে সমর্থ হয়নি, বা তত বেশি নয়, যুক্তিগ্রাহ্যতার সংযোজন হিসেবে যৌন বিষয়কে, যা এক অর্জন হিসেবে সবটাই স্মরণীয় হতে পারে না, এই দেখে গ্রিকদের সময় থেকে আমরা কীভাবে এমন 'বিজয়' এর সঙ্গে পরিচিত, বরং আমাদেরকে পুরোপুরি—আমাদের দেহ, আমাদের মন, আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালিটি, আমাদের ইতিহাস—যৌনকামনা ও আকাঙ্ক্ষার যুক্তির দোলাচলের এক যুক্তিতর্কের অধীনে আনতে। যখনই এমন প্রশ্ন ওঠে আমরা কারা, এই যুক্তিতর্কই হলো যা সেখানে আমাদের প্রধান চাবি হিসেবে কাজ করে। কয়েক দশক ধরেই প্রজাতিতাত্ত্বিকগণ আর আস্থা রাখেন না যে জীবন হলো এমন এক সংগঠন যা অদ্ভুতভাবে তার নিজেকে প্রজনন করার সামর্থ্য রাখে; তারা এই প্রজনন ক্রিয়াবিধিতে ঐ বিশেষ উপাদানটিকে দেখেন যা জীববিদ্যাগত মাত্রাকে চালু করে: কেবল জীবন্তেরই ছাঁচ নয়, বরং তা জীবনেরও। কিন্তু কয়েক শতক আগে শরীরের বহু তাত্ত্বিক ও ক্রিয়াকলাপকারী—এ হলো সত্য, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়—মানুষকে এক অবশ্যমান্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য যৌন বিষয়জাত বলে দাঁড় করায়। যৌন বিষয়, সমস্ত কিছুর জন্য ব্যাখ্যা।

এমন জিজ্ঞাসা করা অর্থহীন: কেন তবে যৌন বিষয় এমনি গোপন? কোন শক্তি একে এত কাল নৈঃশব্দ্যে হ্রাস করল এবং অধুনা কেবল কিছুটা দখল শিথিল করেছে, সম্ভবত আমাদেরকে প্রশ্ন করতে দিয়ে, কিন্তু বাস্তবে সব সময় এর অবদমনের প্রেক্ষিতে এবং মাধ্যমে রয়েছে. এই প্রশ্ন, আজকের দিনে এতবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে, তা বিবেচনাযোগ্য নিশ্চিতির অধুনা আকার এবং এক সেক্যুলার প্রেসক্রিপশন ছাড়া কিছু নয়: সেখানে যেখানে সত্য রয়েছে; যাও যদি তাকে উন্মোচন করতে পারো। আকেরেনটো মোভেবো: এক বর্ষ-প্রাচীন সিদ্ধান্ত:

শোন, উচ্চভাবে গভীরভাবে শিক্ষিত, বিজ্ঞজন
কে একে ভাববে, জানবে
কীভাবে, কখন, কোথায় সমস্ত কিছু জোড়া বাধবে?
কেন তারা চুমু খায় ও ভালবাসে?
ওহ উচ্চ জ্ঞানী মানুষ, বল
তখন আমার কী ঘটল;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজো ও বল কোথায়, কীভাবে, কখন
এবং কীভাবে এমন হলো।[১]

তাই এমন জিজ্ঞাসা করা প্রথমেই যৌক্তিক: কেন এ সমস্ত নিষেধাজ্ঞা? যৌন বিষয়ের সত্য নিয়ে কেন এমন ধাওয়া, যৌন বিষয়ের মাঝের সত্যকে?

দিদেরোর কাহিনীতে, সৎ জিন কুকুফা, বহু বাজে জিনিষের মাঝে তার পকেটের তলায়—উৎসর্গ করা বীজ, ধাতুর তৈরি ছোট্ট প্যাগোডা, এবং মোল্ডিং চিনি মাখানো পিল—ক্ষুদ্র রূপার আংটি আবিষ্কার করে যার পাথরটি, বাঁকানো হলে, কেউ যে সব লিঙ্গের মানুষের সাক্ষাৎ পায় তাকে কথা বলায়। এক কৌতূহলি সুলতানকে সে তা দেয়। আমাদের সমস্যা হলো জানা যে কোন চমৎকার আংটি আমাদের উপর একই ক্ষমতা অর্পণ করেছে, এবং কোন মনিবের আঙ্গুলে তা স্থান পেয়েছে; কোন ক্ষমতার খেলাকে তা সম্ভব করে বা পূর্বশর্ত করে, এবং কীভাবে তা হয় যে আমাদের প্রত্যেকে তার নিজের যৌন বিষয়ের এবং অপরের সুবাদে এক ধরনের মনোযোগী করে এবং অদম্য সুলতান হই। এই হলো এই জাদুর আংটি, এই গহনা যা এত অসমীচীন যখন তা অন্যকে দিয়ে কথা বলায়, কিন্তু একজনের নিজের ক্রিয়াবিধির বিচারে এত অনুচ্চারিত, যে আমরা এর পালায় বাচাল হয়ে তুলে ধরি; এর সম্পর্কে আমরা কথা বলি। আমরা অবশ্যই সত্যের অভিলাষের এই ইতিহাস লিখব, যৌন বিষয় দ্বারা বহু শতাব্দি ধরে আমাদেরকে মোহিত করে রেখেছে তা জানবার জন্য এই আবেদনের: এক জেদি ও অনুতাপহীন উদ্যোগের ইতিহাস। তা কী আমরা যৌন বিষয় থেকে, এর সম্ভাব্য সুখ সত্ত্বেও, যা দাবি করি তা আমাদেরকে এত বেশি নাছোড়বান্দা করে? এই ধৈর্য বা আগ্রহটাই কী একে গোপন হিসেবে যা গঠন করতে চায়. এক সর্বযামী কারণ, লুকোনো অর্থ, ক্ষতিপূরণহীন ভয়? এবং কেনই বা এই দুরূহ সত্যকে আবিষ্কারের কাজ চূড়ান্তভাবে পাল্টে যায় ট্যাবুকে নির্মূল করার আমন্ত্রণ রূপে এবং যা আমাদেরকে বন্ধন করে তার থেকে মুক্ত করাতে? শ্রম কি তখন এত দুঃসাধ্য হয় যে তাকে এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা মুগ্ধ হতে হয়? অথবা এই জ্ঞান কি এতই দুর্মূল্য— রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নীতিগত অভিধায়—যে যাতে করে প্রত্যেককে, এর শাসনের অধীনে রাখে, কূটাভাসপূর্ণভাবে, তাদেরকে আশ্বস্ত করা প্রয়োজন, যে তাদের মুক্তি এক ঝুঁকিতে রয়েছে?

এর পরে অনুসন্ধানকে স্থিত করতে, লক্ষ্যবস্তু, পদ্ধতি, যে শাসনক্ষেত্রকে আওতায় নিতে হবে তা ঘিরে সাধারণ প্রতিপাদ্যকে উপস্থাপন করছি আমি, এবং পর্ব বিভাজন যাকে কেউ এক সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : এক
লক্ষ্যবস্তু

কেন এসমস্ত অনুসন্ধান? আমি সচেতন যে এ পর্যন্ত যে স্কেচ অংকন করেছি তার মধ্যে এক ধরনের অনির্দিষ্টতা বহমান রয়েছে, যা আমি কল্পনা করেছি তার আরো বিস্তৃত অনুসন্ধানকে অকার্যকর করার শঙ্কা প্রদর্শন করে। আমি বারে বারে জোর দিয়ে দাবি করেছি পাশ্চাত্য সমাজে গত শতক গুলোর ইতিহাস আবশ্যিকভাবে অবদমনমূলক এক ক্ষমতার মুভমেন্টকে ব্যক্ত করে না। এই ধারণার অযোগ্যতার উপরেই আমি আমার যুক্তিকে ভিত্তি করেছি যখন এই তথ্যের ভান করা অজ্ঞতা সহ যে আরেক দিক থেকে এবং নিঃসন্দেহে আরো র‍্যাডিক্যাল ফ্যাশনে এর এক ক্রিটিক হয়েছিল: আকাঙ্ক্ষার তত্ত্বের স্তরে এক ক্রিটিক পরিচালিত হয়েছে। সত্যিকারে, যৌন বিষয় 'অবদমিত' নয় এই দাবি প্রতিষ্ঠা করা আগাগোড়া নতুন নয়। মনোবিশ্লেষণ কিছুকাল ধরেই তা বলে আসছে। অবদমনের কথা বলা হলে যা মনে আসে তারা ঐসব সরল ছোটখাট যন্ত্রপাতিকে চ্যালেঞ্জ করল; এক বিদ্রোহী শক্তির ধারণা যা অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বিষয়টিকে সংকেতোদ্ধার করার জন্য তাদের নিকটে অপর্যাপ্ত বলে আবির্ভূত হয়েছিল যে ধরনে ক্ষমতা ও শক্তি একে অপরের দিকে যুক্ত থাকে: তারা এক আদিম, স্বাভাবিক, এবং জীবন্ত শক্তির মাধ্যমে নিচ থেকে উঠে আসছে তার চেয়ে নিজেদেরকে আরো জটিল ও প্রাথমিক উপায়ে যোগসূত্র কৃত বিবেচনা করল, এবং এক উচ্চতর ক্রম সন্ধান করে নিজের পথে দাঁড়াতে চায়; এভাবে কারো ভাবা উচিত নয় যে আকাঙ্ক্ষা অবদমিত হয়েছে, এমন সাধারণ যুক্তিতে যে যাতে এটি ঘোষিত হয়েছিল সেই আইনটি আকাঙ্ক্ষা ও অভাব উভয়টিকে গঠন করে। যেখানে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, ক্ষমতার সম্পর্ক ইতোমধ্যে সেখানে উপস্থিত: ঘটনার পরে কার্যকর হওয়া অবদমনের জন্য এই সম্পর্ককে অস্বীকার করাটা, তখন এক বিভ্রম হবে; কিন্তু একইভাবে আত্মগর্বও, কোনো আকাঙ্ক্ষার পেছনে প্রশ্ন করে চলে যা ক্ষমতার ধরার বাইরে থাকে।

কিন্তু, এক রকম একগুঁয়ে দ্বিধাজড়িত উপায়ে, আমি কখনও, যদিও আমি সমতুল্য ধারণা নিয়ে কাজ করছিলাম, অবদমন, এবং কখনও আইন, নিষেধাজ্ঞার অথবা সেন্সরশীপ নিয়ে কিছু বলছিলাম। একগুঁয়েমি অথবা অবহেলার মাধ্যমে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সমস্ত কিছু বিবেচনা করতে ব্যর্থ হই যা তাদের তাত্ত্বিক অভিঘাতকে চিহ্নিত করতে পারে। এবং আমি মঞ্জুর করি কেউ আমাকে যথার্থই বলেছেন: ক্ষমতা ইতিবাচক প্রযুক্তির কথা ক্রমাগত উল্লেখ করে, আপনি ডাবল গেম খেলছেন যেখানে সব বিচারেই জিততে চান, দুর্বল অবস্থান নিয়ে আবির্ভূত হয়ে আপনি শত্রুদেরকে দ্বিধান্বিত করে দেন, এবং কেবল অবদমনকে আলোচনা করে, আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চান, ভুলভাবে, যে আপনি নিজেকে আইনের আওতা থেকে মুক্ত হয়েছেন; এবং তবুও আপনি ক্ষমতা-আইন-রূপে নীতির আবশ্যিক ব্যবহারিক পরিণাম গ্রহণ করেছেন, উদাহরণ হিসেবে এই তথ্য যে ক্ষমতার থেকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, যে তা ইতোমধ্যে সর্বদা উপস্থিত, ঐ বস্তুটিই গঠন করছে কেউ যা দিয়ে এর মোকাবেলা করে। ক্ষমতা-অবদমনের ধারণা হিসেবে, আপনি এর সবচেয়ে ভঙ্গুর তাত্ত্বিক উপকরণকে ধরে রেখেছেন, এবং তা একে সমালোচনা করার জন্য: আপনি ক্ষমতা-আইনের ধারণার সবচেয়ে বন্ধ্যা রাজনৈতিক পরিণামকে গ্রহণ করেছেন, তবে কেবল তাকে নিজের ব্যবহারের জন্যই।

এরপরের অনুসন্ধানসমূহ যা কমই 'ক্ষমতা'র এক তত্ত্বের অভিমুখে পরিচালিত হবে বরং ক্ষমতার এক 'বিশ্লেষণে'র দিকে; অর্থাৎ, ক্ষমতার সম্পর্কের দ্বারা গঠিত বিশেষ রাজ্যের সংজ্ঞার্থের দিকে, এবং ঐ সমস্ত উপকরণের দিকে যা এর বিশ্লেষণকে সম্ভব করবে। তবুও, আমার নিকটে মনে হয়, এই বিশ্লেষণ কেবল নির্মিত হবে যদি তা ক্ষমতার কোনো নির্দিষ্ট রেপ্রিজেন্টশন থেকে নিজেকে পুরোপুরি স্বাধীন করে যাকে আমি অভিধা দেব—পরে তা দেখা যাবে কেন—'বিচারগত-সান্দর্ভিক'। এই ধারণাই যা অবদমন এবং আইনের তত্ত্ব উভয় থিমতত্ত্বকে যেমন আকাঙ্ক্ষার গঠনমূলক উপকরণ রূপে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য কথায়, প্রবৃত্তির অবদমনের অভিধায় গঠিত বিশ্লেষণ থেকে আকাঙ্ক্ষার আইনের অভিধায় গঠিত বিশ্লেষণ যার দ্বারা স্বতন্ত্র হয় স্পষ্টত যেভাবে যেন তারা প্রত্যেক চালিকা শক্তির প্রকৃতি ও গতিবিদ্যার ধারণা করতে পারে, সে উপায়ে নয় যাতে তারা ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করে। তারা উভয়েই ক্ষমতার এক সাধারণ রেপ্রিজেন্টেশনের উপর নির্ভর করে যা, এর যে ব্যবহার করা হয় তার উপরে নির্ভর করে এবং আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে যে অবস্থান সে ধারণ করে, দুটি পরস্পর বিপরীত ফলাফল নিয়ে আসে: হয় এক 'স্বাধীনতার,' প্রতিশ্রুতি দেবে, যদি ক্ষমতাকে এমনভাবে দেখা যায় যে আকাঙ্ক্ষার উপর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, অথবা, যদি তা আকাঙ্ক্ষার গঠনমূলক উপাদান হয়, নিশ্চিত করতে: আপনি সবসময়ই-ইতিমধ্যে ফাঁদে পড়েছেন। এছাড়াও, কারো এমন কল্পনা করা উচিত নয় যে এই রেপ্রিজেন্টেশন তাদের পক্ষে অদ্ভুত ধরনের যারা যৌন বিষয়ের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কের সমস্যার বিষয়ে আগ্রহী। বস্তুত তা আরো বেশি সাধারণ; ক্ষমতার রাজনৈতিক বিশ্লেষণে কেউ ঘন ঘন এর মুখোমুখি হয়, এবং তা পশ্চিমের ইতিহাসে গভীরভাবে শেকড় ছড়িয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি নিচে দেওয়া হলো :

—নেতিবাচক সম্পর্ক। এ কখনই ক্ষমতা ও যৌন বিষয়ের মাঝে এমন কোনো সংযোগ স্থাপন করে না যা নেতিসূচক নয়: প্রত্যাখ্যান, বর্জন, অস্বীকৃতি, প্রতিরোধ, গোপন, বা মুখোশ আঁটা। যেখানে যৌন বিষয় ও সুখ বিবেচ্য থাকে, কেবল তাকে না বলা ব্যতীত ক্ষমতা কিছুই 'করতে' পারে না; এ যা উৎপন্ন করে, যদি কিছু করে, তা হলো অনুপস্থিতি ও ফারাক; এ উপকরণকে উপেক্ষা করে, অনবচ্ছিন্নতাকে চালু করে, যা যুক্ত তাকে পৃথক করে, এবং সীমানাকে চিহ্নিত করে। এর প্রভাব সীমা ও দুর্বলতার সাধারণ আকার গ্রহণ করে।

—নিয়মের গুরুত্ব দান। ক্ষমতা হলো আবশ্যিকভাবে যা এর আইনকে যৌন বিষয়ে ডিকটেট করে। এর দ্বারা বোঝায় যে প্রথমে যৌন বিষয় ক্ষমতার দ্বারা এক বাইনারি সিস্টেমে স্থাপিত হয়: বৈধ ও অবৈধ, অনুমোদিত ও বেআইনি। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা যৌন বিষয়ের জন্য এক 'শৃংখলা'র সুপারিশ করে যা একই সঙ্গে বুদ্ধিগ্রাহ্যতার এক আকার হিসেবেও কার্যকর হয়: যৌন বিষয়কে আইনের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে পাঠোদ্ধার করতে হয়। এবং চূড়ান্তভাবে, ক্ষমতা নিয়মটিকে স্থাপন করে ক্রিয়া করে: যৌন বিষয়ের উপর ভাষার মাধ্যমে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়, বা বরং তার ক্রিয়ার মাধ্যমে সন্দর্ভ যা সৃষ্টি করে, ঐ তথ্য থেকে যে তা উচ্চারিত হয়, এক আইনের নিয়ম। এ কথা বলে, এবং তাই হলো আইন। এই ক্ষমতার শুদ্ধ আকার এর আইন প্রণেতার কাজের মাঝে বাস করে; এবং যৌন বিচারে এর কাজের ভঙ্গি হলো এক বিচারিক-সান্দর্ভিক বৈশিষ্ট্যের।

—নিষিদ্ধতার চক্র: তুমি কাছে যাবে না, তুমি ছোঁবে না, তুমি ভোগ করবে না, তুমি সুখের অভিজ্ঞতা নেবে না, তুমি কথা বলবে না, নিজেকে দেখাবে না তুমি; শেষ মেষ তুমি অস্তিত্ব বজায় রাখবে না, কেবল অন্ধকার ও গোপনীয়তায় ছাড়া। যৌন বিষয়ে ব্যবহার করতে, ক্ষমতা নিষিদ্ধতার আইন ছাড়া আর কিছুই খাটায় না। তার লক্ষ্যবস্তু হলো: যে যৌন বিষয় নিজেই নিজেকে বর্জন করে। এর আয়ুধ: শাস্তির ভয় যা যৌন বিষয়ে অবদমন ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেকে পরিহার করা বা অবদমিত হবার শাস্তি ভোগ কর; কখনও যদি না অদৃশ্য হতে চাও আবির্ভূত হয়ো। একমাত্র তোমার বাতিলকরণের মূল্যের বিনিময়ে তোমার অস্তিত্ব রক্ষিত হবে। ক্ষমতা যৌন বিষয়কে কেবল এক ট্যাবুর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে যা দুটি অনস্তিত্বের মাঝে বিকল্প রূপে খেলা করে।

—সেন্সরশীপের যুক্তিবিদ্যা। এই নিষেধাজ্ঞা তিনটে আকার নেয় বলে মনে করা হয়: এই প্রতিষ্ঠা করে যে এমন জিনিষ অনুমোদিত নয়, একে বলার থেকে বিরত রেখে, এর অস্তিত্ব রয়েছে তা অস্বীকার করে। এই আকার গুলোর সমঝোতা করা শক্ত। কিন্তু এখানে কেউ কল্পনা করতে পারে এক ধরনের যৌক্তিক পরম্পরা রয়েছে যা সেন্সরশীপের ক্রিয়াবিধিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে: এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্বহীনের, অবৈধের এবং অপ্রকাশ্যের সঙ্গে এমনভাবে যোগসূত্র স্থাপন করে যে প্রত্যেকটি এক সময়ে অপরের নীতি এবং প্রভাবও: কারও নিষিদ্ধ এমন কিছু নিয়ে কথা বলা উচিত নয় যতক্ষণ না তা বাস্তবতায় রদ হয়, যা অস্তিত্বহীন তার নিজেকে প্রদর্শনের কোনো অধিকার নেই, এমনকি বাচনের শৃংখলাতেও যেখানে এর অনস্তিত্ব ঘোষিত হয়; এবং কেউ যার সম্পর্কে অবশ্যই নীরব থাকবে বাস্তবতা থেকে নিশ্চিহ্ন হবে যেখানে সমস্ত কিছুর উপরে তা ট্যাবুকৃত। ক্ষমতার যুক্তিশাস্ত্র যৌন বিষয়ের উপর যার প্রয়োগ ঘটে তা এক আইনের কূটাভাসপূর্ণ যুক্তিশাস্ত্র যাকে অনস্তিত্ব, অব্যাক্তেয়, এবং নৈঃশব্দ্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞা হিসেবে প্রকাশ করা চলে।

—যন্ত্রের ঐক্যস্বভাব। যৌন বিষয়ের উপরে ক্ষমতা সকল স্তরে একইভাবে ক্রিয়াকলাপ করে। এর সার্বিক সিদ্ধান্তে এবং তার অতিসূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের অবিকলে, উপর থেকে নিচে, এ যার উপর নির্ভর করে তার উপকরণ বা প্রতিষ্ঠান যাই হোক, এক ঐক্যপূর্ণ ও সর্বব্যাপ্ত ধরনে ক্রিয়া করে; আইন, ট্যাবু এবং সেন্সরশীপের সরল ও পুনরুৎপাদিত ক্রিয়াবিধির অনুসারে এ পরিচালিত হয়: রাষ্ট্র থেকে পরিবারে, রাজপুত্র থেকে পিতা, ট্রাইবুনাল হতে দৈনন্দিনের দণ্ডদানের ক্ষুদ্র পরিবর্তনে, সামাজিক প্রাধান্য বিস্তারের এজেন্সি থেকে যে কাঠামোতে বিষয়ীকে নিজেকে গঠন করে, কেউ ক্ষমতার এক সাধারণ আকার খুঁজে পায়, কেবল তা মাত্রায় ভিন্ন হয়। এই আকার হলো সীমালঙ্ঘন ও শাস্তিদানের আইন, এর সঙ্গে বৈধ ও অবৈধের আন্তঃক্রীড়া। হয় কেউ তাতে রাজপুত্রের আকার আরোপ করে যে আইনগুলোকে সূত্রবদ্ধ করে, পিতার যে নিষেধ করে, সেন্সরের যে নৈঃশব্দ্যকে তীব্র করে, বা সেই প্রভু যিনি আইনটি উচ্চারণ করেন, যেভাবে হোক ক্ষমতাকে কেউ এক বিচারিক আকারে ছকযুক্ত করে, এবং যে আনুগত্য হিসেবে এর প্রভাবকে নির্ধারণ করে। আইন রূপে এক ক্ষমতার মুখোমুখি হয়ে, যে বিষয়ী নির্মিত হয়েছে বিষয়ী হিসেবে—যিনি অধীনস্থ—হলো সেই যে মেনে চলে। এই সমস্ত বিভিন্ন দৃষ্টান্তে ক্ষমতার আকার গত সমসত্ত্ব স্বভাব দিয়ে সমর্পণের সাধারণ আকারের সঙ্গে সাড়া দেয় হলো সেই যে এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—প্রশ্নাধীন ইন্ডিভিজুয়াল হোক সম্রাটের বিরুদ্ধে বিষয়ী, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিক, পিতামাতার বিপক্ষে শিশু, শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিষ্য। এক দিকে আইন প্রণয়নী ক্ষমতা, এবং অন্য পাশে রয়েছে বাধ্য প্রজা।

উভয় সাধারণ থিমে নিহিত যে ক্ষমতা যৌন বিষয়কে অবদমন করে এবং এই ধারণা যে আইন আকাঙ্ক্ষাকে গঠন করে, কেউ ক্ষমতার অভিন্ন অনুমিত ক্রিয়াবিধির মুখোমুখি হয়। এক আশ্চর্য নিয়ন্ত্রিত উপায়ে তা নির্ধারিত হয়.তাতে, শুরু করার জন্য, এই ক্ষমতা সম্পদের বিচারে দরিদ্র, এর পদ্ধতিতে মিতব্যয়ী,এর প্রযুক্ত কৌশলে একঘেয়ে, উদ্ভাবন করতে অসমর্থ, এবং মনে হবে এর নিজেকে পুনরাবৃত্ত করতে ধ্বংস প্রায়। এ ছাড়াও, এ সেই শক্তি যার কেবল নেতিসূচক শক্তি রয়েছে এর নিজের উপরে, না বলার এক ক্ষমতা; কোনো অবস্থাতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপাদন নয়, কেবল সীমা স্থাপনে সমর্থ, এ হলো মূলত পাল্টা শক্তি। এই হলো তার কার্যকরতার কূটাভাস: এ কোনো কিছু করায় অসমর্থ হোক, একমাত্র উল্লেখ করা যে কোনো কিছু করার অসমর্থ হোক এ প্রাধান্য রাখে, কেবল যা এই ক্ষমতা করতে অনুমোদন করে। এবং চূড়ান্তভাবে, এ এমন এক ক্ষমতা যার মডেল আবশ্যিকভাবে বিচারিক, কেন্দ্র হয়ে আছে আইনের মন্তব্যের চেয়ে এবং ট্যাবুর কার্যক্রমের চেয়ে অধিক কোনো কিছুর প্রতি নয়। প্রাধান্য বিস্তার, অধীনতা, এবং সমর্পণের সমস্ত মর্জি শেষ পর্যন্ত আনুগত্যের এক প্রভাবের ফলে হ্রাস পায়।

কেন ক্ষমতার এই বিচারিক ধারণা, যা এর জন্য উৎপাদনমূলক কার্যকরতাকে তৈরি করে যেভাবে সমস্ত কিছুকে অবহেলা করে সম্পৃক্ত হয়, এর কৌশলগত ঐশ্বর্যময়তাকে, এর ইতিবাচকতাকে, এত উপস্থিত মত গৃহীত করে? আমাদের ন্যায় এক সমাজে, যেখানে ক্ষমতার উপকরণ এত অসংখ্য, এর কৃত্যসমূহ এমন দৃশ্যময়, এবং শেষ পর্যন্ত এর যন্ত্রসমূহ এতটা নির্ভরযোগ্য, এই সমাজে তা আরো কল্পনামূলক হয়ে উঠেছে, সম্ভবত, যে কোনো অপরটির চেয়ে ক্ষমতার সন্দেহজনক ও নমনীয় যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করে, কেবল ব্যতিক্রমি নিষেধাজ্ঞার নেতিবাচক ও মুক্ত আকারের ক্ষেত্রে যা এই প্রবণতার দ্বারা শেষোক্তকে শনাক্ত না করাকে ব্যাখ্যা করে? কেন নিছক নিষিদ্ধের আইনে ক্ষমতার এই বিস্তার হ্রাস পেল?

আমাকে এক সাধারণ ও কৌশলগত কারণ তুলে ধরতে দিন যা স্ব প্রমাণিত মনে হবে: ক্ষমতা কেবল এই শর্তেই সহনীয় যে তা নিজের এক শক্ত অংশকে মুখচ্ছদ পরায়। এর সাফল্য তার নিজের ক্রিয়াবিধিকে লুকোতে পারার সাফল্যের সঙ্গে আনুপাতিক। যদি তা পুরোপুরি সিনিক্যাল হত তবে কি ক্ষমতা গৃহীত হত? এর জন্য, গোপনীয়তা কোনো অপব্যবহারের প্রকৃতি নয়; এ তার কার্য সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য। কেবল এ জন্য নয় যে ক্ষমতা তাদের উপরে গোপনীয়তা আরোপ করে যাতে তা প্রাধান্য বিস্তার করে, কারণ এজন্য যে তা পরেরটির মতই অপরিহার্য: তারা হয়ত একে গ্রহণ করত যদি তাকে সীমা স্থাপিত তাদের আকাঙ্ক্ষার রূপে না দেখত, স্বাধীনতার পরিমাপকে ছেড়ে—যত সামান্য হোক—অক্ষুণ্ন রূপে? স্বাধীনতার উপরে শুদ্ধ সীমা হিসেবে ক্ষমতা, অন্তত আমাদের সমাজে, হলো এর গ্রহণযোগ্যতার সাধারণ আকার।

এখানে, সম্ভবত, এর জন্য একটা ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। মধ্যযুগে ক্ষমতার যে বিরাট প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়েছে—সাম্রাজ্য, রাষ্ট্র তার যন্ত্র সহ—তা পূর্বেকার ক্ষমতার বহু সংখ্যকের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, এবং কতকটা পরিমাণে তাদের বিপক্ষতা করে: ঘন, আবদ্ধ, বিবদমান ক্ষমতাসমূহ, ভূমির উপরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনের সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতা, অস্ত্রের মালিকানা, দাস রাজ্য, আংশিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্রীতদাস প্রথা। যদি এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিজেদেরকে প্রতিরোপণ করতে পারত, যদি, এক গোটা সিরিজের কৌশলগত আত্মীয়বন্ধনের থেকে লাভবান হয়ে, তারা স্বীকৃতি পাবার সমর্থ হত, এর কারণ তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচার, ও চিহ্নিতকরণের এজেন্সি রূপে উপস্থাপন করেছে, এই সমস্ত ক্ষমতার মাঝে শৃংখলা প্রবর্তনের রূপে, এক নীতি প্রতিষ্ঠা করে যা তাদেরকে প্রভাবিত করত এবং সীমানা রূপে বন্টন করত এবং এক স্থির থাকবন্দিত্ব রূপে। সংঘাতময় শক্তির এক অসংখ্যের মুখোমুখি হয়ে, ক্ষমতার এই বিরাট আকার এক অধিকারের নীতি রূপে কাজ করে যা সমস্ত বিষম দাবিকে লঙ্ঘন করে, এক একক শাসন আমল গড়ে তুলে ত্রয়ী পার্থক্যকে ব্যক্ত করে, এর অভিলাষকে আইনের সঙ্গে একাত্ম করে, এবং নিষেধাজ্ঞা ও অনুমোদনের কৌশলের মধ্য দিয়ে কার্য সম্পাদন করে। এই আমলের শ্লোগান হলো, *প্যাক্স এ জুস্তিয়া*, এর সঙ্গে যে ভূমিকাতে তা দাবি রেখেছে তা রক্ষা করে, সামন্ত বা ব্যক্তিগত যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করে শান্তি স্থাপন করে, এবং ব্যক্তিগত আইনি মীমাংসাকে রূদ্ধ করে ন্যায়বিচারকে। সন্দেহ নেই এই বিরাট সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের বিকাশে এক শুদ্ধ ও সরল বিচারিক অট্টালিকার চেয়ে অধিক আরও কিছু রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার ভাষা এমনই ছিল যে, এর নিজের যে রেপ্রিজেন্টেশন দিয়েছিল, এবং মধ্যযুগে গঠিত সমস্ত পাবলিক আইনের যত তত্ত্ব, বা রোমান আইন থেকে পুনর্গঠিত হয়েছিল, এই তথ্যের সাক্ষ্য বহন করে। আইন নিছক এক সাধারণ অস্ত্র নয় সম্রাটগণ যাকে কাজে লাগিয়েছেন; এ হলো সাম্রাজ্যের সিস্টেমের ব্যক্তকরণের মর্জি এবং তার গ্রহণযোগ্যতার আকার। মধ্যযুগ থেকে পাশ্চাত্য সমাজে, ক্ষমতার অনুশীলন সব সময়ই আইনের অভিধায় সূত্রায়িত হয়েছে।

অতীতে আঠারো বা উনিশ শতক পর্যন্ত আমাদের নিকট পরিচিত এক ট্রাডিশন যাতে আইন অমান্যকারীর দিকেই পরম সাম্রাজ্যের ক্ষমতা থাকে: যথেচ্ছতা, অপব্যবহার, খেয়াল, ইচ্ছামাফিক, সুবিধা ও ব্যতিক্রম, পরিমার্জিত তথ্যের ট্রাডিশনগত ধারাবাহিকতা। কিন্তু তাতে প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যের এক মৌলিক ঐতিহাসিক লক্ষণকে উপেক্ষা করা হয়: তারা আইনের সিস্টেম রূপেই গঠিত, তারা নিজেদেরকে আইনের তত্ত্বের দ্বারাই প্রকাশ করেছে, এবং তারা তাদের ক্ষমতার ক্রিয়াবিধিকে আইনের আকারে কার্যকর করেছে। ফরাসি সাম্রাজ্য সম্পর্কে বোল্যোইভিলিয়ের এর পুরোনো নিন্দা নির্দেশ করেছে—যে এবং অভিজাততন্ত্রকে পতন ঘটাতে তারা আইন ও বিচারকদেরকে ব্যবহার করে অধিকারকে তাড়িয়ে দিয়েছে—তা মূলত তথ্যের দ্বারা সতর্কীকৃত করল। সাম্রাজ্যের ও তার প্রতিষ্ঠানের বিকাশের মাধ্যমে এই বিচারিক-রাজনৈতিক মাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কোনোভাবেই ঐ ধরনকে বর্ণনার জন্য পর্যাপ্ত নয় যাতে ক্ষমতা ছিল এবং তার ক্রিয়াকলাপ হত, বরং এ হলো বিধি যার অনুসারে ক্ষমতা নিজেকে উপস্থিত ও সুপারিশ করত যে আমরা যার ধারণা করেছি। সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিচারিক-রাজনৈতিক সন্দর্ভের দ্বারা হাতে হাত ধরে ক্ষমতার তথ্য ও পদ্ধতিকে আবৃত করে রেখেছে।

তবুও, বিচারিক পরিমণ্ডলকে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠান থেকে বিযুক্ত করতে ঐ সমস্ত উদ্যোগ সত্ত্বেও যা করা হয়েছিল, ক্ষমতার রেপ্রিজেন্টেশন এই সিস্টেমে ধরা পড়া অবস্থায় ছিল। নিচের উদাহরণ দুটোকে বিবেচনা করুন। উনিশ শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠান তেমনভাবে বিচারিক-সাম্রাজ্যগত পরিমণ্ডলের বিপক্ষে নির্দেশিত ছিল না, বরং তা এক শুদ্ধ ও প্রবল বিচারিক সিস্টেমের পক্ষেই তৈরি ছিল যাতে ক্ষমতার সমস্ত ক্রিয়াবিধি, কোনো অতিরেক বা অনিয়ম ছাড়াই, সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মানিয়ে চলতে পারত যা, এর নিজের দাবিকে খারিজ না করেই, ধারাবাহিকভাবে আইনি কাঠামোকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং নিজেকে আইনের উপরে স্থান দিয়েছিল। অতএব রাজনৈতিক সমালোচনা, সমস্ত বিচারিক চিন্তা যা সাম্রাজ্যের বিকাশের সঙ্গী ছিল, শেষোক্তটিকে নিন্দা করার জন্য এর সুবিধা ভোগ করেছিল; কিন্তু ঐ নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি যা আইনকে ক্ষমতার প্রকৃত আকার রূপে ধারণ করে রেখেছিল, এবং যে ক্ষমতা সব সময়ই আইনের আকারে প্রযুক্ত হয়েছিল। উনিশ শতকে এসে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অপর ধরনের সমালোচনা দেখা দিল, আরো বেশি র‍্যাডিক্যাল সমালোচনা যাতে তা বিবেচনা করল এই দেখাতে কেবল নয় যে প্রকৃত ক্ষমতা বিচারের আইনকে এড়িয়ে যায়, বরং আইনি সিস্টেম নিজে ছিল নিছক সহিংসতা ফলানোর উপায়, এবং সাধারণ আইনের ছদ্মবেশে শাসনের অসমতা ও অবিচারকে খাজে খাটানোর। কিন্তু এক আইনের ক্রিটিক এখনও এই অনুমানে বাহিত ছিল যে, আদর্শগত ও প্রকৃতিগত, ক্ষমতাকে অবশ্যই এক মৌলিক আইনগত অনুসারে অনুশীলন করতে হবে।

নিচে, কালপর্বে ও লক্ষ্যের মাঝে প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, ক্ষমতার রেপ্রিজেন্টেশন সাম্রাজ্যের ঘোরের অধীনে রয়ে গেছে। রাজনৈতিক চিন্তা ও বিশ্লেষণে, আমরা এখনো কোনো রাজার মস্তক ছেদন করি না। তবুও ক্ষমতার তত্ত্ব যে গুরুত্ব প্রদান করে অধিকার ও সহিংসতার সমস্যার উপরে, আইন ও অবৈধতা, স্বাধীনতা ও অভিলাষ, এবং বিশেষ করে রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব (এমনকি শেষোক্তটি যতদূর সম্ভব প্রশ্নের সম্মুখীন হয় যেন তা সমষ্টিগত সত্তায় ব্যক্তিত্বকৃত হয়েছিল এবং কোনোভাবে তা এক সার্বভৌম ইন্ডিভিজুয়াল নয়)। এই সমস্ত সমস্যার ভিত্তিতে ক্ষমতার ধারণা করা হলো ঐতিহাসিক আকারের অভিধায় ধারণা করা যা হলো আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ: বিচারিক সাম্রাজ্য। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যদিও ক্ষণস্থায়ী। কারণ যেহেতু এর অনেক আকারই বর্তমানে টিকে রয়েছে, এ ক্রমশ ক্ষমতার নতুন ক্রিয়াবিধির দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল যাকে সম্ভবত আইনের রেপ্রিজেন্টেশনে হ্রাসকরা সম্ভব নয়। যেভাবে আমরা দেখব, এ সমস্ত ক্ষমতার ক্রিয়াবিধি গুলো, অন্তত অংশত, যেসব, আঠারো শতকে সূচিত হয়ে, মানুষের অস্তিত্বের দায়িত্ব নিয়েছে, জীবন্ত দেহ হিসেবে মানুষের। এবং যদি তা সত্য হয় বিচারিক সিস্টেম রেপ্রেজেন্টশনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, এক অফুরন্ত উপায়ের অজুহাত, প্রাথমিকভাবে অবরোহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এক ক্ষমতা টিকে ছিল, এ চরমভাবেই ক্ষমতার নতুন পদ্ধতির সঙ্গে পরিকল্পিত ছিল যাদের কার্য পরিচালনা নিশ্চিত করা ছিল অধিকার দ্বারা নয় বরং কৌশল দ্বারা, আইন দ্বারা নয় বরং স্বাভাবিকীকরণ দ্বারা, শাস্তির দ্বারা নয় বরং নিয়ন্ত্রণের দ্বারা, যে পদ্ধতি সমূহ সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তরে ও আকারে ব্যবহৃত ছিল যা রাষ্ট্র এবং তার যন্ত্রকে ছাড়িয়ে যায়। আমরা শতাব্দির পর শতাব্দি জুড়ে এমন এক ধরনের সমাজে নিযুক্ত যেখানে ক্রমবর্ধমান হারে বিচারিক ক্ষমতাকে বিধিবদ্ধ করতে অসামর্থ্য, এর রেপ্রিজেন্টেশনের সিস্টেম রূপে খাটতে। আমাদের ঐতিহাসিক ঢালের মাত্রা আইনের শাসন থেকে আরো দূরে নিয়ে যায় এবং আরো দূরে সরিয়ে দেয় যা ইতোমধ্যে অতীতে সরে যেতে শুরু করল এমন এক সময়ে যখন ফরাসি বিপ্লব এবং সংবিধান ও বিধিবদ্ধ নিয়মের সহযাত্রী যুগ যেন এমন ভবিষ্যতের জন্য নির্ধারিত যা মনে হয় হাতের নাগালে এসে পড়েছে।

এই বিচারিক রেপ্রিজেন্টেশন যা এখনও ক্ষমতার থেকে যৌন বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে অধুনা বিশ্লেষণ সমূহে সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু সমস্যা কিন্তু এ জানার নয় যে ডিজায়ার বা আকাঙ্ক্ষা কি ক্ষমতার প্রতি অচেনা, নাকি তা আইনের পূর্বগামী যেভাবে কেসটিকে প্রায়শ ভাবা হয়, যখন এ আইন নয় বরং তাকে এর গঠনকারী বলে ধারণা করা হয়। এই প্রশ্নটি প্রসঙ্গের বাইরে। আকাঙ্ক্ষা এটি বা ওটি যাই হোক, যে কোনো কেসে কেউ এর সম্পর্কে ক্ষমতার সম্পর্ক অনুসারে ধারণায় অব্যাহত থাকে যা সব সময় বিচারিক এবং সান্দর্ভিক, এক ক্ষমতা যার কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ রয়েছে আইনের স্পষ্ট ঘোষণার মধ্যে। কেউ ক্ষমতা-আইনের নির্দিষ্ট ইমেজের মাঝে যুক্ত থাকে, ক্ষমতা—সার্বভৌমত্বের, অধিকার ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠানের তাত্ত্বিকদের দ্বারা যা চিহ্নিত হয়েছিল। এই ইমেজ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই ভেঙ্গে মুক্ত হতে হবে, যে, আইন ও সার্বভৌমত্বের তাত্ত্বিক সুবিধা থেকে, যদি আমরা ক্ষমতাকে এর কার্যক্রমের বিমূর্ত ও ঐতিহাসিক ফ্রেমওয়র্কের মধ্যে বিশ্লেষণ করর ইচ্ছা পোষণ করি। আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমতার এক বিশ্লেষণকে নির্মাণ করতে হবে যা কখনই আইনকে কোনো মডেল বা সংকেত রূপে গ্রহণ করেনি।

যৌনতার ইতিহাস, অথবা বরং এই অধ্যয়নের সিরিজ সমূহ ক্ষমতা ও যৌন বিষয়ের সন্দর্ভের মাঝে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে যা বিবেচনা করে, তা হলো, আমি উপলব্ধি করি, এক চক্রাকার প্রকল্প যে এতে দুটো উদ্যোগ সম্পৃক্ত রয়েছে যাতে একে অপরের পেছনে উল্লেখ করে। ক্ষমতার বিচারিক ও নেতিবাচক রেপ্রিজেন্টশন থেকে আমাদেরকে নিজেদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে, এবং একে আইন, নিষেধ, স্বাধীনতা, ও সার্বভৌমত্বের অভিধায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু তখন কীভাবে বিশ্লেষণ করব—মনে হবে যেন আমাদের জীবনে ও শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা—তথা যৌন বিষয় নিয়ে এখনকার ইতিহাসে এই সব বিষয়ের সুবাদে যা ঘটছে? কীভাবে, যদি নিষিদ্ধ ও রুদ্ধ না করে করতে হয়, ক্ষমতা এতে প্রবেশাধিকার পাবে? কোন ক্রিয়াবিধি, বা কৌশলে, বা উপকরণে? বরং আমরা পালাক্রমে ধরে নেই যে এক ধরনের সতর্ক যাচাই দেখাবে যে আধুনিক সমাজে ক্ষমতা কার্যত আইন ও সার্বভৌমত্বের পথ ধরে শাসন করে না; বরং ধরা যাক, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ যৌনতার এক যথার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রযুক্তি'কে উন্মুক্ত করে, যেটি আরো বেশি জটিল এবং সর্বোপরি আরো বেশি ইতিবাচক তার তুলনায় এক 'প্রতিরোধ' এর নিছক প্রভাব যতটা পারে; ঘটনাটি এই হওয়ায়, তাই এই উদহারণ কি—যাকে কেবল সুবিধাপ্রাপ্ত একটি হিসেবে বিবেচনা করা চলে, যেহেতু ক্ষমতা এই দৃষ্টান্তে মনে হবে, যে কোনো স্থানের চেয়ে, নিষিদ্ধ রূপে ক্রিয়া করার—ক্ষমতাকে বিশ্লেষণের নীতি আবিষ্কার করতে কাউকে বাধ্য করে না যা অধিকার ও আইনের আকার থেকে উদ্ভূত হয়নি? তবুও এ হলো ক্ষমতার ভিন্ন তত্ত্বের সূচনা করে ঐতিহাসিক পাঠোদ্ধার এর ভিন্ন জাল গঠনের প্রশ্ন, এবং একই সময়ে, গোটা ঐতিহাসিক উপাদানের নিবিড় পরীক্ষার মাধ্যমে একটু একটু করে সামনে অগ্রসর হয়ে ক্ষমতার এক ভিন্ন ধারণার দিকে যাওয়ার। একই সময়ে আমাদেরকে যৌন বিষয়কে আইন ছাড়াই ধারণা করতে হবে, এবং ক্ষমতা ছাড়া রাজাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দুই

পদ্ধতি

যেখানে যৌন বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করা হলো লক্ষ্যবস্তু, অবদমন বা আইনের অভিধায় নয়, বরং ক্ষমতার অভিধায়। কিন্তু ক্ষমতা কথাটি একাধিক ভুল বোঝাবুঝিতে উপনীত হতে দক্ষ—তার প্রকৃতি, এর আকার, এবং এর একত্ব অনুসারে ভুল বোঝাবুঝি। ক্ষমতা দিয়ে, আমি প্রতিষ্ঠান ও ক্রিয়াবিধির কোনো গুচ্ছকে বোঝাচ্ছি না যা একটা প্রদত্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের পরবশতাকে নিশ্চিত করে। ক্ষমতা দ্বারা তাও বোঝাচ্ছি না, সহিংসতার তুলনায় এক অধীনস্থতার মর্জিকে যার নিয়মের আকার রয়েছে। চূড়ান্তভাবে, এক প্রাধান্য বিস্তারের সিস্টেমও যা আমার মনের মধ্যে নেই এক গোষ্ঠী যা অপরের উপর কার্যকর করে, এক সিস্টেম যার প্রভাব, ক্রমাগত বিচ্যুতির মাধ্যমে, সমগ্র সামাজিক শরীরে এড়িয়ে যায়। ক্ষমতার অভিধায় করা কোনো বিশ্লেষণ, অবশ্যই আন্দাজ করবে না যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, আইনের আকার, বা এক প্রাধান্যের সার্বিক একত্বকে সূচনাতেই দেওয়া হয়েছে; বরং এসব কেবল ক্ষমতার নেওয়া অন্তিম আকার। আমার মনে হয় ক্ষমতাকে অবশ্যই প্রথম উদাহরণেই শক্তিসম্পর্কের সংখ্যার বৃদ্ধি হিসেবে উপলব্ধ করতে হবে ঐ পরিমণ্ডলে সহজাত যাতে তারা কার্যকর হয় এবং যা তাদের নিজের সংগঠনকে গড়ে তোলে; পদ্ধতি রূপে যাতে, অর্থহীন সংগ্রাম এবং সংঘাতের মাঝে, রূপান্তর, দৃঢ়করণ, বা উল্টে দেয়; যেভাবে এই সমস্ত শক্তি সম্পর্ক একে অন্যের মধ্যে সমর্থন খুঁজে পায়, যেভাবে একটা শৃংখল বা এক সিস্টেম গড়ে, অথবা বরং উল্টোভাবে, বিযুক্তি ও পরস্পরবিরুদ্ধতা যা তাদের এককে অন্যের চেয়ে বিচ্ছিন্ন করে, এবং শেষমেষ, যেভাবে কর্মপরিকল্পনাতে তারা কার্যকর হয়, রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যে যার সাধারণ নকশা বা প্রাতিষ্ঠানিক কেলাসন ধারণ করা থাকে, আইনের সূত্রায়নের মধ্যে, বিভিন্ন সামাজিক হেজিমনিতে। ক্ষমতার সম্ভাব্যতার শর্ত, বা যে কোনোভাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি যা কাউকে এর অনুশীলনকে উপলব্ধি করতে অনুমোদন করে, এমনকি এর আরো 'প্রান্তিক' প্রভাবে, এবং যা তাকে আরো এর ক্রিয়াবিধিকে সামাজিক শৃংখলার বৌদ্ধিকতার ঝাঝরি রূপে ব্যবহার করতে সম্ভব করে, অবশ্যই তাকে কেন্দ্র বিন্দুর প্রাথমিক অস্তিত্বের মাঝে সন্ধান করা যাবে না, সার্বভৌমত্বের একক উৎসের মাঝে যার থেকে গৌণ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকারী আকারসমূহ জীবন্ত হবে: এ হলো শক্তির সম্পর্কের গতিশীল উপস্তর যা, তাদের অসমতার গুণে, ক্রমাগত ক্ষমতার অবস্থার জন্ম দেয়, কিন্তু পরবর্তীটি সব সময়ই স্থানিক ও অস্থিতিশীল। ক্ষমতার সর্বযামিত্ব: এ কারণে নয় যে তার অপ্রতিরোধ্য একত্বের অধীনে সব কিছুকে ঘনীভূত করার তার সুবিধা রয়েছে, কারণ তা এক মুহূর্ত থেকে পরবর্তীতে উৎপন্ন হয়েছে, প্রত্যেক বিন্দুতে, বা বরং এক থেকে অপরের প্রত্যেক সম্পর্কে। ক্ষমতা সর্বত্র, কারণ তা সব কিছুকে আলিঙ্গন করে না, বরং সবখান থেকে তা আসে। এবং 'ক্ষমতা', যতদূর, স্থায়ী, পুনরাবৃত্ত, গতিহীন এবং স্ব-উৎপাদনক্ষম, সরলভাবে সার্বিক প্রভাব যা এই সমস্ত গতিশীলতা থেকে উদ্ভূত হয়, একত্রীকরণ যা এদের সকলের উপর নির্ভর করে রয়েছে এবং পালাক্রমে তাদের গতিশীলতাকে বন্দি করতে চায়। কারো নমিনালিস্টিক হবার প্রয়োজন হয়, নিঃসন্দেহে: ক্ষমতা কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, এবং কোনো কাঠামোও নয়, না এটি কোনো নির্দিষ্ট শক্তি যা আমাদেরকে অর্পণ করা হয়েছে, এ হলো একটা নাম যাকে কেউ কোনো বিশেষ সমাজে জটিল কৌশলগত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে আরোপ করে থাকে।

আমরা কি তাহলে এই অভিব্যক্তিকে ঘুরিয়ে দেখব, এবং বলব যে রাজনীতি হলো যুদ্ধ যাকে অন্য উপায় দ্বারা ধাওয়া করা হয়? যদি আমরা এখনও যুদ্ধ ও রাজনীতির মাঝে একটা প্রভেদ রক্ষা করতে চাই, সম্ভবত আমরা বরং এর চেয়ে পরতোসিদ্ধ টানব যে এই শক্তির সংখ্যাবৃদ্ধিকে বিধিবদ্ধ করা চলে—অংশত কিন্তু সম্পূর্ণ কখনো নয়—হয় 'যুদ্ধে'র আকারে, বা 'রাজনীতি'র আকারে; তাতে দুটি ভিন্ন কৌশল নিহিত রয়েছে (কিন্তু তার একটি সব সময় আরেকটিতে সরে যেতে বাধ্য) এই ভারসাম্যহীন, বিষম, অস্থিতিশীল, এবং তীব্র শক্তি সম্পর্ককে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য।

আলোচনার এই পথ ধরে আমরা কয়েকটি প্রতিপাদ্যে পৌঁছুতে পারি:

—ক্ষমতা এমন কিছু নয় যাকে অর্জন করা যাবে, দখল করা যাবে, বা শরীক হওয়া যাবে, এমন কিছু যা কেউ ধারণ করে যাতে বা পিছলে যেতে দিতে পারে, অগণিত পয়েন্ট থেকে ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়, সমান-অধিকারবাদী নয় এবং গতিশীল সম্পর্কের আন্তঃক্রীড়ার মাধ্যমে।

— ক্ষমতার সম্পর্ক অন্য ধরনের সম্পর্কের (অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, জ্ঞানের সম্পর্ক, যৌনগত সম্পর্ক) বিচারে বাহ্যিকতার ধরনের নয়, বরং পরেরটিতে জীবন্ত হয়: তারা হলো বিভাজন, অনৈক্য ও ভারসাম্যহীনতার তাৎক্ষণিক প্রভাব যা পরেরটিতে দেখা দেয়, এবং উল্টোভাবে তারা হলো এই পৃথকনতার আন্তর শর্ত; ক্ষমতার সম্পর্ক অধিকাঠামোগত অবস্থায় নয়, নিষিদ্ধতা বা সঙ্গী হবার নিছক ভূমিকা সহ; তাদের সরাসরি উৎপাদনমুখী ভূমিকা রয়েছে, যেখানেই তার ক্রীড়া ঘটুক।

—ক্ষমতা নিচ থেকে আসে: অর্থাৎ, ক্ষমতা সম্পর্কের গোড়ায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনো বাইনারি ও সর্বব্যাপ্ত বৈপরীত্য নেই, এবং সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গর্ভাশয় রূপে কাজ করে—উপর থেকে নিচে কোনো এমন কোনো দ্বৈততার প্রসারণ নেই এবং আরো ও আরো বেশি সমাজিক দেহের খুবই গভীরে সীমিত গোষ্ঠীর উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। কেউ অবশ্য মনে করবে শক্তির বহুবঙ্কিম সম্পর্ক বরং উৎপাদনের ক্রিয়াবিধি, পরিবারে, সীমিত গোষ্ঠীতে, এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আকার নেয় ও ক্রীড়া করে, তারা হলো বহু বিস্তৃত ফাটলের ভিত্তি যা সামাজিক দেহের সমগ্রে চালিত হয়। এসমস্ত তখন শক্তির এক সাধারণ পথ তৈরি করে যা স্থানিক বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে এবং একত্রে যুক্ত করে; নিশ্চিত রূপে, তারা পুনর্বন্টনকে আনে, পুনর্বিন্যাসকে, সমসত্ত্বকরণকে, ধারাবাহিক বিন্যাসকে, এবং শক্তির সম্পর্কে রূপান্তরকে। প্রধান প্রাধান্যগুলো হেজেমনিগত প্রভাব যারা এ সকল সংঘাতের মাধ্যমে টিকে থাকে।

— ক্ষমতা সম্পর্ক হলো অভিপ্রায়গত ও অবিষয়গত উভয়ই। যদি বস্তুত তারা বুদ্ধিগম্য হয়, এর কারণ নয় যে তারা অন্য দৃষ্টান্তের প্রভাব যা তাদেরকে 'ব্যাখ্যা' করে, বরং তারা রঞ্জিত, আগাগোড়া ও আগাগোড়া, হিসেব সহঃ এমন কোনো ক্ষমতা নেই যা লক্ষ্য ও লক্ষ্যবস্তুর সিরিজ ছাড়া প্রয়োগ হয় না। কিন্তু তাতে এ বোঝায় না যে এর ফলে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বিষয়ের নির্বাচন বা সিদ্ধান্ত হয়; আমরা বরং সেসব সদর দপ্তরকে সন্ধান করব না যারা এর যৌক্তিকতার মাঝে বাস করে; না সেই গোত্রকে যা শাসন করে, সেই গোষ্ঠীকে নয় যা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরকেও নয় যারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয় যাতে ক্ষমতার গোটা নেটওয়ার্ককে নির্দেশনা দেয় যা কোনো সমাজে কার্যকর হয় (এবং তাকে কার্যকর করে); ক্ষমতার যৌক্তিকতা কৌশল দ্বারা যৌক্তিকীকৃত হয় যা প্রায়শ নিয়ন্ত্রিত স্তরে প্রত্যক্ষ হয় যেখানে তারা খোদাইকৃত (ক্ষমতার স্থানিক নৈরাশ্যবাদ), যে সমস্ত কৌশল, একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে, একে অপরকে আকর্ষণ ও প্রচার করে, কিন্তু তাদের সমর্থনের ভিত্তি ও শর্তকে অন্যত্র অন্যত্র খুঁজে পায়, সর্বব্যাপ্ত সিস্টেম গড়ে সমাপ্ত হয়ঃ এর যুক্তি যথার্থই স্পষ্ট, লক্ষ্য সমূহ সংকেত উদ্ধার যোগ্য, এবং এখনও তবু তাই হলো কেস যে সেখানে কেউ তাদেরকে উদ্ভাবন করেনি, এবং এমন কেউ নেই তাদেরকে সূত্রায়ন করল বলা যায়ঃ এক প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্য বিরাট নামহীনতার, প্রায় অকথিত কৌশল যা বাকপটু কৌশলকে সমন্বয় করল যার 'উদ্ভাবক'রা বা সিদ্ধান্তকারীগণ প্রায়শ হিপোক্রেসিপূর্ণ হয়।

—যেখানে ক্ষমতা থাকে, সেখানেই প্রতিরোধ ঘটে, এবং তবু, বা বরং পরিণামগতভাবে, ক্ষমতার সম্পর্ক অনুসারে এই প্রতিরোধকে কখনই এমন বাহ্যিকতার অবস্থানে দেখা যায় না। এই কি বলা উচিত যে কেউ সব সময়ই ক্ষমতার 'মাঝে' রয়েছে, তাতে কোনো 'এড়িয়ে যাওয়া' নেই, কোনো পরম বাইরে নেই যেখানে তা বিবেচিত হয়, কারণ কেউ যে কোনোভাবে আইনের অধীন? অথবা যে, যুক্তির ফন্দি রূপে ইতিহাস, ক্ষমতা ইতিহাসের ফন্দি রূপে, সব সময়ই বিজয়ীর উদ্ভব ঘটায়? এ ক্ষমতার সম্পর্কের কঠোরভাবে আপেক্ষিক সম্পর্ককে ভুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝাবুঝি হবে। তাদের অস্তিত্ব প্রতিরোধের পয়েন্টের সংখ্যাবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে: এসব শত্রুতার, লক্ষ্যস্থির করা, সমর্থন, বা ক্ষমতা সম্পর্কে চালনা করার ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতার নেটওয়র্কে এই প্রতিরোধের পয়েন্ট সমূহ সর্বত্র উপস্থিত থাকে। যেহেতু এখানে বিরাট প্রত্যাখ্যানের একক কেন্দ্রবিন্দু নেই, দ্রোহী কোনো আত্মা, সমস্ত প্রতিরোধের উৎস, বা বিপ্লবীর শুদ্ধ আইন নেই। তার স্থলে সেখানে রয়েছে প্রতিরোধের বহুত্ব, তার প্রত্যেকটি পৃথক কেস: যে সমস্ত প্রতিরোদ সম্ভবপর, প্রয়োজন, অসম্ভাব্য; অন্য যে সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত, আদিম, নিঃসঙ্গ, একীভূত, উত্তেজিত, বা সহিংস; তবুও যারা সমঝোতা করতে দ্রুত তৎপর, আগ্রহী, বা উৎসর্গীকৃত; সংজ্ঞা অনুসারে, তারা কেবল ক্ষমতা সম্পর্কের কৌশলগত ক্ষেত্রে অবস্থান করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা একমাত্র প্রতিক্রিয়া বা ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে, মৌলিক শাসনপ্রণালি অনুসারে এক আন্ডারসাইড গড়েছে যা শেষ পর্যন্ত সর্বদা অক্রিয়, চিরন্তন পরাজয়ের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রতিরোধ কয়েকটি বিষম নীতিমালা থেকে উদ্ভূত হয় না; বরং সেখানে এক হাতছানি বা প্রতিশ্রুতিও নেই যা প্রয়োজনে বিদ্রোহ করেছিল। তারা হলো ক্ষমতার সম্পর্কে বেজোড় অভিধা; তারা অহ্রাসযোগ্য বিপরীত হিসেবে পরেরটিতে খোদাই কৃত রয়েছে। যেখানে তারাও অনিয়মিত ফ্যাশনে বন্টিত থাকে: প্রতিরোধের অবস্থান, জট, অথবা লক্ষ্যস্থির সময় ও পরিসরের উপর বিস্তৃত বিচিত্র ঘনত্বসহ ছড়ানো থাকে, এক সময় এক নির্দিষ্ট উপায়ে গোষ্ঠী বা ইন্ডিভিজুয়ালকে জড়ো করা, শরীরের কয়েকটি পয়েন্টকে জ্বালিয়ে তোলা, জীবনের কতক মুহূর্তকে, নির্দিষ্ট ধরনের আচরণকে। তাহলে, কোনো র‍্যাডিকাল র‍্যাপচার নেই, বিরাট বাইনারী বিভাজন নেই? কোনো কোনো ক্ষেত্রে, হ্যা। কিন্তু, প্রায়শ যখন কেউ গতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী প্রতিরোধের অবস্থানকে মোকাবেলা করে, সমাজের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে যা স্থানান্তর হয়, ঐক্যকে ভাঙ্গে, এবং পুনরায় গোষ্ঠী গড়ায় প্রভাব রাখে, ইন্ডিভিজুয়ালদের নিজের মাঝে খাঁজ কাটে, তাদেরকে কেটে ও পুনঃমডেল করে, তাদের মধ্যে, তাদের দেহে ও মনে, অহ্রাসযোগ্য অঞ্চলকে চিহ্নিত করে। যেভাবে ক্ষমতা সম্পর্কের নেটওয়র্ক যেমন শেষে ঘন জাল গঠন করে যন্ত্রপাতি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তাদের মধ্যে যথাযথ স্থানিকীকৃত না হয়ে, যেন প্রতিরোধের পয়েন্টগুলোকে ঘিরে থাকা সামাজিক স্ত রায়ন ও ইন্ডিভিজুয়াল একত্বকে লঙ্ঘন করতে পারে। আর নিঃসন্দেহে এই সমস্ত প্রতিরোধের অবস্থানের কৌশলগত বিধিবদ্ধকরণ কোনো বিপ্লবকে যা সম্ভব করে, কতকটা ঐ উপায়ের সদৃশ যাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যের উপর নির্ভর করে।

শক্তি সম্পর্কের এই পরিমণ্ডলে আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমতার ক্রিয়াবিধিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই উপায়ে আমরা আইন-ও-সার্বভৌম এর সিস্টেম থেকে এড়াতে পারব যা রাজনৈতিক চিন্তাকে দীর্ঘ সময় বন্দি করে রেখেছে। আর তা যদি সত্য হয় ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন মুষ্টিমেয়দের একজন—এবং তাই ছিল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিনিসিজম এর স্ক্যান্ডাল—যিনি শক্তি সম্পর্কের সুবাদে রাজপুত্রের ক্ষমতাকে ধারণা করেছেন, সম্ভবত আমরা আরেক পা এগোবার প্রয়োজন অনুভব করব না, রাজপুত্রে মুখচ্ছদ ছাড়াই পারব, এবং এক কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে ক্ষমতার ক্রিয়াবিধিকে সংকেতমুক্ত করব যা শক্তি সম্পর্কে সহজাত।

যৌন বিষয় ও সত্যের সন্দর্ভে প্রত্যাবর্তন করতে যা এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যে প্রশ্নটিকে আমরা তখন, অবশ্যই সম্বোধন করব না: কোনো বিশেষ প্রদত্ত রাষ্ট্র কাঠামোয়, এই ক্ষমতার কেন ও কীভাবে যৌন বিষয়ের জ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়? অথবা এই প্রশ্নও নয়: আঠারো শতক থেকে এই বিবেচিত, প্রমাণসিদ্ধের দ্বারা কোন সার্বিক শাসনকে খাটানো হয়েছিল, যৌন বিষয়ের সত্য সন্দর্ভ উৎপাদনে? না এই: যৌন আচরণের নিয়মতান্ত্রিকতা এবং সঙ্গতি রক্ষার উভয় ক্ষেত্রে কোন আইন অধিষ্ঠান করত যা এর সম্পর্কে বলা হয়েছিল? বরং তাকে: যৌন বিষয়ের উপর সন্দর্ভের বিশেষ এক ধরনে, সত্যের এক বিশেষ বিকৃত আকারে, ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হয়ে এবং বিশেষ স্থানে (শিশুর দেহকে ঘিরে, নারীর যৌন বিষয়ের উদ্দেশ্যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়াকলাপর সূত্র ধরে, এবং ইত্যাদি), সবচেয়ে তাৎক্ষণিক, সবচেয়ে স্থানিক ক্ষমতা সম্পর্কগুলো কী ছিল? তারা কীভাবে এই ধরনের সন্দর্ভকে সম্ভব করেছে, এবং উল্টোভাবে, এই সন্দর্ভগুলো কীভাবে ক্ষমতা সম্পর্ককে সমর্থন করে? এই ক্ষমতা সম্পর্কের ক্রিয়া কীভাবে এর কার্যকরের দ্বারা, কিছু অভিধাকে দৃঢ় করে ও অন্য গুলোকে দুর্বল রূপে ধারণ করে পরিমার্জিত হয়েছিল, প্রতিরোধ ও পাল্টা বিনিয়োগের প্রভাব সহকারে, যে তাতে এক ধরনের স্থির অধীনতার অস্তিত্ব কখনই ছিল না, একবারে প্রদত্ত এবং চিরকালের জন্য? এই ক্ষমতা সম্পর্ক গুলো কীভাবে এক বিরাট স্ট্রাটেজির যুক্তি অনুসারে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, পশ্চাৎবীক্ষণে যৌন বিষয়ের এক একক ও স্বেচ্ছামূলক রাজনীতির দিককে যা গ্রহণ করে? সাধারণ পরিভাষায়: যৌনতার উপর প্রযুক্ত হওয়া সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সহিংসতার উল্লেখ না করে বরং, এর দিকে নির্দেশিত হয়েছিল এমন সমস্ত উদ্বিগ্ন গেইজকে, এবং সমস্ত লুকোনোর স্থান এক অসম্ভব কাজে যার আবিষ্কার তৈরি হয়, বিরাট শক্তির এক একক আকারে, আমরা অবশ্যই ক্ষমতা সম্পর্কের বহু ও গতিশীল ক্ষেত্রে যৌন বিষয়ের প্রসারমান সন্দর্ভের উৎপাদনকে অবগাহন করব।

আমাদেরকে যা আগাম চালনা করে, এক প্রাক-উপায়ে, চারটি নিয়ম অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু তাদেরকে পদ্ধতিগত অনুজ্ঞা হিসেবে অভিপ্রায় পোষণ করা নয়,বড়জোর তারা হলো সতর্কতামূলক সুপারিশমালা।

১. তাৎক্ষণিকতার নিয়ম

কেউ অবশ্যই ধরে নেবে না যে যৌনতার কতকটা পরিমণ্ডলের অস্তিত্ব রয়েছে যা এক মুক্ত ও নিঃস্বার্থ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বৈধ বিষয় হবে যদি তা নিষেধাজ্ঞার ক্রিয়াবিধির অভীষ্ট না হয় ক্ষমতার অর্থনৈতিক বা ভাবাদর্শগত চাহিদাকে বহন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে যাকে আনা হয়েছিল। যৌনতাকে যদি অনুসন্ধানের এলাকা হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল, তা একমাত্র এ জন্য যে ক্ষমতার সম্পর্ক তাকে সম্ভাব্য অভীষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিল; এবং উল্টোভাবে, যদি ক্ষমতা একে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়, তার কারণ ছিল জ্ঞানের কৌশল এবং সন্দর্ভের পদ্ধতি সমূহ এতে বিনিয়োগ করতে সমর্থ ছিল। জ্ঞানের কৌশল ও ক্ষমতার কর্মপরিকল্পনার মধ্যে, কোনো বাহ্যিকতা নেই, এমনকি তাদের যদি বিশেষ ভূমিকা থাকেও এবং তাদের পার্থক্যের ভিত্তিতে একত্রে সূত্রবদ্ধ। তাই, আমরা শুরু করব, যাকে বলা চলে ক্ষমতা-সম্পর্কের 'স্থানিক কেন্দ্র' থেকে: যেমন, যে সম্পর্ক অর্জিত হয় প্রায়শ্চিত্তকারী ও পাপস্বীকার কারীদের নিকট থেকে, বা বিশ্বাসী এবং তাদের বিবেকের পরিচালকদের কাছ থেকে। এখানে 'শরীরের' থিম দ্বারা নির্দেশিত হয়ে অবশ্যই দক্ষতাপূর্ণ হবে, সন্দর্ভের বিভিন্ন আকার—আত্মপরীক্ষা, জিজ্ঞাসাবাদ, স্বীকৃতি, ব্যাখ্যা, সাক্ষাৎকার—এরা ছিল অধীনতার ও জ্ঞানের ছকের এক ধরনের অবিশ্রান্ত সামনে-পেছনে চলাচলের আকার। একইভাবে, প্রহরার অধীনে শিশুর দেহ রয়েছে, তার দোলনা, তার শয্যা, বা তার কক্ষকে ঘিরে আছে একদল সতর্কচক্ষু পিতামাতা, সেবিকা, ভৃত্য, শিক্ষাবিদ, এবং ডাক্তার, সকলেই তার যৌন বিষয়ের ন্যূনতম প্রকাশের প্রতি মনোযোগী, তাতে বিশেষ করে আঠারো শতক থেকে, আরেক ক্ষমতাজ্ঞানের 'স্থানিক কেন্দ্র' নির্মিত হয়েছিল।

২. অব্যাহত বৈচিত্র্যের নিয়ম

আমরা অবশ্যই দেখতে যাবো না যৌনতার শৃংখলাতে (পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, পিতামাতা, চিকিৎসক) কার ক্ষমতা রয়েছে এবং কে তার থেকে বঞ্চিত (নারী, কিশোর, শিশু, রুগী) হয়েছে; তাও নয় কার জানার অধিকার রয়েছে এবং কে অজ্ঞ থাকতে বাধ্য হয়েছে। আমরা অবশ্যই চাইব বরং রূপান্তরণের বিন্যাস যাকে তাদের প্রক্রিয়ার প্রকৃতির দ্বারা শক্তির সম্পর্ক প্রয়োগ করে। 'ক্ষমতার বন্টন' এবং 'জ্ঞানের আত্মসাৎ' কখনই সম্পৃক্ত প্রক্রিয়া থেকে নেওয়া দৃষ্টান্তমূলক টুকরোকে কেবল উপস্থাপন করে না, যেমন, প্রচণ্ডতম শর্তের ক্রমীভূত শক্তিবৃদ্ধিকরণ, বা সম্পর্কের বিপর্যাস, বা আবারো, দুটি অভিধারই যুগপৎ বৃদ্ধি। ক্ষমতা-জ্ঞানের সম্পর্ক বন্টনের স্থির আকার নয়, তারা হলো 'রূপান্তরের জরায়ু'। উনিশ শতকের দলটি গঠিত ছিল পিতা, মাতা, শিক্ষাবিদ, ও ডাক্তার নিয়ে, যারা শিশু ও তার যৌন বিষয়ের চারপাশে, ক্রমাগত রূপান্তরণের অধীন ছিল, অব্যাহত স্থানান্তরের। শেষোক্তটির আরো দৃশ্যযোগ্য ফলাফলের একটি ছিল অদ্ভুত রকমের বিপর্যাস: যেখানে শিশুর যৌনতা নিয়ে শুরু করাটা ডাক্তার ও রুগীর মাঝে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের মাঝে সমস্যাক্রান্ত হয়ে ছিল (উপদেশের আকারে, বা সুপারিশ যাতে শিশুটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়, বা ভবিষ্যত বিপদের আগাম সতর্কবাণী), শেষ পর্যন্ত এ ছিল শিশুটির প্রতি মনোবিশ্লেষকের সম্পর্কের মাঝে যে পরিণত বয়স্কদের যৌনতা নিজেরাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. দ্বৈত শর্তায়নের নিয়ম

যদি, পরম্পরার এক সিরিজের মধ্য দিয়ে, তা পরিণামে সার্বিক কর্মপরিকল্পনাতে প্রবেশ না করে তবে কোনো 'স্থানিক কেন্দ্র' নয়, কোনো 'রূপান্তরকরণের বিন্যাস'ও নয় যা কার্যকর হতে পারবে। এবং উল্টোভাবে, যদি সেবারত সঠিক ও অতিমার্জিত সম্পর্কের থেকে সমর্থন না পায় কোনো কর্মপরিকল্পনাই ব্যাপক প্রভাব অর্জন করতে পারবে না, এর প্রয়োগের স্থান বা চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে নয়, বরং এর প্রপ এন্ড অ্যাংকর স্থান রূপে। তাদের মাঝে কোনো অনবচ্ছেদ নেই, যেন কেউ দুটি ভিন্ন স্তর নিয়ে কাজ করছে (একটি অনুবীক্ষণীক ও আরেকটি বৃহৎ একক সংক্রান্ত); কিন্তু সেখানে কোনো সমসত্ত্বতা নেই (যেন একে অপরের বর্ধিত প্রক্ষেপ বা অপরের মিনিয়েচারকরণ); বরং কেউ একজন কর্মপরিকল্পনার দ্বিগুণ শর্তায়নকে ধারণা করবে সম্ভাব্য কর্মকৌশলের বিশেষীকরণ দ্বারা, এবং কর্মকৌশলের কৌশলগত মোড়ক দ্বারা যা তাদেরকে কাজ করায়। এভাবে পরিবারে পিতা সার্বভৌম বা রাষ্ট্রের 'প্রতিনিধি' নয়; এবং শেষোক্তরা ভিন্ন মাত্রায় পিতার প্রক্ষেপ নয়। পরিবার সমাজকে অনুলিপি করে না; ঠিক যেভাবে সমাজ পরিবারকে অনুকরণ করে না। কিন্তু পরিবার সংগঠন, অন্যান্য ক্ষমতার ক্রিয়াবিধির সুবাদে সঠিকভাবে যে পরিমাণে তা বিচ্ছিন্ন ও অন্যরকম রূপী, বিরাট 'চক্রান্ত'কে সমর্থন করতে তাকে ব্যবহার করা হয় যা খাটানো হয় জন্মহারের মালথুসীয় নিয়ন্ত্রণে, জনসংখ্যাবাদী সক্রিয়তার জন্য, যৌন বিষয়ের চিকিৎসাকরণ এবং অজননেন্দ্রিয় আকারের মনোবিশ্লেষণীকরণের জন্য।

৪. সন্দর্ভের কৌশলগত বহুযোজ্যতার নিয়ম

যৌন বিষয় সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল তাকে নিছক এসমস্ত ক্ষমতা ক্রিয়াবিধির উপরিতলের প্রক্ষেপ রূপে গণ্য করা উচিত নয়। অবশ্য, সন্দর্ভের মাঝেই ক্ষমতা ও জ্ঞান একত্রে যুক্ত হয়। এবং ঠিক এই কারণের জন্য, আমরা সন্দর্ভকে অনবচ্ছেদকৃত টুকরোর এক সিরিজ রূপে ধারণা করি যার কর্মকৌশল একরকম বা স্থির নয়। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমরা অবশ্যই গৃহীত সন্দর্ভ ও বর্জিত সন্দর্ভ রূপে দুই ভাগে বিভক্ত এমন সন্দর্ভের জগত কল্পনা করব না, অথবা প্রাধান্যকারী সন্দর্ভ ও প্রাধান্যকৃত সন্দর্ভের মাঝে; তবে সান্দর্ভিক উপাদানের সংখ্যা বৃদ্ধি রূপে যা বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার মাঝে ক্রীড়াশীল হতে পারে। এই বন্টনকেই আমরা অবশ্যই পুনর্নির্মাণ করব, যা কিছু বলা হয়েছিল ও যা গোপন হয়েছে তার দ্বারা, যে সুস্পষ্ট উচ্চারণ চাওয়া হয়েছিল এবং যা নিষিদ্ধ, যা তার অন্তর্গত; এর সঙ্গে বৈচিত্র্য ও ভিন্ন প্রভাব—যে বলছে তার অনুসারে, তার ক্ষমতার অবস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষিত যাতে সে ঘটনাচক্রে অবস্থিত—যে তা নিহিত রয়েছে; এবং বিপরীত অভীষ্টের জন্য অভিন্ন সূত্রের স্থানান্তর ও পুনর্ব্যবহার সহ তা-ও অন্তর্ভুক্ত। সন্দর্ভসমূহ ক্ষমতার একদা ও চিরকালের মত সহায়ক নয় বা তার বিরুদ্ধে উত্থান হয়নি, নিরবতা চেয়ে বেশি নয়। আমরা অবশ্যই জটিল ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্থিতিশীল পদ্ধতির জন্য মঞ্জুর করব যেখানে সন্দর্ভসমূহ ক্ষমতার উপকরণ ও প্রভাব উভয়ই হতে পারে, কিন্তু এক বিরুদ্ধ কর্মপরিকল্পনার জন্য এক বিঘ্নও, এক প্রতিবন্ধক, এক প্রতিরোধের স্থান এবং এক সূচনাবিন্দু। সন্দর্ভসমূহ ক্ষমতাকে সঞ্চালন ও উৎপন্ন করে; একে শক্তিশালী করে, তবে একে খর্ব ও প্রকাশও করে, তাকে ভঙ্গুর বলে উল্লেখ করে এবং তাকে ছুঁড়ে ফেলতে সম্ভব করে। একই ধরনে, নীরবতা ও গোপনীয়তা হলো ক্ষমতার এক আশ্রয়, তার নিষেধাজ্ঞাকে নোঙর গাড়ছে; কিন্তু তা এর লাগাম হারিয়ে বসছে এবং সহিষ্ণুতার অপেক্ষাকৃত গোপন এলাকার জন্য বরাদ্দ হয়। উদাহরণ হিসেবে এক সময় প্রকৃতির বিরুদ্ধে মহাপাপ কী ছিল তার ইতিহাসকে বিবেচনা করুন। চরম সতর্কতার সঙ্গে পায়ুকাম নিয়ে রচিত টেক্সটগুলো—অত্যন্ত দ্বিধান্বিত বর্গ—এবং এর সম্পর্কে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রায় সর্বজনীন স্বল্পভাষিতা দুধারী কার্যক্রমকে সম্ভব করেছে: একদিকে, তাতে ছিল এক চরম কঠোরতা (আগুন পুড়িয়ে মারার দণ্ড আঠারো শতকে বন্টিত হয়েছে, শতকের মধ্যভাগের পূর্বে তাতে কোনো বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হয়নি) এবং আরেক দিকে, এক সহিষ্ণুতা যা অবশ্যই বহু বিস্তৃত হয়েছিল (বিচারিক দণ্ডের বিরলতা থেকে যার সম্পর্কে কেউ সিদ্ধান্ত লাভ করতে পারে, এবং যা কেউ আরো প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টি দিতে পারে পুরুষের সমাজ সম্পর্কে কতিপয় মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী বা রাজসভাতে যার অস্তিত্ব ছিল বলে চিন্তা করা হত)। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন নেই যে উনিশ শতকের মনোবিশ্লেষণ, জুরিসপ্রুডেন্স এবং সাহিত্যে এক সন্দর্ভের গোটা সিরিজে সমকামিতা, বিপ্রতীপতা, পেডেরাস্টি, এবং সাইকিক হার্মাফ্রোডিজমের প্রজাতি ও উপ প্রজাতি নিয়ে আবির্ভাব 'বিকৃতি'র এই অঞ্চলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক প্রবল অগ্রসর হওয়া সম্ভব করে; কিন্তু তা এক 'উল্টো' সন্দর্ভকেও সম্ভব করল: স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সমকামিতা তার নিজের পক্ষে যুক্তি দিতে শুরু করে, তার বৈধতা বা স্বাভাবিকতাকে দাবি করে, প্রায়শ একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে, একই বর্গ ব্যবহার করে যার দ্বারা এ চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে অযোগ্য হয়েছিল। অপরদিকে, এখানে ক্ষমতার কোনো সন্দর্ভ নেই, এবং এর বিপরীতে, আরেক সন্দর্ভ যা এর পাল্টা হিসেবে থাকে। সন্দর্ভসমূহ হলো কর্মকৌশলগত উপকরণ বা প্রতিবন্ধক শক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা কার্যকর হয়; একই কর্মপরিকল্পনার মাঝে সেখানে ভিন্ন ও এমনকি পরস্পরবিরুদ্ধ সন্দর্ভের অস্তিত্ব থাকতে পারে; উল্টো, সেসব বরং তাদের আকার না পাল্টেই প্রচারিত হতে পারে এক কর্মপরিকল্পনা থেকে অপরটিতে, কর্মপরিকল্পনাকে প্রতিপক্ষতা করে। আমরা অবশ্যই আশা করব না যে যৌন বিষয়ের সন্দর্ভ আমাদেরকে বলবে, সর্বোপরি, কোন কর্মপরিকল্পনা থেকে তারা উদ্ভব হয়েছে, বা কোন নৈতিক বিভাজনকে তারা সঙ্গী করেছে, অথবা কোন ভাবাদর্শকে—প্রবল বা শাসিত—তারা রেপ্রিজেন্ট করে; বরং আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারি তাদের কৌশলগত উৎপাদনশীলতার দুই স্তর (ক্ষমতা ও জ্ঞানের কোন উভয়পাক্ষিক প্রভাব তারা নিশ্চিত করে) এবং তাদের কর্মপরিকল্পনাগত ঐক্য সম্পর্কে (কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংযোগ এবং কোন শক্তি সম্পর্ক তাদের ব্যবহৃত হওয়াকে প্রয়োজনীয় করে তোলে বিভিন্ন সংঘাতের প্রদত্ত এপিসোডে যা দেখা দেয়)।

সংক্ষেপে, এ হলো ক্ষমতার এক ধারণা সম্পর্কে নিজেদেরকে শিক্ষা লাভের প্রশ্ন যা অভীষ্টের দৃষ্টিকোণ সহকারে আইনের সুবিধাকে প্রতিস্থাপন করে, কৌশলগত কার্যকরতার দৃষ্টিকোণ সহ নিষিদ্ধের সুবিধা, শক্তি সম্পর্কের বহু ও গতিশীল ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ সহ সার্বভৌমত্বের সুবিধা, যেখানে বহু দূরগামী, কিন্তু কখনই পুরোপুরি স্থির নয়, প্রাধান্যের প্রভাব সৃষ্টি হয়। আইনের উপর নির্ভরশীল মডেলের পরিবর্তে বরং কর্মপরিকল্পনাগত মডেল। এবং এই, বিশেষ পছন্দ বা তাত্ত্বিক নির্বাচনের বশে নয়, বরং কার্যত তা হলো যে শক্তির সম্পর্ক পাশ্চাত্য সমাজের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশ খুঁজে পেয়েছিল, যুদ্ধবিগ্রহের সকল আকারে, ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতার শৃংখলাতে বিনিয়োগ হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : তিন
শাসনক্ষেত্র

যৌনতা অবশ্যই কোনো জেদি তাড়না হিসেবে বর্ণিত হবে না, যে প্রকৃতিগতভাবে অচেনা এবং প্রয়োজন অনুসারে অবাধ্য এক ক্ষমতার নিকট অননুগত যা নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে একে পরাস্ত করতে চায় এবং প্রায়শ তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এ বরং ক্ষমতার সম্পর্কের জন্য বিশেষ করে গভীর স্থানান্তর অবস্থান রূপে দেখা দেয়: নারী ও পুরুষের মাঝে, যুবক ও বৃদ্ধের মাঝে, পিতামাতা ও সন্তানের মাঝে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে, পুরোহিত ও সাধারণ মানুষের, এক প্রশাসন ও এক জনসংখ্যার। যৌনতা ক্ষমতা সম্পর্কের মাঝের সবচেয়ে অবাধ্য উপাদান নয়, বরং তাদেরই একটি যাতে বিরাটতম সহায় হওয়া অর্পিত থাকে: বিচিত্র কর্মপরিকল্পনার জন্য সর্বোচ্চতম উদ্যমের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এক সমর্থনের স্থান বলে সেবা করতে সমর্থ, এক গাড়ির চাকার খিলের মত।

সেখানে কোনো একক, সর্বব্যাপ্ত কর্মপরিকল্পনা নেই, সকল সমাজের জন্য খাপ খায় এবং একভাবে যৌন বিষয়ের সমস্ত প্রকাশের জন্মদান করে। উদাহরণ রূপে, সেখানে যে ধারণাটির পুনরাবৃত্ত উদ্যোগ রয়েছে, যাতে যৌন বিষয়ের সবটাকে বিচিত্র উপায় দ্বারা এর প্রজননগত কার্যে হ্রাস করে, এর বিষম যৌন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক আকারে, এবং এর বিবাহজনিত বৈধতা বহুভাজ করা অভীষ্ট যাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছিল বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়, দুই লিঙ্গের সঙ্গেই যুক্ত বহুবঙ্কিম উপায় ভিন্ন যৌন রাজনীতিতে নিযুক্ত হয়, বিভিন্ন বয়সের গোষ্ঠী ও সামাজিক শ্রেণীকে।

সমস্যাটির প্রথম বিবেচনাতে, মনে হয় আমরা চারটে বড় কর্মপরিকল্পনাগত ঐক্যকে শনাক্ত করতে পারি যা, আঠারো শতকে শুরু হয়ে, যৌন বিষয়কে কেন্দ্র করে জ্ঞান ও ক্ষমতার বিশেষ ক্রিয়াবিধি গঠন করল। ঐ সময়ে তা পুরোপুরি বিকশিত হয়েছিল না; কিন্তু সে সময়ে তাঁরা এক সামঞ্জস্য গ্রহণ করে এবং ক্ষমতার শৃংখলার মধ্যে এক কার্যকরতাকে অর্জন করে, একইভাবে জ্ঞানের শৃংখলাতে এক উৎপাদনশীলতা, যাতে তাদেরকে তাদের আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসনের মাঝে বর্ণনা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. নারীর দেহের হিস্টিরিয়াকরণ : এক তিনধাপের প্রক্রিয়ায় নারীদেহ—যোগ্য ও অযোগ্য—আগাপাছাতলা যৌনতার দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া রূপে বিশ্লেষিত হয়েছিল; এর অনুসারে তা চিকিৎসার ক্রিয়াকলাপে ঐক্যবদ্ধ হত, এর সহজাত এক রুগ্নতার কারণ দ্বারা; এর অনুসারে, চূড়ান্তভাবে, এ সামাজিক দেহ সহ (যার নিয়ন্ত্রিত উর্বরতা সে নিশ্চিত করে বলে ধরা হয়) জৈব যোগাযোগের মাঝে স্থাপিত হত, পারিবারিক পরিসর (যার বেলায় তা এক দৃঢ় ও ক্রিয়ামূলক উপাদান হয়), এবং শিশুদের জীবন (যা সে উৎপাদন করল এবং নিশ্চয়তা দিতে হত, এক জৈব-নৈতিকতার দায়িত্বের গুণে শিশুদের শিক্ষাজীবনের পুরোটাতে টিকে থাকে)ও: জননী, তার 'দুর্বল স্নায়ুর নারী' হিসেবে নেতিবাচক ইমেজ সহ, এই হিস্টিরিয়াকরণের সবচেয়ে দৃশ্যযোগ্য আকারকে নির্মাণ করে।

২. শিশুর যৌনতার পাণ্ডিত্যকরণ : এক দ্বিগুণ দাবি যে ব্যবহারিক অর্থে সকল শিশুই যৌন কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রশ্রয় বা প্রশ্রয়প্রবণ থাকে: আর যে, অসতর্ক হওয়ায়, একই সময়ে 'স্বাভাবিক' ও 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ', এই যৌন কর্মকাণ্ড দৈহিক ও নৈতিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিপদের ভাণ করত; শিশুদেরকে 'প্রারম্ভিক' যৌন সত্তা বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যৌন বিষয়ের এই দিকে, তবুও এর মাঝে, এক বিপজ্জনক বিভাজন রেখা দুই পাশে স্থান রেখে চলে। পিতামাতা, পরিবার, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, এবং ঘটনাক্রমে মনস্তাত্ত্বিক হয়তো এক ক্রমাগত ধরনে এর দায়িত্ব নেবে, এই মূল্যবান ও ধ্বংসকর, বিপজ্জনক ও বিপদাপন্ন যৌন সামর্থ্যের: হস্তমৈথুনের এর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে এই পাণ্ডিত্যকরণ বিশেষ করে স্পষ্ট হয়, যা পাশ্চাত্যে গত দুই শতক ধরে চলছে।

৩. প্রজননগত আচরণের এক সামাজিকীকরণ : দম্পতির উর্বরতাকে বহন করার জন্য সমস্ত সক্রিয়তা ও বিধিনিষেধের মাধ্যমে এক অর্থনৈতিক সামাজিকীকরণ, 'সামাজিক' ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হত; দম্পতির 'দায়িত্বপ্রতিষ্ঠাকরণ' দ্বারা এক রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ অর্জিত হয় সামাজিক দেহকে একটা সমগ্র রূপে বিচারে (যাকে সীমিত হতে হবে বা পুনরুজ্জীবিত হতে হবে), এবং রুগ্নতার এক মূল্যকে আরোপ করে—ব্যক্তি ও প্রজাতির জন্য—জন্ম নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়াকলাপে এক চিকিৎসাগত সামাজিকীকরণ বাহিত হত।

৪. বিকৃত সুখের মনোচিকিৎসাকরণ : এক পৃথক জীববিদ্যাগত ও মানসিক প্রবৃত্তি রূপে যৌন প্রবৃত্তিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। সকল ধরনের অসঙ্গতির দ্বারা এক রোগমুক্তিগত বিশ্লেষণ করা হয়েছিল যার দ্বারা তা কাতর হতে পারত; এতে সমস্ত আচরণের সূত্রে এক স্বাভাবিকীকরণ বা রোগমুক্তিকরণের ভূমিকা আরোপ করা হত; এবং চূড়ান্তভাবে, এ সমস্ত বিসদৃশতার জন্য এক সংশোধক প্রযুক্তি খোঁজা হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌন বিষয়ের এই পূর্বধারণার বেলায় চারটি প্রতিমূর্তির উদ্ভব ঘটে, যা উনিশ শতক জুড়ে উর্ধ্বগামী হয়েছে—জ্ঞানের চারটি সুবিধাপ্রাপ্ত বস্তু, যা অবশ্য জ্ঞানের অভিযানের জন্য লক্ষ্য এবং আশ্রয়স্থান ছিল: হিস্টিরিয়াগ্রস্থ নারী, হস্তমৈথুনরত শিশু, মালথুসীয় দম্পতি, এবং বিকারগ্রস্ত পরিণতবয়স্ক মানুষ। তাদের প্রত্যেকে এসব কর্মপরিকল্পনার একটির প্রতি সাড়া দেয় যা, তার নিজের উপায়ে, নারী, শিশু ও পুরুষের যৌন বিষয়কে বিনিয়োগ ও ব্যবহার করেছিল।

এ সমস্ত কর্ম পরিকল্পনাতে আলোচ্য ছিল কী কী? যৌনতার বিরুদ্ধে জেহাদ? অথবা তারা কি এর নিয়ন্ত্রণ লাভের উদ্যোগের অংশভাক ছিল? একে আরো কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ও আরো অভব্য রূপে আড়াল করতে এক উদ্যোগ, পরিকল্পনাবহুল, এবং অবাধ্য দিকসমূহ? জ্ঞানের সেই পরিমাপের সম্পর্কে একমাত্র সূত্রায়নের উপায় যা প্রয়োজনীয় বা গ্রহণযোগ্য ছিল? প্রকৃতভাবে, তাতে যা যুক্ত ছিল, তা বরং ছিল যৌনতারই উৎপাদন। যৌনতাকে অবশ্যই এক প্রাকৃতিকভাবে প্রদত্ত কিছু মনে করা উচিত নয় ক্ষমতা যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, বা এক অন্ধকার এলাকা যাকে জ্ঞান ক্রমাগত উন্মোচন করতে চাচ্ছে। এই নামটিকে এক ঐতিহাসিক নির্মিতিকে দেওয়া যাবে: কোনো নজর এড়িয়ে যাওয়া বাস্তবতা নয় যাকে কব্জা করা শক্ত, বরং এক বিরাট উপরিতলের নেটওয়ার্ক যাতে দেহের উদ্বেজিতকরণ, সুখের তীব্রতাকরণ, সন্দর্ভের প্রতি সক্রিয়তা, বিশেষ জ্ঞানের গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের দৃঢ়করণ, জ্ঞান ও ক্ষমতার কিছু মুখ্য কর্মপরিকল্পনার অনুসারে, একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

এ স্বীকৃত হবে যে নিঃসন্দেহে যৌন বিষয়ের সম্পর্কসমূহ, প্রত্যেক সমাজে, *এক আত্মীয়বন্ধনের সেন্যাবতরণের* উত্থান ঘটায়: বিবাহ, রক্তসম্পর্কের বন্ধনের সংস্থিতিকরণ ও বিকাশ, নাম ও সম্পত্তির সঞ্চালনের এক সিস্টেম। এই আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ, প্রতিবন্ধকতার ক্রিয়াবিধি সহ যা এর অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে ও জটিল জ্ঞানকে প্রায়শ যা চাওয়া হত, এর কতক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে যেভাবে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ ও রাজনৈতিক কাঠামো গুলো আর তাদের অপর্যাপ্ত উপকরণ বা পর্যাপ্ত সমর্থন এর উপর নির্ভর করতে পারে না। বিশেষ করে আঠারো শতক থেকে সামনে, পাশ্চাত্য সমাজ নতুন যন্ত্র সৃষ্টি করে ও সেনাবতরণ ঘটিয়েছিল যাকে পূর্বেরটির উপরে চাপিয়ে দেওয়া হত, এবং যা, পরবর্তীটিকে পুরোপুরি স্থানচ্যুত করে না, এর গুরুত্ব কমাতে সাহায্য করে। আমি যৌনতার আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণের সম্পর্কে বলছি, আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণের মত, এ যৌন সঙ্গীদের পরিমণ্ডলে যুক্ত থাকে, তবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন উপায়ে। দুটি সিস্টেমের অভিধা ধরে ধরে বৈপরীত্য প্রদর্শন করা যায়। আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ গঠিত এক নিয়মের সিস্টেমকে ঘিরে যাতে অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ নির্ধারণ করা রয়েছে, বৈধ ও অবৈধ, যেখানে যৌনতার সেনাবতরণ ক্ষমতার গতিশীল, বহুরূপী এবং আকস্মিক কৌশল অনুসারে কার্যক্রম চালায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণের একটি প্রধান অভীষ্ট হলো ক্ষমতার আন্তর্সম্পর্ককে পুনরুৎপাদন করা এবং যে আইন তাদেরকে শাসন করে তাকে রক্ষা করা; অন্য দিকে, যৌনতার সেনাবতরণ নিয়ন্ত্রণের অঞ্চল ও আকারের ক্রমাগত প্রসারণ উদ্ভব ঘটায়। প্রথমটির জন্য, প্রাসঙ্গিক হলো অংশীদার ও নির্দিষ্ট সংবিধির মধ্যে যোগসূত্র; দ্বিতীয়টি দেহের সংবেদন, সুখের গুণাগুণ, এবং ইম্প্রেশনের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, যতটা সূক্ষ্ম বা অবোধগম্য হোক না কেন। শেষ পর্যন্ত, আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ যদি দৃঢ়ভাবে অর্থনীতির প্রতি বাঁধা থাকে সম্পদের সঞ্চালন বা ছড়ানোতে ক্রিয়া করতে পারে, যৌনতার সেনাবতরণ বহু সংখ্যক ও সূক্ষ্ম পুনঃসম্প্রচারের মাধ্যমে অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে, যদিও যার প্রধান একটি হলো শরীর—যে শরীর উৎপন্ন করে ও ভোগ করে। এক কথায়, আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ সামাজিক দেহের সমস্থিতিক প্রবণতার সঙ্গে মানিয়ে চলে, যার ভূমিকা হলো রক্ষা করা; যেখানেই আইনের সঙ্গে এর সুবিধাপ্রাপ্ত যোগসূত্র; যেখানে এই তথ্য যে এর এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় কারণ এ হলো 'পুনরুৎপাদন'। যৌনতার সেনাবতরণের কারণ রয়েছে সত্তা লাভের, এর নিজেকে পুনরুৎপাদনে নয়, বরং প্রজননে, উদ্ভাবনে, সংযোজনে, সৃষ্টিতে, এবং ক্রমবর্ধমান ডিটেইলপূর্ণ উপায়ে শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, এবং এক বর্ধমান সর্বব্যাপ্ত উপায়ে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তখন, আমরা বাধ্য হই, এমন একটির পাল্টা হিসেবে তিন বা চারটি অনুমিতি গ্রহণ করতে যে যৌনতার থিম সমাজের আধুনিক আকার দ্বারা অবদমিত তার ভিত্তি হলো: যৌনতা ক্ষমতার অধুনা উপকরণের সঙ্গে বাঁধা; সতেরো শতক থেকে এ একটা বর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে; যে বিন্যাস একে ধারণ করল তা পুনরুৎপাদন দ্বারা শাসিত নয়; শরীরের এক তীব্রতাকরণ দ্বারা এ সূচনা থেকেই যুক্ত ছিল—ক্ষমতার সম্পর্কে এক উপাদান ও জ্ঞানের এক অভীষ্ট রূপে কাজে খাটানো সহ।

এ বলাটা ঠিক হবে না যে যৌনতার সেনাবতরণ আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণকে স্থানচ্যুত করে। কেউ হয়তো কল্পনা করতে পারে একদিন তা হয়তো একে প্রতিস্থাপন করবে। কিন্তু বর্তমানে যে রকম রয়েছে, যেখানে তা আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণকে পূরণ করতে চেষ্টা করছে, এ শেষোক্তকে আচ্ছন্ন করেনি বা অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেনি। এছাড়াও, ঐতিহাসিকভাবে এ ছিল কাছাকাছি এবং আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণের ভিত্তিতে যৌনতার সেনাবতরণ গঠিত হয়। প্রায়শ্চিত্তের প্রথম অনুশীলনে, পরে বিবেক ও নৈতিকতার পরীক্ষায়, গঠনমূলক ভরকেন্দ্র ছিল: যেমন দেখেছি,[১] শাস্তির এক ট্রাইবুনাল সহ গুরুর সময় যা বিবেচ্য ছিল তা হলো যৌন বিষয়ের যতদূর সম্পর্কের ভিত্তি ছিল; যেভাবে অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ মেলামেশার সম্পর্কে (ব্যাভিচার, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, রক্ত বা পদমর্যাদা দ্বারা নিষিদ্ধ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক, যৌন সম্মিলনের কাজের বৈধ বা অবৈধ বৈশিষ্ট্য) প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত ছিল: তারপরে, নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মাধ্যক্ষীয় বিধি এবং সেমিনারীতে তার প্রয়োগের সঙ্গে সমাপতন করে, মাধ্যমিক স্কুল, এবং কনভেন্টে, এখানে সম্পর্কের সমস্যামূলকতা থেকে 'শরীরের সমস্যামূলকতার দিকে ক্রমশ এক অগ্রসরতা রয়েছে, তথা, দেহের, ইন্দ্রিয় অনুভূতির, উপভোগ বা মৌন সম্মতির আরো গোপন আকারে সুখের প্রকৃতিতে। 'যৌনতা' আকার নিচ্ছিল, ক্ষমতার এক প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে জন্ম হয়ে যা মূলত আত্মীয়বন্ধনের উপর লক্ষ্যস্থির করে। তখন থেকে, তা আত্মীয়বন্ধনের এক সিস্টেমের সংযোগে কার্যকর থাকা থেকে বিরত থাকেনি যার উপর এ সমর্থনের জন্য নির্ভর করেছে। পরিবার রূপী কোষ, আঠারো শতকের ধারায় যে আকারে তা মূল্যায়িত হয়, তাতে যৌনতার মূল উপাদানের সেনাবতরণকে (নারী শরীর, শৈশবকালীন অকাল পক্কতা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, এবং নিঃসন্দেহে কম মাত্রায়, বিকৃতদের বিশেষীকরণ) এর প্রাথমিক দুটি মাত্রাকে বিকশিত করতে সম্ভবপর করে: স্বামী-স্ত্রী অক্ষ এবং পিতামাতা-সন্তান অক্ষ। পরিবারকে, তার সমকালীন আকারে, অবশ্যই আত্মীয়বন্ধনের এক সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে অনুধাবন করা যা যৌনতাকে বাইরে রাখে বা নিয়ন্ত্রণ করে, যা যতখানি সম্ভব খর্ব করে, একমাত্র এর প্রয়োজনীয় ভূমিকাকে রক্ষা করে। উল্টোভাবে, এর ভূমিকা হলো যৌনতাকে আশ্রয় করা এবং স্থায়ী সমর্থন জোগান দেওয়া। এতে যৌনতার এক উৎপাদনকে নিশ্চিত করে আত্মীয়বন্ধনের সুবিধা অনুসারে যা সমসত্ত্ব নয়, যেখানে ক্ষমতার নতুন কৌশলের দ্বারা আত্মীয়বন্ধনের সিস্টেমের সঙ্গে রঞ্জিত করতে সম্ভবপর করে যে অন্যথায় তারা অভেদ্য হবে। পরিবার হলো যৌনতা ও আত্মীয়বন্ধনের মধ্যে আন্তঃবিনিময়: এ যৌনতার সেনাবতরণে আইন এবং বিচারিক মাত্রাকে বহন করে; এবং তা আত্মীয়বন্ধনের শাসনপ্রণালির যুগে সুখের অর্থনীতিকে ও ইন্দ্রিয় অনুভবের তীব্রতাকে বহন করে।

পরিবারের আকারে আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ ও যৌনতার ক্ষেত্রেও এই পারস্পারিক অনুপ্রবেশ আমাদেরকে একাধিক বিষয় অনুধাবনে সমর্থ করে: যে আঠারো শতক থেকে পরিবার প্রভাব, অনুভব, প্রেমের বাধ্যতামূলক লক্ষ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে; যে পরিবারের মধ্যেই যৌনতার বিকাশের সুবিধাজনক অবস্থান ছিল: এ জন্য যৌনতা শুরু থেকেই 'অজাচারময়'। এ হতে পারে যে সমস্ত সমাজে পূর্ব থেকেই আত্মীয়বন্ধনের ক্রিয়াবিধি প্রাধান্য বিস্তার করে, অজাচারের নিষেধাজ্ঞা থাকা কার্যগতভাবেই অনিবার্য নিয়ম। কিন্তু আমাদের মত এক সমাজে যেখানে পরিবার হলো যৌনতার সবচেয়ে সক্রিয় পরিসর.এবং যেখানে নিঃসন্দেহে শেষোক্তের জরুরীদশা যা এর অস্তিত্বকে রক্ষা ও দীর্ঘায়িত করে, অজাচার—আগাগোড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এবং এক সম্পূর্ণত ভিন্ন উপায়ে—কেন্দ্রীয় স্থান গ্রহণ করে; এ ক্রমাগত আবেদন করে ও প্রত্যাখ্যাত হয়; এ হলো অবসেসন ও আকর্ষণের এক বস্তু, এক ভীতিকর গোপন এবং অনিবার্য আবর্তন শলাকা। পরিবারে প্রচণ্ডভাবে তা নিষিদ্ধ রূপে ব্যক্ত হয় যতদূর সম্ভব শেষোক্তটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ রূপে কাজ করে; কিন্তু তা এমন বিষয়ও পরিবারের জন্য ধ্রুব যৌন সক্রিয়তার উর্বর স্থান হিসেবে যা ক্রমাগত দাবি করা হয়। যদি পাশ্চাত্য বিশ্ব এক শতাব্দির বেশি সময় ধরে অজাচারের নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে এমন প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন করেছিল, যদি কমবেশি সাধারণ সম্মতি দ্বারা একে সামাজিক সর্বজনীন হিসেবে দেখা হয়েছিল এবং এমন এক অবস্থান রূপে যার মাধ্যমে প্রত্যেক সমাজ সংস্কৃতি হয়ে উঠতে অতিক্রম করতে বাধ্য থাকে, সম্ভবত এ জন্যই আত্মরক্ষার উপায় রূপেই একে পাওয়া যায়, অজাচারের আকাঙ্ক্ষার বিপক্ষে নয়, বরং যৌনতার এই সেনাবতরণে প্রসার ও প্রয়োগের বিরুদ্ধে যা সূচিত হয়েছিল, কিন্তু যা, এর বহু লাভের মধ্যে, আত্মীয়বন্ধনের আইন অমান্য ও বিচারিক আকারকে উপেক্ষার প্রতিকূলতা রয়েছে। এই দাবি করে যে সমস্ত সমাজ ব্যতিক্রম ছাড়াই, এবং পরিণামে আমাদেরটিও, এই নিয়মের নিয়মের অধীন রয়েছে, যা এই যৌনতার সেনাবতরণকে নিশ্চিত করে, যার অচেনা প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করেছিল—তার মধ্যে, পারিবারিক পরিসরের কার্যকর তীব্রতাকরণ—আত্মীয়বন্ধনের প্রকাণ্ড ও প্রাচীন সিস্টেমের থেকে তা রেহাই পেতে সমর্থ হবে না। এভাবে আইনটি নিরাপদ হবে, এমনকি ক্ষমতার নতুন ক্রিয়াবিধির মধ্যেও। কারণ এ হলো সমাজের কূটাভাস যা, আঠারো শতক থেকে বর্তমান পর্যন্ত, ক্ষমতার এত বেশি প্রযুক্তিবিদ্যাকে সৃষ্টি করল যা আইনের ধারণার ক্ষেত্রে ভিনদেশী: এ সমস্ত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব ও দ্রুত বৃদ্ধিলাভ এবং আইনের আকারে তাকে পুনরায় সংকেতায়িত করাকে এ ভয় করে। যদি কেউ সকল সংস্কৃতির দোরগোড়া হিসেবে অজাচারকে নিষিদ্ধ করা বিবেচনা করে, তখন কালের শুরু থেকে যৌনতা আইন ও অধিকারের দোলার অধীনে রয়েছে। অজাচার ট্যাবুর অতিসাংস্কৃতিক তত্ত্বের অন্তহীন পুনরায় সৃষ্টির প্রতি এতটা উদ্যম নিবেদন করে, নৃতত্ত্ব যৌনতার আধুনিক সেনাবতরণের সমগ্রের উপযুক্ত রূপে প্রমাণিত হলো এবং যে তাত্ত্বিক সন্দর্ভ সে উৎপাদন করল তাও।

সতেরো শতক থেকে যা যা ঘটেছে তাকে নিচের রূপে ব্যাখ্যা করা যায়: যৌনতার সেনাবতরণ যা প্রথমে পরিবারগত প্রতিষ্ঠানের কিনারে (যেমন, বিবেক ও পাণ্ডিত্যের নির্দেশনায়) বিকশিত হয়েছিল ক্রমশ পরিবারের উপর লক্ষ্যস্থির করেছে: আগন্তুক, অহ্রাসযোগ্য, এবং এমনকি বিপজ্জনক প্রভাব যা সে আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণে জন্য (এমন সমালোচনায় এই বিপদের সম্পর্কে সচেতনতা প্রমাণসিদ্ধ যা প্রায়শ নির্দেশিত হয় নির্দেশকদের হঠকারিতায়, এবং পুরো বিতর্কে, যা কিছুটা পরে দেখা দেয়, সাধারণ বা ব্যক্তিগতের উপর, শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক বা পারিবারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে[২]) ভাণ্ডারে ধারণ করে পরিবারের দ্বারা নিঃশেষিত হয়েছিল, যে পরিবার পুনঃসংগঠিত ছিল, নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত, এবং সেসব কাজের দ্বারা যা পূর্বে আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণে কার্যকর হয়েছিল তার তুলনায় যে কোনোভাবে তীব্রতাকরণ ঘটেছিল। পরিবারের মধ্যে, পিতামাতা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়গণ যৌনতার সেনাবতরণের প্রধান এজেন্ট হন যা তার বাইরের সমর্থন সংগ্রহ করে ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, এবং শেষোক্ত মনোচিকিৎসক থেকে, এবং আত্মীয়বন্ধনের সম্পর্কের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যার সূচনা হয় কিন্তু সত্বরই শেষোক্তকে মনস্তত্ত্বগত বা মনোবিশ্লেষণগত রূপে পরিণত করে। তখন এই নতুন ব্যক্তিত্বেরা নিজেদের আবির্ভাব ঘটান: স্নায়বিকভাবে দুর্বল নারী, শীতল স্ত্রী, উদাসীন মাতা—বা আরো খারাপ, খুনি অবসেসনের কবলে মাতা—নপুংসক, ধর্ষকামী, বিকৃত স্বামী, হিস্টিরিয়া গ্রস্ত বা অবসাদ রোগী, অকাল পক্ব এবং ইতোমধ্যে নিঃশেষিত শিশু, এবং তরুণ সমকামী যে বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করে বা তার স্ত্রীকে অবহেলা করে। এ হলো এক আত্মীয়বন্ধনের সমন্বিত ফিগরসমূহ যারা যৌনগতভাবে মন্দ ও অস্বাভাবিকে পরিণত হয়েছেন'; তারা হলো উপায় যার দ্বারা শেষোক্তের ব্যাঘাতকারী শর্ত পূর্বোক্তের ক্ষেত্রে আসে; এবং তবুও তারা আত্মীয়বন্ধনের সিস্টেমের জন্য যৌনতার শৃংখলায় তার বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সুযোগ এনে দেয়: তখন পরিবার থেকে এক প্রবল চাপ সৃষ্টিকারী দাবি উত্থাপিত হয়: এক আবেদন যৌনতা ও আত্মীয়বন্ধনের মধ্যে এসমস্ত দুর্ভাগা দ্বন্দ্বকে সমঝোতা করার সাহায্য করার জন্য; এবং, যৌনতার এই সেনাবতরণের মধ্যে ধরা পড়েছে যা এ ছাড়াই বিনিয়োগ করে, আধুনিক আকারে এর দৃঢ়ীকরণে অবদান রেখে, এর যৌন যাতনাভোগের বিষয়ে পরিবারের দীর্ঘ অভিযোগ সম্প্রচার করে ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ, পুরোহিত ও যাজকদের নিকট, সমস্ত 'বিশেষজ্ঞে'র নিকট যারা শুনতে পারে। এ ছিল যেন তারা সহসাই এমন ভয়ংকর গোপন রহস্য আবিষ্কার করে বসেছে সব যার ইঙ্গিত দেওয়া হত এবং পুনঃ পুনঃ যে ধারণা জন্মেছিল: পরিবার, আত্মীয়বন্ধনের চাবিকাঠি, ছিল যৌন বিষয়ের সমস্ত দুর্ভাগ্যের বীজ। এবং তাকিয়ে দেখুন, মধ্য উনিশ শতক থেকে অগ্রসর হয়ে, পরিবার এর মাঝে যৌনতার ন্যূনতম দাগকে খুঁজে বের করতে নিযুক্ত থেকেছে, তার নিজের থেকে সবচেয়ে দুরূহ স্বীকারোক্তি মুচড়ে আদায় করে, এক দর্শকমণ্ডলীকে আবেদন করে যার সবাই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু না কিছু জানে, এবং অন্তহীন পরীক্ষার জন্য একে অরক্ষিতভাবে খুলে দিয়ে। যৌনতার সেনাবতরণে পরিবার ছিল স্ফটিকতুল্য: এ যেন যৌনতার উৎস হয়েছিল যা সে প্রকৃত প্রতিফলিত করে ও বিচ্ছুরণ ঘটায়। এর সঞ্চালনযোগ্যতার গুণে, এবং বাইরের দিকে প্রতিফলনের মাধ্যমে, এ হয়ে ওঠেছিল সেনাবতরণের সবচেয়ে কৌশলগত উপাদান।

কিন্তু এ সমস্ত বিকাশ এর টেনশন ও সমস্যা ছাড়া ছিল না। নিঃসন্দেহে শার্কো এতে একইভাবে এক কেন্দ্রীয় প্রতিমূর্তিকে নির্মাণ করেন। বহু বছর ধরে তিনি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পরিবারগুলো যাদেরকে, যেন তারা এই যৌনতার দ্বারা ভারাক্রান্ত যা তাদেরকে পরিপূর্ণ করেছে, ধ্যান ও চিকিৎকসার জন্য আবেদন করেছিল। সে সমস্ত পিতামাতা তার নিকট তাদের সন্তান, স্বামীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীদের, এবং স্ত্রীগণ স্বামীকে আনয়ন করেছে তাদেরকে গ্রহণ করে, জগতের ওপার থেকে, এবং তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে, তার প্রথম বিবেচনা ছিল 'রোগী'কে পরিবার থেকে পৃথক করা, পরিবারের কী বলার আছে তা শুনতে তিনি যথাসম্ভব কম মনোযোগ দিতেন।[৩] বলা উচিত তিনি চেয়েছেন আত্মীয়বন্ধনের সিস্টেমের থেকে যৌনতার পরিমণ্ডলকে পৃথক করতে, যাতে করে একে এক চিকিৎসাগত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বিবেচনা করতে পারেন যার টেকনিসিটি ও স্বায়ত্তশাসন স্নায়বিক মডেলের দ্বারা নিশ্চয়তালাভ করা ছিল। এভাবে ঔষধ চূড়ান্ত দায়িত্ববোধকে ধারণ করে নিল, এক বিশেষ জ্ঞানের অনুসারে, কারণ এক যৌনতা কার্যত যা পরিবার সমূহকে আবশ্যিক কাজ ও প্রধান বিপদ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করতে চেয়েছে। এছাড়াও, শার্কো বিভিন্ন উপলক্ষে উল্লেখ করেছেন পরিবার গুলোকে দিয়ে রোগীকে সমর্পণ করানো কতটা কষ্টকর ছিল যাকে তারা চিকিৎসকের নিকট এনেছিলেন, কীভাবে তারা মানসিক হাসপাতালগুলোকে ঘেরাও করে রেখেছে যখন বিষয়ীকে তাদের চোখের আড়ালে রাখা হয়েছে, এবং যেভাবে তারা ক্রমাগত ডাক্তারের কাজের মাঝে নাক গলিয়েছেন। যদিও, তাদের উদ্বেগ ছিল অসতর্ককৃত: থেরাপিস্ট কেবল এ জন্যই অনুপ্রবেশ করতেন ব্যক্তিকে যেন তাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে পারেন যারা যৌনগতভাবে পরিবারের সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিল; এবং এই অনুপ্রবেশ যৌনগত দেহকে যখন দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে, এ পরেরটিকে পরোক্ষ সন্দর্ভের মাঝে সংজ্ঞায়িত হতে কর্তৃত্ব আরোপ করে না। কারোই এ সমস্ত 'জননেন্দ্রিয়গত কারণে'র সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত নয়; তাই বাগধারাটি হলো—এক নির্বাক স্বরে ফিসফিসিয়ে বলে—আমাদের সময়ের এক বিখ্যাত কর্নেন্দ্রিয় ১৮৮৬ সালের একদিন যা আড়ি পেতে শুনে ফেলে, শার্কোর মুখ থেকে।

মনোবিশ্লেষণ এই প্রেক্ষাপটেই কাজ শুরু করে; তবে উদ্বেগ ও পুনরাশ্বস্ততার নকশাকে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিমার্জনা না করে নয়। সূচনার সময় এর থেকে অবিশ্বাস ও বৈরীতার উদ্ভব ঘটে, কারণ, শার্কোর শিক্ষাকে চরমে নিয়ে গিয়ে, তা পরিবারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্যক্তির যৌনতাকে পরীক্ষার ভার নিয়েছিল: তা এই যৌনতাকে এই আলোকে আবারো স্নায়বিক মডেলে না ঢেকে সামনে আনে; এখনও আরো বেশি সিরিয়স, এ তাদের সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করে তাতে পারিবারিক সম্পর্ককে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। কিন্তু সব সত্ত্বেও, মনোবিশ্লেষণ, যার কৌশলগত পদ্ধতির মধ্যে যৌনতার স্বীকৃতি যেন পারিবারিক বিচারের বাইরে স্থান পেয়েছে, নতুন করে আবিষ্কার করে আত্মীয়বন্ধনের আইন, বিবাহ ও আত্মীয় সম্পর্কের কার্যকলাপে সম্পৃক্ত, এবং অজাচার এই যৌনতার কেন্দ্রে রয়েছে, এর গঠনের নীতিমালা রূপে ও এর বৌদ্ধিকতার চাবি রূপে। যে নিশ্চয়তা কেউ খুঁজে পাবে প্রত্যেকের যৌনতার ভিত্তিতে পিতামাতা-সন্তানের সম্পর্কের মাঝে যা সম্ভব করেছে—এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন সমস্ত কিছু উল্টো পথে নির্দেশ করে যেন—যাতে যৌনতার সেনাবতরণকে আত্মীয়বন্ধনের সিস্টেমের সঙ্গে যুগলবন্দী করে রাখে। এতে কোনো ঝুঁকি নেই যে, যৌনতা প্রকৃতিগতভাবে আইনের প্রতি ভিনদেশী বলে আবির্ভূত হবে: এ কেবল আইনের দ্বারাই নির্মিত হয়। পিতামাতাগণ আপনার শিশুকে বিশ্লেষণের সামনে আনতে ভয় পাবেন না: এ তাদেরকে শেখাবে যে যেভাবে হোক আপনাকেই যাকে তারা ভালবাসে। শিশুরা, সত্যিই তোমাদের অভিযোগ করার কিছু নেই যে তোমরা এতিম নও, যে তোমরা সব সময়ই পুনরাবিষ্কার করো যে তোমাদের অন্তরতম সত্তার মাঝে তোমার অবজেক্ট-মাতা বা তোমার পিতার সার্বভৌম চিহ্ন রয়েছে: তাদের মাধ্যমে তুমি আকাঙক্ষার মধ্যে প্রবেশাধিকার পাও। যখন কিনা, এত বেশি চাপা ভাব সত্ত্বেও, সমাজে বিশ্লেষণের বিপুল প্রচলন যেখানে আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ ও পরিবার প্রথার দৃঢ়করণ প্রয়োজন হয়। কারণ এ হলো যৌনতার সেনাবতরণের পুরো ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকের একটি : ধ্রুপদী খ্রিস্টানধর্মের 'শরীরে'র প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এর সূচনা ঘটেছে, আত্মীয়বন্ধনের সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে এবং যে নিয়ম পরবর্তীটিকে শাসন করে; কিন্তু আজকে তা উল্টো ভূমিকা পূর্ণ করে যে তা আত্মীয়বন্ধনের পুরোনো সেনাবতরণকে ঠেকা দিতে চায়। বিবেকের নির্দেশ থেকে মনোবিশ্লেষণের দিকে, আত্মীয়বন্ধন ও যৌনতার সেনাবতরণ এক ধীর প্রক্রিয়ায় নিহিত থাকে যা একে অপরের থেকে ঘুরে যায় যতক্ষণ না, তিনশত বছরের বেশি, তাদের অবস্থান উল্টে যায়: খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষীয় ক্ষেত্রে, আত্মীয়বন্ধনের আইন শরীরকে বিধিবদ্ধ করে যা কেবল সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং একটা কাঠামোতে খাপ খেয়েছে যা এখনও বৈশিষ্ট্যের সূত্রে বিচারিক; মনোবিশ্লেষণ সহ, যৌনতা শরীর ও জীবনকে আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাদেরকে পরিপূর্ণ করে আত্মীয়বন্ধনের আইনের কাছে দেয়।

যেখানে এলাকাকে আমরা অবশ্যই বিভিন্ন বিশ্লেষণে বিশ্লেষণ করব যৌনতার সেনাবতরণে যা বর্তমান খণ্ডের অনুবর্তী হবে: শরীরের সম্পর্কে খ্রিস্টানধর্মে ধারণার ভিত্তিতে এর গঠন, এবং চারটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে এর বিকাশের ফলে উনিশ শতকে সেনাবতরণ হয়েছিল: শিশুদের যৌনতারোপকরণ, নারীর হিস্টিরিয়াকরণ, বিকৃতিপ্রাপ্তের বিশেষায়িতকরণ, এবং জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ—সকল কর্মপরিকল্পনাই যা একটা পরিবারের উপায় ধরে চলে তাকে অবশ্যই দেখতে হবে, নিষিদ্ধতার শক্তিশালী এজেন্সি রূপে নয়, বরং যৌনতাকরণের প্রধান শর্ত রূপে।

এই প্রয়োজেনের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রথম পর্ব এক 'শ্রম শক্তি' গঠন করে (যেখানে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়াতে, যে কোনো অপচয়িত শক্তি, যাতে সমস্ত শক্তি শ্রম সামর্থ্যে হ্রাস পায়) এবং এর পুনরুৎপাদনকে নিশ্চিত করতে (দাম্পত্য, শিশুদের নিয়ন্ত্রিত ফ্যাব্রিকেশন) ; দ্বিতীয় পর্ব পুঁজিবাদের যুগের প্রতি সঙ্গতি রাখে যাতে উদ্বৃত্ত শ্রমের শোষণ একই সহিংস ও শারীরিক প্রতিবন্ধককে দাবি করে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকে যেমন ছিল, এবং যেখানে শরীরের রাজনীতি যৌন বিষয়ের নির্মূল দাবি করে না বা প্রজননগত ভূমিকার প্রতি একমাত্র নিয়ন্ত্রণকে নয়; বরং তা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রিত সার্কিটে একাধিক চ্যানেলিং এর উপর নির্ভরশীল—যাকে বলা যেতে পারে অতি-অবদমনমূলক বি-উদবর্তন।

যদি যৌন বিষয়ের রাজনীতি ট্যাবুর আইনের ন্যূনতম প্রয়োগ না করতে পারে বরং গোটা খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতিকে ক্রীড়ারত করে, যদি যা কিছু সম্পৃক্ত হয় তা যৌন বিষয়ের অবদমনের চেয়ে যৌনতার উৎপাদন হয়, তখন আমাদের বিশ্লেষণ অন্যত্র স্থাপিত হবে; আমরা অবশ্যই 'শ্রম সামর্থ্যে'র সমস্যা থেকে আমাদের বিশ্লেষণকে সরিয়ে নেব এবং নিঃসন্দেহে বিকীকরণকারী শক্তিকে পরিত্যাগ করব যাতে অর্থনৈতিক কারণে অবদমিত এক যৌনতার থিম নিহিত রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : চার

পর্বায়ন

যৌনতার ইতিহাস আগাম দুটি চিড় ধরাকে আন্দাজ করে নেয় যদি কেউ অবদমনের ক্রিয়াবিধির উপর একে কেন্দ্র করতে চেষ্টা করে। প্রথমটি হলো, সতেরো শতক জুড়ে ঘটে চলছে, বিরাট নিষেধাজ্ঞার প্রবর্তন দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, পরিণতবয়স্কের বৈবাহিক যৌনতার একচ্ছত্র উন্নয়ন, ভব্যতার অনুজ্ঞা, দেহের বাধ্যতামূলক গোপন করা, নিরবতায় হ্রাসকরণ ও ভাষার আবশ্যিক স্বল্পভাষিতা। দ্বিতীয়টি হলো, এক বিশ শতকের প্রপঞ্চ, প্রকৃতই কার্ভটির বাঁক নেওয়ার চেয়ে কম চিড় ধারা: এই মুহূর্তটি হলো যখন প্রথম অবদমনের ক্রিয়াবিধিকে তাদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে দেখা গেছে; যা ক্রমে যৌন ট্যাবু থেকে প্রাক বিবাহ বা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের বিচারে অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণুতায় অতিক্রম করল, 'বিকৃত'দের অযোগ্যতা খর্ব হয়েছিল, আইনের দ্বারা তাদের দণ্ডিত করা অংশত নিশ্চিহ্ন হয়েছিল; শিশুদের যৌনতার উপর ভর করা বহু ট্যাবু অপসারিত হয়েছিল।

আমাদেরকে অবশ্যই এই সমস্ত উপকরণের কালপঞ্জিকে শনাক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে: উদ্ভাবনসমূহ, উপকরণগত সমঝোতা, এবং পুরনো কৌশলসমূহের নবায়ন। কিন্তু তাতে বিবেচনা করার মত তাদের সদ্ব্যবহারের বর্ষপঞ্জি রয়েছে, তাদের ছড়িয়ে পড়ার এবং প্রভাবের (দমন ও প্রতিরোধ) কালপঞ্জি যা তারা উৎপন্ন করেছে। নিঃসন্দেহে এই তারিখগুলো বিরাট অবদমনমূলক চক্রের সঙ্গে সমাপতন ঘটাবে না সতেরো ও বিশ শতকের মাঝখানে যা সাধারণভাবে স্থাপিত হয়েছিল।

১. প্রযুক্তির নিজের কালপঞ্জি নিজেরা অনেক দূর অতীতে রয়েছে। মধ্যযুগের খ্রিস্টানধর্মের প্রায়শ্চিত্তসূচক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাদের গঠিত হবার অবস্থান অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে, অথবা বাধ্যতামূলক, ব্যাপ্ত, এবং কালপর্বগত স্বীকারোক্তির দ্বারা যে দ্বৈত সিরিজ গঠিত হয়েছিল লাতেরান সংসদের দ্বারা এবং কৃচ্ছ্রসাধনার পদ্ধতির দ্বারা সমস্ত বিশ্বাসীদের উপর যা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আধ্যাত্মিক চর্চা, এবং রহস্যবাদে ষোলো শতক থেকে বিশেষ তীব্রতা সহ যার উদ্ভব ঘটে। প্রথমে রিফর্মেশন, পরে ট্রেন্ট মহাসভার ক্যাথলিকবাদ, এক গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমঝোতা চিহ্নিত করে এবং এক ধর্মবিচ্ছেদকে যাকে বলা যেতে পারে 'শরীরের প্রথাগত প্রযুক্তিবিদ্যা'। এক বিভাজন যার গভীরতাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই; কিন্তু তা ক্যাথলিকবাদ ও প্রটেস্টান্টবাদের পরীক্ষা পদ্ধতির মাঝে বিবেক ও ধর্মাধ্যক্ষগত নির্দেশনাতে এক ধরনের সমান্তরালবাদকে খারিজ করে দেয় না: 'কামেচ্ছা'র বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং একে সন্দর্ভে রূপান্তর করা উভয় দৃষ্টান্তেই তা প্রতিষ্ঠিত। এ ছিল সমৃদ্ধ, পরিমার্জিত কৌশল যোলো শতকে আকার নিতে শুরু করে এবং তাত্ত্বিক বিস্তৃতির দীর্ঘ সিরিজের মধ্য দিয়ে যায় যতদিন না, আঠারো শতকের শেষে, তা এমন অভিব্যক্তিতে স্থির হতে শুরু করে যা একদিকে আলফন্সো দ্য লিগুইরির প্রশমিত দৃঢ়তাকে প্রতীকায়িত করতে সমর্থ এবং আরেক দিকে ওয়েসলিয় পাণ্ডিত্যতত্ত্ব।

একই পর্বের সময়—আঠারো শতকের শেষে—এবং সেই যুক্তির জন্য যা নির্ধারিত হতে হবে, যে সেখানে যৌন বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে; নতুন এ জন্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপের থিমতত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃতই স্বাধীন না হয়ে তা মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানকে এড়িয়ে গেছে। পাণ্ডিত্যশাস্ত্র, ঔষধ ও অর্থনীতির মাধ্যমে, এ কেবল যৌন বিষয়কে সেক্যুলার বিবেচনাতেই পরিণত করেনি এমনকি একইভাবে রাষ্ট্রের বিবেচনাও; আরও যথার্থভাবে বললে, যৌন বিষয় এমন ব্যাপারে পরিণত হলো যা সামগ্রিকভাবে সামাজিক দেহকেই, এবং কার্যত এর সমস্ত ইন্ডিভিজুয়ালই, তাদেরকে প্রহরার নিচে স্থাপন করার দাবি করে। এই জন্যও নতুন যে তা তিনটি অক্ষ ধরে অগ্রসর হয়: পাণ্ডিত্যশাস্ত্র, শিশুদের বিশেষ যৌনতাকে তার লক্ষ্য রূপে; ঔষধ, যার লক্ষ্য ছিল নারীর প্রতি বিশিষ্টবাচক যৌনগত শারীরতত্ত্ব; এবং শেষে, জনসংখ্যাতত্ত্বগত, জন্মহারের স্বতঃস্ফূর্ত বা পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ করাই হলো তার লক্ষ্য। এভাবে 'যৌবনের পাপ' 'স্নায়বিক বৈকল্য' এবং 'প্রজননের বিরুদ্ধে প্রতারণা' (যেভাবে পরবর্তীতে এসব 'ভয়ংকর গোপন'কে অভিহিত করা হত) নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার তিনটি সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলকে চিত্রিত করে। এমন প্রশ্ন নেই যে এর প্রতিটি এলাকাতে, পেছনে খুঁজলে সে পদ্ধতিতে পৌঁছে খ্রিস্টানধর্ম যা ইতোমধ্যে গঠন করেছে, তবে অবশ্যই তাদেরকে পরিমার্জনা না করে নয়: ইতোমধ্যে খ্রিস্টানধর্মের আধ্যাত্মিক পাণ্ডিত্যশাস্ত্রে শিশুদের যৌনতার সমস্যাকরণ হয়েছিল (এমন উল্লেখ করা কৌতূহল কর যে 'মল্লিটিজ', পাপের বিষয়ে প্রথম রচনা, গেরসন নামে এক শিক্ষাবিদ ও মিস্টিকের দ্বারা, পনেরো শতকে রচিত হয় এবং 'ওনানিয়া' সংগ্রহ যা আঠারো শতকে সংকলিত হয়েছিল তাতে অ্যাংলিকান ধর্মাধ্যক্ষীয়ের দেওয়া দৃষ্টান্ত থেকে অক্ষরে অক্ষরে নিয়ে); আঠারো শতকের ঔষধের স্নায়ু ও বাষ্পের এক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাঁক ফেরে যা ইতোমধ্যে চৈতন্য নির্দেশ ও আধ্যাত্মিক পরীক্ষার সমস্ত অভব্য ক্রিয়াকলাপের মাঝে সীমা নির্দেশ করা হয়েছিল যখন ভরগ্রস্ত হবার প্রপঞ্চ গভীর সংকটকে জারিত করে (স্নায়বিক রুগ্নতা নিশ্চিতভাবেই ভরগ্রস্ততার সত্য নয়, যদিও হিস্টিরিয়ার ঔষধ পূর্বে নির্দেশিত অবসেসড হওয়া নারীর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসম্পর্কিত নয়); এবং জন্মহারকে প্রস্তাব করে যে প্রচার অভিযান দাম্পত্য সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের স্থান নেয়—ভিন্ন আকারে ও অন্য স্তরে—যা খ্রিস্টান প্রায়শ্চিত্ত তার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। অতএব এক দৃশ্যযোগ্য অব্যবচ্ছেদ, তবে এমন একটি যা প্রধান রূপান্তরকে প্রতিরোধ করতে পারে না: সে সময় থেকে, যৌন বিষয়ের প্রযুক্তিবিদ্য বিন্যস্ত হয়েছিল চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, স্বাভাবিকতার জরুরী প্রয়োজন, এবং—মৃত্যুর ও চিরস্থায়ী শাস্তির স্থলে—জীবন ও রুগ্নতার সমস্যার সম্পর্ক বিচারে। দেহকে নামিয়ে জৈবদেহের স্তরে আনা হয়।

উনিশ শতকের বাঁকে রূপান্তর সাধিত হয়; তা এর থেকে উদ্ভূত আরো রূপান্তর লাভের পথ খুলে দেয়। এসবের প্রথমটি যৌন বিষয়ের ঔষধকে দেহের ঔষধ থেকে পৃথক করে; এ এক যৌনগত 'প্রবৃত্তি'কে বিচ্ছিন্ন করে যা গঠনগত বৈসাদৃশ্য, অর্জিত বিচ্যুতি, দৃঢ়তার অভাব, অথবা রোগনির্ণয়গত পদ্ধতিকে উপস্থাপন করতে সমর্থ। হাইনরিখ কান এর 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস,' ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয়, এক নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে: এই বছরগুলো এক ঔষধের পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত আবির্ভাবের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিল, যৌন বিষয়ের বিশেষ এক 'অস্থিশল্যবিদ্যা'; এক কথায়, 'বিকৃতি'র বিরাট চিকিৎসাগত-মনস্তাত্ত্বিক এলাকার উন্মোচন, পুরনো ব্যাভিচার ও সীমালঙ্ঘনের নৈতিক বর্গের ভার নেওয়ার জন্য যা নিয়তিনির্দিষ্ট ছিল। একই পর্বে, বংশগতিবিদ্যার বিশ্লেষণ যৌন বিষয়কে (যৌন সম্পর্ক,যৌন ব্যাধি, বিবাহজনিত মিত্রতা, বিকৃতি) প্রজাতির বিচারে 'জীববিদ্যাগত দায়িত্বের' পর্যায়ে স্থাপিত করে: কোনো লিঙ্গই কেবল তার নিজের অসুখ দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে না, এও পারে যে, যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, রোগ সঞ্চালন করতে পারে বা অপরকে সৃষ্টি করতে পারে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আক্রান্ত করতে পারে। এভাবে তা প্রজাতির জন্য এক সম্পূর্ণ পুঁজি হিসেবে তার থেকে সংগ্রহ করার জন্য দেখা দিল। যেখানে বিবাহ, জন্ম, ও জীবনের প্রত্যাশার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গঠনের জন্য চিকিৎসাগত প্রকল্প—কিন্তু রাজনৈতিকও; যৌন বিষয় এবং তার উর্বরতাকে পরিচালিত করতে হবে। বিকৃতির ঔষধ এবং সুপ্রজনন সংক্রান্ত কর্মসূচি হলো উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যৌন বিষয়ের প্রযুক্তিবিদ্যার দুটি বিরাট উদ্ভাবন।

যে সমস্ত উদ্ভাবন একই সঙ্গে ভালভাবে মিশেও যায়, কারণ 'অধোগতি'র তত্ত্ব চিরন্তনভাবে তাদের জন্য একে অন্যের কাছে নির্দেশ করাতে সম্ভব করে; কীভাবে কোনো উত্তরাধিকার বিভিন্ন রোগবালাই দ্বারা ভারাক্রান্ত হয় এ তাকে ব্যাখ্যা করে (যে তা জৈবদেহের, কার্যগত, বা মানসিক তাতে কমই আসে যায়) যার পরিণামে যৌন বিকৃতি ঘটে থাকে (যে কোনো প্রদর্শনবাদী বা সমকামীর বংশতত্ত্ব দেখুন: আপনি তাতে হেমিপ্লেজিক পূর্বপুরুষ, এক ক্ষয়রোগী পিতামাতা, বা মামা-কাকা উন্মাদ চিত্তভ্রংশতাতে আক্রান্ত দেখবেন); কিন্তু তা ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিল কীভাবে কারো বংশানুক্রমের ধারার চিত্রণে এক যৌন বিকৃতি ফল হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে—শিশুদের মাঝে কৃশতার রোগ, বা আগামী প্রজন্মে বন্ধ্যাত্ব। বিকৃতি-উত্তরাধিকার-অধোগতি এই সিরিজ যৌন বিষয়ের নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার শক্ত ভরকেন্দ্র গঠন করে। এবং তা কল্পিত কিছু নয় যে এ কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানের তত্ত্বের অধিক কিছু নয় যা বৈজ্ঞানিকভাবে দুর্বল ও অযথার্থভাবে নৈতিক। এর প্রয়োগ ছিল বহুধা বিস্তৃত এবং তার রোপন অনেক গভীরে। নিশ্চিতভাবে, মনোবিশ্লেষণ, এছাড়াও ছিল বিচার, আইনগত চিকিৎসা অথবা বিপন্ন শিশু, সব কিছু দীর্ঘকাল 'অধোগতি'র ভিত্তিতে এবং বংশগতি-বিকৃতি সিস্টেমের উপর কাজ করেছিল। সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, যা রাষ্ট্রনির্দেশিত বর্ণবাদের এক বিস্ফারিত কিন্তু সংহত আকার নেয়, যৌন বিষয়ের প্রযুক্তিবিদ্যাকে এক ভীতিকর ক্ষমতা সহ এবং বহু দূরগামী পরিণাম সহ সজ্জিত করে।

যদি কেউ লক্ষ্য না করে অধোগতির বিরাট সিস্টেমের মাঝে যে ফাটল তা নিয়ে এসেছে উনিশ শতকের শেষে মনোচিকিৎসার অদ্ভূত অবস্থানকে উপলব্ধি করা শক্ত হবে: এ যৌন প্রবৃত্তিকে চালনার উপযুক্ত চিকিৎসাগত প্রযুক্তিবিদ্যার এক প্রকল্পকে আবারো শুরু করে; কিন্তু তা বংশগতির সঙ্গে এর বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করতে চাইল, এবং সেভাবে সুপ্রজনন তত্ত্ব ও বিভিন্ন বর্ণবাদ থেকেও। আমাদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে লক্ষ্য করা এবং ফ্রয়েডের মাঝে স্বাভাবিকীকরণের অভিঘাতের উপর মন্তব্য করাটা ভালই হবে; বহু বছর ধরে মনোবিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠানের পালন করে আসা ভূমিকাকে কেউ চাইলে নিন্দা করতে পারে; কিন্তু যৌন প্রযুক্তিবিদ্যার বিরাট পরিবারে যে তথ্যটি থেকে যায়, যা বহু পেছনে খ্রিস্টান পাশ্চাত্যের ইতিহাসে যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের যৌন বিষয়কে চিকিৎসায়িত করতে যা উনিশ শতকে সূচিত হয়, এ হলো তার একটি, চল্লিশের দশক পর্যন্ত, বিকৃতি-উত্তরাধিকার—অধোগতি সিস্টেমের রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব সম্পর্কে ভীষণভাবে বিরুদ্ধতা করেছিল।

এ স্পষ্ট যে এই সমস্ত প্রযুক্তির বংশতত্ত্ব, এসমস্ত রূপান্তর, তাদের স্থানান্তর, তাদের ধারাবাহিকতা ও ফাটল, তা বিরাট অবদমনমূলক পর্বের অনুমিতির সঙ্গে সমাপতন ঘটায় না ধ্রুপদী যুগ থেকে যার অভিষেক হয়েছিল এবং বিশ শতকে ধীরে ক্ষয় হতে আরম্ভ হয়েছে। সেখানে বরং চিরন্তন উদ্ভাবন ছিল, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ধীর বিকাশ ঘটেছিল, এবং বহুগুণ বিস্তারের ইতিহাসে দুটি বিশেষ উৎপাদনময় মুহূর্ত ছিল: ষোলো শতকের মাঝামাঝি সময়ে, বিবেকের পরীক্ষা ও নির্দেশনার পদ্ধতির বিকাশ; এবং উনিশ শতকের সূচনায়, যৌন বিষয়ের চিকিৎসাগত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন।

২. কিন্তু পূর্বোক্তটি হলো এখনও প্রযুক্তিসমূহের নিজেদের তারিখ নির্ণয়। তাদের বিস্তার ও প্রয়োগের স্থানের ইতিহাস আবারো ভিন্ন কিছু। এই অবদমনকে শ্রম সামর্থ্যের কাজে খাটানোর সঙ্গে সম্পর্কিত করে, যদি কেউ অবদমনের অভিধায় যৌনতার ইতিহাস রচনা করে, কেউ অবশ্যই ধরে নেবে যে যৌনগত নিয়ন্ত্রণ আরো বেশি তীব্র ও খুঁটিনাটি সম্পন্ন ছিল যেভাবে তারা দরিদ্রতর শ্রেণীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দেশিত হয়েছিল; কাউকে অনুমান করে নিতে হবে যে তারা সবচেয়ে বিরাট শাসনপ্রণালির পথ এবং সবচেয়ে নিয়মতান্ত্রিক শোষণের পথ অনুসরণ করেছে: যুবক পরিণতবয়স্ক মানুষ, তার জীবনশক্তির চেয়ে বেশি কিছু নেই, এক অধীনতার প্রাথমিক লক্ষ্যে পরিণত হতে হবে যা নিয়তিনির্ধারিত অর্থহীন সুখের জন্য সুলভ শক্তিকে বাধ্যতামূলক শ্রমের দিকে স্থানান্তর করে। বস্তুত যেভাবে ঘটে থাকে সেভাবে তা আবির্ভূত হয় না। উল্টোভাবে, সবচেয়ে প্রবল কৌশলসমূহ গঠিত হয় এবং, আরো নির্দিষ্টভাবে, সবচেয়ে বেশি তীব্রতা সহ, অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে প্রবল শ্রেণী সমূহে প্রথমে প্রয়োগ করা হয়। বিবেকের নির্দেশ, আত্মপরীক্ষা, শরীরের লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ দীর্ঘবিস্তার, এবং কামেচ্ছার নীতিপরায়ণ শনাক্তকরণ সবই হলো সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া যা একমাত্র ছোট্ট জনগোষ্ঠীর নিকটে অধিগম্য হতে পারে। এ সত্য যে আলফন্সো দ্য লিগুইরির প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতি এবং ওয়েসলির মেথডিস্টরা যে নিয়মসমূহ সুপারিশ করেছেন তারা নিশ্চিত করেছেন যে এসমস্ত পদ্ধতি আরো বিস্তারিতভাবে ছড়িয়ে পড়বে, একটা ফ্যাশনের অনুসারে; তবে এক বিবেচনাযোগ্য সরলীকরণের বিনিময়ে তা হবে।

পরিবার সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণের এজেন্সি হিসেবে এবং যৌন পরিপূর্ণতার একটা অবস্থান হিসেবে একই কথা বলা চলে: এ হলো 'বুর্জোয়া' বা 'অভিজাততান্ত্রিক' পরিবার যা শিশুদের ও কিশোরদের যৌনতাকে প্রথম সমস্যামণ্ডিত করেছিল, এবং নারীত্বের যৌনতাকে করেছিল চিকিৎসামণ্ডিত; যৌন বিষয়ের রোগনির্ণয়ের সামর্থ্য হিসেবে একেই প্রথম সতর্ক করা হয়েছিল, একে ঘনিষ্ঠ প্রহরার অধীনে রাখার জরুরী প্রয়োজন এবং সংশোধনের এক যৌক্তিক প্রযুক্তিবিদ্যা দাঁড় করানো। যৌন বিষয়ের সাইক্রিয়াট্রিজেশনের জন্য এই পরিবারই প্রথম লোকাস হয়েছিল। ভয়ের কাছে সমর্পিত হয়ে, ক্ষতিপূরণ সৃষ্টি করে, অধীত প্রযুক্তির দ্বারা রক্ষা পাবার আবেদন করে, অসংখ্য সন্দর্ভকে উৎপাদন করে, এই প্রথম যে নিজে যৌনগত সংবেদনের আধিক্য ঘটায়। এই বিবেচনা করে বুর্জোয়াতন্ত্র শুরু করে যে তার নিজের যৌন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু, এক ভঙ্গুর সম্পদ, এক গোপন রহস্য সমস্ত মূল্য দিয়ে যা আবিষ্কার করতে হবে। একথা মনে করা যথার্থ যে যৌনতার সেনাবতরণ দ্বারা প্রথম যে ফিগরটি বিনিয়োগকৃত হয়, প্রথমে যাকে 'যৌনগত করা' হয়, তা ছিলা 'অলস' নারী। সে বাস করত 'পৃথিবীর' বাইরের কিনারে, যেখানে সে সবসময় এক মূল্য রূপে আবির্ভূত হয়, এবং পরিবারের, যেখানে তাকে দাম্পত্য ও পিতামাতার বাধ্যবাধকতার দায়ভারাক্রান্ত নতুন নিয়তি বরাদ্দ করা হয়। এভাবে সেখানে 'স্নায়ুগত দুর্বল' নারীর উদ্ভব হয়, যে নারী নিছক 'কল্পনা'র দ্বারা কাতর; এই ফিগরে, নারীর হিস্টিরিয়াকরণ তার ঠাঁই নেবার স্থান খুঁজে পায়। যেভাবে নবীন কিশোরেরা গোপন সুখের মাঝে তাদের ভবিষ্যত সারবস্তুকে অপচয় করে, আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ডাক্তারদের ও শিক্ষাবিদদের নিকট উনকামী শিশু ছিল এমন আগ্রহের বিষয়, এ জনগণের সন্তান ছিল না, ভবিষ্যৎ শ্রমিক যাকে শরীরের শৃংখলা শিখতে হবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহভৃত্যদের দ্বারা যে শিশু বেষ্টিত থাকবে, গৃহশিক্ষক, ও গভর্নেসদের দ্বারা, তার শারীরিক শক্তিকে তার বৌদ্ধিক সামর্থ্য রূপে সমঝোতা করায় যে বিপদাপন্ন ছিল, তার নৈতিক বুনোট, এবং তার পরিবারের ও সামাজিক শ্রেণীর জন্য উত্তরাধিকারের স্বাস্থ্যকর লাইন রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা।

শ্রমিক শ্রেণী, তাদের অংশের জন্য, দীর্ঘকাল ধরে যৌনতা'র সেনাবতরণকে এড়াতে সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য, তারা বিশেষ উপায়ে 'আত্মীয়বন্ধনে'র সেনাবতরণের অধীন ছিল: বৈধ বিবাহ ও উর্বরতার শোষণ, রক্তসম্পর্কের যৌনগত মিলনকে বাইরে রাখা, সামাজিক ও স্থানিক আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহের সুপারিশ। আরেক দিকে, এ অস্বাভাবিক যে শরীরের খ্রিস্টীয় প্রযুক্তিবিদ্যার আদৌ কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল। যৌনগতকরণের ক্রিয়াবিধি হিসেবে, এ সমস্ত তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল এবং তা তিন স্তরে ঘটেছিল। প্রথমটি যুক্ত থাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে, যখন তার আবিষ্কার হলো, আঠারো শতকের শেষে, যে প্রকৃতিকে বোকা বানানোর কৌশল একমাত্র নগরবাসী ও লিবেরটাইনদের অধিগত একান্ত সুবিধা ছিল না, বরং তাদের দ্বারা তা অবহিত ও ক্রিয়াকলাপ করা হত যারা, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, অন্য যে কারো চেয়ে অধিক অরুচিকর রূপে একে ধারণ করল। পরবর্তীতে, আঠারো শ' ত্রিশের দিকে একটা সময়ে, শহুরে প্রলেতারিয়েত এর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের অপরিহার্য উপকরণ রূপে 'প্রথাগত' পরিবারের সংগঠন বিবেচিত হতে থাকল: 'দরিদ্রতর শ্রেণীর নৈতিকীকরণ' নিয়ে বিরাট প্রচারণা হয়েছিল। উনিশ শতকের অন্তিমে বিকৃতির বিচারিক ও চিকিৎসাগত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিকাশের মাধ্যমে শেষ স্তর আসে, সমাজ ও প্রজাতির সাধারণ রক্ষার খাতিরে। এ বলা চলে এই সেই মুহূর্ত ছিল যখন 'যৌনতা'র সেনাবতরণ, সুবিধাভোগী শ্রেণীর দ্বারা ও জন্য, তার জটিলতর ও তীব্রতর আকারে বিস্তারিত, গোটা সামাজিক দেহে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু এতে যে আকার গ্রহণ করা হয় তা সবখানে একরকম নয়, এবং যে উপকরণ সে ব্যবহার করে (বিচারিক ও চিকিৎসাগত কর্তৃপক্ষের আপেক্ষিক ভূমিকা উভয় ক্ষেত্রে অবিকল নয়; এমনকি যেভাবে চিকিৎসা ও যৌনতা কার্যকর হয় তাও নয়) তাও নয়।

এই কালপঞ্জিগত স্মারকগুলো—হোক আমরা প্রযুক্তির উদ্ভাবন নিয়ে বিবেচনা করছি বা তাদের বিচ্ছুরণ এর বর্ষপঞ্জিকে—একই গুরুত্বের। তারা অবদমনমূলক চক্রের উপর অধিক সন্দেহ পোষণ করে, এক শুরু ও এক সমাপ্তি সহ এবং এক বক্ররেখাকে তার বাঁক নেবার বিন্দু সহ গঠন করে: এ অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হয় যে যৌন বিধিনিষেধের কোনো বয়স রয়েছে। তারা একে সন্দেহপূর্ণ করে তোলে যে এই প্রক্রিয়া সমাজের সকল স্তরে ও সমস্ত সামাজিক শ্রেণীতে সমসত্ত্ব ছিল: কোনো এককবাদী যৌনগত রাজনীতি নেই। কিন্তু সর্বোপরি, তারা প্রক্রিয়াটির অর্থ, এবং সত্তালাভের কারণ, তৈরি করে যা সমস্যাপূর্ণ: মনে হয় যেন যৌনতার সেনাবতরণ অপরের সুখের সীমিতকরণের নীতি রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল না যাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সনাতনভাবে বলা হয় 'শাসক শ্রেণী'। বরং আমার নিকট মনে হয় তারা প্রথমে নিজেদের উপরে চেষ্টা চালায়। এ কি বুর্জোয়া কৃচ্ছ্রতাবাদের এক নতুন অবতার যাকে এতবার রিফর্মেশনের সূত্রে বর্ণিত হতে দেখেছি, নতুন কর্ম নীতিশাস্ত্রে, এবং পুঁজিবাদের উত্থানে? মনে হয় যেন বস্তুত যা নিহিত তা কোনো কৃচ্ছ্রতাবাদ নয়, যেভাবে হোক সুখের স্বত্বত্যাগ বা শরীরের কোনো অযোগ্যতাসাধন নয়, বরং উল্টো দেহের এক গাঢ়ত্বকরণ, স্বাস্থ্যের সমস্যাকরণ এবং তার কার্যক্রমের অভিধারঃ এ হলো জীবনকে সর্বোচ্চকরণের প্রযুক্তিগত প্রশ্ন। যে সমস্ত শ্রেণীকে শোষণ করা হত তার যৌন বিষয়ের অবদমন এর প্রাথমিক বিবেচনা ছিল না, বরং শরীর, সাহস, দীর্ঘজীবিতা, জন্মদান, এবং যারা 'শাসন করছে' তাদের উত্তরাধিকার। এই উদ্দেশ্যেই যৌনতার প্রথম সেনাবতরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সুখের, সন্দর্ভের, সত্যের, এবং ক্ষমতার নতুন বন্টন রূপে; একে দেখতে হবে অন্য শ্রেণীর দাসত্বসাধনের চেয়ে একটি শ্রেণীর আত্ম নিশ্চিতকরণ রূপেঃ এক সুরক্ষা, এক আত্মরক্ষা, এক শক্তিশালীকরণ, এবং এক আত্মতৃপ্তি যা কার্যত অপরের প্রতিও প্রসারিত হয়—ভিন্ন রূপান্তরের মূল্যে— সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক অধীনতার এক উপায় রূপে। ক্ষমতা ও জ্ঞানের এক প্রযুক্তির দ্বারা এর নিজের যৌন বিষয়ের এই বিনিয়োগ সহ যা এ নিজে উদ্ভাবন করেছিল, বুর্জোয়াতন্ত্র এর শরীর, সংবেদন ও সুখ, এর কল্যাণ ও টিকে থাকার উচ্চ রাজনৈতিক মূল্যকে খর্ব করল। আমরা বিধিনিষেধ সমূহ, স্বল্পভাষিতা, পরিহার, বা নৈঃশব্দ্যকে বিচ্ছিন্ন করব না যা এ সমস্ত পদ্ধতি হয়তো ব্যক্ত করেছে, যাতে করে কিছু গঠনমূলক ট্যাবু, মানসিক অবদমন, বা মৃত্যু প্রবৃত্তির উল্লেখ করে। যা গঠিত হয়েছিল তা ছিল জীবনের এক রাজনৈতিক শৃংখলা, অপরের দাসত্বকরণের মাধ্যমে নয়, বরং আত্মের নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে। এবং তা শ্রেণীর বিষয়ের চেয়ে বহু দূরের ছিল যা আঠারো শতকে হেজেমনিগত বিশ্বাসে পরিণত হয় একে বাধ্য করেছিল তার দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয়, ব্যয়বহুল, এবং বিপজ্জনক এমন একটি যৌন বিষয়কে অঙ্গচ্ছেদ করতে যতক্ষণ তা আর কোনোভাবে নিতান্ত প্রজননের কাজে ন্যস্ত নয়; আমরা উল্টোভাবে দাবি করতে পারি যে তা নিজে এমন একটি শরীরের জোগান দেয় একে যার যত্ন নিতে হবে, রক্ষা করতে হবে, কর্ষণ করতে হবে, এবং বহু বিপদ ও যোগাযোগ থেকে সুরক্ষা দিতে হবে, অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে যাতে তা প্রভেদনির্ভর মূল্যে ধারণ করা থাকে, এবং এই, একে সমর্থ করবে— অন্যান্য উৎসের সঙ্গে—যৌন বিষয়ের এক প্রযুক্তির সহকারে।

যৌন বিষয় দেহের সেই অংশ নয় যাকে বুর্জোয়াতন্ত্র অযোগ্য বা খারিজ করতে বাধ্য হয়েছিল যাতে তাদেরকে রাখতে পারে এ যাদেরকে কাজে শাসন করে। এ হলো এর সেই দিক যা অন্য যে কারো চেয়ে একে উপদ্রুত করে ও পূর্ব থেকে দখল করে. এর মনোযোগ ভিক্ষা করে,এবং অর্জন করে এবং যা সে ভয়, কৌতূহল, আনন্দ, এবং উত্তেজনার মিশ্রণ সহ কর্ষণ করে। বুর্জোয়াতন্ত্র এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাদানকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন করেন, অথবা অন্তত শেষোক্তকে পূর্বের দ্বারা অধীনস্থ করেন তাকে এক রহস্যময় ও অনির্ধারিত ক্ষমতা আরোপ করে; একে ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্য দায়ী করে এ তার জীবন ও মৃত্যুকে যৌন বিষয়ের উপর বাজি রাখে: এ তার ভবিষ্যতের আশাকে এমন কল্পনার দ্বারা যৌন বিষয়ের উপর স্থাপন করে যে আসন্ন প্রজন্মের উপর এর অনিবার্য প্রভাব রয়েছে, এ তার আত্মাকে যৌন বিষয়ের অধীনস্থ করে এভাবে তাকে ধারণা করে নিয়ে যা আত্মার সবচেয়ে গোপন রহস্যকে ও নির্ধারক অংশকে গঠন করে। আমরা একম কল্পনা করতে যাব না যে যৌন ক্রিয়া ঘটার এবং যখন চাই তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যদেরকে প্রত্যাখ্যানের চেয়ে বুর্জোয়াতন্ত্র বরং প্রতীকীভাবে নিজেকে খোজা করে। এই শ্রেণীকে অবশ্যই আচ্ছন্ন হবার চেয়ে এভাবে দেখতে হবে, মধ্য আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত, এর নিজের যৌনতা সৃষ্টি করেছে এবং তার ভিত্তিতে বিশেষ এক শরীরকে গঠন করা সহ, এক 'শ্রেণী' শরীর তার স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, বংশগতি, এবং প্রজাতি সহ: এর শরীরের স্বয়ংযৌনতাকরণ, এর শরীরের মাঝে যৌন বিষয়ের দেহধারণ করা, যৌন বিষয় ও শরীরের আন্তঃগোত্র বিবাহ।

নিঃসন্দেহে এর জন্য বহু কারণ ছিল। প্রথমত, এর জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত ও মেনে চলার জন্য প্রযুক্ত নতুনত্বের দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির আকারের মাঝে স্থানবিনিময় ঘটেছিল; কারণ অভিজাততন্ত্র তার দেহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু তা ছিল রক্তের আকারে, অর্থাৎ, এর বংশপরিচয়ের প্রাচীনত্বের আকারে এবং এর আত্মীয়বন্ধনের মূল্যরূপে ছিল; উল্টোভাবে বুর্জোয়াতন্ত্র এর বংশবিস্তারকে এবং এর জৈবদেহের স্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করেছিল যখন তা বিশেষ দেহের উপর দাবি তুলেছিল। বুর্জোয়াতন্ত্রের রক্ত ছিল এর যৌন বিষয়। এবং তা হলো শব্দ নিয়ে খেলার চেয়ে বেশি কিছু, এর বহু থিম উনিশ শতকের বুর্জোয়তন্ত্র যে নতুনত্ব নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হয়েছে তার জাতি আচারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যদিও জীববিদ্যাগত, চিকিৎসাশাস্ত্রগত, অথবা সুপ্রজননসংক্রান্ত ধারণার ছদ্মবেশে। বংশতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ বংশগতির প্রতি পূর্বসংস্কারে পরিণত হয়; কিন্তু বুর্জোয়া বিবাহে যা অন্তর্ভূক্ত ছিল তা কেবল অর্থনৈতিক অনুজ্ঞা ও সামাজিক সমসত্ত্বের নিয়ম নয়, কেবল উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বংশগতির ক্ষতিকর কোনো কিছু; পরিবার এক ধরনের বিপ্রতীপ ও মলিন কুলমর্যাদাসূলভ চিহ্নকে ধারণ করত এবং আত্মীয়গোষ্ঠীর রোগবালাই বা শারীরিক ত্রুটির যার কুখ্যাতির অঞ্চলগুলোকে গোপন করছিল—পিতামহের সাধারণ পক্ষাঘাত, মায়ের স্নায়ুদুর্বলতা, তরুণ সন্তানের ক্ষয়রোগ, খালাদের মৃগীরোগ বা কামোন্মাদ, নীতিভ্রষ্ট কাজিনরা। কিন্তু যৌন শরীরের এই আগ্রহের চেয়ে বেশি ছিল আত্মআশ্বস্তের জন্য নতুনত্বের থিমের বুর্জোয়া স্থানবিনিময়। এক ভিন্ন প্রকল্পও তাতে সম্পৃক্ত ছিল: তা হলো শক্তি, সাহস, স্বাস্থ্য, এবং জীবনের অনির্দিষ্ট প্রসারণ। শরীরের উপর গুরুত্বারোপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া হেজেমনির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া উচিত: যদিও, শ্রম সামর্থ্যের দ্বারা আন্দাজকৃত বাজার মূল্যের কারণে নয়, কিন্তু বরং তার নিজের শরীরের 'কর্ষণ' বুর্জোয়াতন্ত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং ঐতিহাসিকভাবে রেপ্রিজেন্ট করতে পারে। এর প্রাধান্য অংশত এই কর্ষণের উপর নির্ভর ছিল; কিন্তু তা নিছক অর্থনীতি বা ভাবাদর্শের বিষয় ছিল না, এক একইভাবে 'ভৌত বস্তুও' ছিল। যে রচনাগুলো, আঠারো শতকের শেষে অজস্র পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছিল, দেহের পরিচ্ছন্নতার উপর, দীর্ঘ জীবনের দক্ষতার সম্পর্কে, স্বাস্থ্যবান শিশু লাভ ও তাদেরকে যত দীর্ঘ সময় ধরে সম্ভব বাঁচিয়ে রাখা, এবং মানব বংশলতিকাকে উন্নত করার পদ্ধতি, এই তথ্যের প্রমাণ বহন করে: তারা এভাবে এক ধরনের 'বর্ণবাদে' দেহ ও যৌন বিষয় সহ এই বিবেচনার পরস্পর-সম্বন্ধকে প্রত্যয়ন করে। কিন্তু পরেরটি অনেক বেশি ভিন্ন ছিল যা নতুনত্বের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছিল এবং মূলগত রক্ষণশীল পরিণতির জন্য সংগঠিত হয়েছিল। এ ছিল এক গতিশীল বর্ণবাদ, প্রসারণের বর্ণবাদ, এমনকি তা যদি এখনও কুঁড়ি অবস্থাতেও রয়েছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ তার অপেক্ষা করল আমরা যে ফলের স্বাদ অনুভব করেছি।

আমি কি তাদের ক্ষমা পেতে পারি যাদের দ্বারা যাদের জন্য বুর্জোয়াতন্ত্র শরীরের বাদ পড়াকে এবং যৌনতার অবদমনকে তাৎপর্যায়িত করে, যার জন্য শ্রেণী সংগ্রামে ঐ অবদমনকে নির্মূল করার লড়াই নিহিত থাকে: বুর্জোয়াতন্ত্রের 'স্বতঃস্ফূর্ত দর্শন' সম্ভবত আদর্শবাদী বা খোজাকারী নয় যেভাবে সাধারণত ভাবা হয়ে থাকে। যে কোনো ঘটনাতেই হোক, এর প্রধান বিবেচনা হলো একে একটা শরীর ও একটা যৌনতার জোগান দেওয়া— ঐ শরীরের যৌনতার সেনাবতরণের সংগঠনের মাধ্যমে শক্তি, ধৈর্য, এবং অজস্র সেক্যুলার বংশবিস্তারকে নিশ্চিত করা। এছাড়াও এই প্রক্রিয়া ঐ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যার দ্বারা এ তার স্বাতন্ত্র্য এবং হেজেমনিকে প্রতিষ্ঠা করে। প্রশ্ন করার কিছু নেই যে শ্রেণী সচেতনতার প্রিমর্ডিয়াল আকার হলো শরীরের নিশ্চিতকরণ; অন্তত, এই ছিল আঠারো শতক জুড়ে বুর্জোয়াতন্ত্রের কেস। এ অভিজাতদের নীল রক্তকে এক গভীর জৈবদেহে এবং এক স্বাস্থ্যবান যৌনতায় রূপান্তর করল। যে কেউ বুঝবে কেন তাদের এত দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়েছিল এবং স্বীকৃতিতে অনিচ্ছুক ছিল যে অন্য শ্রেণীরও একটা শরীর ও একটা যৌন বিষয় রয়েছে—সঠিকভাবে যে শ্রেণীগুলোকে তারা শোষণ করছে। সর্বহারার ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ শর্তকে ব্যবহার করা হত, বিশেষ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তাতে দেখায় যে এর শরীরের ও যৌনতার সম্পর্কে আগ্রহ ছাড়া যে কোনো কিছু ছিল[১]; এ খুব সামান্য গুরুত্বের ছিল যে এসব লোক বাঁচুক বা মরুক, যেহেতু তাদের পুনরুৎপাদন ছিল একটা কিছু তা যেভাবেই হোক এর যত্ন নিয়েছে। সংঘাত হওয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী (বিশেষ করে নগরের মাঝের স্থানে ঘটা সংঘাত: সহবাস, ঘনিষ্ঠতা, সংক্রমণ, মহামারী, যেভাবে ১৮৩২ সালে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, অথবা আবারো, পতিতাবৃত্তি এবং যৌন রোগ সহ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বহারারার জন্য একটা শরীর ও একটা যৌনতা বরাদ্দ হতে: অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে (স্থায়ী ও দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদাসহ ভারিশিল্পের বিকাশ, জনসংখ্যার স্রোত নিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতা এবং জনসংখ্যাগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ); শেষ পর্যন্ত, সেখানে নিয়ন্ত্রণের এক গোটা প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা শরীর ও যৌনতাকে, শেষপর্যন্ত তাদের কাছে মনে ছিল, সতর্ক প্রহরার অধীনে রাখতে সম্ভব করবে (স্কুলিং, আবাসনের রাজনীতি, পাবলিক পরিচ্ছন্নতা, রিলিফ ও বীমার প্রতিষ্ঠান, জনসংখ্যার সাধারণ চিকিৎসাকরণ, সংক্ষেপে, এক গোটা প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি সম্ভব করল যৌনতার সেনাবতরণকে নিরাপদে আমদানি করে শোষিত শ্রেণীর মাঝে রাখতে, শেষোক্ত আর বুর্জোয়াতন্ত্রের বিপক্ষে ইতিবাচক শ্রেণীগত ভূমিকা পালনের ঝুঁকি নেয় না; এ বুর্জোয়াতন্ত্রের হেগেমনির উপকরণ হয়ে থাকে)। যেখানে নিঃসন্দেহে সেনাবতরণ ও তার প্রবণতাকে গ্রহণে সর্বহারার দ্বিধা রয়েছে এই বলে যে এই যৌনতা ছিল বুর্জোয়াতন্ত্রের কাজ এবং এ তাতে আগ্রহী নয়।

কেউ কেউ মনে করেন তারা সামঞ্জস্যপূর্ণ দুটি হিপোক্রেসিকে একই সঙ্গে নিন্দা করতে পারেন যে বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রধান হিপোক্রেসি হলো যে তার নিজের যৌনতাকে অস্বীকার করে, এবং সর্বহারার গৌণ হিপোক্রেসি যা প্রাধান্যকারী ভাবাদর্শকে গ্রহণ করে পালাক্রমে এর যৌনতাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ কোন পদ্ধতির ভুল বোঝাবুঝি নয় যে যার দ্বারা বুর্জোয়াতন্ত্র উল্টো বরং তাকে অর্পণ করে, এক উগ্র রাজনৈতিক নিশ্চিতকরণে, এক প্রগল্‌ভ যৌনতা সহকারে সর্বহারারা দীর্ঘকাল ধরেই যাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে, যেহেতু অধীনস্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তা সংগোপনে এদের উপর চালান করা হয়েছিল। যদি তা সত্য হয় যে যৌনতা হলো এক সেট প্রভাব যা দেহে, আচরণে, এবং সামাজিক সম্পর্কে উৎপন্ন হয় এক নির্দিষ্ট সেনাবতরণের সাহায্যে এক জটিল রাজনৈতিক প্রযুক্তির ফলে যার উদ্ভব, একজন কাউকে স্বীকার করতে হবে এই সেনাবতরণ সামাজিক শ্রেণীর বিচারে, এবং তার পরিণামে, সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্যাশনে কার্যকর হয় না, এ একই প্রভাব তাদের মাঝে উৎপন্ন করে না। অতএব, আমরা অবশ্যই সেসব সূত্রায়নে ফিরে আসব যা দীর্ঘকাল অবজ্ঞার স্বীকার হয়েছিল, আমরা অবশ্যই বলব সেখানে এক বুর্জোয়া যৌনতা রয়েছে, এবং সেখানে শ্রেণীগত যৌনতাও রয়েছে। অথবা বরং, যৌনতা মূলত হলো, ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া, এবং তা, এর ক্রমাগত রূপান্তরে এবং স্থানচ্যুতির দ্বারা, এতে বিশেষ শ্রেণীর প্রভাব এর আবেশ ছড়ায়।

শৃংখলাক্রমে আরো কয়েকটি কথা রয়েছে। যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি, উনিশ শতক যৌনতার সেনাবতরণের এক সাধারণীকরণকে চাক্ষুয করেছে, এক হেজেমনিপূর্ণ কেন্দ্র থেকে যাত্রা করে। কার্যত গোটা সামাজিক দেহই 'সামাজিক শরীর' সহ হাজির হয়েছিল। যদি তা বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে সম্পন্ন হয়েছিল। তাহলে, আমরা কি যৌনতার সর্বজনীনতার কথা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি? এই স্থানে কেউ নতুন প্রভেদকারী উপাদানের প্রর্বতনকে উল্লেখ করতে পারে। কতকটা সদৃশ যেভাবে তা, আঠারো শতকের শেষে, বুর্জোয়াতন্ত্র এর নিজের শরীর এবং তার মূল্যবান যৌনতাকে অভিজাতদের সাহসী রক্তের বিরুদ্ধে স্থাপন করে, উনিশ শতকের শেষে তা এর যৌনতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে অপরের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে পুনঃনির্ধারণ করতে চাইল, আগাগোড়া একে পার্থক্যমূলক পুনর্বিচারের দ্বারা, এবং এক বিভাজক রেখা শনাক্ত করে যা এর শরীরকে পৃথক রাখবে ও রক্ষা করবে। এই গ্রাফের রেখা অবিকল নয় যা যৌনতাকে প্রতিষ্ঠা করল, বরং এক নিষেধ যা ঐ যৌনতার মাঝ দিয়ে চলে গেছে; এ ছিল ট্যাবু যা পৃথকতাকে গঠন করেছিল, বা অন্তত সেই ধরন যার মাঝে ট্যাবুর প্রয়োগ হয় এবং সেই শিহরণকর শৈত্যতা যার সহ তা চাপানো হত। এখানেই ছিল অবদমনের তত্ত্ব—যৌনতার সেনাবতরণের সবটাকে ঢাকার জন্য যা ক্রমশ প্রসারিত হয়েছিল, ফলে শেষোক্তটি সাধারণীকৃত ট্যাবুর অভিধায় ব্যাখ্যাত হতে আসে—এর উদ্ভবের স্থান। এই তত্ত্ব ঐতিহাসিকভাবে যৌনতার সেনাবতরণের বিস্তৃতির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। একদিকে, তত্ত্বটি তার কর্তৃত্বমূলক ও প্রতিরোধক প্রভাবকে যথার্থতা দেবে এই স্বতঃসিদ্ধ করে যে সকল যৌনতা অবশ্যই আইনের অধীন হবে; আরো সঠিকভাবে, যে যৌনতা তার সংজ্ঞার্থের জন্য আইনের ক্রিয়ার কাছে ঋণী; কেবল আপনি নিজের যৌনতাকেই আইনের কাছে সোপর্দ করবেন না, বরং নিজেকে আইনের অধীনস্থ করে এর বাইরে আপনার কোনো যৌনতা থাকবে না। কিন্তু অন্য দিকে, অবদমনের তত্ত্ব এই যৌনতার সেনাবতরণের সাধারণ বিস্তৃতির ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রেণীর অনুসারে ট্যাবুর প্রভেদমূলক আন্তঃক্রীড়ার বিশ্লেষণের দ্বারা ক্ষতিপূরণ করবে। আঠারো শতকের শেষে যে সন্দর্ভ উচ্চারণ করেছিল: 'আমাদের মাঝে এক মহার্ঘ উপকরণ রয়েছে যাকে অবশ্যই ভয় পেতে হবে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজে খাটাতে হবে; এঁকে ব্যবহার করতে হলে আমাদেরকে চরম সতর্কতার প্রয়োগ করতে হবে, শেষে না তা আবার অগণিত অশুভের কারণ হয়' তার স্থান নেয় এই সন্দর্ভ: 'আমাদের যৌনতা, অন্যদের চেয়ে ভিন্ন, তা অবদমনের এক রাজত্বের অধীন এত তীব্রভাবে যেন এক ধ্রুব বিপদকে উপস্থিত করে; যৌন বিষয় কেবল এক ভয়ংকর গোপন বিষয়ই নয়, যেমন বিবেকের পরিচালকবৃন্দ, নীতিবাদী, পণ্ডিত, এবং ডাক্তারগণ আগের প্রজন্মে সর্বদা বলতেন যে, আমরা কেবল তারই সন্ধান করব না যা সে গোপন করেছে, তবে যদি তা এর সঙ্গে এত অধিক বিপদ বহন করে, এর কারণ হলো—হতে পারে নীতিপরায়ণতার বশে, এক অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ পাপবোধের কারণে, বা হিপোক্রেসি, যাই হোক—আমরা অনেক কাল একে নৈঃশব্দ্যে হ্রাস করেছি।' তবুও, সামাজিক বিভেদকে নিশ্চিত করা হবে, দেহের 'যৌনগত' গুণ দ্বারা নয়, বরং এর অবদমনের তীব্রতার দ্বারা।

এই সংযোগস্থলে মনোবিশ্লেষণ আসে: আইন ও আকাঙ্ক্ষার আবশ্যিক আন্তঃর্সম্পর্কের তত্ত্ব, এবং ট্যাবুর কোনো প্রভাবকে উপশম করার এক টেকনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে এর শিহরণ সহ শৈত্য তাকে রোগজনক করে উভয়ই। এর ঐতিহাসিক উদ্ভবের ক্ষেত্রে, মনোবিশ্লেষণকে যৌনতার সেনাবতরণের সাধারণীকরণ এবং এর থেকে বিভেদের যে গৌণ ক্রিয়াবিধি সৃষ্টি হয় তার থেকেও বিযুক্ত করা যায় না। এই সুবাদে অজাচারের সমস্যা এখনও তাৎপর্যপূর্ণ রয়েছে। একদিকে আমরা দেখেছি, এক সর্বজনীন নীতি হিসেবে এর নিষিদ্ধতা স্থাপিত হয়েছিল যা আত্মীয়বন্ধনের সংশ্রয় এবং যৌনতার শাসন উভয়কে ব্যাখ্যায় সম্ভব করে; এই ট্যাবু, এক বা অপর আকারে, তাই প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু মনোবিশ্লেষণের ক্রিয়াকলাপ এর উপর অবদমনের প্রভাবকে উন্নীত করার কাজ দিয়েছে (তাদের জন্য যারা এমন অবস্থানে ছিল যে মনোবিশ্লেষণে আশ্রয় নেবে) যে এই নিষেধাজ্ঞা করিয়ে নিতে সমর্থ ছিল; এ ইন্ডিভিজুয়ালকে তার সন্দর্ভের মাঝে অজাচারের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশের অনুমোদন দিল। কিন্তু এই একইপর্বে এখানে যে ধরনের অজাচারের ক্রিয়াকলাপ চলে তার বিরুদ্ধে এক নিয়মতান্ত্রিক অভিযান সংগঠিত হয়েছিল যা গ্রামীণ অঞ্চলে বা নির্দিষ্ট শহুরে এলাকায় মানসিক চিকিৎসায় অনধিগম্য রূপে টিকে ছিল: এক নিবিড় প্রশাসনিক ও বিচারিক জাল তাদের উপরে ফেলা হয় যাতে এই ক্রিয়াকলাপের অবসান ঘটে। অভিভাবকত্বের অধীনে শিশুর সুরক্ষা বা বিপন্ন অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে স্থান দেওয়ার গোটা রাজনীতিরই আংশিক অভীষ্ট ছিল পরিবার থেকে তাদেরকে প্রত্যাহার যাকে সন্দেহ করা হয়েছিল—পরিসরের অভাবের মাধ্যমে, সন্দেহজনক নৈকট্য, ইন্দ্রিয়াসক্তির ইতিহাস, অসামাজিক 'আদিমতা,' বা অধোগতি—অজাচারের ক্রিয়াকলা যা হিসেবে। যৌনতার সেনাবতরণ যেখানে আঠারো শতক থেকে কার্যকর সম্পর্ককে ও শারীরিক নৈকট্যকে গাঢ়তর করছে, এবং যদিও সেখানে বুর্জোয়া পরিবারে অজাচারের প্রতি চিরন্তন সক্রিয়তা সংঘটিত হয়েছিল, যৌনতার শাসনপ্রণালি নিচের শ্রেণীতে অজাচারের ক্রিয়াকলাপকে বহির্ভুক্ত করায় সম্পৃক্ত থেকে বা অন্তত অন্য আকারে তাদের স্থানচ্যুতি করায় উল্টোভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। একটা সময় যখন অজাচারকে আচরণ হিসেবে তাড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছিল, মনোবিশ্লেষণ একে উন্মোচনে ব্যস্ত ছিল আকাঙ্ক্ষা ও উন্নীতকরণের—তাদের জন্য যারা এই আকাঙ্ক্ষাতে ভুগছেন—কঠোরতাকে এ যা অবদমন করত। আমরা অবশ্যই ভুলবো না যে অয়দিপৌস কমপ্লেক্সের আবিষ্কার ফ্রান্সে পিতামাতার কর্তৃত্বলোপের বিচারিক সংগঠনের সমসাময়িক ছিল (ফ্রান্সে তা ১৮৮৯ এবং ১৮৯৮ এর আইনে সূত্রায়িত হয়েছিল)। যে মুহূর্তে ফ্রয়েড ডোরার আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতিকে অনাবরিত করছেন এবং তাকে জগতের সামনে তুলে ধরতে সম্মতি দিচ্ছেন, অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে দূষণীয় নৈকট্যকে অকেজো করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল; একদিকে, পিতা বাধ্যতামূলক প্রেমের অভীষ্টতে, কিন্তু অপর দিকে উন্নীত হয়, যদি তাকে ভালবাসা হয়, একই সঙ্গে সে আইনের চোখে পতিত কেউ হয়ে ওঠে। মনোবিশ্লেষণ, সীমিত রোগমুক্তিগত ক্রিয়াকলাপ হিসেবে, এভাবে অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এক প্রভেদমূলক ভূমিকা পালন করে, যৌনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবতরণের মাঝে যা সাধারণ ব্যবহারে এসেছে। এর ফলে যারা তাদের যৌনতার উপরে উদ্বিগ্ন হবার ব্যাপক সুবিধা হারিয়ে বসেছিল অন্যের চেয়ে তাদের বেশি সুবিধা জোটে যে বিষয় একে নিষিদ্ধ করল তার অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং ঐ পদ্ধতিকে দখল করার যা একে অবদমনকে সরাতে সম্ভব করে।

যৌনতার সেনাবতরণের ইতিহাস, যেভাবে তা ধ্রুপদী যুগ থেকে বিবর্তিত হয়েছিল, তা মনোবিশ্লেষণের প্রত্নতত্ত্ব হিসেবে কাজ করতে পারে; প্রকৃত আমরা লক্ষ্য করেছি এই সেনাবতরণে মনোবিশ্লেষণ একাধারে কয়েকটি ভূমিকা পালন করে: এ হলো যৌনতাকে আত্মীয়বন্ধনের সংশ্রয়ে যুক্ত করার ক্রিয়াবিধি, অধোগতির তত্ত্বের সুবাদে এ এক বৈরী অবস্থান যেন গ্রহণ করে, যৌন বিষয়ের সাধারণ প্রযুক্তিবিদ্যাতে এ প্রভেদকারী শর্ত রূপে কাজ করে। একে ঘিরে পাপস্বীকারের বিরাট চাহিদা যা বহু পূর্বে মানসিক অবদমন সরাতে আকার নিয়েছিল যেন এক নিষেধাজ্ঞার নতুন অর্থ বোঝায়। সত্যের কাজটি এবার ট্যাবুকে চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সংযোগকৃত ছিল।

এছাড়াও একই বিকাশ, কৌশলের মাঝে বলিষ্ঠ স্থানান্তরের সম্ভাবনা খুলে দেয়, যা নিহিত রয়েছে: সাধারণীকৃত অবদমনের অভিধায় যৌনতার সেনাবতরণকে পুনর্ব্যাখাকরণে; শাসন ও শোষণের সাধারণ ক্রিয়াবিধির সঙ্গে এই অবদমনকে আবদ্ধ করে; এবং একই পদ্ধতিকে যোগসূত্রবদ্ধ করে যা একে অবদমন এবং শাসন ও শোষণ উভয় থেকে কারো নিজেকে মুক্ত করতে সম্ভব করে। এভাবে সেখানে দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে গড়ে উঠেছিল, রাইখকে ঘিরে, যৌন অবদমনের ইতিহাসগত-রাজনৈতিক ক্রিটিক। এই ক্রিটিকের গুরুত্ব এবং বাস্তবতার উপরে এর অভিঘাত ছিল নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এর সাফল্যের এই সম্ভাবনাটি এই তথ্যের সঙ্গে বাধা ছিল যে তা সবসময়ই যৌনতার সেনাবতরণের মাঝে ভাজ করত, এবং তার বাইরে নয়। সত্যি যে পাশ্চাত্য সমাজের যৌন আচরণের মাঝে রাইখের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত কোনো প্রতিশ্রুতি বা রাজনৈতিক শর্ত ছাড়াই এত কিছু পরিবর্তিত হতে সমর্থ তাতে উপলব্ধ হয় যে এই গোটা যৌন 'বিপ্লব', এই সমগ্র অবদমনবিরোধী সংগ্রাম, পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসেবে আর বেশি কোনো কিছুকে রেপ্রিজেন্ট করে না, বিরাট যৌনতার সেনাবতরণের কৌশলগত এক স্থানান্তর এবং বিপর্যাস ছাড়া বরং তার চেয়ে কম নয়—এবং তার গুরুত্ব অস্বীকার্যও। কিন্তু এও প্রতীয়মান কেনই বা কেউ একজন এই ক্রিটিককে ঐ সেনাবতরণটির ইতিহাসের জাল রূপে প্রত্যাশা করে না। অথবা এক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে যাতে একে অনাবৃত করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অংশ

মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপর ক্ষমতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেককাল ধরেই, সার্বভৌম ক্ষমতার সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যের একটি ছিল জীবন ও মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার। আনুষ্ঠানিক অর্থে প্রাচীন 'প্যাট্রিয়া পোটেস্টাস' কোনো সন্দেহের উদ্রেক ঘটায় না যা রোমান পরিবারে পিতাকে তার সন্তান ও দাসদের জীবন চুকিয়ে দেবার অধিকারের অনুমোদন দিত; যেমন সে তাদেরকে জীবন দিয়েছিল, সেভাবেই তাদের প্রাণ নিতে পারে। সে সময় ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের দ্বারা জীবন ও মৃত্যুর অধিকার কাঠামোকৃত করে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল বিবেচনাযোগ্যভাবে হ্রাসকৃত আকার। কখনোই এমন ভাবা হতো না যে প্রজাদের উপর সার্বভৌমের যে ক্ষমতা আদৌ এক পরম ও অপ্রথাগত উপায়ে প্রযুক্ত হতে পারে, কেবল একমাত্র এমন ক্ষেত্রে যেখানে সার্বভৌমের নিজের অস্তিত্বই ভ্যাবাচ্যাকার মধ্যে ছিল: প্রতিবাদের অধিকারের এক ধরন। যদি তিনি বাইরের শত্রুদের দ্বারা ভীতির শিকার হন যারা তাকে উৎখাত করতে বা তার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, বৈধভাবে তিনি তখন যুদ্ধ অভিযান করতে পারেন; এবং তার প্রজাদেরকে এই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় অংশ নিতে বলতে পারেন; 'সরাসরি তাদের মৃত্যুকে প্রস্তাব' না করে, তিনি তাদের জীবনকে 'প্রকাশিত করার' অধিকারী ছিলেন; এই অর্থে তিনি তাদের উপর জীবন ও মৃত্যুর 'পরোক্ষ' ক্ষমতাকে কাজে খাটাতে পারতেন।[১] কিন্তু কেউ যদি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করত এবং তার আইনকে লঙ্ঘন করত, তখন তিনি অমান্যকারীর জীবনের উপর প্রত্যক্ষ ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারতেন: শাস্তি হিসেবে, শেষোক্তের মৃত্যু ঘটাতে পারেন। এই দৃষ্টিতে দেখলে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা পরম সুবিধা ছিল না: সার্বভৌমের প্রতিরক্ষার দ্বারা এ শর্তসাপেক্ষ ছিল, এবং তার নিজের টিকে থাকার। আমরা অবশ্যই হবসকে অনুসরণ করব এই দেখে যে তাতে প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজের জীবনকে রক্ষা করার অধিকার স্বাভাবিক অধিকারে রাজপুত্রের কাছে স্থানান্তরে চলে গেছে এমনকি তা যদি অন্যের মৃত্যুও বোঝায়? অথবা যা প্রকাশিত হয়েছিল নতুন বিচারিক সত্তার গঠনে, সার্বভৌমে, তা কি বিশেষ অধিকার বলে বিবেচিত হবে?[২] যেভাবেই হোক, এর আধুনিক আকারে—আপেক্ষিক ও সীমিত—যেমন এর প্রাচীন ও পরম আকারে, জীবন ও মৃত্যুর অধিকার হলো এক সামঞ্জস্যহীন একটি। সার্বভৌম জীবনের উপর তার অধিকারকে প্রয়োগ করে হত্যার অধিকার খাটিয়ে, বা হত্যার থেকে বিরত রেখে: তিনি জীবনের উপর তার ক্ষমতাকে প্রমাণসিদ্ধ করেন কেবল তিনি যে মৃত্যুর চাহিদায় সমর্থ তার দ্বারা। যে অধিকার 'জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা' হিসেবে সূত্রবদ্ধ হয়েছিল বাস্তবে তা হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন নেওয়া বা বাঁচতে দেওয়ার অধিকার। সর্বোপরি, এর প্রতীক, ছিল তরবারি। সম্ভবত এই বিচারিক আকার অবশ্যই এমন সমাজের ঐতিহাসিক ধাঁচের প্রতি উল্লেখ করছে যাতে ক্ষমতা মূলত প্রযুক্ত হত এক কর্তনের উপায় হিসেবে, এক বিয়োজনের ক্রিয়াবিধি, সম্পদের এক অংশকে কাজে খাটানোর অধিকার, ফসলের কোনো কর, বস্তু ও সেবার, শ্রম ও রক্ত, প্রজাদের উপর ধার্য করা হত। এই দৃষ্টান্তে ক্ষমতা হলো আবশ্যিকভাবে বাজেয়াপ্ত করার অধিকার: বস্তুরাশি, সময়, দেহসমূহ, এবং শেষমেষ জীবন নিজেকে; জীবনের নাগাল দখল করায় এ চরম সীমায় পৌছায় যাতে তাকে অবদমন করতে পারে।

ধ্রুপদী সময় থেকে পাশ্চাত্য ক্ষমতার এসব ক্রিয়াবিধির খুব গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। 'কর্তন' আর এখন ক্ষমতার প্রধান আকার হিসেবে নেই বরং অপরগুলোর মাঝে একটি উপাদান, যা কাজ করে সক্রিয় করতে, শক্তিবৃদ্ধি করতে, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি, নিখুঁততর করা, এবং তার অধীনে শক্তিসমূহকে সংগঠিত করার জন্য: কোনো ক্ষমতা শক্তির উৎপাদনে, তাদেরকে বৃদ্ধিতে, এবং তাকে সুশৃংখল করতে নতজানু হত, বরং তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করতে, তাদেরকে সমর্পণ করতে, বা তাদেরকে ধ্বংস করতে একজন নিবেদিতের চেয়ে। মৃত্যুর অধিকারের মাঝেও এক সমান্তরাল স্থানান্তর রয়েছে, বা অন্তত এক প্রবণতা যাতে তাকে একই পংক্তিতে এক জীবন-শাসনকারী ক্ষমতার জরুরীদশার সঙ্গে সাজাতে পারে ও সেভাবে তাকে নির্ধারণ করতে পারে। এই মৃত্যু যা সার্বভৌমের অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত তা এখন নিছক সামাজিক দেহের অধিকারের উল্টো হিসেবে ব্যক্ত হচ্ছে যাতে তার জীবনকে নিশ্চিত, রক্ষা, বা বিকশিত করা যায়। তবুও এসব যুদ্ধ কখনও উনিশ শতকের যুদ্ধের মত রক্তক্ষয়ী ছিল না, এবং সকল বস্তুই সমান হওয়া সত্ত্বেও, কখনই কোনো শাসনপ্রণালি তাদের নিজেদের জনগোষ্ঠীর উপরে এমন গণহত্যার মুখোমুখি হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর এই ভীতিকর ক্ষমতা—এবং যা অংশত সম্ভবত তার শক্তির এবং নৈরাশ্যবাদের জন্য দায়ী যার সহকারে তা নিজের সীমাকে বিরাটাকারে প্রসারিত করেছে—এবার নিজেকে ক্ষমতার শরীক হিসেবে উপস্থাপন করে যা জীবনের উপর ইতিবাচক প্রভাব রাখে, যা শাসন করতে, সর্বোচ্চ ও সংখ্যাবৃদ্ধি করতে উদ্যোগ নেয়, যাতে সংহত নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বব্যাপক নিয়ন্ত্রণের অধীন করতে পারে। সার্বভৌমের নামে আর যুদ্ধ বাধানো হয় না যাকে অবশ্যই পরাস্ত করতে হবে; তাদের সূচনা হয় প্রত্যেকের অস্তিত্বের পক্ষে, গোটা জনগোষ্ঠীতেই পাইকারি হারে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের প্রয়োজনীয়তার নাম করে সেনাবতরণ করা হয়: ধ্বংসযজ্ঞই হয়ে উঠেছে প্রধান। এ হলো যেন জীবন ও টিকে থাকার, দেহের ও প্রজাতির ব্যবস্থাপকের মত, যে এত গুলো শাসনপ্রণালি এত বেশি সংখ্যক যুদ্ধকে বাধাতে সক্ষম হয়, যাতে এত বিপুল মানুষ নিহত হয়েছে। এবং এক বাঁক ফেরার মাধ্যমে যা চক্রকে পূর্ণ করে, যেভাবে যুদ্ধের প্রযুক্তিবিদ্যা কারণ হিসেবে নিজেদেরকে ক্রমবর্ধমান সর্বব্যাপ্ত ধ্বংসযজ্ঞের দিকে নিয়ে গেছে, যে সিদ্ধান্ত তাদেরকে সূচনা করে এবং যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অবসান ঘটায় তা বস্তুত ক্রমাগতভাবে টিকে থাকার নগ্ন প্রশ্নের দ্বারা অবহিত হয়। এই পরমাণুগত পরিস্থিতি এখন তার প্রক্রিয়ার অন্তিমে চলে এসেছে: একটা সমগ্র জনগোষ্ঠীকে মৃত্যুর নিকট উন্মোচিত করার ক্ষমতা হলো ক্ষমতার নিচের দিক যা ব্যক্তির ধারাবাহিক অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দেয়। যুদ্ধের কৌশলে নিহিত নীতিমালা—যে কেউ বাঁচার জন্য হত্যায় সমর্থ হবে—হয়ে উঠেছে ঐ নীতিমালা যা রাষ্ট্রের কর্মপরিকল্পনাকে নির্ধারণ করে। কিন্তু প্রশ্নের সম্মুখীন অস্তিত্ব কোনোভাবেই সার্বভৌমের বিচারিক অস্তিত্ব নয়; একটা জনগোষ্ঠীর জীববিদ্যা গত অস্তিত্ব ঝুঁকিতে রয়েছে। গণহত্যা অবশ্য যদি আধুনিক ক্ষমতার স্বপ্ন হয়, তা এই যে হত্যার প্রাচীন অধিকারের অধুনা প্রত্যাবর্তনের জন্য নয়; তার কারণ হলো জীবনের স্তরে, প্রজাতি, জাতি, এবং জনসংখ্যার বিরাট আকার প্রপঞ্চে ক্ষমতা স্থিত রয়েছে ও অনুশীলিত হচ্ছে।

অন্য আরেক স্তরে, আমি হয়তো মৃত্যুদণ্ডের দৃষ্টান্ত নিতে পারি। যুদ্ধের সঙ্গে একত্রে, তা দীর্ঘকাল ধরে তরবারির অধিকারের আরেক আকার হয়ে ছিল; তা তাদের নিকটে সার্বভৌমের প্রত্যুত্তরকে নির্মাণ করে যারা তার অভিলাষকে, তার আইনকে, বা তাকে ব্যাক্তিকে আক্রমণ করে। যারা ফাঁসিতে ঝুলে মারা পড়ে তারা কম থেকে কম হয়ে ওঠে, তাদের তুলনায় যারা যুদ্ধে মারা পড়ে। কিন্তু এ একই কারণের জন্য যে শেষোক্তটি সংখ্যায় অগণন হয় আরা পূর্বেরটি কম থেকে কম হয়ে পড়ে। যত শীঘ্র ক্ষমতা যেই জীবনকে পরিচালনা করার ভূমিকা নেয়, এর হওয়ার কারণ এবং তার অনুশীলনের যুক্তি—এবং মানবতাবাদী অনুভূতির জাগরণ নয়— মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগে তাকে আরো আরো দূরূহ করে তোলে। ক্ষমতা কীভাবে মানুষকে মৃত্যু দিয়ে, জীবনকে শৃংখলায় আনতে তার উচ্চতর বিশেষ ক্ষমতাকে খাটায়, যখন তার প্রধান ভূমিকা হলো জীবনকে নিশ্চিত, ধারণ, ও সংখ্যাবৃদ্ধি করা, যাতে এই জীবনকে শৃংখলায় আনা যায়? এমন এক ক্ষমতার জন্য, প্রাণদণ্ড একই সঙ্গে সীমাবদ্ধতা, এক দুর্নাম, এবং এক পরস্পরবিরুদ্ধ অবস্থা। যেখানে অপরাধীর দানবিকতার, তার সংশোধনঅতীত অবস্থার, এবং সমাজের নিরাপত্তার চেয়ে এর নিজের একমাত্র অপরাধের কম ঘোর অপরাধ জাগিয়ে প্রাণদণ্ডের শাস্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়। একজনের কারো তাদেরকেই হত্যার অধিকার রয়েছে যারা অপর কারো জন্য জীববিদ্যাগত অর্থে বিপদকে তুলে ধরে।

কেউ বলতে পারে প্রাচীন জীবন নেওয়া বা বাঁচতে দেওয়া প্রতিস্থাপিত হয়েছিল এমন ক্ষমতার দ্বারা যারা মৃত্যুর অবস্থানে জীবনকে ধাত্রীত্বদান বা তাকে অনুমোদন করে না। এ সম্ভবত তাই ব্যাখ্যা করে যে মৃত্যুর অযোগ্যতা যা কৃত্যের অধুনা ক্ষয়কে চিহ্নিত করে যা এর সঙ্গী হয়েছে। যে মৃত্যুকে এত সতর্কভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল তা কমই নতুন এক উদ্বেগের সঙ্গে যুক্ত যা মৃত্যুকে আমাদের সমাজের পক্ষে অসহনীয় করে তুলেছে এই তথ্যের চেয়ে যে ক্ষমতার পদ্ধতিগুলো মৃত্যুর থেকে ঘুরে যেতে বিরত হয়নি। এই জগত থেকে অন্য জগতের পথে, মৃত্যু ছিল যে ধাঁচে এক মর্ত্যসীমা আরেকটির দ্বারা উপশম হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এককভাবে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সার্বভৌম: একে ঘিরে যে বিচিত্র দৃশ্য ছিল তা রাজনৈতিক উৎসবের বর্গভুক্ত। এখন তা জীবনের উপরে, এর পরত মেলার মাধ্যমে, যে ক্ষমতা তার রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করে; মৃত্যু হলো ক্ষমতার সীমা, যে মুহূর্তে তাকে এড়িয়ে যায়; মৃত্যু হয়ে ওঠে অস্তিত্বের সবচেয়ে গোপন দিক, সবচেয়ে 'ব্যক্তিগত'। এ বিস্ময়কর নয় যে আত্মহনন—একদা অপরাধ বলে গণ্য হত, যেহেতু তাতে একভাবে মৃত্যুর ক্ষমতাকে দখল করা যা সার্বভৌম একা, কেউ এখানে নিচে বা উপরের প্রভু থাকুক, তার চর্চার অধিকার রয়েছে—হয়ে ওঠে, উনিশ শতকের পথে, সমাজতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে প্রবেশের অন্যতম প্রথম আচরণ। এ পরীক্ষিত হয়েছিল মৃত্যুর ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত অধিকারের এবং এর প্রকাশের মাঝে ক্ষমতার ফাটলের মধ্যে যা জীবনের উপর প্রযুক্ত হয়েছিল। মরবার প্রতিজ্ঞা, আশ্চর্য এবং এত লেগে থাকা ও ধ্রুব, এবং তার পরিণামে ব্যাখ্যা করতে এত কঠিন যে বিশেষ পরিস্থির সুবাদে বা ব্যক্তিক দুর্ঘটনার জন্য, সমাজের অন্যতম প্রথম আশ্চর্য ছিল যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেকে জীবন পরিচালনার দায় বরাদ্দ করে।

আরো গুছিয়ে বললে, সতেরো শতকে শুরু করে, এই ক্ষমতা দুটি মূল আকারে জীবনের উপরে বিবর্তিত হয়; যদিও, এই আকারসমূহ পরস্পর বিপরীত নয়, তারা বরং বিকাশের দুটি মেরুকে গঠন করে যারা সম্পর্কের গুচ্ছের পুরো মধ্যস্থতার দ্বারা একত্রে যুক্ত। এ সমস্ত মেরুর একটি—মনে হয়, প্রথম গঠিত হতে হবে—তা শরীরকে যন্ত্র হিসেবে কেন্দ্র করে: এর শৃংখলাবিধান, এর সামর্থ্যের সর্বোচ্চকরণ, এর শক্তির নিঃশেষকরণ, এর উপযোগিতা ও তার বশ্যতার সমান্তরাল বৃদ্ধি, কার্যকর ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সিস্টেমে এর ঐক্যবদ্ধ হওয়া, এ সমস্তই ক্ষমতার পদ্ধতির দ্বারা নিশ্চিত হয় যা এই শৃংখলাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল: মানব শরীরের অ্যানাটোমো-পলিটিক্স। দ্বিতীয়টি কিছু পরের সৃষ্টি, প্রজাতির শরীরের উপর লক্ষ্যস্থির করে, শরীর জারিত থাকে জীবনের ক্রিয়াবিধির দ্বারা এবং কাজ করে জীববিদ্যাগত পদ্ধতির ভিত্তি রূপে: প্রজনন, জন্ম ও নৈতিকতা, স্বাস্থ্যের স্তর, আয়ুর প্রত্যাশা ও দীর্ঘজীবিত্ব, এ সমস্ত শর্ত সহ যা এসবকে ভিন্নতা আনতে পারে। অনুপ্রবেশ ও *বিধিগত নিয়ন্ত্রণের* এক সিরিজ দ্বারা তাদের তদারকি প্রভাবিত হয়: জনগোষ্ঠীর এক *জৈব রাজনীতি*। শরীরের শৃংখলা এবং জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ দুই মেরুকে গঠন করে যাকে ঘিরে ক্ষমতার সংগঠন জীবনের উপরে সেনাবতরণ করে। ধ্রুপদী যুগের থেকে, বিরাট দ্বি মেরু প্রযুক্তিবিদ্যার এই সূচনা করা—অ্যানাটমিগত ও জীববিদ্যাগত, ব্যক্তিকরণ ও বিশেষীকরণ, জীবনের প্রক্রিয়ার দিকে মনোযোগী হয়ে শরীরের পারফরমেন্সের দিকে পরিচালিত—এক ক্ষমতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে যার উচ্চতম ভূমিকা ছিল সম্ভবত আর হত্যা করা নয়, বরং জীবনকে ধরে ধরে বিনিয়োগ করা।

মৃত্যুর এই পুরোনো অধিকার যা সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রতীকায়িত করে এখন শরীরের পরিচালনা এবং জীবনের হিসেব করা ব্যবস্থাপনার দ্বারা সতর্কতার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানচ্যুত হয়। ধ্রুপদী কালপর্ব ধরে, বিভিন্ন শৃংখলার দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল—বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুল, সেনানিবাস, ওয়র্কশপ সমূহের; এ ছাড়াও উদ্ভব হয়েছিল, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে, জন্মহারের সমস্যা নিয়ে, দীর্ঘস্থায়িত্ব, জনস্বাস্থ্য, আবাসন, এবং অভিবাসন। যেখানে শরীরের অধীনত্ব অর্জনের ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অসংখ্য ও বিচিত্র কৌশলের বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা 'জৈব শক্তি'র যুগের সূচনাকে চিহ্নিত করে। এর বিকাশে যে দুটি দিক গ্রহণ করল তা এখনও আঠারো শতকেও স্পষ্টভাবে পৃথক রয়েছে। শৃংখলার বিচারে, এই বিকাশ প্রতিষ্ঠান সমূহে মূর্ত হয় যেমন সেনাবাহিনী ও স্কুলে, এবং কৌশলের উপরে প্রতিফলনে, শিক্ষানবীশী, শিক্ষা, এবং সমাজের প্রকৃতিতে, যার বিস্তার ঘটেছে মার্শাল দ্য সাক্সের কঠোর সামরিক বিশ্লেষণ থেকে গুইবার্ট বা সের্বানের রাজনৈতিক স্বপ্ন পর্যন্ত। জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের জন্য, কেউ জনসংখ্যাতত্ত্বের উদ্ভবকে চিহ্নিত করে, সম্পদ ও অধিবাসীদের মাঝে সম্পর্কের মূল্যায়ন, সম্পদ ও তার বন্টনকে বিশ্লেষণ করে টেবিল নির্মাণকে: ক্যেসনে, মোহিউ, এবং সুয়েসমিলচ এর রচনা। 'আদর্শবাদী'দের দর্শন, আইডিয়া, চিহ্নের তত্ত্ব হিসেবে, এবং সংবেদনের স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কিন্তু স্বার্থের সামাজিক গঠনের এক তত্ত্বও—সন্দেহ নেই বিমূর্ত সন্দর্ভ গড়ে তোলে যাতে কেউ এক সাধারণ তত্ত্ব গড়তে এই দুই শক্তিকে সমন্বয় করতে চায়। যদিও, তথ্য হিসেবে, তারা অনুমানভিত্তিক সন্দর্ভের স্তরে যুক্ত ছিল না, বরং নিরেট বিন্যাসের সূত্রে যা উনিশ শতকে ক্ষমতার বিরাট প্রযুক্তিবিদ্যাকে পূরণ করবে: যৌনতার সেনাবতরণ তাদেরই একটি হবে, এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণও।

জৈব শক্তি পুঁজিবাদের বিকাশে বিনা প্রশ্নেই এক অপরিহার্য উপাদান ছিল; উৎপাদনের যন্ত্রপাতিতে শরীরের নিয়ন্ত্রিত অন্তর্ভুক্তি ছাড়া এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনসংখ্যার প্রপঞ্চের অভিযোজন ছাড়া শেষোক্তটি হয়তো সম্ভবপর হত না। তবে এই কেবল সমস্ত চাহিদা ছিল না; এতে এই দুই শর্তেরই বিকাশ প্রয়োজন ছিল, তাদের শক্তিবৃদ্ধিকরণ একইভাবে তাদের সুলভতা এবং বশ্যতা; এতে ক্ষমতার সে সমস্ত পদ্ধতি থাকতে হত যা শক্তি, দক্ষতাকে সর্বোচ্চ করতে পারে, এবং সাধারণভাবে জীবন আরো দূরূহ করা ছাড়াই একই সঙ্গে শাসন করতে। যদি রাষ্ট্রের বিরাট উপকরণসমূহের বিকাশ, ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান রূপে, উৎপাদন সম্পর্কের রক্ষাকে নিশ্চিত করে, অ্যানাটমো এবং জৈব রাজনীতির বনিয়াদ, আঠারো শতকে ক্ষমতার প্রযুক্তি হিসেবে সৃষ্ট হয়েছিল সামাজিক দেহের সকল স্তরে উপস্থিত ছিল এবং প্রতিটি বিচিত্র প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়েছিল (পরিবার ও সেনাবাহিনী, স্কুল ও পুলিশ, ইন্ডিভিজুয়াল ঔষধ এবং সামষ্টিক দেহের পরিচালনায়), অর্থনৈতিক পদ্ধতির পরিমণ্ডলে কার্যকর হয়েছিল, তাদের বিকাশ ও শক্তিতে যা তাদেরকে টিকিয়ে রাখতে কাজ করে। তারা আরো বিভাজনের ও সামাজিক হায়ারার্কি শর্ত রূপে কার্যকর হয়েছিল উভয় আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক শক্তির উপর প্রভাব ছড়িয়ে, শাসন করার ও আধিপত্যের প্রভাবকে নিশ্চয়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে। ঐ পুজির সঙ্গে মানুষের পুঞ্জীভূতকরণকে, মানব গোষ্ঠীর বিকাশকে উৎপাদক শক্তির প্রসার এবং মুনাফার পৃথকীকৃত মঞ্জুরিকে যুক্ত করা, অংশত জৈব শক্তির ক্রিয়াকলাপের দ্বারা এর বিভিন্ন আকার ও প্রয়োগের ভঙ্গিতে সম্ভবপর হয়েছিল। শরীরের বিনিয়োগ, এর শৌর্যকরণ, এবং এর শক্তির বন্টনকারী ব্যবস্থাপনা এই সময় অপরিহার্য ছিল।

যে কেউ জানে পুঁজিবাদের প্রথম গঠনের কালে এক কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ নৈতিকতা নিয়ে কতবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু আঠারো শতকে কিছু পাশ্চাত্যের দেশে যা ঘটেছিল, পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে একটা ঘটনা বাঁধা পড়েছিল, তাতে নতুন নৈতিকতার চেয়ে ভিন্ন প্রপঞ্চ ছিল সম্ভবত তার এক বিস্তৃততর অভিঘাত রয়েছে; তা ইতিহাসের মাঝে জীবনের প্রবেশের চেয়ে কম কিছু ছিল না, অর্থাৎ, জ্ঞান ও ক্ষমতার শৃংখলাতে মানব প্রজাতির জীবনের ক্ষেত্রে প্রপঞ্চের প্রবেশ বিশিষ্টবাচক ছিল, রাজনৈতিক প্রযুক্তির পরিমণ্ডলে। এমন দাবির প্রশ্ন নয় যে এই মুহূর্তটিতেই জীবন ও ইতিহাসের মাঝে প্রথম সংযোগ ঘটেছে। বরং উল্টোটা, জীববিদ্যাগতের যে চাপ ইতিহাসগতের উপর কার্যকর হয়েছিল তা হাজার বছর ধরে খুবই তীব্র থেকেছে, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ এই সম্পর্কের দুটি আকার ছিল যা সব সময় মৃত্যুর ভীতিপ্রদর্শন হিসেবে শাসিত ছিল। কিন্তু এক চক্রাকার পদ্ধতি ধরে, আঠারো শতকের অর্থনৈতিক—এবং প্রাথমিকভাবে কৃষি খাতের—বিকাশের, এবং উৎপাদনশীলতা ও সম্পদে এক বৃদ্ধি এমনকি জনসংখ্যাগত বৃদ্ধির চেয়েও এমনকি দ্রুত তা উৎসাহিত করল, এই সমস্ত গভীর শঙ্কা থেকে উপশমের পরশ ছোঁয়াল: কিছু নবায়িত প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও, ফরাসি বিপ্লবের যুগে অনাহার ও প্লেগ থেকে বিরাট ধ্বংসের যুগ কাছে ঘনিয়ে আসে; মৃত্যু জীবনকে সরাসরি অত্যাচার করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু একই সময়ে, জীবনের সঙ্গে সাধারণভাবে যুক্ত জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশ, কৃষির কৌশলের উন্নয়ন, এবং মানুষের জীবন ও টিকে থাকার সঙ্গে আপেক্ষিক পর্যবেক্ষণ ও পদক্ষেপ এই শিথিলকরণে অবদান রাখে: জীবনের উপরে এক আপেক্ষিক নিয়ন্ত্রণ মৃত্যুর কিছু প্রত্যাসন্ন ঝুঁকিকে সরিয়ে দিল। এভাবে আন্দোলন করার জন্য পরিসর বিজিত হলো, এবং সেই পরিসরকে বিস্তৃত করা ও সংগঠিত করা, ক্ষমতা ও জ্ঞানের পদ্ধতি জীবনের পদ্ধতির জন্য দায়িত্বকে ধরে নিল এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিমার্জনার দায় নিল। পাশ্চাত্যের লোকেরা ক্রমশ শিখতে ছিল একটা জীবন্ত পৃথিবীতে জীবন্ত প্রজাতি বলতে কী বোঝায়, একটা দেহের অধিকারী হওয়া, অস্তিত্বের শর্ত থাকা, জীবনের সম্ভাবনা, এক ইন্ডিভিজুয়াল ও সামষ্টিক কল্যাণ, যে শক্তিসমূহকে মার্জনা করা যাবে, এবং এক পরিসর যেখানে তারা এক সর্বোচ্চ ধরনে বন্টিত হতে পারে। ইতিহাসে প্রথম বার, সন্দেহ নেই, জীববিদ্যাগত অস্তিত্ব রাজনৈতিক অস্তিত্বে প্রতিফলিত হলো, জীবিত থাকার তথ্য কোনোভাবেই আর অনধিগম্য পোষক মাধ্যম নয় যা কালে কালে উদ্ভূত হতে পারে, মৃত্যু ও তার নিয়তিনির্দিষ্টতার যথেচ্ছতার মাঝখানে; তার একটা অংশ জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ও ক্ষমতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপ্রবেশের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করল। ক্ষমতা আর তখন আইনগত বিষয়ে নিছক বিচার করছে না যার উপর চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল মৃত্যু, বরং জীবন্ত সত্তা সহ, এবং যে প্রভুত্ব তা এদের উপরে প্রয়োগ করতে পারে এর জীবনের নিজের স্তরে প্রযুক্ত হবে; এ জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করছে, মৃত্যুর শঙ্কার চেয়ে, যা ক্ষমতাকে প্রবেশাধিকার দেয় এমনকি শরীর পর্যন্ত। যদি কেউ জৈব-ইতিহাস কথাটি সেই চাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে যার মধ্য দিয়ে জীবনের আন্দোলন ও ইতিহাসের প্রক্রিয়া একে অন্যের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে, কাউকে তখন জৈব-ক্ষমতার কথা বলতে হবে তাকে বোঝাতে যা জীবন ও তার ক্রিয়াবিধিকে পরোক্ষ হিসেবের রাজ্যে নিয়ে আসে এবং জ্ঞান-ক্ষমতাকে মানব জীবনের রূপান্তরের এক এজেন্টে পরিণত করে। এমন নয় যে জীবন পুরোপুরি সেসব প্রযুক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয় যা একে শাসন ও পরিচালনা করে; এ ক্রমাগত তাদেরকে এড়িয়ে যায়; পাশ্চাত্য বিশ্বের বাইরে, দুর্ভিক্ষ টিকে রয়েছে, আগেকার চেয়ে আরো বড় মাত্রায়; অনুজীববিদ্যার জন্মের পূর্বে প্রজাতিকে জীববিদ্যাগত এক যে ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়েছে তা সম্ভবত বৃহৎ, এবং নিশ্চিতই আরো সিরিয়স। কিন্তু যাকে বলা চলে যখন প্রজাতির জীবন তার নিজের রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনার উপর বাজি ধরে এক সমাজের 'আধুনিকতার দোরগোড়ায়' পৌঁছে গিয়েছিল। এক সহস্রাব্দ ধরে, মানুষ তাই থেকে গেছে এক জীবন্ত প্রাণী তার রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য বাড়তি সামর্থ্য সহ সে অ্যারিস্টটলের নিকট যা ছিল যেভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন জীবন্ত সত্তা রূপে।

এই রূপান্তরের বিবেচনাযোগ্য পরিণাম রয়েছে। এই চিড় ধরার ক্ষেত্রে বাস করতে এ এখানে কোনো উদ্দেশ্যসাধন করবে না বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের নকশায় যা ঘটেছে এবং ধ্রুপদী জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে ধাঁচে জীবন ও মানুষের সমস্যাপূর্ণ দুই দিক বিঘ্নিত ও পুনর্বন্টিত হয়। যদি মানুষের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল—যতদূর সে এক বিশেষ জীবন্ত সত্তা, এবং বিশেষত অন্যান্য জীবন্ত সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত— সম্পর্কের নতুন ভঙ্গির মাঝের ইতিহাস ও জীবনের মাঝে এর কারণ সন্ধান করতে হবে: জীবনের এই দ্বৈত অবস্থানে যা একই সঙ্গে ইতিহাসের বাইরে স্থাপিত হয়েছে, এর জীববিদ্যাগত পরিবেশে; এবং মানব ঐতিহাসিকতার মাঝে, শেষোক্তের জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রযুক্তি দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক প্রযুক্তিবিদ্যার বংশবৃদ্ধির উপর বাড়তি গুরুত্ব দেবার কোনো প্রয়োজন নেই যা অনুসরণ করেছিল, শরীরকে, স্বাস্থ্য, জীবিকাসংস্থান ও বসবাসের ভঙ্গি, জীবনযাপনের পরিস্থিতি, অস্তিত্বের পুরো পরিসরকে বিনিয়োগ করে।

জৈব ক্ষমতার এই বিকাশের আরেক পরিণতি ছিল আদর্শের ক্রিয়ার দ্বারা অনুমান করা ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, আইনের বিচারিক সিস্টেমের মূল্যে। আইন কোনোভাবেই সশস্ত্র হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে না, এবং এর অস্ত্র, সর্বোৎকৃষ্ট, হলো মৃত্যু; তাদের প্রতি যারা একে লঙ্ঘন করে, এর প্রত্যুত্তর করে, অন্তত শেষ ভরসা হিসেবে, ঐ পরম মেনাস রূপে। আইন সর্বদা তরবারির প্রতি উল্লেখ করে। কিন্তু যে ক্ষমতার কাজ হলো জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করা যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণকারী ও সংশোধনমূলক ক্রিয়াবিধি প্রয়োজন হয়। এ আর এখন কোনো সার্বভৌমের ক্ষেত্রে মৃত্যুকে কার্যকর করার বিষয় মাত্র নয়, বরং জীবিতকে মূল্য ও উপযোগিতার রাজ্যে বন্টন করা। এমন এক ক্ষমতাকে অবশ্যই যোগ্যতাদান, পরিমাপ, মূল্যায়ন, এবং থাকবন্দিত্বদান করতে হয়, কেবল এর খুনে শৌর্যের মাঝে প্রদর্শনের চেয়ে; একে ঐ বিভাজনরেখা টানতে হবে না যা সার্বভৌমের শত্রুদেরকে তার অনুগত প্রজাদের থেকে পৃথক করবে, এ আদর্শকে ঘিরে বন্টনে প্রভাব রাখে, এবং শাসন ত্রাসন যন্ত্রের (চিকিৎসাগত, প্রশাসনিক, এবং ইত্যাদি) অনবচ্ছিন্নতার মাঝে বিচারিক প্রতিষ্ঠান যে ক্রমবর্ধমান রূপে মূর্ত হচ্ছে যাদের ভূমিকা বেশির ভাগই নিয়ন্ত্রণমূলক। এক স্বাভাবিকীকৃত সমাজ হলো জীবনকেন্দ্রিক ক্ষমতার প্রযুক্তি বিদ্যার ঐতিহাসিক ফসল। আমরা প্রাক-সতেরো শতকের তুলনায় এক বিচারিক বিচ্যুতির পর্বে প্রবেশ করেছি যার সঙ্গে ইতোমধ্যে পরিচিত; আমরা নিশ্চিতই ফরাসি বিপ্লব থেকে বিশ্ব জুড়ে রচিত সকল সংবিধানের দ্বারা প্রবঞ্চিত হব না, লিখিত ও পরিমার্জিত বিধিবদ্ধ আইনসমূহের দ্বারা, এক সমগ্র অনবচ্ছিন্ন ও ঝংকারপূর্ণ আইনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড। এসব আকারের দ্বারা আবশ্যিকভাবে স্বাভাবিকীকৃত ক্ষমতা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

এছাড়াও, এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে যা উনিশ শতকে এখনও নতুন, যে সমস্ত শক্তি মোকাবেলা করল তারা সমর্থনের জন্য নিশ্চিতই নির্ভর করল তারা যে সমস্ত বিনিয়োগ করেছিল তার উপরে, অর্থাৎ, জীবন ও মানুষের উপর এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে। গত শতাব্দির শেষ থেকে, যে বিরাট সংগ্রাম সমূহ ক্ষমতার সাধারণ সংশ্রয়কে চ্যালেঞ্জ করল তারা পুর্বের অধিকারে প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাসে, বা বহুবর্ষপ্রাচীন সময়ের এক চক্রে বা স্বর্ণ যুগের স্বপ্নের দ্বারা পরিচালিত ছিল না। কেউ আর এখন দরিদ্রের সম্রাটের আগমনের আশা করত না, বা পরবর্তী সময়ের রাজ্য, বা এমনকি আমাদের কল্পিত পূর্বপুরুষের অধিকারের পুনরুদ্ধারেরও; যা দাবি করা হলো ও যা লক্ষ্যবস্তু তা ছিল জীবন, মৌলিক প্রয়োজন রূপে উপলব্ধ, মানুষের সার অস্তিত্ব, তার সামর্থ্যের অনুধাবন, সম্ভাব্যের এক প্রাচুর্য। যা চাওয়া হয়েছিল তা ইউটোপিয়া হোক বা না হোক তা সামান্য গুরুত্বের ছিল; যা আমরা দেখেছি তা সংগ্রামের খুবই বাস্তব প্রক্রিয়া হয়েছে; জীবন এক রাজনৈতিক অভীষ্ট হিসেবে এক অর্থে নিজের মূল্যেই গৃহীত হয়েছিল এবং সিস্টেমের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল যা একে নিয়ন্ত্রণের জন্য নুয়ে পড়েছে। এ হলো জীবন যা আইনের চেয়ে বেশি যা রাজনেতিক সংগ্রামের বিষয় হয়েছিল, এমনকি যদি শেষোক্তটি অধিকারের সংক্রান্ত নিশ্চিতকরণ দিয়ে সূত্রায়িত হয়েছিল। জীবনের প্রতি অধিকার, কারো দেহের প্রতি, স্বাস্থ্যের প্রতি, সুখের প্রতি, প্রয়োজনের তৃপ্তির প্রতি, এবং সমস্ত শোষণ বা বিচ্ছিন্নতা ছাড়িয়ে, পুনরাবিষ্কারের অধিকার যা কেউ একজন এবং একজন যা হতে পারে, এই অধিকার—যা ধ্রুপদী বিচারিক প্রথা যা তীব্রভাবে বুঝতে অসমর্থ ছিল—ছিল এ সমস্ত ক্ষমতার নতুন পদ্ধতির প্রতি রাজনেতিক সাড়াপ্রদান যা সার্বভৌমের প্রথাগত অধিকারের থেকে উদ্ভব হত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই হলো পশ্চাদপট যা আমাদেরকে এক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ রূপে যৌন নিপীড়নের দ্বারা আন্দাজকৃত গুরুত্ব বুঝতে সমর্থ করে। এ ছিল দুই অক্ষের চালক হিসেবে যা জীবনের পুরো রাজনৈতিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে বিকশিত করেছে। এক দিকে এ শরীরের শৃংখলার সঙ্গে বাঁধা: শক্তির লাগাম পরানো, গঠনকরণ, এবং পুনর্বন্টন করা, শক্তির অভিযোজন ও অর্থনীতি। আরেক দিকে, একে প্রয়োগ করা হলো জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে, এর বহু দূর পৌঁছে যাওয়া সমস্ত প্রভাবের মধ্য দিয়ে। এ একাধারে সমস্ত বর্গে খাপ খায়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাহারার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ, পরিসরের অতি সূক্ষ্ম বিন্যাস, অন্তর্বর্তী চিকিৎসা বা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা, শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত পুরো মাইক্রো-ক্ষমতার। কিন্তু তা একইভাবে সর্বাঙ্গীণ পদক্ষেপ, পরিসংখ্যানগত মূল্যায়ন, এবং অনুপ্রবেশের উত্থান ঘটায় গোটা সামাজিক দেহের প্রতি লক্ষ্যস্থির করে বা গোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে। যৌন বিষয় ছিল শরীরের জীবন ও প্রজাতির জীবন উভয় ক্ষেত্রেই প্রবেশাধিকারের উপায়। শৃংখলার জন্য আদর্শ হিসেবে এবং নিয়মকানুনের জন্য ভিত্তি হিসেবে তাকে কাজে খাটানো হলো। এই কারণেই উনিশ শতকের যৌনতাকে ইন্ডিভিজুয়াল অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতম ডিটেলে সন্ধান করা হয়েছিল, একে আচরণের মাঝে শনাক্ত করা হলো, স্বপ্নের মাঝে তাড়া করা হলো, তাকে সন্দেহ করা হলো ন্যূনতম ভুলের নিহিত থাকা সম্পর্কে, তাকে শৈশবের আদি বছর সমূহে ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল; তা ইন্ডিভিজুয়ালিটির স্মারক হয়ে ওঠে—একই সময়ে যা কাউকে সমর্থ করে শেষোক্তকে বিশ্লেষণে এবং যাকে প্রভুত্বের জন্য সম্ভব করে। কিন্তু কেউ একে দেখল নৈতিকতা এ দায়িত্ববোধের মানদণ্ড বাড়ানোর জন্য রাজনৈতিক কার্যক্রম, অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ (সক্রিয়করণের মাধ্যমে বা প্রজননের উপর কার্ভ দিয়ে), এবং ভাবাদর্শগত অভিযানের থিম হয়ে উঠতে: একে সমাজের শক্তির সূচক হিসেবে সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, এর রাজনৈতিক শক্তি ও এর জীববিদ্যাগত শৌর্য উভয়ই উন্মোচনের জন্য। যৌন বিষয়ের প্রযুক্তিবিদ্যার এক মেরু থেকে অপর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল ভিন্ন কৌশলের এক পুরো সিরিজ যা সমন্বিত ছিল দেহের শৃংখলাবিধান এবং জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন অনুপাতের অভীষ্টের সঙ্গে।

যেখানে আক্রমণের চারটি বিরাট লাইনের গুরুত্ব পাশে পাশে যৌন বিষয়ের রাজনীতি দুই শতক ধরে অগ্রসর হয়েছিল। এদের প্রত্যেকটি ছিল নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি সহ শৃংখলামূলক কৌশলকে সমন্বিত করার এক উপায়। প্রথম দুটি ছিল নিয়ন্ত্রণের চাহিদার উপর নির্ভরশীল, প্রজাতির এক পুরো থিমগতের উপরে, বিবর্তন, এবং সমষ্টিগত কল্যাণ, যাতে শৃংখলার স্তরে ফল লাভ করা যায়; প্রজাতির স্বাস্থ্যের জন্য করা এমন এক অভিযানের আকারে শিশুদের যৌনতাকরণ সম্পন্ন হলো (আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এক মহামারীসুলভ ক্ষতিকর রূপে অকাল বিকশিত যৌনতা উপস্থাপিত হতে থাকল যা কেবল নয়, তাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যেই ঝুঁকি সৃষ্টি করল না বরং পুরো সমাজ ও প্রজাতির ভবিষ্যৎ নিয়েই); নারীর হিস্টিরিয়াকরণ, যাতে নিহিত থাকে তাদের দেহের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের যৌন বিষয়ের আগাপাছাতলা মেডিকালাইজেশন, দায়িত্বের নামে তা চালিয়ে নেওয়া হলো তারা ছিল তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য, পরিবার প্রতিষ্ঠানের দৃঢ়তা, এবং সমাজের সুরক্ষা প্রদানের নিকট ঋণী। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বেলায় এবং বিকার পূর্ণে মনোচিকিৎসাকরণে এসে উল্টো সম্পর্ক প্রযুক্ত হলো: এখানে অনুপ্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রক বৈশিষ্ট্যের, কিন্তু তাকে ইন্ডিভিজুয়াল শৃংখলা এবং প্রতিরোধকের দাবির উপর নির্ভর করতে হয়। বিস্তারে বলতে গেলে, শরীর ও জনসংখ্যার মিলনস্থলে, যৌন বিষয় হয়ে ওঠেছিল জীবনের ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে সংগঠিত ক্ষমতার সংকটপূর্ণ উদ্দেশ্য মৃত্যুর ক্ষতিকর দিকের চেয়ে।

রক্ত সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতার ক্রিয়াবিধি, এর প্রকাশ, এবং কৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থেকে গিয়েছিল। এমন এক সমাজের জন্য যেখানে আত্মীয়বন্ধনের সিস্টেম, সার্বভৌমের রাজনৈতিক আকার, ক্রম ও বর্ণের মধ্যে পৃথককরণ, এবং বংশগত রেখার মূল্য প্রাক-প্রাধান্যে পূর্ণ ছিল; এমন এক সমাজে যেখানে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, এবং হিংস্রতা মৃত্যুকে প্রত্যাসন্ন করেছিল, রক্ত অন্যতম মৌল মূল্যবোধকে গঠন করেছিল। একই সময়ে এ তার উচ্চ মূল্যের জন্য ঋণী ছিল উপকরণগত ভূমিকা (রক্তপাতে সামর্থ্য), চিহ্নের ক্রম অনুসারে যে উপায়ে তা কাজ করে (এক নির্দিষ্ট রক্তের জন্য, একই রক্তের হওয়ার জন্য, প্রস্তুত হতে যাতে কারো রক্তের ঝুঁকি ঘটে), এবং এর অনিশ্চিততাতেও (সহজে ছিটে যায়, শুকিয়েও যায়, সহজে মিশে যায়, দ্রুত দূষিত হতে সমর্থ)। এক রক্তের সমাজ—আমি 'রক্তসম্পর্ক' বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি—যেখানে ক্ষমতা রক্তের মাধ্যমে কথা বলে: যুদ্ধের সম্মান, দুর্ভিক্ষের ভয়, মৃত্যুর জয়, সার্বভৌম তার তরবারি সহ, জল্লাদ, এবং নির্যাতনকারী: রক্ত ছিল প্রতীকী ভূমিকা সহ এক বাস্তবতা। আমরা, অন্য দিকে, 'যৌন' এর এক সমাজে রয়েছি, অথবা বরং 'যৌনতা সহকারে' এক সমাজে: শরীরের প্রতি, জীবনের প্রতি, যা একে অসংখ্য বিস্তারে কারণ হয়, যা প্রজাতিকে পুনরায় বলবৎ করে, এর স্ট্যামিনা, প্রাধান্য করার এর সামর্থ্য, বা ব্যবহৃত হবার এর সামর্থ্যের উদ্দেশ্যে সম্বোধিত ক্ষমতার ক্রিয়াবিধি। মৃত্যু, বংশবিস্তার, জাতি, প্রজাতির ভবিষ্যৎ, সমাজ দেহের প্রাণশক্তির থিমের মাধ্যমে, যৌনতা সম্পর্কে ও যৌনতার প্রতি বলা ক্ষমতা; শেষোক্তটি কোনো চিহ্ন বা প্রতীক নয়, এ একটা অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য। তাছাড়াও, এর গুরুত্ব এর দুষ্প্রাপ্যতা বা অনিশ্চয়তার জন্য কম ছিল এর গুরুত্বারোপ, এর রাষ্ট্রদ্রোহমূলক উপস্থিতি, এই তথ্য যে তা সব জায়গায় উত্তেজনার এক বস্তু ছিল এবং একই সঙ্গে ভয়েরও তার তুলনায়। ক্ষমতা একে বর্ণনা করেছিল, জাগিয়ে তুলেছিল, এবং তাকে কাজে খাটাল বংশ বিস্তারের অর্থ রূপে যা সর্বদাই আবারো নিয়ন্ত্রণ নেবে যাতে এড়িয়ে যায়; তা ছিল এক অর্থবোধক মূল্যের সাথে এক প্রভাব। আমি এ কথা বলতে চাইছি না যৌন বিষয়ের পরিবর্ত হিসেবে রক্ত তার নিজের থেকেই সমস্যাত্মক রূপান্তরের জন্য দায়ী ছিল যা আমাদের আধুনিকতার দোরগোড়াকে চিহ্নিত করেছে। আমি যা প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছি তা দুটি সভ্যতার আত্মা নয় বা দুটি সাংস্কৃতিক আকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংগঠনিক নীতি নয়, আমি সেই কারণ খুঁজছি যার জন্য যৌনতা, ঐ পর্বে সমাজে অবদমিত হবার চেয়ে বরং, উল্টো ক্রমাগত জাগ্রত হয়েছিল। ক্ষমতার নতুন যে পদ্ধতি ধ্রুপদী যুগে পরিকল্পিত হয়েছিল এবং উনিশ শতকে প্রযুক্ত হয়েছিল আমাদের সমাজকে রক্তের প্রতীকী থেকে যৌনতার এক বিশ্লেষণীতে যেতে তা কারণ হয়েছে। স্পষ্টই, আইন, মৃত্যু, লঙ্ঘন, প্রতীকী, এবং সার্বভৌমের দিকের চেয়ে রক্তের তুলনায় বেশি কিছু ছিল না; যেভাবে ঠিক আদর্শের অপর দিকে যৌনতা ছিল, জ্ঞান, জীবন, অর্থ, শৃংখলা এবং নিয়মকানুনন।

সাদ ও প্রথম সুপ্রজননবিজ্ঞানী গণ রক্তসম্পর্ক থেকে এই যৌনতায় স্থানান্তরের সমসাময়িক ছিলেন; কিন্তু যেখানে কিনা প্রজাতির নিঁখুতকরণের প্রথম স্বপ্নের পুরো সমস্যা যৌন বিষয়ের অত্যন্ত দাবিদার পরিচালনার দিকে (ভাল বিয়ের নির্ধারণের শিল্প, কাঙ্ক্ষিত উর্বরতার প্ররোচিত করা, শিশুদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবিতাকে নিশ্চিত করা) ঝুঁকে থাকে, এবং যখন জাতির নতুন ধারণা রক্তের অভিজাততান্ত্রিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে মুছে ফেলতে চাইল, কেবল যৌন বিষয়ের নিয়ন্ত্রণসম্ভব প্রভাবকে টিকিয়ে রেখে, সাদ যৌন বিষয়ের ব্যাপক বিশ্লেষণ চালিয়ে যান সার্বভৌমের প্রাচীন ক্ষমতার ক্রিয়াবিধির মাঝে এবং তাকে রক্তের প্রাচীন কিন্তু পুরোপুরি রক্ষিত মর্যাদার নিকটে অর্পণ করেছিলেন; শেষোক্ত সুখের পুরো মাত্রা জুড়ে প্রবাহিত হয়—নির্যাতন ও পরম ক্ষমতার রক্ত, বর্ণের রক্ত যা এর নিজের মধ্যে শ্রদ্ধার বিষয় এবং যা পিতৃহত্যা ও অজাচারের প্রধান কৃত্যে বাহিত হবার জন্য না হলেও তৈরি হয়েছিল, জনগণের রক্ত, যা বিশ্বজনীনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যেহেতু যে ধরনটি এর শিরার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তা এমনকি একটা নামেরও উপযুক্ত নয়। সাদের ক্ষেত্রে, যৌন বিষয় কোনো আদর্শ বা অন্তর্জাত নিয়ম ছাড়া নয় যা নিজের স্বভাব থেকে সূত্রবদ্ধ হতে পারে; কিন্তু তা ছিল এক ক্ষমতার অনিয়ন্ত্রিত আইনের অধীন যা নিজে অপর কোনো আইন জানে না তার নিজেরটি ব্যতীত; যদি ঘটনাক্রমে তাকে কখনো কখনো ক্রমোন্নতির শৃংখলাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যা পরের দিনগুলোতে সতর্কভাবে শৃংখলাপূর্ণ হয়েছিল, এই চর্চা এমন এক অবস্থানে বাহিত হত যে যেখানে তা আর একক ও নগ্ন সার্বভৌমত্ব ছাড়া কিছু নয়: সর্বময় শক্তির অধিকারী দানবিকতার সীমাহীন অধিকার।

যেখানে এ কথা সত্য যে যৌনতার বিশ্লেষণী ও রক্তের প্রতীকী বিষয় প্রথমে ভিত্তি লাভ করেছিল দুটি অতি স্বতন্ত্র শাসনপ্রণালিতে, প্রকৃত অর্থে সমাপতিত হওয়া, মিথস্ক্রিয়া, এবং প্রতিধ্বনি হওয়া ছাড়া একটা থেকে অপরটিতে যাত্রা ঘটেনি (তার চেয়ে বেশি নয় যা এই ক্ষমতা সমূহ নিজেরা করে)। ভিন্ন উপায়ে, রক্ত ও আইন নিয়ে পূর্বসংস্কার প্রায় দুই শত বছর ধরে যৌনতার প্রশাসনকে তাড়া করেছে। এই অনুপ্রবেশের দুটি অন্তত উল্লেখ করবার মত, একটি তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য, অপরটি যে সমস্যা সে উত্থাপন করে তার জন্য। উনিশ শতকের অপরার্ধে সূচিত হয়েছিল, কখনো কখনো রক্তের থিমতত্ত্বকে তার পুরো ঐতিহাসিক ভারকে ধার দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধরনকে প্রাণশক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোগাতে বলা হয়েছিল যৌনতার উপকরণের মাধ্যমে যার চর্চা ঘটে। এই অবস্থায় বর্ণবাদ গড়ে ওঠে (বর্ণবাদ, তার আধুনিক জীববিদ্যাকৃত, স্থিতবাদী আকারে): এ তখন ছিল বসতিস্থাপন, পরিবার, বিবাহ, শিক্ষা, সামাজিক থাকবন্দিত্বকরণ, এবং সম্পত্তির এক সমগ্র রাজনীতি, স্থায়ী অনুপ্রবেশের এক সিরিজ সহকারে শরীর, আচরণ, স্বাস্থ্য, ও নিত্যদিনের জীবনের স্তরে, মিথিক্যাল বিবেচনা থেকে রক্তের শুদ্ধতাকে রক্ষা করে এবং জাতির বিজয়কে নিশ্চিত করে তাদের রং ও তাদের যথার্থতাকে গ্রহণ করল। নিঃসন্দেহে নাৎসিবাদ ছিল রক্তের ফ্যান্টাসি ও শৃংখলামূলক ক্ষমতার আকস্মিক বেগের সবচেয়ে ধূর্ত ও সবচেয়ে সরল (এবং পূর্বেরটি শেষেরটির কারণেই) সমন্বয়। সমাজের এক সুপ্রজননগত শৃংখলাবিন্যাস, মাইক্রো ক্ষমতার প্রসার ও তীব্রতাকরণের পথে যা কিছু নিহিত থাকে তা সহকারে, বিধিনিষেধহীন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ছদ্মবেশে, এক উঁচু রক্তের স্বপ্নসংক্রান্ত আত্মতৃপ্তি তার সঙ্গী ছিল; অপরের নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা এবং নিজেকে পুর্ণ আত্মোৎসর্গে উন্মুক্ত করার ঝুকির উভয়টিই শেষোক্তের মাঝে নিহিত ছিল। এ হলো ইতিহাসের আয়রনি যে যৌন বিষয়ের হিটলারীয় রাজনীতি তাৎপর্যহীন চর্চা রূপে থেকে গেল যেখানে রক্ত নিয়ে মিথটি অধুনা স্মৃতির মাঝে সবচেয়ে বড় রক্তস্নানে রূপ নিল।

উল্টোভাবে চরম দৃষ্টান্ত হলো, একইভাবে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে সূচিত হয়ে, আইন, প্রতীকী শৃংখলা, ও সার্বভৌমত্বের সিস্টেমে যৌনতার থিমতত্ত্বকে পুনরায় খোদাই করার তাত্ত্বিক উদ্যোগকে শনাক্ত করতে পারি। এও মনোবিশ্লেষণের রাজনৈতিক কৃতিত্ব—বা অন্তত, এর মধ্যে যা সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল—যে তা সন্দেহ সহকারে বিবেচিত হয়েছিল (আর এ তার সূচনা থেকে, যে, অধোগতির নিউরোসাইক্রিয়াট্রি থেকে ভাঙ্গন ধরে যে মুহূর্ত থেকে) অপরিবর্তনীয়ভাবে বংশবিস্তারের দিকটিকে যা হয়তো এ সমস্ত ক্ষমতার ক্রিয়াবিধিতে ধারণ করা থাকে যার লক্ষ্য হলো যৌনতার প্রতিদিনকার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা: যেখানে ফ্রয়েডীয় উদ্যোগ হলো (সন্দেহ নেই বর্ণবাদের বিরাট উচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই যা এর সমকালীন ছিল)যৌনতাকে আইনের মাঝে ভিত্তি দেওয়া—আত্মীয়বন্ধন, ট্যাবুকৃত রক্ত সম্পর্ক, এবং সার্বভৌম-পিতার আইন, সংক্ষেপে, ক্ষমতার পুরনো শৃংখলার সমস্ত ফাঁদ সহকারে আকাঙ্ক্ষাকে বেষ্টন করতে। মনোবিশ্লেষণ এর কাছে ঋণী ছিল যে—প্রধান রূপে, কিছু ব্যতিক্রম সহ—ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিরুদ্ধতা সহ। কিন্তু

বিশ্লেষণের এই অবস্থান এক বিশেষ ঐতিহাসিক জোড়ের সঙ্গে বাঁধা ছিল। এবং তবুও আইন, মৃত্যু, রক্ত, এবং সার্বভৌমত্বের অভিধায় যৌনগত এর বর্গের ধারণা করতে—স্বাদ ও বাতাইর যে উল্লেখ থাকুক না কেন, এবং তাদের বিধ্বংসীমূলক প্রভাবকে কেউ যাই পরিমাপ করুক না কেন—তা শেষ বিশ্লেষণে এক ঐতিহাসিক 'পশ্চাৎ-ভাষ্য'। আমরা অবশ্যই যৌনতার সেনাবতরণকে ক্ষমতার প্রযুক্তির ভিত্তিতে ধারণা করব যা এর সমসময়ে বর্তমান ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ এ কথা বলবে যে আমি এক হিস্টরিসিজমে নিয়ে কাজ করছি যা যতটা বিপ্লবী তার চেয়ে অসতর্ক বেশি; যে যৌন ভূমিকার জীববিদ্যাগত প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্বকে আমি এড়িয়ে যাচ্ছি যে সব প্রপঞ্চের জন্য তারা চলক, সম্ভবত, কিন্তু ভঙ্গুর, গৌণ, এবং শেষমেষ উপরভাসা; এবং আমি যৌনতার সম্পর্কে কথা বলছি এমনভাবে যে যৌন বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। এবং কেউ এভাবেও আপত্তি করতে বাধ্য হতে পারে: 'আপনি দাবি করছেন যে যার দ্বারা নারীর শরীর, শিশুর জীবন, পরিবারের সম্পর্ক, এবং সামাজিক সম্পর্কের এক গোটা নেটওয়ার্ক যৌনতাকৃত হয় সে সমস্ত প্রক্রিয়াকে ডিটেলে বিশ্লেষণ করবেন। আপনি চান যে আঠারো শতক থেকে যৌন বিষয়ে যে বিরাট সচেতনতার উদ্বোধন হয় এবং সব কিছুতে যৌন বিষয়ের অস্তিত্বকে সন্দেহ করার আমাদের বর্ধমান আগ্রহ তা বর্ণনা করবেন। যতখানি সম্ভব স্বীকার করা যাক ও ধরে নেই ক্ষমতার ক্রিয়াবিধি বস্তুত যৌনতাকে জাগাতে ও সক্রিয় করতে ততখানি বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল তাকে অবদমন করার চেয়ে। কিন্তু এখানে আপনি তার সম্পূর্ণ নিকটে এসে পড়েছেন নিঃসন্দেহে যা আপনি বিশ্বাস করেন না যার থেকে চম্পট দিয়েছেন; গোড়ায়, যখন আপনি বিকীরণ, আশ্রয় নেওয়া, এবং যৌনতার স্থিতকরণের প্রপঞ্চের অবস্থানকে নির্দেশ করেন, যাকে বলা যেতে পারে সামাজিক দেহের মাঝে 'যৌন উদ্দীপক অংশের' সংগঠনকে আপনি উন্মোচনের চেষ্টা চালান; এও বরং হতে পারে যে বিকীরণ প্রক্রিয়ার ক্রিয়াবিধির স্থানবদলের চেয়ে বেশি আপনি কিছু করেননি যা মনোবিশ্লেষণ ইভিভিজুয়ালের স্তরে সংক্ষেপে শনাক্ত করল। কিন্তু আপনি এসবকে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন যার ভিত্তিতে এই যৌনতাকরণ বিকশিত হতে সমর্থ হয়েছিল এবং যাকে চিনতে মনোবিশ্লেষণ ব্যর্থ হয়নি—উদাহরণ হিসেবে, যৌন। ফ্রয়েডের আগে, কেউ হয়তো যৌনতাকে স্থানিকীকৃত করতে পারত যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে লিঙ্গের মাঝে, এর প্রজননমূলক ভূমিকায়, তার তাৎক্ষণিক অ্যানাটমিগত স্থানিকীকরণে, এক জীববিদ্যাগত ন্যূনতমে কেউ পেছু হঠত: প্রত্যঙ্গ, প্রবৃত্তি, এবং চূড়ান্তে। অন্য দিকে, আপনি, এক সামঞ্জস্যময় ও বিপরীত অবস্থানে রয়েছেন: আপনার জন্য, অবশিষ্ট রয়েছে কেবল ভিত্তিহীন প্রভাব, শেকড়হীন শাখাপ্রশাখায় বিভক্তকরণ, যৌন বিষয়রিক্ত এক যৌনতা। আবারো খোজাকরণ না হলে এ আসলে কী?'

এখানে আমরা দুটি প্রশ্নের মাঝে পার্থক্য করব। প্রথমে, যৌনতার বিশ্লেষণ কি আবশ্যিকভাবে শরীর, অ্যানাটমি বিদ্যা, জীববিদ্যাগত, কার্যগতের বিলোপ ঘটায়? এই প্রশ্নের বেলায়, আমার মনে হয় নেতিবাচক জবাব দিতে পারি। যদিও এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কার্যত এই দেখানো কীভাবে ক্ষমতার সেনাবতরণ প্রত্যক্ষভাবে শরীরের সঙ্গে যুক্ত ছিল—শরীরের ভূমিকার, মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির, সংবেদনের, এবং সুখের প্রতি; তাকে মুছে ফেলার থেকে শরীর অনেক দূরে, যা প্রয়োজন তা হলো যে জীববিদ্যাগত ও ঐতিহাসিক একে অপরের প্রতি পরস্পর ঘটমান নয় একে এক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান করে তোলা, যেভাবে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতাত্ত্বিকদের বিবর্তনবাদে হয়েছে, বরং ক্ষমতার আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জটিল ফ্যাশনে মানানসই রূপে একত্রে বাঁধা রয়েছে যা জীবনকে তাদের উদ্দেশ্য রূপে নিয়েছে। যদিও আমি 'মানসিকতার ইতিহাস' রূপে একটি কোনো কিছুর ছবি মনে মনে আঁকছি না যা একমাত্র ঐ ধাঁচের মাধ্যমে শরীরের হিসেব নিতে পারত যা দিয়ে তাদেরকে ধারণা করা হয়েছিল এবং অর্থ ও মূল্য প্রদান করা হয়েছে; তবে 'শরীরের ইতিহাস' একটি এবং ঐ ধাঁচে যা সবচেয়ে বস্তুগত ও সবচেয়ে প্রাণবন্ত তাদের মধ্যে তার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

আরেক প্রশ্ন, প্রথমটি থেকে পৃথক: এই বস্তুগত স্বভাব যার উল্লেখ করা হয়, যদি তা, তাহলে, যৌন এর না হয়, এবং তবে কি যৌনতার এক ইতিহাসের উদ্যোগ নেওয়া কূটাভাসময় হবে না, সেখানে যৌন বিষয়ের সামান্যতম প্রশ্ন ছাড়াই? তবুও, যৌনতার মাধ্যমে যে শক্তির চর্চা হয় তা বিশেষভাবে বাস্তবতার এ উপকরণের প্রতি নির্দেশিত নয় যা হলো 'যৌন', সাধারণ অর্থে যৌন বিষয়? যে যৌনতা, ক্ষমতার সম্পর্ক অনুসারে, এক বাহ্যিক এলাকা নয় যাতে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়, যে বরং উল্টো এ হলো ক্ষমতার নকশার এক ফলাফল ও এক উপকরণ, যা কিছু সবই ভাল। কিন্তু যৌন বিষয়ের ক্ষেত্রে, তা কি ক্ষমতার সুবাদে 'অপর' নয়, ওদিকে কেন্দ্র হিসেবে রয়েছে যাকে ঘিরে যৌনতা তার প্রভাবকে বন্টন করে? এখন, সঠিকভাবে যৌন বিষয়ের নিজের মধ্যের এই ধারণাকে যাচাই না করে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। প্রকৃতই 'যৌন' কি নোঙর বাঁধার স্থান যা যৌনতার ব্যক্ত হওয়াকে সমর্থন করে, অথবা কি তা বরং এক জটিল ধারণা যা যৌনতার সেনাবতরণের মাঝে গঠিত হয়? তবুও, কেউ দেখাতে পারে যে যৌন বিষয়ের এই ধারণা গঠিত হয় ক্ষমতার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার মাঝে এবং যে নির্দিষ্ট ভূমিকা তা এর মধ্যে পালন করে তার মধ্যে।

এই সমস্ত মহাসড়ক ধরে যা উনিশ শতক থেকে যৌনতার সেনাবতরণের বিকাশ অনুসরণ করেছে, কেউ এই ধারণার বিস্তৃতি দেখতে পারে যে সেখানে শরীর, অঙ্গসমূহ, দৈহিক স্থানিকীকরণ, ভূমিকা, অ্যানাটমো-শারীর তত্ত্বগত সংশ্রয়, সংবেদন এবং সুখের চেয়ে অপর কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে; আরো কিছু ভিন্ন ও আরো কিছু বেশি, তার নিজের সহজাত গুণাগুণ ও আইন সহ: 'যৌন বিষয়'। এভাবে, নারীর হিস্টিরিয়াকরণ এর প্রক্রিয়ায়, তিন উপায়ে 'যৌন'কে নির্ধারণ করা হয়: যেভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ের মাঝে সাধারণভাবে বিরাজ করে; যেভাবে তা সর্বোত্তমভাবে পুরুষের মাঝে রয়েছে, ও সেখানে নারীর মাঝে ঘাটতি রয়েছে; কিন্তু একই সময়ে, যা নিজের দ্বারা নারীর শরীরকে গঠন করে, তাকে পুরোপুরি প্রজননের ভূমিকায় বিন্যস্ত করে এবং এই ভূমিকাটির প্রভাবের মাধ্যমে ক্রমাগত উদ্বেজিত করে রেখে। এই কর্মপরিকল্পনায় হিস্টিরিয়াকে ব্যাখ্যা করা হয় 'যৌন' এর চলাচল হিসেবে যতদূর তা ছিল 'এক' ও 'অপর,' সমগ্র ও অংশ. প্রধান ও ঘাটতি রূপে। শৈশবকালীনের যৌনতাকরণে, তাতে যৌন বিষয়ের ধারণা তৈরি করা হয়েছিল যা উপস্থিত (অ্যানাটমি বিদ্যার প্রমাণ অনুসারে) ও অনুপস্থিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(শারীরতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে), উপস্থিত যদি এর কর্মকাণ্ডকে বিবেচনা করে, এবং যদি কেউ তার প্রজননগত চূড়ান্ততায় বিচার করে ঘাটতি রয়েছে; বা আবারো, এর প্রকাশে প্রকৃত, কিন্তু পরিণামগত প্রভাবে লুকোনো, যার রুগ্নতাজনিত সিরিয়সনেস কেবল পরে প্রতীয়মান হতে পারে। যদি শিশুর যৌন বিষয় এখন পরিণত বয়স্কের মাঝে উপস্থিত থাকে, তা হলো গোপন কার্যকারণে যা পরবর্তীর যৌন বিষয়কে নাকচ করার প্রবণতা দেখায় (এ ছিল আঠারো ও উনিশ শতকের মেডিসিন এর অন্যতম মতবাদ যে অপরিপক্ব যৌন বিষয় ফলত বন্ধ্যাত্ব, নপুংসকতা, যৌনশৈত্য, সুখের অভিজ্ঞতালাভে অসামর্থ, বা ইন্দ্রিয়সমূহকে মৃতপ্রায় করে ফেলে); শৈশবকে যৌনতাকৃত করে, এক যৌন বিষয়ের এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির আবশ্যিক আন্তঃক্রীড়ার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল, দৃশ্যমান ও লুকোনো; হস্তমৈথুন এবং যে প্রভাব তাতে যুক্ত করা হয়েছিল তাকে এক সুবিধাজনকভাবে এই উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির আন্তঃক্রীড়া রূপে ভাবা হয়েছিল, দৃশ্যমান ও লুকোনোর।

বিকৃতির মানসিকচিকিৎসাকরণের দ্বারা যৌন বিষয় ছিল জীববিদ্যাগত ভূমিকা ও অ্যানাটমো-শারীর তত্ত্বগত যন্ত্রপাতির সঙ্গে সম্পর্কিত যা একে তার 'অর্থ' দেয়, অর্থাৎ, চূড়ান্ততা। কিন্তু তা এক প্রবৃত্তির দ্বারা আরো উল্লেখকৃত হয়েছিল যা, এর বিশিষ্ট বিকাশের মাধ্যমে এবং সেসব বস্তু অনুসারে যার সঙ্গে তা যুক্ত হতে পারে, তাকে জাগাতে ও তাদের উদ্ভবকে বোধগম্য করে তুলতে বিকার পূর্ণ আচরণ বিন্যাসের জন্য সম্ভব করে। এভাবে করে 'যৌন বিষয়' ভূমিকা ও প্রবৃত্তির পরস্পরজড়িত রূপে, চূড়ান্ততা ও তাৎপর্যায়নে সংজ্ঞায়িত হয়; এছাড়াও, এই আকার ছিল যেটিতে তা ব্যক্ত হয়েছিল, অন্য যে কোনোখানের চেয়ে স্পষ্টভাবে, আদর্শ বিকৃতিতে, যাতে 'পণ্যমোহ' যা, অন্তত ১৮৭৭ সাল থেকে, অপর যত বিচ্যুতি সেসবের বিশ্লেষণের পথনির্দেশক সুতা রূপে কাজ করেছিল। এতে কেউ স্পষ্টভাবে ঐ উপায়টিকে ধারণা করতে পারে যাতে প্রবৃত্তি এক ইন্ডিভিজুয়ালের ঐতিহাসিক আনুগত্য এবং জীববিদ্যাগত অপর্যাপ্ততা অনুসারে একটা অভীষ্টে বাঁধা পড়েছিল। শেষবারে, প্রজননগত আচরণের সামাজিকীকরণে, 'যৌন বিষয়'কে বর্ণনা করা হয় বাস্তবতার আইন (অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সবচেয়ে খাপছাড়া ও তাৎক্ষণিক আকার রূপে) এবং সুখের অর্থনীতির মাঝখানে ধরা পড়া রূপে বর্ণনা করা হয় যা সব সময়ই ঐ আইনকে পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্যোগ নিয়ে থাকে—যখন, অর্থাৎ, একে পুরোপুরি অবহেলো করতে পারে না। সবচেয়ে কুখ্যাত প্রবঞ্চনা, স্বেচ্ছাপূর্বক মৈথুনে বিরতি, ঐ অবস্থানকে রেপ্রিজেন্ট করে যাতে বাস্তবের গুরুত্বারোপ সুখের সমাপ্তি টানতে জোর খাটায় এবং যেখানে বাস্তবের দ্বারা ডিকটেটকৃত অর্থনীতি সত্ত্বেও সুখ উপরিতলে একটা পথ খুঁজে পায়। এ প্রতীয়মান যে যৌনতার সেনাবতরণ, এর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা সহ, ছিল যা এই 'যৌন বিষয়ে'র ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল; এবং মৃগী, উনরতি, পণ্যমোহ, এবং বিঘ্নিত রতিক্রিয়া চারটি প্রধান আকারে, এ দেখায় যে এই যৌন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয় শাসিত হয় সমগ্র ও অংশ, প্রধান ও অসম্পূর্ণ, উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি, অতিরেক ও ঘাটতি, প্রবৃত্তির ভূমিকা আন্তঃক্রীড়ার দ্বারা, চূড়ান্ততা, এবং অর্থের, বাস্তবতা ও সুখের কার্যের সাহায্যে।

এভাবে সৃষ্ট তত্ত্ব এক নির্দিষ্ট সংখ্যক ভূমিকা সম্পাদন করল যা একে অনিবার্য করে তোলে। প্রথম, যৌন বিষয়ের ধারণা একত্রে দল গঠনে সম্ভব করে, এক কৃত্রিম ঐক্যে, অ্যানাটমি বিদ্যাগত উপাদানে, জীববিদ্যাগত ভূমিকাতে, আচরণে, সংবেদনে, এবং সুখে, এবং তা এই কল্পিত ঐক্যকে এক কার্যকারণের নীতি হিসেবে ব্যবহারে কাউকে সমর্থ করে, এক অন্তর্যামী অর্থকে, এক গোপন যাকে সর্বত্র আবিষ্কৃত হতে হবে: এভাবে যৌন বিষয় একক চিহ্নায়ক রূপে এবং বিশ্বজনীন চিহ্নায়িত হিসেবে ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়। এছাড়াও, একে একক ফ্যাশনে উপস্থাপন করে, অ্যানাটমি বিদ্যা ও অপূর্ণতা রূপে, ভূমিকা ও সুপ্ততা রূপে, প্রবৃত্তি ও অর্থ রূপে, এ মানব যৌনতার এক জ্ঞান এবং প্রজননের জীববিদ্যাগত বিজ্ঞানের মাঝে সেই সংযোগরেখাকে আঁকতে সমর্থ হয়েছিল; এভাবে, প্রকৃত অর্থে এসব বিজ্ঞান থেকে কোনো কিছু ধার না করে, কয়েকটি সন্দেহজনক সাদৃশ্যকে ব্যতিক্রম হিসেবে, নৈকট্যের মাধ্যমে যৌনতার জ্ঞান এক আধা-বৈজ্ঞানিকতার নিশ্চয়তা অর্জন করে; কিন্তু এই একই নৈকট্যের সুবাদে, জীববিদ্যা ও শারীরতত্ত্বের কিছু বিষয়বস্তু মানব যৌনতার স্বাভাবিকতার নীতি হিসেবে কার্যকর হতে সমর্থ হয়ে উঠেছিল। চূড়ান্তভাবে, যৌনতার ধারণা এক মৌলিক বিপর্যাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল; এ তাকে ক্ষমতার থেকে যৌনতার দিকে সম্পর্কের রেপ্রিজেন্টেশনের আবর্তন ঘটাতে সম্ভব করে, যৌনতাকে আবির্ভূত হবার কারণ হয়ে; ক্ষমতার সঙ্গে তার আবশ্যিক ও ইতিবাচক সম্পর্কের মাঝে নয়, বরং এক বিশেষ ও হ্রাসকরণের অযোগ্য জরুরী অবস্থায় প্রোথিত ক্ষমতা যাকে যত বেশি সম্ভব প্রাধান্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করে; এভাবে যা 'ক্ষমতা'কে তার ক্ষমতা প্রদান করে 'যৌন বিষয়' এর ধারণা তা এড়িয়ে যেতে সম্ভব করে; ক্ষমতাকে নিছক আইন ও ট্যাবু হিসেবে ধারণা করতে তা কাউকে সমর্থ করে। যৌন বিষয়—যে এজেন্সিগুলো আমাদেরকে শাসন করতে আবির্ভূত হয় এবং সেই গোপন যা মনে হয় যেন আমরা কিছু সব তার নিচে নিহিত, যে অবস্থান যা আমাদেরকে বিমুগ্ধ করে এ যে ক্ষমতা প্রকাশ করে এবং যে অর্থ গোপন করে তার মাধ্যমে, এবং যা আমরা উন্মোচন করতে বলা হয় যে আমরা কী এবং আমাদেরকে মুক্ত করতে যা আমাদেরকে সংজ্ঞায়িত করে তার থেকে—নিঃসন্দেহে যদিও তা যৌনতার সেনাবতরণ ও তার কার্যক্রম দ্বারা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠা এক আদর্শ অবস্থান। আমরা অবশ্যই এমন ভুল চিন্তা করব না যে যৌন বিষয় হলো এক স্বায়ত্তশাসিত এজেন্সি ক্ষমতার সঙ্গে এর সংযোগের সমগ্র উপরিতল জুড়ে যা গৌণভাবে বহুভাঁজপূর্ণ প্রভাব উৎপন্ন করে। উল্টোভাবে, যৌন বিষয় হলো শরীরের ও তাদের বস্তুতান্ত্রিকতা, তাদের বল, শক্তি, সংবেদন, ও সুখের উপরে তার দখলের মাঝে ক্ষমতার দ্বারা সংগঠিত যৌনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবতরণের মধ্যে সবচেয়ে অনুমাননির্ভর, সবচেয়ে আদর্শ এবং সবচেয়ে আভ্যন্তরীণ উপকরণ।

এও যোগ করা চলে যে এই 'যৌন' আরেকটি ভূমিকা সম্পাদন করে যা ছড়িয়ে যায় এবং যাকে আমরা সদ্য পরীক্ষা করেছি সেই একটিকে বহাল রাখে। এই উদাহরণের মধ্যে এর ভূমিকা যতটা তাত্ত্বিক তার চেয়ে বেশি ব্যবহারিক। যৌন বিষয়ের মাধ্যমেই—বস্তুত, যৌনতার সেনাবতরণে এক কাল্পনিক অবস্থানকে নির্ধারণ করেছিল—যে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালকে অতিক্রম করতে হয় যাতে তার নিজের বোধগম্যতায় প্রবেশাধিকার পায় (এই দেখে যে তা একাধারে লুকোনো বস্তু এবং অর্থের উৎপাদরমূলক নীতি), তার দেহের সমগ্রে (যেহেতু এ হলো তার এক বাস্তব ও শঙ্কিত অংশ, যখন প্রতীকী অর্থে সমস্তকে নির্মাণ করে), তার আত্মপরিচয়ের নিকটে (যেহেতু তা এক চালিকা শক্তিতে এক ইতিহাসের একতার বল যোগ করে)। এক বিপর্যাসের দ্বারা নিঃসন্দেহে বহু পূর্বে যার চোরাগুপ্তা সূচনা হয়েছে—এ ইতিমধ্যে শরীরের খ্রিস্টীয় ধর্মাধ্যক্ষীয় সংসদের সময় নিজেকে এমন অনুভব করিয়েছিল—বহু শতাব্দি ধরে উন্মাদনা বলে ভাবা হয়েছে তা থেকে আমাদের বোধগম্যতা এসেছে আমরা এমন এখন এক অবস্থানে পৌঁছেছি যেখানে প্রত্যাশা করতে পারি: আমাদের শরীরের প্রাচুর্য দীর্ঘকাল যার থেকে এর কলঙ্কচিহ্ন বলে গণ্য হয়েছিল এবং এক ক্ষত রূপে তুলনা করা হয়েছিল; যার থেকে আমাদের আত্মপরিচয় এক আচ্ছন্ন ও নামহীন চাহিদা হিসেবে ধারণা করা হয়েছিল। যেখানে আমরা তাতে যে গুরুত্ব আরোপ করি, যে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভীতি যার দ্বারা তাকে বেষ্টন করি, তাকে জানার জন্য যে প্রয়াস পাই। যেখানে সত্য হলো শতাব্দি জুড়ে তা আমাদের আত্মার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আমাদের জীবনের চেয়েও অধিক গুরুত্বের হয়ে উঠেছে প্রায়; এবং এ হলো তাই এই গোপন তথ্যের তুলনায় যা বিশ্বের সমস্ত এনিগমাকে অকিঞ্চিৎকর মনে হবে, আমাদের সবার মধ্যে অতিক্ষুদ্র আকারে, কিন্তু এক ঘনত্বের যা তাকে অন্য কারো থেকে বেশি সিরিয়স করে তোলে। ফাউস্টীয় সেই চুক্তি, যৌনতার সেনাবতরণের দ্বারা যার প্রলোভন আমাদের মাঝে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছিল, তা এখন নিম্নোক্তভাবে রয়েছে: যৌন বিষয়ের নিজের জন্য জীবনের সমগ্রতায় বিনিময়ে, যৌন বিষয়ে সত্য ও সার্বভৌমত্বের জন্য। যৌন বিষয় তার জন্য মরবার উপযুক্ত। এ এই অর্থে (কঠোরভাবে ঐতিহাসিক) যে যৌন বিষয় অবশ্যই মৃত্যুর প্রবৃত্তির সঙ্গে রঞ্জিত। অল্প কিছু দিন পূর্বে যখন পাশ্চাত্য বিশ্ব প্রেমকে আবিষ্কার করে, এ তার উপর এমন উচ্চমূল্য অর্পণ করে যাতে মৃত্যুও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, আজকের দিনে যৌন বিষয়য় এই সমযোজ্যতা দাবি করে, সবচেয়ে বেশি করে। এবং যখন যৌনতার সেনাবতরণ ক্ষমতার কৌশলকে জীবন বিনিয়োগ করতে অনুমতি দেয়, যৌন বিষয়ের কল্পিত অবস্থান, এ নিজে ঐ সেনাবতরণ দ্বারা চিহ্নিত, প্রত্যেকের উপরে পর্যাপ্ত আকর্ষণ ছড়ায় যাতে তারা এর মাঝে মৃত্যুর মৃদু গর্জন শুনছে বলে গ্রহণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল্পনিক উপাদানকে সৃষ্টি করে যে হলো 'যৌন বিষয়,' যৌনতার সেনাবতরণ এর অতি আবশ্যিক আভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালির নীতির একটিকে প্রতিষ্ঠা করে—একে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তাতে প্রবেশাধিকার পাবার, তাকে আবিষ্কারের, তাকে মুক্ত করার, তাকে সন্দর্ভে উচ্চারণ করতে, সত্যে সূত্রায়িত করতে। এর ফলে 'যৌন' আকাঙ্ক্ষাযোগ্য কিছু একটা হিসেবে গঠিত হয়। এবং এই যৌন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাই আমাদের প্রত্যেককে একে জানবার নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত করে, এর আইন ও এর ক্ষমতাকে উন্মোচন করতে; এই আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাই হলো আমাদেরকে দিয়ে ভাবায় যে আমাদের যৌন বিষয়ের অধিকারকে আমরা সমস্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করছি, যখন প্রকৃতপক্ষে আমরা যৌনতার সেনাবতরণের নিকট বাধা পড়েছি যা আমাদের মাঝে এক ধরনের মরীচিকাকে গভীর থেকে উত্তোলন করল যাতে আমরা নিজেদেরকে প্রতিফলিত রূপে দেখতে পাই বলে ভাবি—যৌন বিষয়ের অন্ধকার ঝিকিমিকি।

'দ্য প্লুমড সার্পেন্ট'-এ কেট বলে: 'এ হলো যৌন বিষয়, মৈথুন কত বিস্ময়কর হতে পারে, যখন পুরুষরা একে ক্ষমতাধর ও গোপন করে রাখে, এবং তা বিশ্বকে পূর্ণ করে! সূর্যের আলোর মত একটির মধ্য এবং একটির মধ্য দিয়ে!'

অতএব আমরা যৌনতার এক ইতিহাসকে অবশ্যই যৌন বিষয়ের এজেন্সির নিকট উল্লেখ করব না; বরং দেখাবো যে 'যৌন' কীভাবে ঐতিহাসিকভাবে যৌনতার অধীন ছিল। আমরা অবশ্যই যৌন বিষয়কে বাস্তবতার দিকে স্থাপন করব না, এবং যৌনতাকে ঐ সমস্ত দ্বিধান্বিত ধারণা ও বিভ্রমের দিকেও নয়; যৌনতা হলো খুবই বাস্তব ঐতিহাসিক নির্মাণ; এর থেকে 'যৌন' এর ধারণার উদ্ভব হয়, এর কার্যপরিচালনায় জন্য প্রয়োজনীয় অনুমিত উপাদান। আমরা অবশ্যই ভাবব না 'যৌন'কে হ্যা বলাতে, কেউ ক্ষমতাকে না বলে; উল্টো বরং, কেউ যৌনতার সাধারণ সেনাবতরণের অনুসরণ করা পথকে শনাক্ত করতে পারে। এ হলো যৌন বিষয়ের এজেন্সি যার থেকে আমরা অবশ্যই দলত্যাগ করে আসব, যদি লক্ষ্যস্থির করি—যৌনতার বিভিন্ন ক্রিয়াবিধির এক কৌশলগত বিপর্যাসের মাধ্যমে—শরীরের, সুখের, ও জ্ঞানের দাবি সহ ক্ষমতার দখলকে পাল্টা হিসেবে দাঁড় করাতে, তাদের বহুগুণ হওয়া ও প্রতিরোধের সম্ভাব্যতার মধ্যে। যৌনতার সেনাবতরণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের জন্য নতুনভাবে উজ্জীবিত হবার অবস্থান হলো তার যৌন আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত হবে না, বরং শরীরের ও সুখের।

ডি এইচ লরেন্স বলেন,'অতীতে তত বেশি ক্রিয়া হয়নি, বিশেষ করে যৌন ক্রিয়া, এক উদ্বেগজনক পুনরাবৃত্তি বারে বারে, পাল্টা সাড়া দেবার চিন্তা ছাড়া, সাড়া প্রদানকারী উপলব্ধিকরণ হয়েছে। এখন আমাদের কাজ হলো 'যৌন'কে উপলব্ধি করা। আজকে যৌন বিষয়ের পূর্ণ সচেতন উপলব্ধি করা এমনকি কর্মটির চেয়েও বেশি গুরুত্ব বহন করে।'

সম্ভবত একদিন লোকে এতে আশ্চর্য হবে। তারা অনুধাবনে সমর্থ হবে না কীভাবে একটা সভ্যতা উৎপাদন ও ধ্বংসের বিপুল উপকরণ বিকাশে দক্ষ হয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌন বিষয়ে প্রকৃত অবস্থার সম্পর্কে এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে অনুসন্ধান করার সময় ও অসীম ধৈর্য লাভ করেছে; লোকেরা হয়তো হাসবে যখন তাদের মনে পড়বে এমন লোকেরা ছিল—অর্থাৎ আমরা—যারা বিশ্বাস করবে যার মধ্যে প্রতি টুকরোতে সত্য নিহিত এতটা দামি যেমন তারা পৃথিবী, নক্ষত্র থেকে দাবি করেছে, এবং তাদের চিন্তার শুদ্ধ আকার; লোকেরা হয়তো বিস্মিত হবে যে আগ্রহের সঙ্গে আমরা একটা যৌনতাকে এর সুখনিদ্রা থেকে জাগানোর ভান করে গিয়েছি যা প্রতিটি বস্তু—আমাদের সন্দর্ভ, আমাদের লোকাচার, আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের বিধিনিষেধ, আমাদের জ্ঞান—দিনের আলোয় উৎপাদন করতে এবং হট্টগোলের পরিবেশে সম্প্রচার করতে ব্যস্ত ছিল। এবং লোকেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করবে যা ছিল আমাদের কোলাহলময় পূর্ব ধারণাসমূহ তার সম্পর্কে কেন আমরা নীরবতার নিয়মকে অবসান করতে এতটা ব্যগ্র ছিলাম। পশ্চাৎপ্রেক্ষণে, এই কোলা হল হয়তো স্থানচ্যুত আবির্ভূত হতে পারে, কিন্তু একে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের লেগে থাকাকে বরং কথা বলতে অস্বীকৃতি ছাড়া এবং নীরব থাকার আদেশকে কতটা আশ্চর্য মনে হবে। লোকে আশ্চর্য হবে কোন জিনিষ আমাদেরকে এমন শ্লাঘাময় করেছিল; তারা সে সমস্ত কারণের সন্ধান করবে যা ব্যাখ্যা করবে হয়ত কেন আমরা প্রথম বিবেচনা করে নিজেরা গর্ববোধ করেছি যাতে যৌন বিষয়কে আমরা তার প্রাপ্য বলে এমন গুরুত্ব দিয়েছি এবং কীভাবে আমরা অবশেষে নিজেদেরকে অভিনন্দিত করছি—বিশ শতকে—কঠোর অবদমনের দীর্ঘ পর্বের অবসান ঘটিয়ে, খ্রিস্টান কৃচ্ছ্রতার দীর্ঘসূত্রিতার, লোভাতুরভাবে ও খুঁতখুঁতি সহ বুর্জোয়া অর্থনীতির অনুজ্ঞার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। এবং আমরা এখন যাকে এক সেন্সরশীপের কালপঞ্জি রূপে এবং তাকে সরানোর দুরূহ লড়াই হিসেবে ধারণা করছি বরং দেখা যাবে শতাব্দি বিস্তৃত জটিল সেনাবতরণের উত্থান হিসেবে যৌন বিষয়কে কথা বলার জন্য বাধ্য করতে, যৌন বিষয় নিয়ে আমাদের আগ্রহ ও বিবেচনাকে একত্রে বাঁধতে, এর আইনের সার্বভৌমত্বে আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে যখন বস্তুত আমরা যৌনতার ক্ষমতা ক্রিয়াবিধি দ্বারা সরে গেছি।

সর্বযৌনবাদের নিন্দার দ্বারা লোকেরা আমোদিত হবে যা একদা ফ্রয়েড ও মনোবিশ্লেষকদেরকে লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু যারা দৃষ্টিহীন রূপে আবির্ভূত হবেন সম্ভবত তার চেয়ে বেশি হবে না যারা তাদের মতই আপত্তি তুলেছিলেন একে তারা নাগালের বাইরে হিসেবে ছাড় দিয়েছিলেন, যেন তা এক বাতিল হয়ে যাওয়া রুচিবাগীশতার শঙ্কাকে নিছক প্রকাশ করে। তবুও, প্রথমটি হলো যা এক পদ্ধতির দ্বারা অসচেতন থেকে গেছে যা বহু আগে শুরু হয়েছিল এবং যার দ্বারা, তাদের নিকটে অজানা ছিল, যা ইতিমধ্যে সমস্ত দিক থেকে বেষ্টিত হয়ে রয়েছিল; যা তারা একমাত্র অর্পণ করল ফ্রয়েডের প্রতিভার উপরে যা এর মধ্যে দীঘ প্রস্তুতির স্তরে গিয়েছেন; যৌনতার এক সাধারণ সেনাবতরণের তারা তাদের তারিখ নির্ণয় ভুল প্রতিপন্ন করল যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিকতার নিকটে, আমাদের সমাজে। কিন্তু অন্যেরা পদ্ধতির প্রকৃতি বিবেচনায় ভুল উপলব্ধি করেছিল; তারা বিশ্বাস করত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রয়েড অন্তত শেষে, এক হঠাৎ বিপর্যাসের মাধ্যমে, যৌন বিষয়কে তার যথার্থ অংশকে পুনরুদ্ধার করে দিয়েছেন যা দীর্ঘকাল ধরে অস্বীকৃত ছিল; তারা দেখেনি যে ফ্রয়েডের সৎ প্রতিভা কীভাবে আঠারো শতক থেকে এর জন্য চিহ্নিত জ্ঞান ও ক্ষমতার কর্মপরিকল্পনার দ্বারা একে এক বিচারমূলক অবস্থানে স্থাপন করল, কী আশ্চর্যজনকভাবে তিনি কার্যকর ছিলেন—মহান আধ্যাত্মিক পিতৃগণের এবং ধ্রুপদী পর্বের পরিচালকদের জন্য উপযুক্ত—যৌন বিষয়কে অধ্যয়ন ও সন্দর্ভে রূপান্তরের সেক্যুলার নিষেধাজ্ঞাতে এক নতুন গতিবেগ সঞ্চার করছেন। আমাদেরকে প্রায়শ সেসব অসংখ্য পদ্ধতির কথা মনে পড়িয়ে দেওয়া হয় যা খ্রিস্টানধর্ম একদা খাটিয়েছিল যাতে শরীরকে ঘৃণা করি; কিন্তু সেসব গুজবকে নিয়ে ভেবে দেখা যাক যা শতাব্দি শতাব্দি ধরে যৌন বিষয়কে ভালবাসার জন্য কাজে খেটেছিল, এর জ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষাযোগ্য করতে এবং এর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে মূল্যবান করতে। সেসব শত্রু ঠকানো কৌশলকে বিবেচনা করা যাক এর গোপন আবিষ্কারে আমাদের সমস্ত দক্ষতা প্রয়োগ করতে যার দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম, যার দ্বারা আমরা এর সত্যকে আহরণের সেই বাধ্যবাধকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এবং এই দীর্ঘকাল ধরে তাকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় অপরাধী করেছে। এ সমস্ত উপকরণ আজকে আমাদেরকে বিস্মিত করে। এছাড়াও, আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে ঐ সম্ভাবনাকে কোনো এক দিন, সম্ভবত, দেহ ও সুখের ভিন্ন অর্থনীতিতে, লোকেরা আর পুরোপুরি অনুধাবন করবে না কীভাবে যৌনতার চাতুরি, এবং এর সংগঠন যে ক্ষমতাকে ধারণ করে, ঐ যৌন বিষয়ের অনাড়ম্বর সাম্রাজ্যে আমাদেরকে অধীনস্থ করতে সমর্থ ছিল, যাতে আমরা এর গোপনকে প্রকাশে বাধ্য করার কাজে উৎসর্গীকৃত হতে পারি, এক ছায়া থেকে সত্যিতম স্বীকারোক্তি আদায়ে।

এই সেনাবতরণের আয়রনি হলো আমাদেরকে বিশ্বাস করানো যে আমাদের 'স্বাধীনতা' ভারসাম্য পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য ও সূত্রনির্দেশ

দ্বিতীয় অংশঃ অবদমনমূলক অনুমিতিঃসন্দর্ভের দিকে সক্রিয়তা

১. পাওলো সেগনেরি, ল্যাঁসত্রকর্শিও দ্যু পেনিতঁ (ফরাসি অনুবাদ, ১৬৯৫) পৃঃ ৩০১
২. আলফন্সো দ্য লিগুইরি, প্রাতিক দে কনফেসিওঁ (ফরাসি অনুবাদ, ১৮৫৪) পৃঃ ১৪০
৩. সেগনেরি, ল্যাঁসত্রকর্শিও দ্যু পেনিতঁ, পৃঃ ৩০১-২
৪. রিফর্ম করা ধর্মাধ্যক্ষীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে, এক অশোভন উপায়ে, সন্দর্ভের মধ্যে যৌন বিষয়কে রাখার জন্য। এই প্রসঙ্গ পরের খণ্ডে বিকশিত হবে, শরীর ও মাংস।
৫. আলফন্সো দ্য লিগুইরি, প্রেসেপ্টস সুর লে সিজিয়েম কর্মাদর্ম (ফরাসি অনুবাদ, ১৮৩৫) পৃঃ৫
৬. দোনাতেঁয়-আলফন্স দ্য সাদ, দ্য ১২০ ডে'জ অফ সদোম, অস্ট্রিয়ান ওয়েনহাউজ ও রিচার্ড সিভার অনুদিত (নিউইয়র্কঃ গ্রোভ প্রেস, ১৯৬৬), পৃঃ ২৭১
৭. অনামা, মাই সেকরেট লাইফ, (নিউইয়র্কঃ গ্রোভ প্রেস, ১৯৬৬)
৮. কঁদর্সে, জঁ-লুই ফ্লান্দার‍্যাঁ কতৃক উদ্ধৃত, ফামিয়ে, পারতেঁ, মেইজঁ, জেঞ্জুয়ালিতে দঁ লাঁসিয়েন সোসিয়েতে (পারি,হাচেত, ১৯৭৬)
৯. অগুস্ত তারদেউ, এতুদ মেদিকো লিগাল স্যুর লে'জাতঁ অউ ম্যরস (১৮৫৭), পৃঃ ১১৪
১০. জোহান ফন জুস্তি, এলেমঁ জেনের দে পোলিস (ফরাসি অনুবাদ, ১৭৬৯), পৃঃ ২০
১১. ক্লদ জাক হারবার, এসেই স্যুর লা পোলিস জেনেরাল দে গ্রেই (১৭৫৩), পৃঃ ৩২০-১
১২. স্কুলের জন্য পুলিশের আইন (১৮০৯): 'সব সময়, ক্লাস ও স্টাডির সময়, একজন প্রশিক্ষক বাইরের দিক প্রহরায় থাকবেন, যাতে ছাত্রদেরকে যারা বাইরে গেছে নিজেদেরকে উপশম করতে দেরিতে ফেরা ও তার দীক্ষার থেকে প্রতিবন্ধক করা যায়।
আর্টিকেল ৬৮: 'সন্ধ্যার প্রার্থনার পরে শিক্ষার্থীরা ডরমিটরিতে ফিরে যাবে, যেখানে স্কুল শিক্ষকগণ তাদেরকে শয্যায় পাঠাবেন তখনি।
আর্টিকেল ৬৯: 'শিক্ষকটি যতক্ষণ নিশ্চিত না হন যে প্রতিটি ছাত্র নিদ্রা গিয়েছে ততক্ষণ সরে আসবেন না।
আর্টিকেল ৭০:'ছাত্রদের শয্যা দুই মিটার উঁচু বেড়ার সাহায্যে পৃথক হবে। ডরমিটরিসমূহ রাতে আলোকোজ্জ্বল থাকবে।'
১৩. জোহান গটলিব শুমেল, ফ্রিটজেন রাইজে নাখ দেসাউ (১৭৭৬), অ্যগুস্তে পিনলোশ কর্তৃক উদ্ধৃত, লা রিফর্ম দে লে'দুকাশিয়ঁ অনা'লমাইন অউ অউতিয়েম সিয়েকল (১৮৮৯), পৃঃ ১২৫-৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪. এইচ বোনে এবং জঁ বুলার্দ, র‍্যাপর্ট মেডিকো-লিগাল স্যুর লে'টা মেঁতাল দ্য চার্লস,জে, জোয়ে, জানুয়ারি ৪,১৯৬৮

অবদমনমূলক অনুমিতি

১. কার্ল ওয়েস্টফাল, আর্কাইভ ফ্যুর নিউরলগি, ১৮৭০

তৃতীয় অংশঃ সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস : যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান

১. উদাহরণ হিসেবে দেখুন,দেজিরে বর্নভি, অ্যাকনোগ্রাফি ফোটোগ্রাফিক দ্য লা সালপেতরিয়ের (১৮৭৮-১৮৮১),পৃঃ ১১০ এফ এফ। এই অপ্রকাশিত নথিতে শার্কোর পাঠের প্রসঙ্গ আলোচিত, যা এখনও সালপেতরিয়েরে পাওয়া যাবে,আবারো এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট যে প্রকাশিত টেক্সটের চেয়ে। সক্রিয়তা ও বাদ দেওয়ার আন্তঃক্রীড়া তাতে প্রমাণিত। এক হাতে লেখা নোটে ২৫ নভেম্বর, ১৮৭৭ এর অধিবেশনের বর্ণনা রয়েছে। পরীক্ষণপাত্র বা বিষয়ী মৃগীর খিঁচুনিকে প্রদর্শন করছে। শার্কো একটা আক্রমণকে ঠেকিয়ে দেন প্রথমে তার হাত, পরে লাঠির ডগা, নারীটির গর্ভাশয়ে রেখে। সে যখন লাঠিটি সরিয়ে নেয়, এবং আবারও নতুন আক্রমণ, যা তিনি এমিল নাইট্রেট ভাপ টেনে ত্বরান্বিত করেন। আক্রান্ত নারীটি যৌন লাঠির জন্য ক্রন্দন করেন যে ভাষায় তাতে কোনো উৎপ্রেক্ষা ছিল নাঃ ''জি'কে সরিয়ে নেওয়া হল এবং তার দুঃস্বপ্ন বহমান থাকল।'

২. গ্রিক আইনে এর মধ্যেই নির্যাতন ও পাপস্বীকার রয়েছে, অন্তত যেখানে দাসদের ব্যাপার থাকত, এবং রোম সাম্রাজ্য এই চর্চাকে প্রসারিত করেছে।

চতুর্থ অংশঃ যৌনতার সেনাবতরণ

১. গটফ্রিড অ্যাগুস্ত ব্যুয়ের্গার, আর্থার শোপেনহাওয়ার কর্তৃক উদ্ধৃত, *দ্য মেটাফিজিকস অফ দ্য লাভ ফ সেক্সেস* গ্রন্থে। *উইল টু লিভঃ সিলেকটেড রাইটিংস অফ আর্থার শোপেনহাওয়ার* (নিউ ইয়র্কঃ ফ্রেডেরিক উনগার, ১৯৬২), পৃঃ ৬৯ থেকে।

পরিধি

১. পূর্বে উদ্ধৃত, বিকৃত প্রতিরোপণ অংশে।

২. মলিয়েরের তার্তুফ ও জ্যাকবল মিশেল লেঞ্জের টিউটর এক শতাব্দির বেশি দূরত্বের রচনা, উভয়ই পরিবারের সংগঠনে যৌনতার সেনাবতরণের অনুপ্রবেশ চিত্রিত করেন, তার্তুফে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা এবং দ্য টিউটরে শিক্ষার প্রস্তাব আকারে।

৩. জঁ-মার্তিন শার্কো, লেক্স দ্য মার্দি, জানুয়ারি ৭, ১৮৮৮ঃ 'কোনো মৃগী রোগী বালিকাকে প্রকৃত চিকিৎসা করতে হলে, আমরা অবশ্যই তাদের মাতা ও পিতার নিকট ফেলে রাখব নাঃ তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে...তুমি কি জান ভদ্র আচরণ করা ছোট্ট বালিকারা তাদের সঙ্গ ছাড়া হলে কতক্ষণ তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়েদের জন্য কাঁদে?...গড় করা যাক, যদি চাও, তা আধঘন্টার বা তার কাছাকাছি হবে।'

ফেব্রুয়ারি ২১, ১৮৮৮: 'তরুণ বালকদের মৃগী রোগের ক্ষেত্রে, কাউকে যা করতে হবে তা হলো তাদের মায়েদের থেকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। যতক্ষণ তারা তাদের মায়েদের সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ কিচ্ছু কাজে আসবে না...পিতাও কখনো কখনো মায়ের মত অসহনীয় হয়ে ওঠে; তাই সবচেয়ে ভালো হয় তাদের উভকেই দূরে রাখা।'

পর্বায়ন

১. দেখুন কার্ল মার্ক্স, 'দ্য গ্রিড ফর সারপ্লাস লেবার,' ক্যাপিটাল, স্যামুয়েল মুর ও এডওয়ার্ড আভেলিং অনুদিত (নিউ ইয়র্ক, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৭০), খণ্ড ১, অধ্যায় ১০, ২, পৃ: ২৩৫-৪৩

পঞ্চম অংশ: মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপর ক্ষমতা

১. সামুয়েল ভন ফাফেনডর্ফ,*ল্য ড্রোয়া দ্য লা নেচার* (ফরাসি অনুবাদ, ১৭৩৪),পৃ: ৪৪৫

২. 'যেভাবে কম্পোজিট শরীর হিসেবে তাদের গুণাবলি রয়েছে যা অন্য একক শরীরে পাওয়া যায় না যাতে মিশ্রণ রয়েছে, তাই নৈতিক শরীর, ঐ ব্যক্তিদের মিলনের গুণে যাতে তা রচিত, তার নির্দিষ্ট অধিকার থাকতে পারে যা কোনো ব্যক্তি স্পষ্ট করে দাবি করতে পারে ও যার চর্চা নেতাদের প্রকৃত কার্য' ফাফেনডর্ফ,*ল্য ড্রোয়া দ্য লা নেচার,পৃ: ৪৫২*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুকোর প্রয়োজনীয় ভাবনারাশি

যৌনতা : ফুকো যৌনতাকে ব্যাখ্যা করেন সামাজিক নির্মিতি হিসেবে মানব শরীরকে দৃঢ়তর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনতে যা বিরাট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা যৌনতাকে নিজেদের গভীরে প্রোথিত একটা কিছু হিসেবে দেখে এসেছি, এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্ত হয়। এ হলো স্বীকারোক্তির প্রয়োজনের দীর্ঘ ইতিহাসের ফল, এবং 'যৌন'কে এক মূল্যবান সামাজিক সামগ্রী হিসেবেই দেখেছি।

ক্ষমতা : ফুকোর নিকট ক্ষমতা নিছক অবদমনমূলক আইন-সুলভ বল নয় যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধ করে। তার কাছে ক্ষমতা অবদমনমূলকের মত উৎপাদন মূলকও। ক্ষমতা যারা কর্তৃত্বে আসীন তাদের থেকে আসেনি। এ নিজেকে একাধারে বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন অবস্থানে ব্যক্ত করে। ক্ষমতা জ্ঞানের সঞ্চালন ও সন্দর্ভকে চালিত করে এবং আমাদের ধারণা ও আত্ম-ইমেজকে আকার দেয়।

সন্দর্ভ : ডিসকোর্স বা সন্দর্ভ হলো সেই প্রেক্ষিত বা ধরন যাতে কথা ও ধারণার বিনিময় হয়। কোনো ধারণার তাৎপর্য নির্ভর করে যে প্রেক্ষিতে ধারণাটি আলোচিত হয় এবং অন্য যে সমস্ত ধারণা এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বৃহত্তর প্রেক্ষিত হলো তাই যা ফুকো বোঝান যখন তিনি 'সন্দর্ভ' নিয়ে কথা বলেন।

অবদমনমূলক অনুমিতি : অবদমন নির্ভর অনুমিতি হলো সেই যুক্তি যে গত তিনশত বছর ধরে ক্ষমতা 'যৌন বিষয়'কে অবদমন করেছিল। বুর্জোয়াতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, যৌন বিষয়কে শক্তির অপচয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর ফলে তা অবদমিত, নিঃশব্দকৃত, এবং প্রজননগত উদ্দেশ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে। এই অনুমিতির অনুসারে, আমরা যুগপৎ রাজনৈতিক মুক্তি ও যৌন মুক্তি অর্জন করতে পারি যদি নিজেরা খোলামেলা যৌন বিষয় নিয়ে কথা বলে এবং উদ্দামভাবে উপভোগ করে নিজেদেরকে মুক্ত করি। ফুকো এই অনুমিতিকে ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ বলে খুঁজে পান।

জৈব ক্ষমতা : আধুনিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও রাষ্ট্রের তরফে বিষয়ীর নিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য, শরীরকে বশ করার জন্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি আয়ত্তে আনার জন্য বহু প্রযুক্তির বিকাশ হয়েছে; ফলে মানুষকে গোষ্ঠীগত ভাবে সামাল দেওয়া সম্ভব মনে করা হয়। এটি সরকারের জনসংখ্যা সংক্রান্ত চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। এর দুই মেরু—একদিকে মানব শরীরের অ্যানাটমো-পলিটিক্স অপর দিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি বা বায়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলিটিক্স। জৈব ক্ষমতার যৌনতা সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এবং আরো বেশি করে বর্গের বাইরের যৌন ব্যবহারকে অসুস্থতা বলে চিহ্নিত করাতে। তা যৌনতাকে নিষিদ্ধ ও নিঃশব্দ করা নয়, নিয়ন্ত্রণ করতে চায় যাতে উৎপাদন সর্বোচ্চ কার্যকারিতায় পৌঁছে। জৈব ক্ষমতা আধুনিক জাতি রাষ্ট্র ও আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার সংক্ষেপ

এই প্রথম খণ্ডে ফুকো ক্ষমতার এক 'বিশ্লেষণী' বিকশিত করেন; যা ধারণাগত উপকরণ রূপে ক্ষমতার অভিধায় যৌন বিষয়ের বিশ্লেষণ করা সম্ভব করে। যৌনতার ইতিহাস ১: 'ভূমিকা পর্ব' গ্রন্থেরপর্ব অনুযায়ী সারাংশ পরিবেশিত হলো :

১॥ আমরা 'আরেক ভিক্টোরীয়'

এই অংশে ফুকো প্রথমে 'অবদমনমূলক অনুমিতি'কে ব্যাখ্যা করেন; আঠারো শতক থেকে আমরা সচরাচর যৌনতার ইতিহাস যেভাবে অধ্যয়ন করে থাকি ফুকো তাকে আখ্যা দেন 'অবদমনমূলক অনুমিতি' বলে। অর্থাৎ বিংশ শতকে এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল অন্তত শেষ ভাগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে যে, অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত যৌনতা, এবং যৌন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা রীতিমত অবদমিত ছিল; বর্তমান শতাব্দির পূর্বে বিশেষ করে সতেরো, আঠারো, ও উনিশ শতকে বরং সামাজিকভাবে অবদমনের শিকার ছিল; সতেরো শতকে বুর্জোয়াতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এর সূচনা হয়। পূর্বেকার অভিজাততন্ত্রের তুলনায় বুর্জোয়ারা কঠিন পরিশ্রমে সম্পদের অধিকারী হন। ফলে কাজের পক্ষে কঠোর নীতিশাস্ত্র দাঁড় করান এবং কোনো অগভীর, আমুদে উদ্যোগে শক্তি ব্যয় করাটা ভ্রুকুঞ্চনের কারণ ছিল; যৌন বিষয়ে তাদের মনোভাব গিয়ে দাঁড়ালো তাই।। ফলে কাম হয়ে দাঁড়ালো এক ব্যক্তিগত, ব্যবহারিক ব্যাপার একমাত্র স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যথাযথভাবে ঘটে থাকে। তার বাইরের যা কিছু যৌন তাকে কেবল নিষিদ্ধ নয়, অবদমিত করা হলো। ফলে বৈবাহিক সম্পর্করিক্ত যৌন সম্পর্ককে কেবল প্রতিরোধ করাই নয়, তা বলার অযোগ্য এবং চিন্তার অনুপযুক্ত করার চেষ্টা চালানো হলো। যৌনতার সম্পর্কে সন্দর্ভ বিয়ের ঘেরাটোপের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ল। সুখের জন্য যৌন ক্রিয়া বুর্জোয়াদের নিকট হয়ে দাঁড়াল অননুমোদনের বিষয় এবং অনুৎপাদনশীল খাতে শক্তির অপচয়; আর বুর্জোয়ারাই ক্ষমতায় ছিল, তাই যৌন বিষয়ে কীভাবে কথা বলা যাবে এবং কার দ্বারা তারা স্থির করল। এর থেকে এটুকু স্পষ্ট যৌন বিষয়ে লোকের যে ধরনের জ্ঞান ছিল তার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। বস্তুত বুর্জোয়ারা যৌন বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ ও একটা সীমায় আটকে রাখতে চাইল কারণ তাতে তাদের কাজের নীতিবোধ হুমকির সম্মুখীন হয়; প্রকৃতপক্ষে যৌন বিষয়ে আলাপ ও জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়ে তারা আবশ্যিকভাবে ক্ষমতাকেই নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবদমনমূলক অনু মিতি'র দ্বারা ব্যাখ্যা করেন যে কয়েকটি বেরিয়ে যাবার পথ রয়েছে যেখানে 'অ যথার্থ' যৌন অনুভূতিকে নিরাপদে ছেড়ে আসা যাবে। ফুকো পতিতাবৃত্তি এবং মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানকে এমন দুটি নির্গমন পথ বলেন। স্টিভেন মার্কাস তাদেরকে 'অপর ভিক্টোরীয়' বলে আখ্যা দেন ভিক্টোরীয় যুগে যারা মনোচিকিৎসক বা গণিক াদের আশ্রয় নিতেন। এই অপর ভিক্টোরীয়গণ যৌনতার সম্পর্কে সন্দর্ভে নিজেদে র পরিসর সৃষ্টি করেছেন; তার ফলে তাদেরকে প্রথাগত নৈতিকতার থেকে মুক্ত ক রেছে।

'অবদমনমূলক অনু মিতি' অনুসারে বিশশতক আলাদা কিছু নয়। ফ্রয়েড হয়তো যৌনতার সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনাকে উন্মোচন করেছেন, কিন্তু এই সন্দর্ভ এখনও বিদ্যায় নিক ও মনোচিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বীকারোক্তির পরিসরে আবদ্ধ। আমরা নিজেদে কে এই অবদমন থেকে নিছক তত্ত্বের দ্বারা মুক্ত করতে পারছি না: অবশ্য নিজে দের যৌনতা সম্পর্কে আরো খোলামেলা হতে, এর সম্পর্কে আলাপ করতে একে উপভোগ করতে শিখতে হবে। অবদমনমূলক সিস্টেমের বিরুদ্ধে যৌন তার সন্দর্ভ হয়ে উঠেছে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের তুলনায় রাজনৈতিক মুক্তির বিষয়।

ফুকো মন্তব্য করেন 'অবদমনমূলক অনুমিতি' ছিল আবশ্যিকভাবে যৌনতার সন্দর্ভকে বিপ্লবী গুরুত্ব প্রদানের উদ্যোগ। এই 'অবদমনমূলক অনুমিতি' একে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধী নতায় বেপরোয়া ও অন্যতম গুরুত্বের কথা মনে করায় যে আমরা খোলাখুলি যৌ ন বিষয়ে কথা বলতে পারি। আমাদের যৌনতার সন্দর্ভ হলো, এক শ্রেষ্ঠতরের প্রতিশ্রুতিতে, মুক্ততর জীবনের জন্য, প্রচারণার এক আকার।

ফুকো যৌনতার সম্পর্কে আমাদের সন্দর্ভের আধুনিক প্যারাডক্সকে সম্বোধন করতে চান: কেন আমরা এমন জোরেশোরে অবদমিত বলে দাবি করছি, কীভাবে আমরা যৌন বিষয় নিয়ে বলতে পারি না কেন তাই এত বলাবলি করি? 'অবদমনমূলক অনুমিতি' সমর্থক যে কেউ বলবেন এ এত স্পষ্ট বলেই আমরা এতটা সচেতন, এবং নিজদেরকে মুক্ত করা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা খোলা, প্রকাশ্য আলোচনাতে সম্ভব হতে পারে।

ফুকো 'অবদমনমূলক অনুমিতি' সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন তোলেন:

১. এমন চিহ্নিত করা কি ঐতিহাসিকভাবে ঠিক যেভাবে আজকে আমরা ভাবি সতেরো শতকে বুর্জোয়া তন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে যৌন অবদমন সম্পৃক্ত ছিল?

২. আমাদের সমাজে যৌনতা কি অবদমনের অভিধায় প্রধানত প্রকাশ পায়?

৩. যৌনতার বিষয়ে আমাদের আধুনিক সময়ের সন্দর্ভে অবদমনের পুরনো ইতিহাসের একটা ছেদ হয়েছে,বা তা কি এই ইতিহাসের অংশ?

'অবদমনমূলক অনুমিতি'কে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে ফুকো প্রধানত এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন; এবং তিনি নিশ্চিতই বলতে চান না যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কাম এক ট্যাবু ছিল। তার আগ্রহ মূলত হলো যৌনতার 'সান্দর্ভিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যে': তিনি জানতে চান কীভাবে ও কেন যৌনতাকে আলোচনার উপজীব্য করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত, তার আগ্রহ যৌনতাতে নয়, বরং এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ড্রাইভে, এক নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে, এবং যে ধরনের ক্ষমতা আমরা এই জ্ঞানের মাঝে পাই।

ফুকো এই অবদমনমূলক অনুমিতি সম্পর্কে কেবল অসন্তুষ্টই ছিলেন না বরং 'যৌনতার ইতিহাসের মাধ্যমে তাকে আক্রমণও করেন। নিছক একে ভুল বলা ও যুক্তি দিয়ে খণ্ডনের পরিবর্তে ফুকো আরো এক ধাপ পিছিয়ে যান এবং পরীক্ষা করেন কোথা থেকে এই অনুমিতি এসেছে এবং কেনই বা।

২॥ অবদমনমূলক অনুমিতি

এই অংশে ফুকো প্রথমে 'অবদমনমূলক' অনুমিতিকে ব্যাখ্যা করেন; সতেরো শতকের সময়কার যৌনতা এবং উনিশ শতকের যৌনতার তুলনা করেন—যেখানে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে 'স্থূল, অশ্লীল, এবং অশোভনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধিবদ্ধ আইনসমূহ ছিল শিথিল'; শেষোক্তে এসে যৌনতা সতর্কতার সঙ্গে অন্তরীন হয়ে পড়ে, তা গৃহের মধ্যে ঢুকে যায়। এই ভিক্টোরীয় মানসিকতা এখনও প্রভাবিত করেন বলে ফুকো মনে করেন।

ভিক্টোরীয় যৌনতা অবদমনকে অবলম্বন করে যা হাজির হয় একে 'গায়েব করে ফেলার দণ্ড হিসেবে অথচ নৈঃশব্দ্য চালুর নিষেধাজ্ঞা রূপেও, অস্তিত্বহীনতার এক নিশ্চয়তা'। এমন 'খোড়া যুক্তি' অবৈধ যৌনতাকে কয়েকটি ছাড় দিতে বাধ্য হয়। তাই এমন 'অপর ভিক্টোরীয়গণ' সহনশীলতার ভিন্ন এক পরিসরকেও নিয়ন্ত্রণ করে—পতিতালয় ও মানসিক হাসপাতাল।

তবে অবদমন হলো ক্ষমতা, জ্ঞান ও যৌনতার মধ্যেকার মৌলিক যোগসূত্র; তাই এর বিঘ্ন ঘটলে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়। ফুকো যুক্তি দেন যে যৌনতার অর্থোদ্ধার করা হয়নি, তবে অবদমনকে পুনর্গঠন করে আমরা তা পারি। অর্থাৎ অবদমনের দ্বারাই যৌনতা সন্দর্ভে আনীত হয় যাতে আমরা তা নিয়ে কথা বলতে পারি। যৌন বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে, যে কারো কাছে 'সচেতন লঙ্ঘন' আবির্ভূত হবে, যা বক্তাকে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে' ক্ষমতার অধিকারের বাইরে স্থান দেয়।

ফুকো উল্লেখ করেন অন্যেরা যুক্তি দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে অবদমনের সমাপতন ঘটে। কামকে অবদমন করতে হবে কারণ তা কাজ করার অনুজ্ঞার সঙ্গে মানানসই নয়; তবে ফুকো বিশ্বাস করেন, 'আবশ্যিক বস্তুটি অর্থনৈতিক শর্ত নয়, বরং এক সন্দর্ভ যাতে যৌন বিষয়, সত্যের উন্মোচন, গেস্লাবাল আইনের বানচাল হওয়া, নতুন দিনের আগমনের দাবি, নতুন সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি একত্রে বাধা রয়েছে।

ফুকো যুক্তি দেন যে সতেরো শতকে অবদমনের সূচনা হয়; দেখান যে কীভাবে যৌন বিষয় নিয়ে সন্দর্ভ সমূহের স্থির বিস্তার ক্রমশ সংহত হয়ে ওঠে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষত পাপস্বীকারের কালে তা ঘটেছে। আকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষাকে সন্দর্ভ রূপে রূপান্তর করে, পাপস্বীকারের ক্রিয়া যৌন বিষয়ের উপর ক্ষমতা অর্জন করে; তারই উদাহরণ রূপে খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষীয় সংসদের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেন; যার ফল হলো প্রভুত্ব, বিচ্ছিন্নতা, এবং আধ্যাত্মিক পুনর্দীক্ষাকরণ ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যাবর্তন।

ফুকো পরিকল্পনা করেন যৌনতার বিষয়ী বা সাবজেক্ট হিসেবে ইভিভিজুয়ালের আত্ম-সচেতনতাকে উদঘাটন করবেন। তাই ফুকো অবদমনমূলক হাইপোথিসিসের প্রতি ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক-তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক সন্দেহ উত্থাপন করেন। তার লক্ষ্য যতটা না একে ভ্রান্ত প্রমাণ করা তার চেয়ে সতেরো শতক থেকে আধুনিক সমাজে যৌন বিষয়ে সন্দর্ভের মিতব্যয়িতায় স্থাপন করে দেখা। এ অনুসারে তার পরিকল্পনার রেখাচিত্র ছকে দেন: মানব যৌনতার সন্দর্ভে টিকে থাকা ক্ষমতা-জ্ঞান-সুখের রাজত্বকে চিহ্নিত করা। তার আগ্রহ হলো বেশির ভাগ 'সার্বিক সান্দর্ভিক তথ্যে' যেভাবে কামকে 'সন্দর্ভের মাঝে স্থাপন করা হলো' এবং 'ক্ষমতার বহুরূপী প্রযুক্তি' সম্পর্কে যা এর গঠনের বিস্তারকে প্রভাবিত করে।

২.১ ॥ সন্দর্ভের দিকে সক্রিয়তা

আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য 'অবদমনমূলক অনুমিতি' অংশে মিশেল ফুকো মন্তব্য করেন সতেরো থেকে উনিশ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত যৌন বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে 'সত্যিকারের সান্দর্ভিক বিস্ফোরণ' হয়েছিল। যদিও যেখানে এর সম্পর্কে কথা বলবেন তার এমন এক 'স্বীকৃত শব্দভাণ্ডার' ব্যবহার করে যা বিধিবদ্ধ করবে, যখনই এ নিয়ে কথা বলবেন, এবং যার সঙ্গে হোক। তার যুক্তিতে পাশ্চাত্যে যৌন বিষয়ে এমন আগ্রহের সঙ্গে কথা বলার আকাঙ্ক্ষা কাউন্টার রিফর্মেশন থেকে জাত। যখন থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ তার অনুসারীদেরকে পাপস্বীকারের জন্য আহবান করে; তাতে পাপক্রিয়ার মত সমভাবে পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষারও স্বীকারোক্তি দিতে বলা হত। যৌন বিষয়ে কথা বলার অবসেসন হিসেবে ফুকো নামহীন লেখকের রচনা 'আমার গোপন জীবন' এর উল্লেখ করেন, উনিশ শতকে রচিত হয় এবং এক ভিক্টোরীয় জেন্টলম্যানের যৌন জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা তাতে তুলে ধরা হয়। অবশ্য ফুকো লক্ষ্য করেন, আঠারো শতকের শেষে এসে 'যৌন বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও কৌশলগত সক্রিয়তার সূচনা হয়', স্বনিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা যৌন বিষয়ে নৈতিকতানির্ভর এবং যৌক্তিক উভয় প্রেক্ষিতেই কথা বলেন, শেষোক্তভাবে একে বর্গভুক্ত করার প্রয়াস সহ। তিনি এও লক্ষ্য করেন ঐ শতাব্দিতেই রাষ্ট্রের সরকারগণ ক্রমে ক্রমে সচেতন হন যে তারা নিছক 'প্রজা' বা 'এক জনতা'কে সামাল দিচ্ছেন না বরং এক পপুলেশন বা জনসংখ্যাকে; এবং এ জন্য তাদেরকে জন্ম ও মৃত্যুহার, বিবাহ, এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণকে বিবেচনা করতে হচ্ছে, এর মাধ্যমে যৌনতা বিষয়ে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং তাদের সন্দর্ভকে পরিবর্তন করে। আঠারো শতক থেকে 'দরকারি ও সর্বসাধারণের সন্দর্ভে'র মাধ্যমে যৌনতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন করা বা নিয়ন্ত্রণে রাখার শুরু হয়; জনসংখ্যার শাসন ও পর্যবেক্ষণ করাকে সমাজ নিশ্চিত করে। ফলে ইন্ডিভিজুয়াল কীভাবে তার নিজের যৌনতাকে ব্যবহার করবে তাও বাধা থাকে এর ভবিষ্যৎ ও সম্পদের সঙ্গে। একইভাবে শিশুদের যৌন বিষয় আলোচনার পরিধিভুক্ত হয় যেখানে 'স্কুলগামী বালকদের যৌন বিষয় হয়ে ওঠে পাবলিক সমস্যা'। তাই প্রতিষ্ঠানসমূহ অবশ্যই সেসবকে স্পেস ও সন্দর্ভের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবে। মেডিসিন, অপরাধের ন্যায়বিচার, এবং দম্পতির যৌনতাও এমন সন্দর্ভের মাঝে বিকীরিত হয় যার লক্ষ্য ছিল যৌনগত এবং এর ফলে মানুষের মাঝে সতকর্তা বাড়ে যে এ হলো নিরন্তর বিপদের এক বিষয়। ফলে মানুষ যৌন বিষয় নিয়ে কথা বলতে আরো সক্রিয়তার পরিচয় দেয়।

কোনো কিছু করার পরিবর্তে, যৌন প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে কোনো কিছু বলার বিষয়। এই কথা এবং কথা নিয়ে কথা মিলে তিনশ' বছর ধরে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ, নিয়ন্ত্রিত, বহু কেন্দ্রিক নেটওয়ার্ক হয়ে ওঠে সন্দর্ভের জন্য। ক্ষমতা কার্যকর হয় যৌন বিষয়ের অদবদমনের মাধ্যমে নয়, বরং যৌনতা ও বিষয়ীর এ সমস্ত সান্দর্ভিক উৎপাদনের মাধ্যমে।

সতেরো শতকে যখন বুর্জোয়ারা যৌন বিষয়ের সন্দর্ভের উপর, এবং সন্দর্ভ নিয়ে সন্দর্ভের উপর নিয়ন্ত্রণ শক্ত করে; তাতে লক্ষ্য ছিলো যৌন বিষয়কে বাচনের স্তরেই নিয়ন্ত্রণ করা। যদিও এই উদ্যোগের ফলে যৌন বিষয়ের সন্দর্ভ সমূহ আরো তীব্রতা পেয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরেই যৌন অসদাচরণের ধর্মীয় পাপস্বীকার প্রচলিত ছিল; সতেরো শতকে তাকে কম পরোক্ষ করতেই, স্বীকারোক্তির পরিধি আরো বেড়ে গেল। তাতে মানুষের কৃতকর্মের সঙ্গে স্বপ্ন, চিন্তা, অভিপ্রায়ও স্থান পেল; এমন হলো যে মনে কোনোভাবে কোনো 'কু' চিন্তার উদয় হয়েছিল কিনা তারও সম্পর্কে সদা জাগর থাকল এবং ক্রমাগত এর বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলল; এ ছিল যৌন আকাঙ্ক্ষাকে সন্দর্ভে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ। তবে শীঘ্রই ধর্মীয় চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যখন সর্বসাধারণের আগ্রহের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল; কামকে যৌক্তিকভাবে অধ্যয়ন করে, বিশ্লেষণ, বর্গীকরণ এবং পরিসংখ্যানগত প্রপঞ্চ রূপে উপলব্ধি করা হলো। নাগরিকের যৌন জীবন সর্বসাধারণের ক্রুটিনির গরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হলো।

শিশুদের যৌনতাও অন্যতম মাথাব্যথার কারণে পরিণত হলো। আঠারো শতকের স্কুল গুলোতে বালক-বালিকাদের মেলামেশার ক্ষেত্রে কঠোর সীমারেখা টেনে পৃথক করা হলো; এক রকমের সান্ধ্য আইন প্রযুক্ত হলো। ফলে সর্বসাধারণের আগ্রহের মধ্যে শিশুদের যৌনতা স্থান পেল। এমনকি শিশুরাও যৌন বিষয়ে কথা বলতে শিখল এমনভাবে যাতে যৌন বিষয়ে তাদের যথার্থ, বিকার মুক্ত অনুধাবন রয়েছে বলে বোঝা যায়।

তবে তরুণদের এই খোলামেলা ও আমুদে বয়ান বেশি দিন স্বীকৃত থাকল না; একে নীরব করে দেওয়াতে ফুকো লক্ষ্য করেন শিশু ও যৌন সম্পর্কে সন্দর্ভের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে পরিবর্তন ঘটছে। এই অসংস্কৃত ও স্থূল সন্দর্ভের স্থান নিল একাধিক জটিল সন্দর্ভ যাতে পরিভাষিক শব্দ ও বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করা হলো।

একইভাবে মেডিসিন, মনোবিশ্লেষণ, এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস এরকম আরো কেন্দ্রের জন্ম দিল। নির্দিষ্ট ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে নিষিদ্ধ করে আইন হলো, যৌন বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হলো ঘন ঘন এবং যৌন বিষয় নিয়ে কথা বলার চেয়েও যৌনতার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে পড়ল। এমন এক দৃষ্টান্ত দেন ফুকো, এক সাদাসিদা গ্রামবাসী তরুণীদের নিকট থেকে যৌন সুখের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করতেই, তাকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হলো এবং অসংখ্য মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাঝে নেওয়া হলো। এক সময় যে কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উদাসীন থাকা হত এখন তাকে অনুপুঙ্খ রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: আরো এবং আরো, যৌন বিষয়বস্তু সন্দর্ভের বিষয় হতে থাকল। যেখানে মধ্যযুগে যৌনতার একমাত্র স্বীকারোক্তি ও খ্রিস্টান নৈতিকতার রাজ্যে ঠাঁই ছিল, আঠারো শতকে এসে বহু বিচিত্র ধরনের যৌনতার সন্দর্ভ পুস্পায়িত হয়ে উঠল।

২.২॥ বিকৃতির প্রতিরোপণ

এই অধ্যায়ে ফুকো যুক্তি দেন যে আঠারো শতকের পূর্বে যৌনতা নিয়ে যত সন্দর্ভ সব কিছুর কেন্দ্র ছিল বিবাহিত দম্পতির উৎপাদনশীলতা, সন্তান জন্মদানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিবেচনা হত; অনুশাসনগত ও সিভিক আইন উভয়ই তাকে তদারক করত। আঠারো ও উনিশ শতকে এসে তিনি যুক্তি দেন সমাজ বিবাহিত দম্পতির যৌন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় বিরত থাকল। বরং এমন যৌনতার প্রতি আগ্রহী হলো যারা এই মিলনের উপযোগী নয়; 'বিকৃতির জগত' শব্দ দ্বারা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো শিশু, মানসিক রোগগ্রস্ত, অপরাধী এবং সমকামীদের যৌনতা। তিনি লক্ষ্য করেন এর ফলে সমাজের উপর তিন ধরনের প্রভাব ঘটে। প্রথম, এই সমস্ত 'বিকৃত'দের দ্রুত বর্গায়ন হতে থাকে; যেখানে পূর্বে কেউ সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্কে লিপ্ত থাকলে কোনো ইন্ডিজুয়ালকে 'পায়ুকামিতা'র পাপে নিমজ্জিত মনে করা হত, এখন তাদেরকে নতুন 'প্রজাতি'তে বর্গভুক্ত করা হলো; অর্থাৎ সমকামিতার। দ্বিতীয়, ফুকো যুক্তি দেন যে বিকৃতদেরকে আখ্যায়িত করায় যারা এসব যৌনতাকে অধ্যয়ন করছে এবং বিকৃতরা নিজেরা উভয়েরই 'সুখ ও ক্ষমতা'র এক বোধ বাহিত হয়। তৃতীয়, তিনি যুক্তি দেন বুর্জোয়া সমাজ 'অশোভন ও খণ্ডিত বিকৃতি'কে প্রদর্শন করেছে, সদ্য বিকৃতিতে আগ্রহী হয়েছিল কিন্তু যেখানে তা ঘটতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ করছে।

ফুকো সম্ভাব্য আপত্তি তুলেছেন যে যদিও যৌন বিষয়ে সন্দর্ভের বিরাট প্রসার ঘটেছে, এ সমস্ত সন্দর্ভ পরিচালিত হয়েছিল অ-প্রজননগত যৌন ক্রিয়াকলাপকে হ্রাস করা এবং কামকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীলরূপে তুলে ধরার জন্য; ফুকো এর জবাব দেন যে আধুনিক সন্দর্ভ নিশ্চিতই অ-প্রজননগত যৌন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিয়াকলাপকে হ্রাস করেনি: উল্টো বরং, এই যুগে বিভিন্ন ধরনের যৌন 'বিকৃতির' সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। যেখানে যৌন বিষয়ে সন্দর্ভ পূর্বে একমাত্র বিয়েকে বিবেচনা করত—বিয়ের আওতায় ও সীমার বাইরে গিয়ে একজন কী করতে পারবে ও পারবে না—যৌন বিষয়ের সন্দর্ভ ক্রমে তাদের উপরেই লক্ষ্য স্থির করন শুরু করল যারা বিয়ের বর্গের বাইরে গিয়ে পড়ে: শিশু, সমকামী, মানসিক রোগী, এবং প্রভৃতি। বিয়ের বন্ধনকে লঙ্ঘন করায় এক প্রভেদ গড়ে উঠল, যাকে আইনের লঙ্ঘন বলেই গণ্য করা হলো, এবং এমন ধরনের লঙ্ঘনকে সাধারণ ক্রিয়াকলাপ বলে গণ্য গত, যাকে অসুস্থ বা উন্মত্ত বলে দেখা হলো।

আঠারো শতক থেকে বিভিন্ন বিবাহ বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপকে পার্থক্য করা ও বর্গীকরণের একীভূত উদ্যোগ দেখা গেল। যদিও, এ সমস্ত পার্থক্য তৈরিতে ক্ষমতা কার্যকর হলো, এসব ক্রিয়াকলাপকে অবদমনের দিকে পরিচালিত হলো না। এই ক্ষমতার প্রয়াসে ফুকো চার ধরনের কার্যক্রম শনাক্ত করলেন, যার সমস্ত অধিকতর যৌন 'বিকৃতি'র ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে পরিচালিত।

প্রথমে ফুকো লক্ষ্য করেন শিশু যৌনতার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সরল অবদমন কার্যকর থাকার চেয়ে অনেকখানি ভিন্ন প্রণোদনা রয়েছে। শিশুদের যৌনতাকে কার্যকরভাবে বাছাই করাতে যৌনতার সাধারণ পরীক্ষার জন্য অধিকতর সূচনা ভূমির কাজ করে। এতে পিতামাতা, শিক্ষক, চিকিৎসক সবাই সতর্ক হয়ে যান শিশুদের যৌনতার সম্পর্কে, এবং পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে শিশু যৌনতার উৎসকে শনাক্ত করেন। যা করা হলো তা অনেকটা সীমানা টানার মত—শিশুদেরকে যৌনতার রাজ্য থেকে বহির্ভূক্ত করা—এতে আবশ্যিকভাবে যৌনতার অধ্যয়নকে আরো বহু এলাকায় প্রসারিত করার উপায় হয়।

দ্বিতীয় ফুকো সমকামিতার আধুনিক ধারণাকে দেখেন যৌনতাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা থেকে আমরা কে তার মৌলিক বিবেচনা রূপে উদ্ভূত হয়েছে। উনিশ শতকের পূর্বে, পায়ুকামিতাকে বিবেচনা করা হত ব্যক্তির সমতামিতার নিছক এক প্রকাশ রূপে। ক্রমে 'সমকামিতা' নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে, এবং ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তার আত্মার সঙ্গে। কারো যৌনতা হয়ে ওঠে কারো ব্যক্তিত্ব ও কারো আচরণকে ব্যাখ্যার এক চাবি। সমকামী ক্রিয়াকে নির্মূল করার পরিবর্তে, সমকামিতাকে ঘিরে ক্রম বর্ধমান সন্দর্ভ এই সমস্ত ক্রিয়াকে ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের গঠনকারী উপাদান রূপে দেখেন।

তৃতীয়ত ফুকো বিভিন্ন আকারের যৌন আচরণের উপর বৃদ্ধিরত সতর্ক তদন্তকে দেখেন যাকে তিনি বলেন 'ক্ষমতা ও সুখের শঙ্খবৃত্তে'র অংশ হিসেবে। ঘনিষ্ঠ সতর্ক তদন্ত যার সঙ্গে সহচর থাকে 'যৌনতার মেডিকেলাইজেশন' পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিতকে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসে। একদিকে পর্যবেক্ষক তার বিষয়ীর যৌন সুখের পরীক্ষা ও আহরণে ক্ষমতার প্রয়োগ করে, এবং এই ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপ তাকে এক ধরনের সুখ দেয়। আরেক দিকে, পর্যবেক্ষকের সতর্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তদন্ত তার বিষয়ীর সুখকে বিচ্ছিন্ন ও উচ্চকিত করে, এভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করে। এই পরীক্ষার অন্তমিশ্রিত ক্রীড়ায় পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত উভয়েই ক্ষমতা ও সুখ খুজে পায়।

চতুর্থ, ফুকো মন্তব্য করেন যে এই সমস্ত সতর্ক তদন্ত সমাজকে পরিপূর্ণ করতে যৌন বিষয়কে নিয়ে যায়; এখন পারিবারিক জীবনের সমস্ত দিক যৌনতার চশমায় দেখা হয়। যৌনতাকে ধারণ করার সীমানা তৈরির পরিবর্তে, এই সতর্ক তদন্ত আমাদেরকে এমন অবস্থা করে যে সমস্ত কিছু 'যৌন' অর্থে দেখতে থাকি।

ফুকোর উপসংহার হলো, অবদমনমূলক অনুমিতি নয়, এই যুগে বরং অন্য যে কোনো যুগের চেয়ে যৌনতার সন্দর্ভের অধিকতর বিস্তার হয়েছে। এর ফলে বিশেষীকরণ ও বিস্তারীকরণে চালিত হয়েছিল তথাকথিত বিকৃতিরই যাকে এই যুগ নিন্দার অভিপ্রায় করল।

৩ ॥ সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস: যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান

লাতিন আর্স ও সায়েন্সিয়ার মধ্যে প্রভেদ হলো কলা ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিদ্যায়তনিক পার্থক্যের অবিকল। বিজ্ঞান কাজ করে আমরা যে বিশ্বে বাস করি তাকে নিয়ে ওদিকে কলা বিশ্বের প্রতি আমাদের সাড়াপ্রদানকে প্রকাশ করে। বিজ্ঞান এমন এক গুচ্ছ তথ্য বা সত্যকে সামনে আনে যা বিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক সত্য হত। অথচ কলার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতি মানুষের সাড়া প্রদানের অভিজ্ঞতাই। গ্রিক শব্দ এরস থেকে যৌন প্রেম, আকাঙ্ক্ষা ও সুখকে প্রকাশ করে। এরস সেক্সকে দেখে ইন্দ্রিয়জ তথ্য রূপে, অথচ সেক্সুয়ালিস একে বিচার করে বিমূর্ত ধারণা রূপে। তখন আর্স এরোটিকা মূলত সেক্সকে দেখে মানব প্রপঞ্চ রূপে, এমন কিছু আমরা করি, এমন কিছু আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, এমন কিছু আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস সেক্স এর অমানবীয় দিকে উচ্চকিত করে, কামের যে প্রজননের আকার যাকে আমরা অন্য প্রাণীর মতই প্রশ্রয় দেই। আর্স এরোটিকা বা কামশাস্ত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে, সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস নিরাসক্ত দূরত্বের পর্যবেক্ষক হিসেবে কথা বলে।

তবে আর্স এরোটিকা ও সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস দুইই জ্ঞানের আকার; কাম শাস্ত্রের জ্ঞান হলো ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার জ্ঞান, যৌন সংযোগে কেমন অনুভব হয় তার জ্ঞান, এবং কীভাবে কারো অভিজ্ঞতা এমন সংযোগে আরো তীব্র হবে। এমন ধরনের জ্ঞানের সন্ধান মিলবে বাৎসায়নের কামসূত্রের মত গ্রন্থে। আর সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সদৃশ; তা ইন্দ্রিয়বেদ্য হবার চেয়ে বৌদ্ধিক। এতে কারো নিজের যৌন অভিজ্ঞতা নয়, বরং অপরের যৌন অভিজ্ঞতা বিবেচ্য।

এই অংশে ফুকো যৌন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের উদঘাটন করেন, যেখানে 'যৌন'র 'সত্য' কে অজ্ঞাত অবস্থা থেকে খুঁড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়; যে প্রপঞ্চ পাশ্চাত্যে অত্যন্ত বিশিষ্টবাচক ছিল। তিনি আরো যুক্তি দেন যে এই সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস বারে বারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বসাধারণের হাইজিনের নামে রাষ্ট্রীয় বর্ণবাদকে সমর্থন দিতে। ক্যাথলিক কনফেশনের প্রভাবে প্রত্যাবর্তন করে তিনি স্বীকারোক্তিকারী এবং যে কর্তৃত্বমূলক প্রতিমূর্তির নিকট স্বীকারোক্তি দেওয়া হয় তার মধ্যে সম্বন্ধকে লক্ষ্য করেন; এবং যুক্তি দেখান যে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে রিফর্মেশনের পরে অনেক অংশে লোপ পেয়েছে। আর পাপস্বীকারের ধারণা টিকে রয়েছে ও বিস্তৃত হয়েছে, পিতামাতা ও সন্তানের, রোগী ও মনো চিকিৎসকের, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করেছে; উনিশ শতক নাগাদ যৌন বিষয়ের 'সত্য'কে স্বীকারোক্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান উভয়ের সাহায্যে উপস্থিতভাবে উদঘাটন করা হয়। ফুকো এর পরে অগ্রসর হন কীভাবে যৌনতার কনফেশন 'বৈজ্ঞানিক অভিধায় নির্মিত' হয়, এই যুক্তি দেন যে বৈজ্ঞানিকরা মানব মনস্তত্ত্বের ও সমাজের সকল দিকের কারণকে যৌন শর্তে শনাক্ত করতে শুরু করেছেন।

উনিশ শতকে বৃদ্ধি পাওয়া যৌন বিষয়ের সন্দর্ভসমূহ কামকে সত্যের এক সমস্যায় পরিণত করণ। কামকে দেখা হলো প্রকৃতই বিপজ্জনক একটা কিছু হিসেবে, বিকৃত সুখ কেবল ব্যক্তির একার নয় সমাজের সমগ্রের জন্য শঙ্কার কারণ হতে পারে। সেক্স নিয়ে জানাটা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকল, তবে সেই জানাটা যাতে সাধারণ নৈতিকতার দিকে হয় তাও গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকল। যৌন বিষয় নিয়ে অধীত সন্দর্ভসমূহ বিকৃতি ও পুরোপুরি মিথ্যায় পূর্ণ হতে থাকল যাতে গোঁড়ামিহীন যৌন ক্রিয়াকলাপের প্রতি শালীনতার ভানকে সমর্থন করে। ফুকোর মন্তব্য যে মানব যৌন আচরণ এবং বৃক্ষ ও প্রাণীর প্রজননের জীববিদ্যাগত অধ্যয়নে আদৌ কোনো বাণিজ্য নেই; বরং এই অধীত সন্দর্ভের পক্ষপাতের প্রতি জোর দেন; যে সন্দর্ভের কাঠামোয় যৌন বিষয়কে কেবল নৈতিকতার বিষয় নয়, তা জ্ঞানের এক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়, কী সত্য ও কী মিথ্যার তার।

তবে আধুনিক পাশ্চাত্যই কামের সত্য খুঁজতে সন্দর্ভের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথম নয়। রোম, চিন, জাপান, ভারত এবং আরবের মুসলমান বিশ্ব প্রাচীন সংস্কৃতিতে কামকে জ্ঞানের এক বিষয়ে পর্যবসিত করেছে। তবে এসব সমাজের সন্দর্ভকে আখ্যা দেন আর্স এরোটিকা বা কামশাস্ত্র এবং আমাদের বিবেচ্য হলো সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস অথবা যৌন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান।

কামশাস্ত্র যে জ্ঞানের যোগান দেয় তা ইন্দ্রিয়জ সুখের। এর সত্য হলো সুখের নিজের সম্পর্কে: কীভাবে সুখের অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে, তীব্রতর করা যাবে, বা সর্বোচ্চ করা যাবে। এই জ্ঞানকে ঘিরে এক রহস্য বা গোপনীয়তা কাজ করে;এ কেবল কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট থেকে দীক্ষাকারী নবীশের নিকট হস্তান্তরিত হবে। সেখানে সুখের কোনটি অনুমোদিত বা কোনটি নিষিদ্ধ এমন কোনো কিছু নেনই।

তুলনায় সায়েন্সিয়া সেক্সুয়ালিস অধীতের উদ্ধৃত করে নয় বরং অধীত থেকে পাঠানো গোপন হতে বিবেচনা করে। মধ্যযুগ থেকে স্বীকারোক্তি আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আইনের ক্ষেত্রে, আমাদের অপরাধীদের স্বীকারোক্তি চাই;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে আত্মসচেতন স্বীকারোক্তিকে বাহবা দেই। দর্শনে, সত্যকে ক্রমাগত নিজের চৈতন্য থেকে খুঁড়ে বের করা সত্য রূপে দেখি।

এবার পাপস্বীকার হয়ে উঠেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সদা বর্তমান এক দিক, আমরা আর ভাবতে পারি না ক্ষমতা আমাদেরকে স্বীকারোক্তির দিক ঠেলছে আমাদের উপর স্থাপিত প্রতিবন্ধক রূপে। বরং স্বীকারোক্তিকে সত্য সন্ধানের উপায় হিসেবে দেখি, অবদমনমূলক ক্ষমতার থেকে স্বাধীন হওয়া যা আমাদেরকে নীরব করতে চেয়েছে। ফুকোর মতে আমরা 'শব্দটির উভয় অর্থে প্রজা বা বিষয়ী' হয়ে পড়েছি; আমরা ক্ষমতার অধীন যা আমাদের থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে, এবং কনফেশনের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে চিন্তাশীল বিষয়ী রূপে দেখি, স্বীকারোক্তির বিষয়ী হিসেবে।

ফুকো স্বীকারোক্তি নিয়ে যে পর্যবেক্ষণ করেন তাতে দেখা যায় যে পাপস্বীকারকে আমরা স্বাধীনতা বলে গণ্য করি; বিশেষ করে মনোচিকিৎসা ও থেরাপির দৃষ্টিকোণে তা রোগমুক্তিকর, আমাদের কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে দেয়। বহু গোষ্ঠী আমাদের নিকট 'নিজের ভালর জন্য' পাপস্বীকার করতে বলে; স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে ভালই মনে করি। বস্তুত সেভাবেই দেখতে অগ্রসর হই সে সমস্ত শক্তির দ্বারা যারা আমাদের থেকে কনফেশন আদায় করে। ফলে ফুকো দেখান এই পাপস্বীকারের রোগমুক্তিকারী ভূমিকাও সত্য নয়, বরং তা হলো এক সাংস্কৃতিক নির্মাণ। অন্য সংস্কৃতিতে হয়তো কনফেশনকে মুক্তিকর না হয়ে দণ্ডমূলক গণ্য হতে পারে।

তবে পাপস্বীকারের ক্ষেত্রে আমাদের যৌন জীবন হলো এক বিশেষ থিম; সাধারণভাবে গোপন থাকে যাকে প্রকাশ করা হয়। বক্তা নয়, বরং শ্রোতা থাকে কর্তৃপক্ষের আসনে; আর পাপস্বীকার দেবার কাজটিকে রোগমুক্তিকর মনে করা হয়। উনিশ শতকের মনোচিকিৎসকেরা পাপস্বীকার ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভকে একত্রিত করে যৌন বিষয়ের 'স্বীকারোক্তিগত বিজ্ঞান' সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ফুকো এ সবের বিস্তৃত তালিকা করেছেন; অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্রে তা যূথবদ্ধ হয়েছে। প্রথমত স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কয়েকটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতি, তার মধ্যে পরীক্ষা, সম্মোহন, মুক্ত অনুষঙ্গ এর বিকশিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত কামকে সমস্ত ধরনের ভিন্ন আচরণের কারণ ও ব্যাখ্যা বলে গণ্য করে সম্পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে। তৃতীয়ত কামকে আমাদের মাঝে সুপ্ত কিছু হিসেবে দেখে তাকে বের করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। চতুর্থ, মনোচিকিৎসা আরো স্বীকারোক্তি ব্যাখ্যার পদ্ধতি উদ্ভাবন করল যা শ্রোতার সাড়াপ্রদানকে স্বীকারোক্তিকে আবশ্যিক করে তুলেছে। পঞ্চম, স্বীকারোক্তিকে থেরাপিউটিক রূপে দেখার ফলে মেডিকেল পদ্ধতির অরা দিয়েছে।

এই পাপস্বীকারের ট্রাডিশন বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে আমাদের যৌনতার ধারণা সৃষ্টি করেছে। এই ধারণার একে ঘিরে থাকা সন্দর্ভকেই বেশি কাজে খাটায় যৌনতার চেয়ে। একদিকে তা স্বীকারোক্তির সঙ্গে যুক্ত, যা মানব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ীর গোপন অসুখ, মন্দের বিচার করে। আরেক দিকে তা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ফলে জ্ঞান ও সত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই দুই সন্দর্ভই আমাদেরকে ভাবতে শেখায় যৌন বিষয় কিছু একটা গোপন ও সন্দেহের বিষয়, আবার এমন চাবিকাঠি যা আমাদের সম্পর্কে সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবে।

৪ঃ যৌনতার সেনাবতরণ

৪.১ উদ্দেশ্য

এই অংশের উপজীব্য হলো কেন পশ্চিমের সমাজ সেক্সর সত্যকে উদঘাটন করতে চায়।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো উদ্দেশ্য, যাতে ফুকো এই যুক্তি বিস্তার করেন যে আমরা ক্ষমতার এক বিশ্লেষণী দাঁড় করাবো যার মাধ্যমে যৌন বিষয়কে উপলব্ধি করব। ক্ষমতা কামকে নিয়ন্ত্রণ করে তার জন্য অনুসরণ করার জন্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে এ তথ্য তুলে ধরে, ফুকো আলোচনা করেন কীভাবে ক্ষমতা আনুগত্য দাবি করে প্রাধান্য, সমর্পণ ও দমিতকরণের মাধ্যমে, এবং তা ছাড়া ক্ষমতা তার প্রকৃত অভিপ্রায় মুখোশাবৃত করে নিজেকে উপকারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে। উদাহরণ হিসেবে তিনি হাইলাইট করেন যাতে ঐতিহাসিক সময়ের ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক পরম সাম্রাজ্যসমূহ, নিজেরা ক্ষমতার এক আকার গঠন করে, এই দাবি করে ছদ্মবেশ নেয় যে আইন, শৃংখলা ও শান্তি রক্ষায় তারা প্রয়োজনীয়। সামন্ত যুগের পড়ে থাকা ধারণা হিসেবে ফুকো নিয়ে দেখান পাশ্চাত্যের লোকজন এখনও ক্ষমতাকে আইন থেকে উদ্ভূত রূপে দেখে থাকে; ফুকো একে প্রত্যাখ্যান করেন যে তাদের অবশ্যই ক্ষমতার একটা বিশ্লেষণী নির্মাণ করতে হবে যা এখন আর আইনকে মডেল ও বিধিবদ্ধ আইনসমূহ রূপে গ্রহণ করে না; এবং এও ঘোষণা করেন ক্ষমতার ভিন্ন আকার যৌনতাকে শাসন করে।

আমরা এমন সংস্কৃতিতে বাস করি যা সেক্সকে সন্দর্ভে পরিণত করে, এবং আশা করে সেক্স নিয়ে এক ভারবহ সন্দর্ভে জ্ঞান ও সুখ উভয়ই খুঁজে পাবে। যৌন বিষয়কে আমরা দেখি লুকোনো কিছু রূপে যাকে উপলব্ধি করতে অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে। একে এমনভাবে দেখি আত্মের পরই যার স্থান আমাদের প্রকৃত সত্তাকে লুকিয়ে রাখে এবং আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করতে পারে আমরা প্রকৃতই কে। 'কামের যুক্তিবিদ্যা'কে এমনভাবে প্রত্যক্ষণ করি যা আমাদের ব্যক্তিত্বকে এবং যৌন আচরণকে নির্ধারণ করে ও গড়ে। কেন এত বেশি গুরুত্ব দেই, কেনই বা মনে করি এতে সত্য ও আমাদের ব্যক্তিগত মুক্তির চাবি নিহিত আছে তাকে নির্ধারণ করাই ফুকোর লক্ষ্য।

তিনি স্বীকার করেন অবদমনমূলক অনুমিতি নিয়ে তিনিই প্রথম প্রশ্ন তোলেননি। মনোবিশ্লেষণকারীদের যুক্তি হলো অবদমনমূলক ক্ষমতার দ্বারাই আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, এবং স্বাধীন শক্তি হিসেবে যার অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ তখনই আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব থাকবে যখন কোনো অবদমনমূলক ক্ষমতা কাউকে যা সে চায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার থেকে বিরত থাকবে। সম্ভাব্য সমালোচনার মুখোমুখি সে দ্বিধান্বিত হয় এবং ধারণা সমূহকে বিকৃত করে আইন যাকে আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করে এবং ক্ষমতা যৌন বিষয়কে অবদমন করে, ফুকো দাবি করেন উভয়ই ক্ষমতার এক 'বিচারিক-সান্দর্ভিক' ধারণা তৈরি করে যাতে ক্ষমতাকে আবশ্যিকভাবে নেতিসূচক দেখানো হয়, যা আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতা করে অথবা পেছনে টেনে রাখে। তিনি ক্ষমতার এই ধারণাকে উভয়ত সমালোচনা করেন।

ক্ষমতার এই বিচারিক-সান্দর্ভিক ধারণার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন : ১. যৌন বিষয় ও ক্ষমতার মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করে: যৌন বিষয় সব সময়ই এমন কিছু ক্ষমতা যার প্রতিবন্ধক। ২. ক্ষমতা আইনের রূপে কাজ করে যা ঠিক করে দেয় যৌন বিষয়কে কীভাবে বিবেচনা করতে হবে ও উপলব্ধি করতে হবে। ৩. ক্ষমতা কেবল যৌন বিষয়কে নিষিদ্ধ ও অবদমন করতে কাজ করে। ৪. ক্ষমতা বলে 'যৌন' অনুমোদিত নয়, তার সম্পর্কে কিছু বলাও যাবে না, এবং শেষ পর্যন্ত, তার অস্তিত্ব নেই। ৫. ক্ষমতাকে দেখা যায় একইভাবে সব স্তরে কাজ করতে: সর্বত্র, সেখানে একই ধরনের অবদমন রয়েছে।

ফুকো মন্তব্য করেন ক্ষমতাকে সব সময় অবদমনমূলক, এক দেশদর্শী, কোনো কিছু করতে অসমর্থ কেবল প্রতিবন্ধকতা করা ব্যতীত যাকে এ প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য এ আইনের আকার নেয় ও আনুগত্য দাবি করে। ফুকোর বক্তব্য ক্ষমতাকে একপাক্ষিকভাবে অবদমনমূলক রূপে চিন্তা করার মধ্যে আমাদের কায়েমি স্বার্থ রয়েছে। এভাবে আমরা ক্ষমতাকে দেখি আমাদের উপর কার্যকর, ফলে নিজেদেরকে ক্ষমতা থেকে স্বতন্ত্র দেখি ও প্রতিরোধ করতে স্বাধীন। যদি আমরা ভাবি যে ক্ষমতা নিজে কেবল প্রাধান্য বিস্তারেই প্রকাশ পায় না, বরং আমাদের প্রতিরোধেও ব্যক্ত, তবে নিজেদেরকে আর মুক্ত বলে মনে করতে পারব না।

ফুকো ক্ষমতার বিচারিক-সান্দর্ভিক ধারণাকে মধ্যযুগে চিহ্নিত করেন; যখন সার্বভৌম সম্রাটগণ নিজেদেরকে আইনের শাসন বলে দাবি করতেন, এবং আইন হয়ে ওঠে ক্ষমতার সমার্থক। আঠারো শতকেও যখন এর অবসান হয়, এসব সমালোচনা আইন ও ন্যায়বিচারের কাছে আবেদন রাখে। আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা প্রধানত এই ধারণাতে ব্যক্ত যে ক্ষমতা যথাযথ প্রকাশ পায় আইনের ক্রমাগত প্রয়োগের দ্বারা। বিচারিক-সান্দর্ভিক ধারণার সমালোচনা ক্ষমতাকে আইনের নিছকের চেয়ে বিস্তৃত প্রেক্ষিতে দেখে; যার ফলে যৌনতার ইতিহাসকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারব। তাতে ক্ষমতার বহু বঙ্কিম চেহারা দেখা যাবে।

৪.২ পদ্ধতি

এই পদ্ধতি তাই উদঘাটন করে ফুকো যাকে ক্ষমতা অভিধা দ্বারা বুঝিয়েছেন; তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এর দ্বারা সমাজের উপর সরকার বা রাষ্ট্রের কার্যকন প্রাধান্য বা অধীনস্থতাকে বোঝায় না। বরং ক্ষমতাকে বুঝতে হবে 'শক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কের সংখ্যাবৃদ্ধির রূপে যা সেই পরিমণ্ডলে সহজাত যেখানে তার কার্যকর।' এভাবে ক্ষমতা সর্বত্র, কারণ তা সবখান থেকে আসে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক থেকে জাত হয় এবং সমাজের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হয় বরং উপর থেকে নিচের চেয়ে নিচ থেকে উপরে।

পদ্ধতি বিষয়ে ফুকোর অধ্যায়টিতে ক্ষমতা নিয়ে তার তত্ত্বকে নির্ধারণ করা হয়েছে; আগের অধ্যায়ে ক্ষমতার বিচারিক-সান্দর্ভিক প্রত্যয়কে সমালোচনা করেন; যাতে ক্ষমতাকে শেষ পর্যন্ত এমন কিছু রূপে দেখা হয় যা প্রাধান্য বিস্তার করে, অধীনস্থ করে, বা কোনো বিষয়ীকে দাস মনোবৃত্তি সুলভরূপে তুলে ধরা হয়। ক্ষমতাকে ফুকো দেখেন সর্ব আলিঙ্গনকর রূপে: প্রতিটি বস্তু ও প্রত্যেকেই ক্ষমতার উৎস। প্রত্যেক সম্পর্কেই ক্ষমতার অস্তিত্ব রয়েছে, এবং দাসত্বম্মন্যতা, নৈঃশব্দ্য, বা অধীনস্থকরণ ক্ষমতার অভাবকে বোঝায় না ততটা বরং ক্ষমতার ভিন্ন প্রকাশই বেশি।

ক্ষমতা সম্পর্কে ফুকো পাঁচটি প্রতিপাদ্য হাজির করেন; এই অধ্যায়টি সবচেয়ে বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক; এবং প্রায়শ এতে কী বোঝায় তাকে খোলাসা করা কষ্টকর। প্রথম হলো ক্ষমতা এমন কোনো বস্তু নয় যা কারো থাকতে বা থাকতে পারে না, বরং তা সব সময়ই সকল অবস্থান থেকে সমস্ত সম্পর্কে কার্যকর হয়ে। দ্বিতীয় ক্ষমতা নিছক বাইরে থেকে অর্থনীতি, জ্ঞান, বা যৌন বিষয়ের সম্পর্কে প্রয়োগ হয় না। বরং এ এসবের সম্পর্কের মধ্যেই রয়েছে এবং তাদের আন্তর গঠনকে নির্ধারণ করে। তৃতীয়, ক্ষমতা সরলভাবে উপর থেকে নেমে আসে না, এবং সমস্ত ক্ষমতা সম্পর্কই শাসক/শাসিত সম্পর্ক অনুসারে গঠিত হয় না। বরং ক্ষমতা সম্পর্ক সমাজের সব স্তরেই শাসনকারী ক্ষমতা ছাড়াই উকি দেয়। চতুর্থ, যেহেতু ক্ষমতা সম্পর্কের মাঝে নকশা ও কৌশল শনাক্ত করা সম্ভব, সোনে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বিষয়ী এই ক্ষমতার প্রয়োগ করছে না। ক্ষমতা সম্পর্কের পেছনে যৌক্তিকতা ও লজিক রয়েছে, তবে কোনো গোপন দল বা পাকা মাথার তেউ নেই এসব সম্পর্ককে নির্দেশ করছে। পঞ্চম হলো প্রতিরোধও এই ক্ষমতা সম্পর্কের একটা অংশ, এবং এর ক্ষেত্রে বাহ্যিক নয়। আরো কি, প্রতিরোধ সচরাচর একে এক কঠিন, স্থির আকার রূপে প্রকাশ করে না। বরং প্রতিরোধের পকেটগুলো বিভিন্ন স্থানে উকি দেয় এবং ক্ষমতা পরিবর্তনের গতিবিদ্যা রূপে চলাচল করে।

ফুকোর ক্ষমতার বিশ্লেষণ দেখায় যে আমরা যৌনতাকে এক একপাক্ষিক ক্ষমতা সম্পর্ক রূপে আলোচনা করতে পারি না। বরং আমাদেরকে বিচিত্র ক্ষমতা সম্পর্ককে পরীক্ষা করতে হয় যা যৌনতাকে ঘিরে আমাদের সন্দর্ভের চার পাশে অস্তিত্বশীল যা একে প্রকাশ করায় নিজেকে যেভাবে তা করে। এই অনুসন্ধানে ফুকো চারটি নিয়ম স্থির করে দেন:

১. পরিব্যাপ্তির নিয়ম। আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে জ্ঞান ও ক্ষমতা সব সময়ই সংযুক্ত হয়। নিঃস্বার্থ জ্ঞান বলে কিছু নেই। আমাদেরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই সচেতন হতে হবে যৌন বিষয়ে যা যা জানি এবং যে উপায়ে যৌন বিষয় সম্পর্কে শিখেছি উভয়ই ক্ষমতা সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয় যা যৌন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানার ইচ্ছাকে প্রণোদিত করে।

২. ক্রমাগত বৈচিত্র্যের নিয়ম। ক্ষমতা তার নিজেকে স্থিতিশীল সম্পর্কে ব্যক্ত করে না। বরং ফুকো 'রূপান্তরের ভ্রূণ'কে শনাক্ত করেন, যেখানে ক্ষমতা সম্পর্কের প্রকৃতি সময়ের উপরে স্থানান্তরিত হতে পারে। ফুকো শিশু যৌনতার দৃষ্টান্ত দেন, যেখানে শিশুরা পুরোপুরি বহির্ভুক্ত হয় এবং পুরো সন্দর্ভই ঘটে পিতামাতা ও মনোচিকিৎসকের মধ্যে। পরে, মনোচিকিৎসরা শিশুদেরকে সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়, এবং পরামর্শ দেন যে পিতামাতারা প্রায়শ শেষ অবধি শিশুর বৈকল্যের জন্য দায়ী হয়।

৩. দ্বৈত শর্তায়নের নিয়ম। ক্ষমতার সমস্ত 'স্থানিক কেন্দ্র' বৃহত্তর কর্মপরিকল্পনার অংশ, এবং সকল বড় বড় কর্মপরিকল্পনা ক্ষমতার স্থানিক কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একে অন্যকে সমকক্ষ হতে অথবা ছাপিয়ে যেতে পারে না।

৪. কৌশলগত বহুযোজ্যতার নিয়ম। সন্দর্ভই জ্ঞানকে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে, এবং ক্ষমতার নিজের মত, সন্দর্ভ সব ধরনের বিভিন্ন উপায়ে কাজ করে। সন্দর্ভের মধ্যে সরল শাসক/শাসিত সম্পর্ক নেই, এবং নীরবতা সব সময় অবদমনকে বোঝায় না।

ফুকোর উপসংহার হলো ক্ষমতা আইনের আকার নেয় না। বরং, এ বহু স্তরে এবং একাধিক দিকে কাজ করে।

৪.৩. শাসনক্ষেত্র

ফুকো যুক্তি দেন যে যৌনতা হলো ক্ষমতার সম্পর্কের রূপান্তরের নিবিড় স্থান: পুরুষ ও নারীর মধ্যেম যুবক ও বৃদ্ধের, পিতামাতা ও সন্তানের, শিক্ষক ও ছাত্রের, পুরোহিত ও অপেশাদার সর্বসাধারণ, এবং এক প্রশাসন ও এক জনগোষ্ঠী। আঠারো শতকে শুরু হয়ে জ্ঞান ও ক্ষমতার বিশেষ ক্রিয়াবিধির চারটি কর্মপরিকল্পনাগত ঐক্য গঠিত হয়েছে:

১. নারীর শরীরের এক হিস্টিরিয়াগ্রস্তকরণ; ২. শিশুর যৌন বিষয়ে পণ্ডিতীকরণ;

৩. প্রজননগত আচরণের বিশেষীকরণ; ৪. বিকৃত আচরণের মনোচিকিৎসাকরণ।

এই ক্রিয়াবিধির থেকে চারটি প্রতিমূর্তির উদ্ভব হয়: হিস্টিরিয়াগ্রস্ত নারী, স্বমেহনকারী শিশু, ম্যালথুসীয় দম্পতি, ও বিকৃত পরিণত বয়স্ক।

এই ক্রিয়াবিধি অবশ্য 'যৌনতার উৎপাদনে' চালিত করে। যৌন সম্পর্ক এভাবে দুটি সিস্টেমের উত্থান ঘটায়: আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ (বিয়ের সিস্টেম, রক্তসম্পর্কের বন্ধনের স্থিরকরণ) এবং যৌনতার সেনাবতরণ। ফুকো এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুয়ের মাঝে পার্থক্য করেন:'আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ নির্মিত হয় এক নিয়মের সিস্টেমকে ঘিরে যা অনুমোদিত ও নিষিদ্ধকে নির্ধারণ করে...যেখানে যৌনতার সেনাবতরণ কার্যকর হয় ক্ষমতার গতিশীল, বহুরূপী, এবং ঘটনাচক্রগত কৌশলের দ্বারা। 'আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ কাজ করে সম্পর্কের অন্তঃক্রীড়ার দিকে এবং সেসব আইনকে রক্ষা করতে যা তাদেরকে শাসন করে। অন্য দিকে 'যৌনতার সেনাবতরণ পরিধির ক্রমাগত প্রসার ও নিয়ন্ত্রণের আকারের উৎপাদন করে। ফুকোর যুক্তি হলো যৌনতার সেনাবতরণ আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণের ভিত্তিতে গঠিত হয়।

ফুকো প্রদর্শন করেন যে 'পরিবার হলো যৌনতা ও আত্মীয়বন্ধনের মাঝে অদলবদল: এ যৌনতার সমাবেশে আইন ও বিচারিক মাত্রাকে ধারণ করে, এবং এ আত্মীয়বন্ধনের শাসনপ্রণালিতে সুখের অর্থনীতি এবং সংবেদনশীলতার তীব্রতাকে ধারণ করে।' ফুকো লেখেন যে পরিবার হলো যৌনতার সবচেয়ে সক্রিয় ক্ষেত্র' একে অজাচারের সঙ্গে অধীর আহবান ও প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়, কূটাভাসপূর্ণ সম্পর্ক প্রদান করে।

সতেরো শতক থেকে যৌনতা পরিবারের কিনার থেকে এর কেন্দ্রস্থলে সরে এসেছে। ফুকোর যুক্তি হলো 'পিতামাতা ও আত্মীয়জনেরা যৌনতার বহুধা সমাবেশের প্রধান কর্তায় বা এজেন্টে পরিণত হয়েছিল যা একে আহরণ করে বাইরের সমর্থন পেয়ে চিকিৎসক, শিক্ষক, ও পরে মনো চিকিৎসকের দ্বারা। যৌনতাকরণের একটা প্রধান অংশে পরিবার ছিল। যৌনতার অস্বাভাবিক প্রতিমূর্তির উদ্ভব হয়েছে। এমন বিশেষজ্ঞ, যিনি শুনবেন, বিকাশ লাভ করেছেন।

শার্কো এই প্রক্রিয়াতে উদ্বেগ হাজির করেন, রোগীদেরকে গ্রহণ করে, তিনি তাদেরকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেন যাতে যৌনতাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করা যায়। মনোবিশ্লেষণও একই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। যদিও এসব উদ্যোগ পরিবারের প্রতি আত্মীয়বন্ধনের কে পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

যৌনতা এমন কোনো বিষয় নয় যা তখন ক্ষমতার দ্বারা অবদমিত হয়েছে, অথবা তাকে সযত্ন অনুসন্ধানে আবিষ্কার করতে হবে। যৌনতা হলো এক সামাজিক নির্মাণ যা বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পর্কের চ্যানেল করে। আমাদের যৌনতার ধারণা সেসব কর্ম পরিকল্পনা দ্বারা নির্মিত যা এর ব্যবহার করে থাকে; এক একটা নেটওয়ার্ক রূপে সেবা করে এবং শারীরিক সংবেদন ও সুখকে একত্রিত করে, সন্দর্ভের প্রতি সক্রিয়তাকে, বিশেষ জ্ঞানের গঠন, এং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধকে।

ফুকো যে চারটি কেন্দ্রকে ক্ষমতা ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে শনাক্ত করেন। নারীর দেহ প্রসঙ্গে তাকে প্রথমে অতিমাত্রায় যৌন রূপে এবং পরে তাকে মেডিকেল জ্ঞানের বিষয় রূপে দেখি। নারীদেহ সন্তান জন্ম দেবার কেন্দ্র রূপে সর্বসাধারণের আগ্রহ এবং সর্ব সাধারণ্যে নিয়ন্ত্রণের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুদের ক্ষেত্রেও উচ্চ মাত্রায় যৌন সৃষ্টি রূপে গণ্য করা হয় এবং তাকে এক বিপজ্জনক বিষয় হিসেবে যাকে মনিটর করা ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তৃতীয় প্রজননগত আচরণের সামাজিকীকরণের ফলে সন্তান জন্মদান এবং যৌন বিষয় সর্বসাধারণের আগ্রহে পরিণত হয়; এবং অ-প্রজননশীল যৌন বিষয়কে খারিজ করে। চতুর্থ, বিকৃত সুখকে মানসিক চিকিৎসাকরণ করায় পেছনে যৌন বিষয়কে মেডিকেল ও মনোচিকিৎসার প্রপঞ্চ রূপে গণ্য করা হয়। এতে স্বাভাবিক যৌন আচরণ থেকে বিচ্যুতি দেখিয়ে তাদেরকে রুগ্নতা হিসেবে চিত্রিত করে যার সংশোধন প্রয়োজন। ফুকো দেখান এই চার কেন্দ্র যৌনতাকে অবদমন করে না; যৌনতার ধারণার অস্তিত্ব থাকে না যদি একই সমস্ত সন্দর্ভের দ্বারা ফ্রেমড না হয়।

তিনি আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ ও যৌনতার সেনাবতরণের মাঝে পার্থক্য দেখান। প্রথমটি সকল সংস্কৃতিতে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার রূপে টিকে থাকে; তাতে বহু কথিত ও অনুচ্চারিত নিয়ম থাকে বিবাহ, পরিবারের বন্ধন, পূর্বপুরুষ এবং প্রভৃতি নিয়ে। পরেরটি ক্রমবর্ধমান রূপে আধুনিক সমাজে পূর্বেরটিকে প্রতিস্থাপিত করে, তা কম নিয়ন্ত্রণমূলক ও কম করে বহুবর্ণরঞ্জিত। যেখানে আত্মীয়বন্ধনের সেনাবতরণ সমাজের কাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষা করতে চায়, যৌনতার সেনাবতরণ এক সদা পরিবর্তমান কাঠামো হাজির করে যা আমাদেরকে বিরাট পরিধির প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করতে দেয় কাম ও সুখের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দ্বারা। ফুকোর মতে পরের সেনাবতরণ প্রথম সেনাবতরণ থেকে উদ্ভাবিত, যেখানে আগে ছিল কোন ধরনের সম্পর্ক অনুমোদিত তার স্থান নিয়েছিল কোন ধরনের সংবেদন অনুমোদিত।

এই চারটি কেন্দ্রই পরিবারে সম্পর্ককে ঘিরে থাকে; তাই পরিবার যৌনতাকে অবদমন করে না বরং তার পুষ্টি জোগায়। যেহেতু পরিবারের সম্পর্ক নিয়েই বিবাহবন্ধন সেনাবতরণ কার্যকর তাই এই পরিবারেই দুই সেনাবতরণ সংযোগ ঘটবে। বিবাহবন্ধনের সেনাবতরণ পরিবারের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং তা অজাচারের উপর ট্যাবু বজায় রেখে তা যৌনতার সেনাবতরণের উপরের নিয়ন্ত্রণ রাখে।

এই যৌনতার উদ্ভব ঘটে সতেরো শতকে যখন শরীরের পাপের উপর খ্রিস্টান ধর্মের গুরুত্বারোপ পারিবারিক সম্পর্কেও যৌনতার বর্ধমান সচেতনতা আনে। পারিবারিক সম্পর্কের এই নতুন যৌন তীব্রতাকরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়ে, আত্মীয়বন্ধনের সিস্টেম ডাক্তার, পুরোহিত, শিক্ষকের পরামর্শ নেয়। নিয়ন্ত্রণের এই উদ্যোগ কেবল যৌনতার সন্দর্ভের বিস্তারলাভকেই সাহায্য করে, এবং পরিনামে যৌনতাকেই। আমাদের যৌনতার সন্দর্ভ এখনও আত্মীয়বন্ধনের রর সমাবেশের দ্বারা স্থাপিত আইন ও ট্যাবুর সেটকে মেনে চলে। যেখানে যৌনতা এই আত্মীয়বন্ধনের র দ্বারা বাহিত হয়েছে, বর্তমানে তা আত্মীয়বন্ধনের কেই সমর্থন দিতে ব্যবহৃত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.৪.পর্বায়ন

ফুকো যুক্তি দেন যে সতেরো থেকে বিশ শতকের মধ্যে মেডিসিন, পেডাগজি ও জনসংখ্যাতত্ত্ব এর ক্ষেত্রে যৌন বিষয় সংক্রান্ত কৌশলের কালপঞ্জি যৌনতার বিরাট অবদমনমূলক চক্রের সঙ্গে সমাপতন ঘটায় না। বরং তাঁর প্রথম যুক্তি হলো সেখানে চিরন্তন উদ্ভাবনীকুশলতা রয়েছে, পেডাগজি, মেডিসিন ও অর্থনীতিতে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে স্থির বিকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয় স্থানে যুক্তি দেন যৌনতার সেনাবতরণ শাসকশ্রেণীর অপরের দ্বারা সুখের সীমিতকরণের নীতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং যৌনতার প্রথম সেনাবতরণ ঘটেছে উন্নত শ্রেণীতে। ফুকো লেখেন 'সবচেয়ে প্রবল কৌশলসমূহ গঠিত হয়েছিল এবং আরো বিশেষভাবে, প্রথমে প্রযুক্ত হয়েছে, সবচেয়ে তীব্রতার সঙ্গে, অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত ও রাজনৈতিক প্রাধান্যকারী শ্রেণীতে। দীর্ঘ সময় ধরে শ্রমিক শ্রেণী যৌনতার সেনাবতরণকে এড়িয়ে ছিল যদিও তারা ইতিমধ্যে আত্মীয়বন্ধনের সমাবেশের অধীনস্থ ছিল।

এই কালপঞ্জিগত স্মারককে ফুকো ব্যবহার করেন এই দেখাতে যে 'শ্রেণী সমূহে যৌনতার অবদমনকে শোষণ করা প্রাথমিক বিবেচনা ছিল না, বরং শাসক শ্রেণীসমূহের শৌর্য, দীর্ঘজীবিত্ব, সন্তানসন্ততি ও বংশধর প্রদান করা।' জীবনের এক রাজনৈতিক ক্রম করণ গঠন হয়েছিল 'অপরের দাসত্ব করণের মাধ্যমে নয় বরং আত্মের নিশ্চিতকরণের দ্বারা।'

ফুকো আঠারো শতকের বুর্জোয়াদের সঙ্গে যৌনতাকে যোগসূত্র দেখাতে চান। তার যুক্তি অভিজাত শ্রেণী রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দাবি করেন; বুর্জোয়া রক্তই ছিল কাম বা সেক্স। তিনি সর্বহারা শ্রেণীর মাঝে যৌনতাকে চিহ্নিত করেন 'অর্থনৈতিক জরুরী আবস্থার' মাধ্যমে এবং দেখান কীভাবে শরীর ও যৌনতাকে নজরে রাখা হয়। ফুকো এই লেখার মাধ্যমে আলোচনাটিতে উপসংহার টানেন যে 'যৌনতা তাহলে মূলগতভাবে, ঐতিহাসিক অর্থে বুর্জোয়া এবং এর ক্রমাগত স্থানান্তর ও স্থানচ্যুতির ফলে, তাতে বিশেষ শ্রেণীর ইফেক্ট সক্রিয় হয়।'

যৌনতার সেনাবতরণ নিয়ে ফুকো তার বক্তব্য চূড়ান্ত স্তবকে সারকৃত করেন, অবদমনের তত্ত্বকে উচ্চকিত করে (যা গোটা যৌনতার সেনাবতরণকে প্রসারিত করে, তাকে ট্যাবু রূপে চিহ্নিত করে) এবং মনোবিশ্লেষণ রূপে (যাতে আইন ও আকাঙ্ক্ষার যুক্ততা রয়েছে, এবং ট্যাবুর ইফেক্ট থেকে উপশম হয়)।

ফুকো যৌনতার এক ইতিহাসকে শনাক্ত করেন যা অবদমনমূলক অনুমিতির দ্বারা যতখানি কল্পনা করা যায় তার চেয়েও বেশি জটিল। এর উৎস খুঁজে পেয়েছেন বহু অতীতে ১২১৫ সালের লাতেরান সংসদে যেখানে প্রথম ক্যাথলিক মতবাদের অংশ হিসেবে পাপস্বীকারকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ষোলো ও সতেরো শতক ধরে পাপস্বীকারের আকার তীব্রতা লাভ করে ও ধীরস্থিরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আঠারো শতকের শেষে যৌন এক এক সেক্যুলারাইজেশন ঘটে, পেডাগজি, মেডিসিন ও জনসংখ্যা তত্ত্ব রূপে, যা আগ্রহী হয় ক্রম অনুযায়ী শিশুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনতা.নারীর যৌনতা, এবং মানব প্রজননে। যেহেতু এই তিন ক্ষেত্রই শিশু, নারী ও বিবাহিত যুগলের প্রতি আগেকার খ্রিস্টান ধর্মের আগ্রহ থেকে অনেকখানি উত্তরাধিকার লাভ করে; এবার তাদের কৌতূহল স্থির হয় আত্মিক কল্যাণ চিন্তার পরিবর্তে স্বাস্থ্য ও রুগ্নতায়। 'শরীরে'র খ্রিস্টান আধ্যাত্মিক চিন্তার স্থান হ্রাস পেয়ে মানব জৈবদেহে পৌঁছে।

উনিশ শতক যৌন সম্পৃক্ত অধোগতির ধারণার জন্মকে দেখল। মানুষ ভাবল যৌন বিকৃতি প্রজন্ম ধরে বাহিত হয়েছে। এমন কিছু রূপে যা ছড়িয়ে পড়বে এবং সমাজের সকলকে সংক্রমিত করবে এভাবে যৌন বিকৃতিকে দেখা হলো সর্বসাধারণের বিপদ রূপে। এই ভয়ের ফলে বিকৃতি ও সুপ্রজননবিদ্যাতে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট চালিত করল। অবদমনমূলক অনুমিতি গুরুত্বারোপ করে যে যৌন বিষয়কে অবদমন করা হয় অর্থনৈতিক উৎপাদনকে সর্বোচ্চ করার জন্য। এই যদি হয়, তবে সবচেয়ে বেশি অবদমনের বিষয়ী হবে যুবক ও শ্রমিক শ্রেণী। তবুও, সত্যি হলো বুর্জোয়ারা তাদের নিজেদের যৌনতার বিষয়ে অধিকতর পাহারা দেয় শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে, এবং বিশেষ করে নারী ও শিশুর বিষয়ে আগ্রহী। তাদের আগ্রহ উৎপাদন বৃদ্ধি করা নয় বরং কারো নিজের পরিবারের বংশলতার নৈতিকতা ও শুদ্ধতা নিশ্চিত করা। শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে যৌনতার সেনাবতরণ ঘটেছে পরে।

যদিও অবদমনমূলক অনুমিতি নিয়ে একাধিক সমস্যা রয়েছে, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদমনের উদ্দেশ্যকে ভুল বোঝা। শ্রমিক শ্রেণীর উপর যৌন অবদমনকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে কার্যকর করা হয়, অথবা তা কৃচ্ছ্রতার এক আকার নয়। এ হলো শাসক, বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্ম-অনুমোদন। বুর্জোয়ারা যৌন বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করায় উৎসাহী হয় তাদের স্বাস্থ্য ও বংশধারাকে রক্ষার উপায় হিসেবে। বুর্জোয়ারা যৌন বিষয়ে থেকে মুক্তি চায় না বরং একে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তারা শরীর ও আত্মা উভয়ের স্বাস্থ্যই দেখে, একইভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যকে, এক স্বাস্থ্যকর, নিয়ন্ত্রিত যৌনতার উপর নির্ভর করে।

উনিশ শতকের যৌন অবদমন বুর্জোয়াদের শক্তি ও প্রাধান্য বৃদ্ধি করা অভিপ্রায় পোষণ করে। যেখানে পূর্বেকার অভিজাততন্ত্র শুদ্ধরক্তের ধারণাকে বহন করত, বুর্জোয়াতন্ত্র স্বাস্থ্যবান যৌনতার ধারণাকে পোষণ করে। তারা স্বাস্থ্যবান যৌনতার সঙ্গে সাধারণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ স্থায়িত্বকে সম্পৃক্ত করে যা তাদেরকে ক্ষমতা ও প্রভাব রাড়াতে সম্মতি দেয়। যৌনতার সেনাবতরণ শ্রমিক শ্রেণীর নিকট পৌঁছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগের মাধ্যমে, যেহেতু সর্বহারার স্বাস্থ্য ও উর্বরতার হার ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বুর্জোয়তন্ত্রে ভারি শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এভাবে ফুকো দেখান যৌনতা শ্রেণীভেদে ভিন্ন হয়: বুর্জোয়োদের নিকট আত্ম-অনুমোদন, সর্বহারার জন্য, তা হলো নিয়ন্ত্রণের উপায়।

যৌন অবদমন আরো বিস্তৃতভাবে আসে কারণ বুর্জোয়ারা নিজেদের যৌনতাকে সর্বহারার থেকে পৃথক করতে চায়, এবং তা করে তাদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়ে। যা পালাক্রমে মনো বিশ্লেষণে নিয়ে যায়, যা এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবদমনকে উপশম করতে চেষ্টা করে। মনোবিশ্লেষণ, যা ছিল অবদমনমূলক অনুমিতির জন্ম স্থান, তা যৌনতার সমাবেশের বিরুদ্ধে কাজ করে না, বরং এর জটিল কুটিল ইতিহাসে আরো একটু বিকাশ করা ছাড়া। অবদমনমূলক অনুমিতি আমাদেরকে যৌন ইতিহাস থেকে মুক্ত করে না: এ ইতিহাসেরই অংশ।

৫॥ মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপর ক্ষমতা

ফুকো এই অংশে দাবি করেন যে জীবন ও মৃত্যুর উপর ক্ষমতার প্রণোদনা পরিবর্তিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সময়ে যখন কারো বেঁচে থাকা ছিল কম বেশি মৃত্যু ঘটানোর অধিকার যেমন সার্বভৌম ক্ষমতারা স্থির করতেন কখন এক ব্যক্তির মৃত্যু হবে। এর পরিবর্তন ঘটে গিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের এখতিয়ার দাঁড়িয়ে গেল কীভাবে লোকেরা বেঁচে থাকবে তার ক্ষমতার ক্ষেত্রে। ক্ষমতা হয়ে দাঁড়ালে কেমন করে জীবনকে ধাত্রীত্ব দেবে। জীবনের উপর এই ক্ষমতার নতুন গুরুত্বারোপ জৈব শক্তি বলে কথিত হলো, এবং দুটি আকারে এল। প্রথমে, ফুকো বলেন শরীরকে কেন্দ্র করে এক যন্ত্র হিসেবে:এর শৃংখলাসাধন, এর সামর্থ্যের সর্বোচ্চকরণ, এর শক্তিকে নিশ্চিহ্নকরণ, এর প্রয়োজনীয়তা ও সহজবশ্যতার সমান্তরাল বৃদ্ধি, দক্ষ ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সিস্টেমে এর ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

অপর আকার, ফুকো বলেন পরে উদ্ভব ঘটেছে এবং 'প্রজাতির শরীর'কে লক্ষ্যস্থির করে যে 'শরীর' রঞ্জিত থাকে জীবনের মেকানিকসের সাথে এবং জীববিদ্যাগত প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে: প্রজনন, জন্ম ও নৈতিহতা, স্বাস্থ্যের স্তর, জীবন প্রত্যাশা ও দীর্ঘ জীবীত্ব, সকল শর্তসহ যা একে ভিন্নতা আনার কারণ হয়।

জৈবশক্তিকে পুঁজিবাদের বিকাশের উৎস হিসেবে যুক্তি তুলে ধরা হয়, যেভাবে রাষ্ট্রসমূহ জীবনের উপর ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাভাবিকীকরণে আগ্রহী এবং ততটা আগ্রহী নয় শাস্তি দেওয়া ও নিন্দামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে।

পূর্বেকার সময়ে সার্বভৌম তার প্রজাদের জীবন ও মৃত্যুর উপরে অধিকার রাখতেন। বাঁচিয়ে রাখার অধিকার ছিল প্রকৃত অর্থে মুত্যরও অধিকার। সার্বভৌম যে ক্ষমতার প্রয়োগ করতেন তা নিছক কাউকে বাঁচিয়ে রাখবেন না কাউকে মেরে ফেলবেন তারই ব্যাপার। সার্বভৌম ক্ষমতা সাধারণভাবে প্রয়োগগত এর দেখে শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আকারে: তাতে নিহিত থাকত প্রজাদের নিকট থেকে ক্ষমতার এসব বিষয় সরিয়ে নেওয়া—জীবন, কর, সম্পত্তি, সুবিধা প্রভৃতি।

ফুকো দেখান আজকে আর ক্ষমতা অবরোহী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না, 'মৃত্যুর অধিকার' রূপে। ক্ষমতার প্রধান আগ্রহ এখন জীবনে, এবং কীভাবে তা নিশ্চিত, প্রসারণ, এবং উন্নতি করা চলে। এখনও যুদ্ধ বাঁধানো হয়—আগেকার চেয়ে রক্তক্ষয়ী হিসেবে—তবে তারা কোনো সার্বভৌম প্রভুর 'মৃত্যুর অধিকারে'র পক্ষে বাঁধানো হয় না, বরং সমগ্র জনগোষ্ঠীর আরো উত্তম জীবনকে নিশ্চিত করতে। যেভাবে যুদ্ধ ক্রমে আরো বেশি রক্তপাত ঘটাচ্ছে, মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণ কম ঘন ঘন হচ্ছে। এবং যেখানে মৃত্যু দণ্ড এক সময় ছিল ধ্বংসের প্রতিশোধমূলক কর্ম, এখন তাকে দেখা হয় সুরক্ষা কবচ হিসেবে, সমাজের জন্য কোনো ভয়াবহ বিপদকে নির্মূল করার উপায় রূপে। ক্ষমতা এখন বিশেষভাবে জীবনের উপরেই খাটানো হয়, এবং কার্যকর হয় কেবল জীবনকে ধাত্রীত্ব দিতে বা তাকে অনুমোদন না করতে।

জীবনের উপর এই নতুন ক্ষমতা, ফুকো যাকে বলেন বায়ো পাওয়ার বা 'জৈব শক্তি' মুখ্য দুটি আকার গ্রহণ করে। প্রথমে শরীরের শৃংখলা, যেখানে,মানব শরীর যন্ত্রের মত করে বিবেচিত হয়; উৎপাদনশীল, অর্থনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয়, প্রভৃতি। এই ধরনের জৈব শক্তি দেখা দেয় সামরিক বাহিনীতে, শিক্ষায়, কাজের স্থলে, এবং আরো শৃংখলাপূর্ণ, কার্যকর জনসংখ্যা গড়তে চায়। দ্বিতীয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, যা মানব শরীরের প্রজননময় সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্যস্থির করে। এই ধরনের জৈব শক্তি জনসংখ্যা তত্ত্ব, সম্পদ বিশ্লেষণ, এবং ভাবাদর্শে আবির্ভূত হয়, এবং জনসংখ্যাকে পরিসংখ্যানগত স্তরে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

অন্য সকল শর্তের চেয়ে, ফুকো জৈব শক্তিকে পুঁজিবাদের উত্থানের জন্য দায়ী মনে করেন। ইতিহাসে ও রাজনীতিতে মানব জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে দেখা হতে থাকে। আমরা কীভাবে বাঁচি তা ক্ষমতা ও জ্ঞানের এক অভীষ্ট হয়ে ওঠে, যাকে বুঝতে হবে এমন কিছু, নিয়ন্ত্রিত, এবং রেগুলেটেড। নিষিদ্ধ ও দণ্ডদানে আইন কম উৎসাহী হয়, এবং জীবনের পরিস্থিতিকে স্বাভাবিকীকরণ এবং সর্বোচ্চকরণে বেশি উৎসাহী হয়। কার্যকর রূপে, জীবনের উপরে নতুন ক্ষমতা বোঝায় যে মানব জীবন রাজনীতির দায়িত্বের অধীনে যায়।

ফুকো মনে করেন শরীরের শৃংখলা ও জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণই হলো জৈব শক্তির প্রধান দুই আকার। যৌন বিষয় আধুনিক বিশ্বে এমন পূর্ব ধারণা হয়ে উঠলে কারণ তা জৈব শক্তির এই দুই আকারকে বিবেচনা করে।

যৌনতা যে চারটি প্রধান পথে আগ্রহী তার সবই জৈব শক্তির এই দুই আকারে সন্নিহিত। শিশুর যৌনতা ও নারীর হিস্টিরিয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ উভয়ই এক ধরনের শরীরের শৃংখলার দিকে ধাবিত হয়: তারা শিশু ও নারীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। আবারো, জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণের নামে এই শৃংখলাকে শক্তিশালী করা হয়। শিশুরা সামাজিকভাবে স্বীকৃত ব্যবহার শেখে, এবং নারীরা স্বাস্থ্য প্রজননের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন বিকৃতিকে আগ্রহও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে, এবং এভাবে নির্দিষ্ট আত্ম শৃংখলা দাবি করা হয়।

ফুকো মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপরে ক্ষমতার স্থানান্তরকে বৈশিষ্ট্যায়িত করেন 'রক্তের প্রতীকী' থেকে 'যৌন বিষয়ের বিশ্লেষণী'তে স্থানান্তর রূপে। আগে রক্তকে ক্ষমতার প্রতীক বলে গণ্য করা হত, রক্ত সম্পর্ক ও রক্তের শুদ্ধতা সবই ছিল গুরুত্বপূর্ণ, রক্ত ঝরিয়েই এবং এভাবে মৃত্যুর অধিকার ফলানো হত। এখন ক্ষমতা কার্যকর হয় যৌন বিষয়ের মাধ্যমে। যৌনতাকে এই আগ্রহ জনসংখ্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে পূর্বদৃষ্টান্তহীন জ্ঞান, ক্ষমতা, ও নিয়ন্ত্রণকে তুলে ধরতে সম্ভব করল। এই স্থানান্তর মসৃণ হয়নি। ফুকো নাৎসিদের বর্ণবাদে রক্তের শুদ্ধতার প্রতীকী শনাক্ত করেন। মনোবিশ্লেষণেও, যৌনতাকে রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে গড়া পূর্বের আইন থেকে জাত রূপে পাঠ করা হয়।

যৌনতা নিয়ে এ সমস্ত বিস্তারিত আলোচনায় ফুকো কি যৌন বিষয়ের নিজের প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়েছিলেন? যৌনতাকে সামাজিক নির্মাণ রূপে চিত্রিত করতে তিনি কি যৌন এর সরল, জৈব ও প্রবৃত্তিগত সত্যকে ভুলে গেছেন? ফুকো জবাব দেন, না। যৌন যৌনতার চেয়েও বেশি সামাজিক নির্মাণ। যখন আমরা 'যৌন' প্রসঙ্গে কথা বলি তা শরীরে অংশ, শারীরিক কার্য, বা দৈহিক সংবেদন এর চেয়ে অবজেক্টিভ হিসেবেই। আমরা এসব বিষয়ের বিশেষ প্রেক্ষিতে আমাদেরকে যে অর্থ ধারণ করে তাই নিয়ে কথা বলি যৌন বিষয় সাধারণ কার্যকারণ রূপে কাজ করে যা যৌনতার সেনাবতরণকে সম্ভব করে। যৌনতার সেনাবতরণ দ্বারা উদ্ভাবিত একটি আদর্শ অবস্থান এটি, যার পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না।

আমরা যৌন ও যৌনতাকে এমনভাবে রঞ্জিত করেছি গুরুত্বের সাথে যে এখন তাকে আমরা কে ও কী তাই ব্যাখ্যার চাবিকাঠি রূপে দেখি, ঠিক অনেকটা এভাবে অতীতের প্রজন্ম জ্যোতির্বিদ্যা ও অধিবিদ্যাকে দেখত। যৌনতার সেনাবতরণ ধারা আমরা একটাই আবদ্ধ যে আমাদের 'স্বাধীনতা'র সম্ভাবনাকেও স্বাস্থ্যকর যৌনতাতে নিহিত প্রধান নীতি রূপে দেখছি। আয়রনি হলো এই যে যৌনতা আমাদের স্বাধীনতার চাবিকাঠি ধারণ করে তা হলো ক্ষমতার প্রকাশ যা আমাদের উপরে খাটানো হয়। যদি এই ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করতে চাই তবে যৌনতাতে লক্ষ্যস্থির করা নয় বরং শরীর ও যৌনতা যে দৈহিক সুখকে নিজের ভোগে লাগাতে চায় তার প্রতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

তবে সেক্স অর্থে 'যৌন' বলতে কী বোঝায়? যৌন শব্দে যৌন সহবাস বোঝায় না; এ জননেন্দ্রিয়ের অরগ্যাজম নয়। আবার রমণের সুখও নয়। অথবা লোকের যে লিঙ্গ পরিচয় তা নয়। অথবা তা প্রজননগত সামর্থ্যও নয়। নিশ্চিতই এসব কিছু যৌন বিষয়কে নিয়েই। লোকে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, পুরুষ ও নারী দুটি ভিন্ন লিঙ্গের অধিকারী। কিন্তু সেক্স বলতে ঠিক কী বোঝায়।

ফুকোর জবাব হলো এমন কোনো কিছু নেই। এ হলো আমাদের কল্পনার বানানো বা অলীক কিছু। যৌনতার বিভিন্ন সেনাবতরণকে নিয়ে কথা বলার জন্য এই শব্দটিকে আমরা বিকশিত করেছি। জ্ঞানতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিবেচনার যেমন শিক্ষা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ও প্রভৃতির সকল ধরনের দৈহিক সংবেদন এবং শরীরকে সংযুক্ত করে যৌনতার সেনাবতরণ। এই সকল বিষয়ের মধ্যে সাধারণ কী রয়েছে? সেক্স, বা যৌন; সতেরো শতক হতে গত তিন শতক ধরে এই 'যৌন' শব্দটি নতুন ধরনের সন্দর্ভের ভিত্তি প্রস্তর হয়ে উঠেছে।

যেমন লোকে তাদের যৌন জীবনের কথা বলে; যৌন জীবন ধারণাটিই, ফুকোর মতে, মধ্যযুগের মানুষের নিকট অজানা ছিল। সেক্স ছিল কোনো মানুষের জীবনের একটা অংশ, যেমন নিদ্রা তার জীবনের অংশঃ কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে না কেমন চলছে তার নিদ্রা জীবন? যৌন সহবাসের ক্রিয়া আরো বড় সন্দর্ভের কেন্দ্রীয় অংশ যা সেক্সকে দেখে আমরা কে তার কতকটা মৌল ভূমিকায়, এবং জ্ঞান ও ক্ষমতার এক উৎস রূপে। যৌন সহবাস বলতে বোঝাত লোকে এমনকিছু যা করে থাকে; এখন তা এক রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়েছিল যার নিজস্ব ধরনের বিশেষ জ্ঞান রয়েছে; তাই হয়ে উঠেছে কারো যৌন জীবনের এব দিক।

আরেকটি প্রয়োগে যেমন, 'সেক্সি' শব্দের ব্যবহারে কাউকে 'দেখতে ভাল' যেমন বোঝায় না বা এর সঙ্গে যৌন সহবাসের কোনো সম্পর্ক নেই। কারো পোষাক, কারো গাড়ি, কোনো কাহিনী, বা রাতের শহর, এমনকি কম্পিউটারও সেক্সি হতে পারে। কোনো কিছুকে বা কাউকে সাধারণভাবে সেক্সি বলার অর্থ হলো দৈহিক আকর্ষণ ছাড়াও ক্ষমতা ও প্রভাবকে বোঝায়। পাশের বাড়ির ছেলেটি বা মেয়েটি দেখতে চমৎকার ও কাঙ্ক্ষিত হতে পারে সেক্সি না হয়েও, কারণ তার কোনো রহস্য নেই, কোনো ক্ষমতা নেই। আবার যারা দেখতে ভাল নয় এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকেরা বেশ একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে যখন চলে, বা ধনী অথবা ক্ষমতাশালী হয়, তাকেও সেক্সি বলা চলে। তাই সেক্সি ধারণাটি, সেক্স এর ধারণার মত এমন এক বয়সে অস্তিত্বশীল হতে পারে কেবল যখন যৌন সহবাসের শারীরিক সংবেদন ধারণাগতভাবে ক্ষমতা ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত।

এই দৃষ্টান্ত দেখায় যে আমরা চারপাশের বিশ্বকে সেক্স এর অভিধায় অনুধাবন করি। এ তাই হয় কারণ সেক্স এমন সুবিধাজনক অবস্থান হয়ে উঠেছিল যে তার থেকে ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপ করা যেতে পারে। ফুকো দেখান যে যৌনতার সেনাবতরণ কীভাবে সর্বদা শরীরের শৃংখলা ও জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক স্বার্থকে হাসিল করে। যদিও সেক্স নিছক ক্ষমতার প্রয়োগের জন্যই এক নির্মিতি, অথচ আমরা একে অস্তিত্বশীল হিসেবেই চিন্তা করি। এবং ক্ষমতা আমাদের জীবনের সকল দিকেই প্রবিষ্ট হয়েছে, সেক্সকেও আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রবিষ্ট বলে মনে করি। পরিণামে, তাকে শীর্ষ গুরুত্বের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করি, যে তাকে আবিষ্কার করি, মুক্ত করি, উপভোগ করি। ফুকোর উপসংহার হলো এতে আবিষ্কার, মুক্ত করা, বা উপভোগের কোনো কিছু নেই। যদি আমরা প্রকৃতই স্বাধীনতা চাই, তবে আমাদের শরীর ও দৈহিক সুখকে 'যৌনতা'র অংশ হিসেবে চিন্তা করা থেকে বিরত থাকব যা ব্যাখ্যা করে আমরা কে। এভাবে আমরা আমাদের উপর যৌনতার সমাবেশের নিগড় ভাঙতে পারব ও দৈহিক সংবেদনকে মূল্যায়ন করতে পারব আমরা কে।

এখানে কিছুটা পরিপন্থার মত রয়েছে; ফুকো পূর্বে ক্ষমতাকে এমন একটা কিছু হিসেবে বৈশিষ্ট্যায়িত করেছেন যা কেবল অবদমনই করে না, বরং তা উৎপাদনশীলও; তিনি বলেন ক্ষমতা সর্বত্র এবং সব কিছু থেকে আসে। আমরা ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করতে পারি না কারণ এমন কিছু নেই যা ক্ষমতা নয়। অথচ এখানে বলছেন ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করতে পারি; যে আমাদের যৌনতার ধারণাকে পরিহার করে ক্ষমতাকে রোধ করতে পারি যা আমাদের শরীরে প্রয়োগ হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে ফুকো ক্ষমতা সম্পর্কে বলছেন যা সন্দর্ভের স্তরেই টিকে রয়েছে, এবং যৌনতার সন্দর্ভকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করছে যা অন্য যত সন্দর্ভের উপরে প্রাধান্য রাখে। এই সমস্ত সন্দর্ভের নিজে, এক নির্বাক শরীর রয়েছে যা বিভিন্ন সন্দর্ভ দ্বারা চারপাশে ঠেলে দেওয়া হয়। শরীরকে মুক্ত করাতেই মুক্তি নিহিত। কিন্তু ক্ষমতা সম্পর্কের বাইরে শরীরকে ঠেলে দিয়ে ফুকো কিছুটা নিজেরই বিপক্ষে যাচ্ছেন।

এই খন্ডটির শিরোনাম ছিল জানবার অভিলাষ। যৌনতার ইতিহাস প্রকল্পের উপক্রমণিকা এক ভূমিকা। তাতে যৌনতার ইতিহাস নয়, বরং কীভাবে তা জ্ঞানের অভীষ্টে পরিণত হয়; আমাদের আত্মপরিচয়কে গত কয় শতাব্দিতে ক্রমাগত যৌনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বাঁধা হিসেবে দেখেছি কেন। কেনইবা এমন প্রবল আগ্রহে যৌন বিষয়ের অধ্যয়ন করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুকো এর প্রসঙ্গে তার বংশগতিগত পদ্ধতি অবলম্বন করেন; যৌনতার ধারণাটি কোনো স্থির প্রত্যয়কে বোঝায় এমন ধরে নেননি। বরং তার পদরেখা অনুসরণ করে দেখান যে আমাদের যৌনতার ধারণা একাধিক ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করেছে, একাধিক উপায়ে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেবাদানও করেছে। তার স্থির কোনো প্রত্যয় নয়। বলা চলে নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষমতার বন্টনে একটা হাতিয়ার রূপে কাজে খেটেছে।

বিশেষ করে যৌনতার সন্দর্ভের বিস্তার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক উপায় রূপে দেখেছেন। যৌনতাকে আমরা শিক্ষা, মনো চিকিৎসা, পরিবার কাঠামো, জনসংখ্যাতত্ত্ব, ভাল সরকার এবং বহু কিছুর সঙ্গে যুক্ত করেছি। তার একটাই কারণ যৌনতা পাপস্বীকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ফলে আত্মনির্বাচন ও আত্মবিশ্লেষণ এর সঙ্গেও। এই দুটি জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে প্রসারিত। সুস্থ যৌনতার স্বার্থে আমরা নিজের আচরণের উপর নজর ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছি এবং সেই সঙ্গে অপরেরও।

ফুকোর মতে তা সামাজিক নির্মিতির অতিরিক্ত কিছু নয়; এতে আমাদের জননেন্দ্রিয় সম্পর্কে যেমন কোনো কিছু নেই, তেমনি যৌন সহবাসেরও কোনো যোগ নেই, অথবা যৌন ক্রিয়ার প্রবৃত্তি ও তাড়না কোনোটাই নয়। বরং তা আমাদের চৈতন্য ও সামাজিক সত্তার অন্য দিকে সঙ্গে সম্পর্কিত। বরং আমরা যে সংযোগ সৃষ্টি করেছি তাকে এখন বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকৃত মনে করছি এবং আমাদের চেয়ে স্বতন্ত্র।

ফুকো অত্যন্ত বাধ্যকর হিসেবে আমাদের ইতিহাস ও আমাদের নিজেদেরকে দেখার উপায় হাজির করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিভাষা

alliance	আত্মীয়বন্ধন
analytic	বিশ্লেষণী
apparatus, apparutuses	যন্ত্র, যন্ত্রাবলী
assemblage	একত্রীকরণ
attitude	মনোভঙ্গি
binary	যুগ্ম, বাইনারি
bio politics	জৈব রাজনীতি
bio power	জৈব-ক্ষমতা
body	শরীর
community	জনসমাজ
conduct	আচরণ, পরিচালনা
contingent	অনিয়ত
degenarate	অপজাত
deployment	সেনাবতরণ
demography	জনতত্ত্ব
diffused	পরিব্যাপ্ত
discipline	শৃংখলা
discourse	সন্দর্ভ
distribution	বিন্যাস
domain	শাসনক্ষেত্র
dominance	প্রাধান্য
essence	সারবস্তু, অন্তর্বস্তু
expression	অভিব্যক্তি
external	বহিঃস্থ
form	আকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

friendship	বন্ধুত্ব
functional	উপযোগবাদী
hypothesis	অনুমিতি
hegemony	আধিপত্য
idealization	আদর্শায়ন
identification	শনাক্তকরণ
identity	পরিচিতি
image	ইমেজ, ভাবচ্ছবি
imagery	চিত্রকল্পরাশি
institution	প্রতিষ্ঠান
instrument	সাধন
instrumental reason	কার্যকরী যুক্তি
intensification	তীব্রতা
internal	আভ্যন্তরীণ
mechanism	ক্রিয়াবিধি
movement	চলাচল
norm	রীতি
object	অভীষ্ট, লক্ষ্য
objective	লক্ষ্যবস্তু, বস্তুগত
pathology	রোগতত্ত্ব
polymorphous	বহুরূপী
power	ক্ষমতা
pleasure	সুখ, সুখানুভূতি
practice	ক্রিয়াকর্ম, ক্রিয়াকলাপ
Problematisation	সমস্যাকরণ
rationalism	যুক্ত্যাভ্যাস
reasoning	যুক্তিবিন্যাস
regime	শাসনপ্রণালী
representation	প্রত্যক্ষণ
repressive	অবদমনমূলক
routinized	রুটিনমাফিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

self	আত্মন
sign	চিহ্ন
status	পদমর্যাদা
structure	কাঠামো
subject	বিষয়ী
subjugation	অধীনতা
subjective	মনোগত
subjugated	দমিত
symmetry	প্রতিসমতা
technical	কলাকৌশলগত
technilogy of self	আত্মনের প্রযুক্তি
telos	পরম কারণ
trancendent	অতিবর্তী
trancendental	অতিবর্তীতা
transgression	সীমালঙ্ঘন
transition	স্থানান্তকরণ
tutelage	অভিভাবকত্ব
visibility	দৃশ্যমানতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~